আমেরিকা

ফ্রানৎস কাফকা

ভাষান্তর : মঞ্জুলেখা বেরা

ফ্রানৎস কাফকা (৩ জুলাই ১৮৮৩ – ৩ জুন ১৯২৪)। জন্ম প্রাগে। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডক্টরেট। বিশ্ববরেণ্য গদ্যশিল্পী। চেক ইহুদি হলেও সাহিত্য রচনা করেছেন জার্মান ভাষায়। লেখা সম্পর্কে দর্শন Writing is a form of prayer। আলব্যের কামুর মতে, কাফকাকে বুঝতে হলে পুনঃপাঠ অবশ্য করতে হবে। বর্হেস তাঁকে দেখেছেন ইহুদিদের শ্রেষ্ঠ লেখক হিশেবে, Franz Kafka, the vulture। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতিময়তায় আচ্ছন্ন তাঁর মন ও সাহিত্য মনন। বলেন, Since I am nothing but literature। মননের প্রকাশ হয়েছে তিনটি অসমাপ্ত উপন্যাসে : The Amerika, The Trial ও The Castle এবং ছোটো বড়ো ৭৮ টি গল্পের ভেতর দিয়ে। অসমাপ্তর কারণ হিশেবে বলেছেন শেষ সত্য জানিনি, জানলে অবশ্যই লিখতাম। তাঁর জনপ্রিয়তম গল্প, মতান্তরে নভেলেট The Metamorphosis। সাতটি দেশে এর চলচ্চিত্র রূপ হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য ফেলিনি তাঁর The Amerika চলচ্চিত্রায়ন করেন। তাঁর রচনার অভিনবত্ব ও অনন্য ভাবনা বিশ্বসাহিত্য পাঠককে মুগ্ধ করেছে। কোন আধুনিক মননের পাঠক এই বিতর্কিত লেখককে অস্বীকার করতে পারেন না, এমনই তাঁর দীপ্তি। পেয়েছেন ফন্তেনা পুরস্কার।

www.BanglaBook.org

আমেরিকা

ফ্রানৎস কাফকা

ভাষান্তর

মঞ্জুলেখা বেরা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এবং মুশায়েরা

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

AMERIKA
Fiction by Franz Kafka
Bengali Translation by
Manjulekha Bera

Rs. 200.00

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৮। জানুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ
কল্লোল সাহা

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : দুইশত টাকা

www.BanglaBook.org

স্বর্গতা ননীবালা দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রসঙ্গ : আমেরিকা

বন্ধুদের বললেন ফ্রানৎস কাফকা, আমেরিকা নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। বন্ধুরা অবাক! বলে কী ফ্রানৎস। ও কোনওদিন আমেরিকা যায়নি, কোনও বন্ধু নেই যে আমেরিকায় থাকে, এমনকি কোনও আমেরিকানের সঙ্গে পরিচয় নেই। ইংরেজি জানে কিছু, এই মাত্র। প্রাগই তাঁর জগৎ, স্বর্গ এবং জেল। এ সিদ্ধান্ত বন্ধুদের মনঃপূত হল না। অবশ্য বন্ধুদের বলার আগে শুরু করে দিয়েছিলেন The Forgotten (The Amerika) লেখা। বন্ধুদের বললেন কাফকা, আমি পড়েছি বেনজামিন ফাঙ্কলিনের 'অটোবাওগ্রাফি'। এছাড়া ওয়াল্ট হুইটম্যানের ভক্ত। তাছাড়া আমেরিকান ভালোবাসি কারণ ওরা স্বাস্থ্যবান ও আশাবাদী। কাফকা এডগার এলান পো'র অনুরাগী, 'চার্লস ডিকেন্সের পরম ভক্ত। মনে করতেন, ডিকেন্স মহান লেখক, তাঁর লেখায় ভুল থাকা উচিত নয়, তিনি সেইসব লেখাকে পুনরায় লিখবেন। তিনি শুরু করলেন ডেভিড কপারফিল্ড অনুসরণ করে লেখা। তিনি চেয়েছিলেন ডিকেন্সের উন্নতিকরণ। এ লেখার নামকরণ করেছিলেন Dickensian। তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন, "ডিকেন্সের কপারফিল্ড। 'The Stoker' ডিকেন্সের অনুকরণ।" একথা সত্যি ডিকেন্স তাঁকে বেশ প্রভাবিত করেছে। 'আমেরিকা'-তে তিনি যে ডিকেন্সের প্রতি ঋণ স্বীকার করবেনও ভেবেছিলেন। কার্যত তাঁর 'Stoker' অংশটি প্রকাশ হয় মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কাফকা Amerika উপন্যাসটি শেষ করেননি, এটি অসমাপ্ত উপন্যাস. অবশ্য কাফকার তিনটি উপন্যাসের একটিও শেষ করে যাননি অন্য দুটি হল The Trial ও The Castle।

কাফকা উপন্যাসটি নাম রেখেছিলেন The Man Who Disappeared (Der Verschollene) কিন্তু ম্যাক্স ব্রড বিষয় ও পরিবেশ অনুসারে নাম রাখেন Amerika।

যে সময় কাফকা উপন্যাসটি লিখছিলেন, সে সময় তাঁর মনের জগতে ছিল উত্তাল পরিবেশ। চলছিল ঝড়। কখনও দারুণ খুশি, কখনও ভয়ঙ্কর রকম হতাশা। বন্ধুদের সঙ্গে রুচিগত ব্যাপারে অস্বস্তি। ভালোবাসেন ফেলিসকে। চূড়ান্তভাবে। অথচ তাঁকে বিয়ে করবেন না তাও সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী ডোরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তাঁকে বিয়ে করেনি। কাফকার উত্তর, তাঁর মনের সঙ্গে ও মেলাতে পারত না। ও বড়ো বেশি শৃঙ্খলা পরায়ণ, সব কিছু মেপে চলত। ঘড়িটিও টেবিলে ঠিকঠাক থাকা চাই। এছাড়া তাঁর বাবা হরমান কাফকার সঙ্গে বিরোধ। [কাফকা মৃত্যুর আগের বছর (১৯২৩-২৪) ডোরাকে বিয়ে করেছিলেন। বেশ সুখেই ছিলেন।

www.BanglaBook.org

: Kafka's Last Love by Kathi Diamant] এসময় তিনি The Verdict গল্পও লিখেছিলেন। গল্পটি পুড়িয়ে ফেলেন ডোরা কাফকার নির্দেশে। আমরা যা পড়ি তা খসড়াটিকে। সুন্দরভাবে ম্যাক্স ব্রড কাফকার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন সেই সময়কে:

সেপ্টেম্বর ২৯ : 'কাফকা খুবই খুশি, সারারাত লিখেছে, উপন্যাস আমেরিকা। অক্টোবর ১ : অবিশ্বাস্যরকমভাবে উল্লসিত। অক্টোবর ২ : অত্যন্ত উৎসাহিত তখনও। অক্টোবর ৩ : কাফকা ভালোই লিখে চলেছে। প্রথম অধ্যায় শেষ। আমি সুখী। অক্টোবর ৬ : আমার কাছে The Verdict ও The Stoker পড়ে; আমেরিকার প্রথম অধ্যায়। এরপরই তাঁর মায়ের সঙ্গে ও আমার (ব্রড) সঙ্গে চিঠিপত্তর (আত্মহত্যার ভাবনা নিয়ে)। অক্টোবর ১৪ : ভিয়েনার মহান ঔপন্যাসিক ওটো স্টোত্রসেল, যার কাফকা ও আমি (ব্রড) অনুরাগী, তাঁর সঙ্গে দুজনে প্রাগের রাস্তায় হেঁটেছি। অক্টোবর ২৮ : বাইশ পাতার এক দীর্ঘ চিঠি লেখে ফেলিসের উদ্দেশ্যে। নভেম্বর ৩ : অস্কার বম ও আমার (ব্রড) সামনে আমেরিকা দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে। সেপ্টেম্বরে শেষ থেকে নভেম্বর শেষ— এর মধ্যে তিনটি লেখা পড়ে— মেটামরফস্সি, দ্য ভার্ডিক্ট ও আমেরিকার দুটি অধ্যায়।

এই সময়ে কাফকা তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন ফেলিসকে বিয়ে করতে অক্ষম। তবে ওকে খুবই ভালোবাসেন। এই ফেলিসের সঙ্গে কাফকার যেদিন পরিচয় হয়, সেদিন তাঁর প্রতারক এক ভাই আমেরিকা পালিয়ে যায়। এদিকে ফেলিসের অবিবাহিত বড়ো বোন অন্তসত্ত্বা। তা একমাত্র ফেলিসই জানতেন। এ ঘটনা কাফকার মনে বেশ দাগ কাটে। (Kafka-Nicholas Murray- page 119) আরেকটি প্রসঙ্গ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। এ ঘটনাটি বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন ম্যাক্স ব্রড তাঁর কাফকার জীবনী গ্রন্থে। কাফকার মৃত্যুর পর এক মহিলা ফ্রানৎস কাফকার কবরে ফুল দিতে আসেন। ১৯৪৮ এর বসন্তে সঙ্গীতজ্ঞ উলফগ্যাং সচোকেন (Wolfgang Schocken) যিনি জেরুজালেমে থাকেন, তিনি ম্যাক্স ব্রডকে চিঠি লিখে জানান, কাফকা এক পুত্র সন্তানের পিতা। প্রমাণ হিশেবে রয়েছে M.M. নামে এক মহিলার চিঠি। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও বিত্তশালী। তিনি এর জন্য গর্বিত। কাফকার নিঃসঙ্গ সময়ে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ব্রড জানাচ্ছেন Frau M.M. এর সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল, কিন্তু কোনও ধারণা ছিল না ওর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব ছিল। মহিলাকে মেরে ফেলে জার্মান সেনা। কাফকার ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু নেই কোন পুত্র সন্তানের কথা। এই সন্তানের নাম জানতে পারেননি ম্যাক্স ব্রড। অথচ সাত বছর এ সন্তান বেঁচেছিল। [Franz Kafka-A Biography-Page 240-242] এছাড়া কাফকার আত্মীয় ওটো কাফকা আমেরিকায় ব্যবসা করতেন। এখান থেকে কাফকা আমেরিকা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সর্বশেষ তো রয়েছে ডেভিড কপারফিল্ড-এর বিন্যাস ও চরিত্র।

www.BanglaBook.org

কাফকা হলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। কিয়ের্কেগাদের দর্শন ও সাহিত্য রচনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি সবসময় বলতেন, অন্তর্জগতে বাস করা যায় কিন্তু কখনও তা বর্ণনা করা যায় না। তিনি মনে করতেন অন্তর্জগতের স্বপ্নের মতো যা কিছু তারই ছবি আঁকেন, তা সবকিছুকে নির্বাসিত করে সম্ভাব্যের দিকে।

কাফকা তাঁর পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রেমিকা মিলেনার কাছে রাখতেন। কাফকার মৃত্যুর পর ম্যাক্স ব্রডকে Amerika ও The Trial এবং ডায়েরি দেন। ভাগ্যিস কাফকার বন্ধু ও বান্ধবীরা অত্যন্ত তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁদের উদারতার কারণে আমরা তাঁর লেখাগুলো পড়ার সুযোগ পেলাম। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমেরিকা পড়তে পড়তে কাফকার বহু ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে। The Departure, The Verdict এবং Metamorphosis প্রভৃতি। এখানেও নায়ক কার্ল রশম্যান অসহায় ও স্বাধীনতাকামী। এখানে যতই ডিকেন্সের কথা বলা হোক কাফকাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। এ লেখা সম্পর্কে কাফকার অভিমত, "আমি জানি না কেন আমি জরিপ করেছি, এ লাইনটি আদৌ আমার নয়।" অত্যন্ত সহজ সরলরূপে কাফকা কিশোর নায়ক কার্লের কথা বলেছেন যে কিনা হতে চেয়েছিল ইঞ্জিনীয়ার, কোনও এক বিপাকে সে বাড়ির এক চাকরানি দ্বারা ধর্ষিত হয় এবং বাবা মা পাঠিয়ে দেয় আমেরিকায়। এ এক নির্বাসনই বটে। এই নির্বাসনের নির্দয়রূপটিই উপন্যাস জুড়ে। কাফকার মননে রয়েছে এক উদ্বাস্তুতা।

আড়ষ্ট অনুবাদই আমার পছন্দ। এতে মূলের কাছাকাছি থাকে। বার কয়েক পড়ে চেষ্টা করি লেখকের মনন ধরতে। এক্ষেত্রে অনুবাদ হয়েছে, সাবলীল। কোথাও কোথাও সাবলীলের বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে, সন্দেহ হয়, ফিরে যাই ইংরেজি অনুবাদে। এতটুকু ভাবানুবাদ নয়। অনুবাদের কল্পনা নয়, অনুবাদক সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি অনুবাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। এত বড় একটা অনুবাদ করেছেন, উনি এই পরিশ্রম একটা উপন্যাস রচনায় দিতে পারতেন। মনে হয়েছে দশটা বাজে উপন্যাস লেখার চেয়ে একটি মহৎ উপন্যাস অনুবাদ করা অনেক বেশি শ্রেয় কর্ম। একটি জাতি এতে সমৃদ্ধ হয়। মঞ্জুলেখা বেরা একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। একজন কাফকা অনুরাগী হিশেবে এই লেখা পড়ে আনন্দিত। খুশী।

মনোজ চাকলাদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

১

স্টোকার

হতভাগ্য কার্ল রশম্যানকে তার মা-বাবা সোজা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিল। এক পরিচারিকা তাকে ধর্ষণ করে আর ফলে তার সন্তানের মা হয়ে যায়। তাদের জাহাজ বেশ ধীরে ধীরে ন্যুইয়র্ক পোতাশ্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল। 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'র উপর আলোর রোশনি ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এই দৃশ্য সে আগেই দেখতে পেয়েছে তবুও এই মুহূর্তে সে এই মূর্তিটাকে নতুন আলোয় আলোকিত দেখল। ওর অস্ত্রধরা হাত যেন নতুনভাবে মেলে ধরা। তার চারপাশে স্বর্গীয় মুক্ত বাতাসের গতিময়তা।

'এত উঁচু!' সে নিজে নিজে বিড় বিড় করল। ভিড়ে তাকে সব্বাই জাহাজের রেলিং-এ ঠেসে দিল। কুলিদের ভিড় তাকে ধাক্কা দিতে থাকল। আসলে জাহাজ থেকে নামবার কথা তার মাথার মধ্যে ছিল না।

জাহাজযাত্রায় অল্প আলাপিত এক যুবক তাকে চিৎকার করে বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে গেল ঃ 'নামবার ইচ্ছে নেই বুঝি?' কার্ল হেসে উত্তর করল, 'না, না, আমি তৈরি'। বেশ শক্ত সমর্থ সে। সে একটানে বাক্সটা কাঁধে তুলে নিল। কিন্তু তার পরিচিত ভদ্রলোক একটি বেড়াবার ছড়ি হাতে নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে পড়েছে। এটা তার চোখে পড়তেই তার বেশ অস্বস্তি হল তার তক্ষুণি মনে পড়ে গেল যে তার ছাতাটা সে ভুলে নিচে ফেলে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি করে ঐ পরিচিত ভদ্রলোককে অনুরোধ করল যাতে সে তার বাক্সের কাছে একটু অপেক্ষা করে। তারপর অবস্থাটা আর দ্রুত পরখ করে কত তাড়াতাড়ি ফেরা যায়—এটা ভাবতে ভাবতে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। নিচের ডেকটার দিকে তাকাতেই তার মনটা তেতো হয়ে গেল। জীবনে সে প্রথমবার দেখল যে জাহাজের ভেতরকার যাতায়াতের জায়গাটা বেশ ভিড়ে ঠাসা। সম্ভবত একসঙ্গে অনেক যাত্রী নামবার চেষ্টা করছে। অনেক কষ্টে সীমাহীন অসংখ্য সিঁড়ি বেয়ে, বারবার মোড় নেওয়া বারান্দা পার হয়ে একটা ফেলে দেওয়া লেখার টেবিল পড়ে রয়েছে এমন একটা ফাঁকা ঘর পার হয়ে সবশেষে সে পথ হারিয়ে ফেলল। যদিও সে এই রাস্তায় দু'তিনবার এসেছে কিন্তু প্রতিবারই ভিড়ে ঠাসা ছিল। কার্ল অবাক। সে তো কাউকে দেখতে পেল না। শুধু মাথার উপর হাজার হাজার পায়ের একটানা দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ ছাড়া সে আর কিছুই শুনতে পেলনা। আর একটু দূরে,

www.BanglaBook.org

হালকা নিঃশ্বাসের মতো ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আগের শেষ শব্দ। সে এদিকওদিক খানিকটা দৌড়ল। তারপর কিছু না ভেবেই সে একটা ছোট্ট দরজায় ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ করল।

দরজা বন্ধ নেই—একটা কণ্ঠস্বর ভেতর থেকে ভেসে এল। বেশ শান্তমনে কার্ল দরজা খুলে ফেলল। 'পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ যে?' কার্ল এর দিকে না তাকিয়েই এক দশাসই চেহারার লোক জিজ্ঞেস করল। সবচেয়ে উপরের ডেকে একরাশ ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে একটা বাঙ্ক, কাবার্ড, এমনকি একটা লোক—সবাইকে যেন জমা করে রাখা হয়েছে। তারই উপর অস্পষ্ট দিনের আলো কিছুটা দুর্বলভাবে আপতিত। 'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি', কার্ল বলল, 'সমুদ্রযাত্রার সময় আমি লক্ষ্যই করিনি যে জাহাজটা এত বড়।' 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ'—বেশ গর্বের সঙ্গেই লোকটি বলল। লোকটার দু'হাতের মধ্যে খেলা করছিল সামুদ্রিক প্রাণীর খোলের তৈরি একটা চাবি। বোধহয় ওয়ার্ডবয়দের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সে চাবিটাকে ওভাবে ধরে রাখত। 'ভেতরে এসো', সে বলল, 'তুমি ওভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পার না।' 'আমি বোধহয় আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি, তাই না?' কার্ল জানতে চাইল। 'কেন? তুমি আবার কিভাবে আমার ব্যাঘাত ঘটাতে পার? তুমি কি জার্মান?' কার্ল এরপর নিজেকে প্রশ্ন করতে চাইল। আমেরিকায় নবাগত বিশেষ করে আইরিশদের থেকে বিপদ সম্পর্কে বিস্তর কথা কার্ল শুনেছে। লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, তাই। আমি ঠিক তাই।' তখনো কার্ল এর সংশয় কাটেনি। তারপর লোকটি হঠাৎই দরজার হাতল ধরে একটান মেরে দরজা বন্ধ করল আর কার্লকে কেবিনের মধ্যে ঠেলে দিল।

সে বলল, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রয়েছে এই দৃশ্য আমি একদম সহ্য করতে পারি না'—বলেই সে বুক বাজাতে বাজাতে বলল, 'লোকে এখান দিয়ে যাবে আর এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে এটা কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে না।' 'কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা তো ফাঁকা'—বাঙ্ক-এর এক কোণে জড়োসড় অবস্থায় কার্ল বলল। 'হ্যাঁ, এখন', লোকটি জানাল। 'কিন্তু এখন তো আমরা কথা বলছি', কার্ল ভাবল, 'এর সঙ্গে কথা বলা মুশকিল হল দেখছি।' 'বাঙ্ক এর উপর শুয়ে পড়। ওখানে অনেকটা জায়গা পাবে', লোকটি বলল। কার্ল যতটা পারে লাফাল। কিন্তু উপরে সুইং করার প্রথম ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেই জোরে হেসে উঠল। কিন্তু বাঙ্ক-এ ওঠার পরই সে চেঁচিয়ে উঠল : 'হা ভগবান, আমার বাক্সটার কথা বেমালুম ভুলে গেছি।' 'কেন, ওটা কোথায়?' 'ডেকের উপর, আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক ওটার উপর নজর রাখছে। তার নামটা কি যেন? তারপর কোট পকেটে যেখানে তার মা জাহাজে আসার জন্য একটু সেলাই করে দিয়েছে, সেখান থেকে সে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করল, তারপর বলে উঠল : 'বাটারবাম, ফ্রানৎস বাটারবাম'। 'তোমার কি ওটা নিতান্তই দরকার?' 'নিশ্চয়।' 'তাহলে তুমি ওটাকে একটা অচেনা লোকের হাতে

www.BanglaBook.org

দিয়ে এলে কেন?' 'আমি নিচে ছাতাটা ফেলে গিয়েছিলাম, ওটা ছুটে নিতে গেলাম। বাক্সটা আর টানাহ্যাঁচড়া করতে চাইনি। তারপর উপরের ডেকে এসে হারিয়ে গেলাম।' 'তুমি কি একা? তোমাকে দেখার কেউ নেই?' 'হ্যাঁ, একেবারে একা'। 'এই ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকাই যায় ; কার্ল ভাবল, 'এর চেয়ে ভালো বন্ধু এখানে আর পাব কি?' 'এখন তুমি তোমার ছাতা আর বাক্স দুটোই হারালে!' এই বলে লোকটি এমনভাবে চেয়ারে বসল যেন সে এতক্ষণে কার্ল এর ব্যাপারটায় বেশ আগ্রহী হয়ে পড়েছে।

'কিন্তু আমি ভাবছি আমার বাক্সটা বোধহয় এখনও হারায়নি।' লোকটি তার ঘন, ছোট, পুরু চুলগুলোকে বেশ সপ্রতিভভাবে চুলকাতে চুলকাতে বলল : 'তুই যা ইচ্ছা তাই ভাবতে পার। কিন্তু নতুন বন্দরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বোধেরও পরিবর্তন হয়। হ্যামবুর্গ-এ হয়তো বাটারবাম তোমার বাক্সটা লক্ষ্য রাখতে পারত ; তবে এখানে বাক্স ও বাটারবাম দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা।'

'তাহলেও আমি একবার উপরে উঠে দেখি না খুঁজে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করতে করতে কার্ল বলল।

'তুমি যেখানে রয়েছ ঠিক সেখানেই থাক', লোকটি বলল।

তারপর সে সজোরে কার্ল-এর বুকে ধাক্কা দিল যাতে করে সে আবার বাঙ্ক এর উপর পড়ে গেল।

'কিন্তু কেন?' বিরক্ত কার্ল জানতে চাইল।

'কারণ এর কোনো মানে নেই', লোকটি জানাল, 'আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব, আর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। যদি বাক্সটা হারিয়ে যায় তাহলে তো ঝামেলা চুকেই গেল। আর লোকটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই যদি বাক্সটা রেখে যায় তাহলে জাহাজ খালি হলেই আমরা ওটাকে উদ্ধার করে ফেলব। তোমার ছাতাটাও।' কার্ল বেশ সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি জাহাজের সব রাস্তা চেন?' তবে জাহাজ খালি হলে বাক্স খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কার্ল উড়িয়ে দিতে পারল না।

'কেন আমি তো জাহাজে জ্বালানি ভরি', লোকটি জানাল। 'আপনি স্টোকার!' আনন্দে কার্ল চেঁচিয়ে উঠল। এটা তার কাছে আশাতীত ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটিকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করতে চাইছিল। সে বলল, 'ঘরের বাইরে আমি যেখানে শ্লোভাকদের সঙ্গে ঘুমোতাম ওখানে একটা ছোট্ট জানালা ছিল যার ভেতর দিয়ে আমরা ইঞ্জিনঘরটা দেখতে পেতাম। 'হ্যাঁ, ওখানেই আমি কাজ করতাম', স্টোকার বলল। 'যন্ত্রের ব্যাপারে আমার বরাবরই প্রবল উৎসাহ ছিল', কার্ল তার নিজের ভাবনার কথা বলে চলল, 'আর আমি হয়তো যথাসময়ে ইঞ্জিনীয়ার হতাম যদি না আমাকে আমেরিকায় চলে আসতে হত।'

'কেন আমেরিকা এলে কেন?'

'ওই যে, ছাড়ুন', সমস্ত ব্যাপারটা কার্ল টুস্‌কি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইল। তবে

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোককে নিজের ব্যাপারে কিছু না জানানোর জন্য মনে মনে ক্ষমা চেয়ে কার্ল মৃদু হাসল। 'কিছু তো কারণ আছেই'—একথার মধ্যে দিয়ে সে কার্লকে বলতে বাধ্য করছে বা নিরুৎসাহিত করছে তা ঠিক বোঝা গেল না। 'আমিও এখন স্টোকার হতে পারি। তবে আমি যাই হই না কেন আমার মা-বাবার কাছে সবই সমান।'

'আমার তো কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে', ইন্ধনকারী বলল। আর এটা নিশ্চিতভাবে জানানোর জন্য সে তার ট্রাউজারস এর পকেটে হাত ঢোকাল আর ঠোলা চামড়ার মতো পুরু ট্রাউজারস-এর ভেতরকার পা দুটো বাঙ্ক এর উপর মেলে দিল। কার্ল দেওয়ালের দিকে সরে এল।

'আপনি কি জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আজ আমাদের বেতনের দিন।'

'কিন্তু কেন? কাজটা কি আপনার পছন্দ নয়?'

'না, না, এটাই রীতি। কেউ পছন্দ করুক বা না করুক। তবে এটা তুমি ঠিক বলেছ, আমার এখানে একেবারে ভালো লাগছে না। তুমি স্টোকার হতে চাও কিনা এ ব্যাপারটাকে আমি আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছি না তবে স্টোকারদের ভাবনা-চিন্তা মোটের উপর এরকমই হয়। সেজন্য আমি চাইনা তুমি স্টোকার হও। আচ্ছা, তুমি নাকি য়ুরোপে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চেয়েছিলে? তা, এখানে পড়ছ না কেন? আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়ে অনেক এগিয়ে।' 'সেটা সম্ভব নয় কারণ পড়ার খরচ চালাবার মতো টাকা আমার হাতে নেই। এমন একজনকে আমি জানি যে সারাদিন দোকানে কাজ করত আর চিকিৎসক না হওয়া পর্যন্ত সে রাত জেগে পড়ত। আর একজনও এভাবেই মেয়র পর্যন্ত হতে পেরেছিল। কিন্তু তার জন্য তো অধ্যবসায় দরকার, কি বলুন? আমার মনে হয় ওটা আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া আমি পড়াশোনাতেও খুব একটা ভালো ছিলাম না। আর ইস্কুলও কখনো আমাকে সেভাবে টানেনি। হয়তো এখনকার ইস্কুলগুলো আরো কঠোর। তায় আবার আমি ভালো ইংরেজী বলতে পারি না। তবে এখানকার লোকেদের বিদেশীদের প্রতি একটা অনীহা রয়েছে দেখছি।'

'তাহলে তুমি এটাও বুঝে গেছ? ঠিক আছে। এ একপ্রকার ভালোই হল। তুমিই আমার পছন্দসই লোক। দ্যাখ, এটা জার্মানীর জাহাজ—হামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের। তাহলে জাহাজকর্মীরা সব জার্মান নয় কেন? প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রুমানিয়ার লোক কেন? লোকটার নাম স্কুবাল। এটা অবিশ্বাস্য। একটা মোটা কুকুরের মতো লোক জার্মানীর জাহাজে জার্মানদের উপর চাকরদের মতো অত্যাচার করছে। তুমি ভেবোনা তার মুখ বন্ধ হলো বলে'—হাতের ইশারায় সে বোঝাতে লাগল, 'আমি শুধু অভিযোগ করার জন্যই অভিযোগ করছি এমন নয়, আমি জানি এতে তোমার কোনো হাত নেই। তাছাড়া তুমি তো একজন অভাগা বাচ্চা ছেলে। কিন্তু এটা খুব বাড়াবাড়ি!' তারপর

www.BanglaBook.org

সে বারবার তার মুষ্টিবদ্ধ হাত টেবিলে মারতে লাগল। সেদিক থেকে সে একবারও চোখ না ফিরিয়ে জ্বলে উঠল, 'আমি তো অনেক জাহাজে এটা করেছি'। তারপর সে যেন একটা শব্দ বলছে এভাবে কুড়িটা জাহাজের নাম পরপর বলে চলল। কার্ল হতবাক। 'আর সেইসব জাহাজে আমি বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ সামলেছি, প্রশংসা পেয়েছি, প্রতিটি কাপ্তানকে খুশি করতে পেরেছি একটা মালবাহী জাহাজেও কয়েকবছর ছিলাম'—বলতে বলতে সে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন ওটাই তার জীবনের মহত্তম সাফল্য—'আজ এই জাহাজে সবকিছু নিয়ম মেনে ঠিকঠাক হয়। এটা বুঝতে আলাদা করে কোনো বুদ্ধির দরকার হয় না। কিন্তু এখানে আমি একদম ভালো নেই। স্কুবালের কথামতো চলতে পারিনি বলে আমাকে আনপড় বলা হচ্ছে। আর আমার আয় করবার কোনো রাস্তা নেই ; তবুও আমাকে লাথি মেরে বার বার দেওয়া হচ্ছে। বুঝলে ছোকরা? যদিও আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।' 'আপনি তো এসব সহ্যও করতে পারছেন না?' উত্তেজিত কার্ল বলল। তার যেন সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে গেছে। আজ সে জাহাজের এক অনিশ্চিত জায়গায় দাঁড়িয়ে। এক অজানা মহাদেশের পাশে এক উপকূলে, এই স্টোকারের সঙ্গে তার কি কিছুই ঠিকঠাক লাগছে? সে জানতে চাইল ঃ 'আপনি কি কাপ্তানের সঙ্গে দেখা করেছেন? তাকে আপনার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন?'

'তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও তো! আমি আর তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনলেই না আবার আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ! আমি কি করে কাপ্তানের কাছে যেতে পারি?' মুখে হাত চাপা দিয়ে ক্লান্ত স্টোকার বসে পড়ল।

'আমি তো ওকে এর চেয়ে ভালো কোনো উপদেশ দিতে পারিনা', কার্ল মনে মনে বলল। তার মনে হল এর চেয়ে তার চলে যাওয়া উচিৎ ছিল। তাতে তার বাক্সটা অন্তত উদ্ধার হত ; একজনকে ভালো উপদেশ দিয়ে বোকা সাজাতে হত না। বাক্সটা তার হাতে চিরকালের মতো তুলে দিয়ে তার বাবা ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, 'এটা কতদিন নিজের কাছে রাখতে পারবে?' আর আজ তার সেই বিশ্বস্ত বাক্স বোধহয় সত্যি এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে গেল। তার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে তার বাবা যদি তার খোঁজও নিতেন, তিনি কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা জানতেন না। জাহাজ কোম্পানি নিশ্চয় জানাত যে সে নিরাপদে ন্যুইয়র্ক পৌঁছেছে।

তবে কার্ল-এর মন খারাপ হয়ে গেল কারণ সে তো বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো ব্যবহার করেনি, এমন কি জামাটা বদলাবার দরকার ছিল, সে তাও করেনি। তার মনে হল তার চিন্তাভাবনাগুলো সঠিক পথে এগোচ্ছে না। কারণ কর্মজীবনের শুরুতে তার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। সেখানে কিনা তাকে সব জায়গাতে নোংরা পোষাকে যেতে হবে । নয়তো সে বাক্স হারানোর ব্যাপারটাতে এত গুরুত্ব দিত না। যে জামাটা সে পরে রয়েছে সেটা ব্যাপারটার

www.BanglaBook.org

চেয়েও ভালো। সেটা তার মা সেলাই করে দিয়েছে যদি বিপদে-আপদে দরকার হয়। তারপর তার মনে পড়ে গেল তার মা 'ভোরানিজ সামালি' ভরে দিয়েছে আর সে ওটার একটুকরো খেয়েছে। আসলে জাহাজযাত্রায় তার একদম খিদে ছিল না। আর জাহাজে যেটুকু স্যুপ দেওয়া হয়েছিল সেটা তার পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। 'সালামি' যদি তার কাছে থাকত জেনেছিল যে এসব লোকেরা ছোটোখাটো উপহারে খুশি হয়। তার বাবা তো অধস্তন ব্যক্তিদের পকেটে চুরুট রেখে দিতেন। আর তাতেই তাদের মন জয় করে ফেলতেন। আর এখন উপহার বলতে কার্ল এর কাছে কিছু টাকা রয়েছে। সেটা সে কোনোমতে হাতছাড়া করতে চায়না। বাক্সটা তো হারিয়ে গেছে। এবার তার সমস্ত ভাবনা জুড়ে কেবল বাক্সটার কথা। সমস্ত রাস্তা সে এত মনোযোগ দিয়ে বাক্সটার নিরাপত্তার দিকেনজর রেখে এসেছে। অথচ সেটা আজ কত সহজে হারিয়ে গেল। তার মনে পড়ল পাঁচ রাত ধরে সে তার থেকে দু'জন বাদ দিয়ে বাঁদিকের এক শ্লোভাকের দিকে সন্দেহজনকভাবে চেয়ে থাক। সে নিশ্চিত বাক্সটার ওপর শ্লোভাষ্টার নজর ছিল। সে তক্কে তক্কে থাকত কখন কার্ল ঘুমিয়ে পড়বে, আর চব্বিশঘরটা সে যে ছড়িটা হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করে ওটা দিয়ে বাক্সটা টেনে নেবে। দিনের বেলা অবশ্য লোকটাকে বেশ নিরীহ মনে হত। কিন্তু রাত বাড়লেই সে বাঙ্ক থেকে নেমে উঠে দাঁড়াত আর করুণভাবে কার্ল-এর বাক্সটার দিকে চেয়ে থাকত। কার্ল এটা স্পষ্ট দেখেছে কারণ জাহাজে নিষেধ থাকলেও মাঝেমধ্যে কেউ দু'একবার মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলত আর দেশান্তরী সপ্তরের কোনো দুর্বোধ্য আচরণের আতঙ্ক ফুটে উঠত ঐ দেশান্তরীর চোখেমুখে। যদি মোমবাতিটা খুব কাছে জ্বলত কার্ল একটু ঢুলে পড়ত। কিন্তু বাতিটা দূরে চলে গেলেই জমাট অন্ধকার। তখন তার চোখে ঘুম নেই। এভাবে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার ক্লান্তি এসে যেত। কিন্তু এসব কথা এখন তো অবান্তর। ওঃ, ওই বাটারবাম, তার সঙ্গে যদি একটিবার দেখা হত!

ঠিক সেই মুহূর্তে, দূরে কোথাও, এখানকার নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। ছোট্ট বাচ্চাদের পায়ের শব্দের মতো—শব্দসারি কাছে আসতে লাগল। আরো জোরে শব্দ হতে লাগল। পরে বোঝা গেল শব্দটা সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের মতো শব্দ। ঐ সরু গলির মতো রাস্তায় একজন লোকই আসতে পারে। তারাও পাশাপাশি আসতে গিয়ে হাতে হাত লেগে গিয়ে যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দ হতে লাগল। বাক্স আর শ্লোভাককে কনুই-এর গুঁতো দিল যাতে করে সেদিকে একটু কান দেয়। কারণ মিছিলের প্রথমভাগে যে ছিল সে যেন দরজার খুব কাছে। 'ওটা জাহাজের বাদ্যবাহিনী', স্টোকার বলল, 'তারা উপর থেকে নেমে আসছে। এবার পাততাড়ি গুটোবে। সব ঠিক আছে এখন। চলে এসো।' সে কার্ল-এর হাত ধরল। তারপর বিছানার মাথায় ম্যাডোনার একটা বাঁধানো ছবি শেষ মুহূর্তে ছিনিয়ে নিল আর সেটা তার বুক পকেটে চালান করে দিল। সে বুকে হাত দিয়ে ছবিটাকে চেপে ধরল আর কার্লকে নিয়ে জাহাজের আলো ঢোকার ছোট গর্তটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

'আমি এখন আমার মনের কথাটা জানাতে অফিসে যাচ্ছি। সব যাত্রীরা চলে গেছে। আমি আর কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।' এই ব্যাপারটা স্টোকার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাতে চাইল। সে রাস্তার পাশে ছুটে যাওয়া একটা ইঁদুরকে লাথি মেরে দিয়ে হাঁটতে লাগল; কিন্তু ইঁদুরটাকে আবার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ; ইঁদুর যথাসময়ে সেখানে চলে গেল। স্টোকার একটু ধীরে হাঁটছিল কারণ তার পা দুটো লম্বা হলেও ভারী।

তারা রান্নাঘরের একপাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে নোংরা সাদা পোশাকপরা মেয়েরা বড় বড় চৌবাচ্চায় বাসন ধুচ্ছিল আর মজা করে এ ওর গায়ে জল ছেটাচ্ছিল। স্টোকার 'লিনা' বলে একটি মেয়েকে ডাকল আর তার কোমর জড়িয়ে ধরল। মেয়েটি ছলনা করে তার আলিঙ্গন এড়িয়ে গেল। 'আজ মাইনে হবে তুমি আসছ না?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন অসুবিধে কি, তুমি তো এখানে আমার মাইনেটা এনে দিতে পার'। মেয়েটি তার হাতের নিচে দিয়ে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গিয়ে বলল, 'এই সুন্দর খোকাটিকে তুমি কোথায় পেলে?' প্রশ্ন করে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেয়েটি দৌড়ে পালাল। অন্য মেয়েরা যারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের হাসির শব্দ কার্ল ও স্টোকার দুজনে শুনতে পেল।

কিন্তু তাদের হাঁটার কোনো শেষ নেই। শেষে তারা একটা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল যেখানে একটা ত্রিকোণ জায়গায় ছোট গিল্টি করা পরী-মূর্তি লাগানো ছিল। একটা জাহাজের পক্ষে এই জায়গাটা বেশ বিলাসবহুল। কার্ল বুঝল সে বোধহয় জাহাজের এই দিকটায় কখনো আসেনি আর এই জায়গাটা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। এর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজাগুলো পরিষ্কার করার জন্য খোলাই রাখা হয়েছে। কারণ ঝাড়ু হাতে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে যারা স্টোকারকে অভিবাদন জানিয়েছে। জাহাজের এই বিপুল গঠন দেখে কার্ল অবাক। পাটাতনের যাত্রী হিশেবে সে প্রায় কিছুই দেখেনি। গোটা বারান্দা জুরে বিদ্যুতের তার গাঁথা হয়ে রয়েছে। একটা ছোট ঘন্টা মাঝেমধ্যে বেজে চলেছে।

স্টোকার বেশ সমীহ করে দরজায় টোকা দিল। 'ভেতরে আসুন', কেউ একজন বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কার্লকে হাতের ইশারায় বেশ সাহস করে ভেতরে যেতে বলল। কার্ল পা ফেলে ভেতরে গেল ঠিকই কিন্তু সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এই ঘরের তিনটে জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রের ঢেউ-এর সানন্দ গতি দেখে তার বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল, মনে হল দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে সে সমুদ্রের প্রায় কিছুই দেখেনি। বড়ো বড়ো জাহাজগুলো একে অপরকে পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে, যে যার বিশাল ওজন মতো উত্তাল ঢেউ-এর আক্রমণ রুখে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করলে মনে হবে জাহাজগুলো অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। ছোট নিশানগুলো যদিও আঁটোসাঁটো করে বাঁধা, সেগুলোও পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। সম্ভবত কোনো যুদ্ধ জাহাজ

www.BanglaBook.org

থেকে গোলাবর্ষণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ; কেউ বোধহয় সৈনিকদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। সামনেই একটা যুদ্ধজাহাজ বেরিয়ে গেল ; বন্দুকের ইস্পাত-নলমুখ সূর্যের আলোয় চক্‌চক্ করছে। জাহাজটার গতি ধীর ; একটুও এদিক-ওদিক হেলে যাচ্ছে না। দূরে ছোট ছোট নৌকো আর জাহাজগুলো বড় বড় জাহাজের ফাঁক দিয়ে যেন উড়ে যাচ্ছিল ; দরজা থেকে অন্তত তাই মনে হল। আর সবকিছুর পেছনে জেগে উঠল ন্যুইয়র্ক। আর তার আশাকছোঁয়া বাড়িগুলো। সেগুলোর দিকে সে হাজার চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ, এই ঘরে এলে তবেই কেউ বুঝবে সে কোথায় রয়েছে।

একটা গোলটেবিলের পাশে তিনজন ভদ্রলোক বসেছিলেন—একজন জাহাজের নীল পোশাক পরা জাহাজের অফিসার, অন্য দু'জন কালো পোশাক পরা—আমেরিকান বন্দর কর্মচারী। প্রথমে অফিসার টেবিলে রাখা একরাশ কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তা'র হাতে কলম ; তারপর কাগজগুলো তিনি অন্য দু'জনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তারা এগুলো পড়লেন ; এগুলো থেকে উদ্ধৃতি করলেন ; ব্যাগের মধ্যে খাতা ও ফাইলগুলো ভরে নিলেন। অবশ্য এরই ফাঁকে তারা কিছু কিছু বিধিনিষেধের কথা বলছিলেন যেগুলো একজন তার সহকর্মীদের লিখে নিতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। প্রায় পুরো সময়টাই তিনি দাঁত কিড়মিড় করছিলেন।

দরজার দিকে পেছন ফিরে প্রথম জানালার পাশে একটা বেঁটে লোক ডেস্কের কাছে বসেছিল ; তার মাথার সমান উঁচু একটা মোটা বই-এর তাকে বড় বড় সব খতিয়ান খুলে ব্যস্ত ছিল। তার পাশে খোলা ছিল একটা সিন্দুক। মনে হল সিন্দুকটা খালিই।

দ্বিতীয় জানালাটা ফাঁকা ছিল। ফলে ওটা থেকে সমুদ্রকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তৃতীয় জানালার পাশে দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কিছু একটা বলছিলেন। একজন জানালার উপর ঝুঁকেছিলেন আর তার তরবারির হাতলটা নিয়ে খেলা করছিলেন। যার সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন তার মুখটা জানালার দিকে ঘোরানো। তিনি মাঝেমাঝে তার মন্ত্রণাকারীর সুসজ্জিত বুকের কাছে তার শরীর খানিকটা হেলিয়ে দিচ্ছিলেন। তার পোশাক সাধারণ আমেরিকাবাসীদের মতোই। তার হাতে ছিল বাঁশের ছড়ি। যেহেতু তার দুটি হাতই তার পাছার উপর রাখা ছিল, ছড়িটা যেন তরবারির মতো দাঁড়িয়েছিল।

কার্ল অবশ্য বেশিক্ষণ এসব দেখার সময় পেল না। কারণ তক্ষুনি একজন চাকর দৌড়ে এল আর স্টোকারকে জিজ্ঞেস করল সে এখানে কি করছে তার যখন এখানে কোনো কাজ নেই। স্টোকার যতটা নরম করে বলা দরকার সেভাবেই জানাল যে সে মূল বেতনপ্রদায়কের সঙ্গে দেখা করতে চায়। চাকরটি হাত দিয়ে ইশারা করে 'প্রত্যাখান' দেখাল ; কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোলটেবিলের পাশের ঘুরপথ এড়িয়ে খতিয়ান হাতে লোকটার দিকে লাফিয়ে চলে গেল। স্পষ্টতই খতিয়ান হাতে কর্মচারী অত্যন্ত বিরক্ত ; চাকরের কথায় তার মুখ কঠিন হয়ে গেল। পরে অবশ্য সে

www.BanglaBook.org

স্টোকারের সঙ্গে কথা বলতে চাইল ও একইসঙ্গে চাকরটি আর কার্ল দু'জনকে বিশ্রীভাবে তাড়িয়ে দিল। চাকরটি তখন স্টোকারের কাছে গিয়ে বেশ কঠিনভাবে বলল : 'বেরোও এক্ষুনি এখান থেকে'। একথা শুনে স্টোকার কার্ল এর দিকে ফিরে তাকাল। মনে হল কার্ল যেন তার হৃদয়—যার কাছে সে তার নীরব যন্ত্রণা জানাচ্ছে। আর কার্ল কোনোরকম ভাবনাচিন্তা না করে সোজা ঘরের মাঝখানে পৌঁছে গেল ; সে অফিসারদের চেয়ারগুলো ঠেলে দিল, চাকরটি তার পিছু নিল আর এমন করে তার দিকে হাত বাড়াল যেন সে ছোঁ মেরে কোনো পতঙ্গ ধরতে চাইছে। কিন্তু কার্ল মূল বেতন প্রদায়কের ডেস্ক-এর সামনে পৌঁছে ডেস্কটা চেপে ধরে রাখল যাতে চাকরটি কোনোমতে তাকে ছাড়িয়ে দিতে না পারে। তক্ষুনি সমস্ত ঘরটা প্রাণময় হয়ে উঠল। জাহাজের অফিসার টেবিলের পাশ থেকে লাফিয়ে উঠলেন ; বন্দর অফিসারেরা শান্তভাবে কিন্তু সকৌতূহলে লক্ষ্য করতে লাগলেন ; দুই ভদ্রলোক জানালার ধারে আরো ঘন হয়ে দাঁড়ালেন। চাকরটি বুঝল তার মালিকরা যখন ব্যাপারটাতে জড়িয়ে পড়েছে, তার আর ওখানে হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই। সেজন্য সে পিছিয়ে দাঁড়াল। স্টোকার ভয়ে দরজার পাশে কাঠ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে ডাক পারে। মূল বেতনকারী সাঁ করে ডান দিকে মোড় নিল।

তার গোপন পকেট থেকে কার্ল তার পাসপোর্ট বার করল যদিও ঐ লোকগুলোকে এটা দেখাবার ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না। তারপর সেটা খুলে টেবিলের উপর মেলে ধরল যাতে তার পরিচয় আর নতুন করে না দিতে হয়। অবশ্য মূল বেতনকারীকে পাসপোর্ট বিষয়ে আগ্রহী দেখা গেল না ; মনে হল এটা তার কাছে অবান্তর। কারণ সে আঙুলের টুস্‌কি দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল। কার্লও এমন একটা ভঙ্গী করল যে সে তার সন্তোষজনক পরিচয় দিতে পেরেছে আর তার পাসপোর্টটা পকেটে চালান করে দিল।

'যদি অনুমতি দেন তো বলি', কার্ল বলতে শুরু করল, 'আমার মতে আমার বন্ধু, এই স্টোকারের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। স্কুবাল বলে জাহাজের একটা লোক ওকে পীড়িত ও উত্যক্ত করছে। অনেক জাহাজে ওর সন্তোষজনক কাজের রেকর্ড রয়েছে। সেসব জাহাজের নামও ওর মুখস্থ। ও পরিশ্রমী। ও কাজ ভালোবাসে। অথচ এই জাহাজে, মালবাহী জাহাজের মতো অত শ্রমসাধ্য কাজও তো এখানে নয়,সে কেন এক কম সম্মান পাবে? ওকে ওভাবে পেছনে ঠেলে দেওয়াটা খুবই কলংকজনক। তাছাড়া ওকে ওর প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু ও সম্মানও দেওয়া হয় না। আমি সাধারণভাবে খোলামেলা ওর সমস্যাটা বললাম। আপনারা তো দেখছেন, এবার আপনারা ওর বিশেষ সমস্যাটা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে দিন।' উপস্থিত ভদ্রলোকেদের কাছে কার্ল এভাবেই তার মনের কথা জানাল কারণ তারা তার কথা মন দিয়ে শুনছিল আর সে এটাও বোঝাতে চাইল যে মূল বেতনকারী নিজেকে যতটা ন্যায়পরায়ণ বলে দাবি করছে তার চেয়েও

www.BanglaBook.org

অন্য কেউ ন্যায্য কথা বলতে পারে। অবশ্য কার্ল খুব চালাকি করে এড়িয়ে গেল যে স্টোকারের সঙ্গে পরিচয় সবেমাত্র ঘটেছে। সমস্ত ব্যাপারটা আরো ভালো করে গুছিয়ে বলতে যাবে এমন সময় বেত হাতে এক লালমুখো লোক প্রথমবার কার্ল এর নজরে এল।

'এসব কথা সত্যি, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি', কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই স্টোকার বলল। তবুও তার দিকে কেউ তাকাল না পর্যন্ত। তবে তার সমস্ত উৎসাহে জল ঢালা হয়ে যেত যদি না সেই ধোপদুরস্ত লোকটি, অবশ্যই জাহাজের কাপ্তান, তার ঘটনাটা শুনতে না চাইতেন। তিনি হাত বাড়িয়ে স্টোকারকে বললেন : 'এদিকে এসো'। তার কণ্ঠস্বরে পাথরের কাঠিন্য। এখন সব কিছু নির্ভর করছে স্টোকারের আচরণের উপর। আর কার্ল নিশ্চিত যে স্টোকারের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে।

কার্ল-এর এখন মনে হল স্টোকারের সৌভাগ্যবশত বাস্তব অভিজ্ঞতা ভালোই। বেশ শান্ততার সঙ্গে সে তার কোমরবন্ধনী থেকে প্রথম টানেই এক বান্ডিল কাগজ আর একটা নোটবই বার করল। তারপর মূল বেতন বিতরণকারীকে কিছুটা অগ্রাহ্য করে কাপ্তানকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে জানাবার জন্য সে এগিয়ে গেল আর জানালার পাটাতনের উপর তার সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে ধরল। মূল বেতনপ্রদায়কের একটু এগিয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। সে বেশ ফলাও করে বলল : 'লোকটা একটা কুখ্যাত বাচাল। ও ইঞ্জিনঘরের চেয়ে মাইনে দেওয়ার ঘরে বেশিক্ষণ সময় কাটায়। স্কুবালের মতো একটা ভালো লোককে ও নাস্তানাবুদ করেছে। শোনো, আমি কি বলছি'। এবার সে স্টোকারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল : 'তুমি কিন্তু বেশ বাড়াবাড়ি করছ। কতবার তোমাকে মাইনে দেওয়ার ঘর থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে! তোমার দাবি নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্য তার যথাযোগ্য কারণ নয় কি? কতবার তুমি মাইনে নেবার ঘর থেকে মূলবেতন প্রদায়কের ঘরে ছুটে গেছ? তোমার কাছে কতবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে স্কুবাল তোমার উর্ধতন আর তোমার উচিত তার সঙ্গে মানিয়ে চলা! আবার আজ তুমি এখানে এসেছ! কাপ্তানসাহেব এখানে উপস্থিত হতেই তাকে তোমার ঔদ্ধত্য দেখাতে এসেছ ; আবার সঙ্গে এনেছ একজন মুখপাত্র— একটা বাচ্চা ছেলে যাকে জন্মে এ জাহাজে দেখিনি!'

সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও কার্ল কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কাপ্তান এগিয়ে এসে নিজে থেকে বলছেন : 'আচ্ছা লোকটা কি বলতে চায় একটু শোনা যাক্। স্কুবাল একটু বাড়াবাড়ি করছে আজকাল। অবশ্য তা' বলে এই নয় তুমি ঠিকঠাক বলছ'। শেষের কথাগুলো স্টোকারকে বলা। এটা ঠিক যে কাপ্তান এক্ষুনি ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছেন না। সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে। স্টোকার তার ব্যাপারটা জানাল আর স্কুবালকে ভদ্রভাবে 'মি. স্কুবাল' বলল। মূল বেতনপ্রদায়কের ফাঁকা চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কার্ল এত তৃপ্তি অনুভব করল যে আনন্দে সে তার

www.BanglaBook.org

আঙুল দিয়ে চিঠি লেখার জন্য ব্যবহৃত স্কেলগুলোর উপর চাপ দিতে লাগল। মি. স্কুবাল অভদ্র। সে বিদেশীদের প্রাধান্য দেয়। সে ইঞ্জিনঘর থেকে স্টোকারকে বের করে দিয়েছিল ; তাকে বাথরুমের জানালা পরিষ্কার করতে বাধ্য করেছিল সেটা স্টোকারের দায়িত্বের মধ্যে একেবারেই পড়ে না। এভাবে মি. স্কুবালের বাস্তব চরিত্র ফুটে উঠল। এই মুহূর্তে কার্ল কাপ্তানের ওপর তার দৃষ্টি ফেলল ; সে এমন একটা উদ্‌গ্রীব ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল যেন সে কাপ্তানের সহকর্মী। সে যেন স্টোকারের নিজেকে উপস্থাপিত করার অদ্ভুত চেষ্টা থেকে কাপ্তানকে দূরে রাখতে চাইছে। সত্যিই। স্টোকারের আবেগময় কথাবার্তা থেকে কোনো ভালো ফল পাওয়া গেল না। যদিও কাপ্তান মনোযোগ দিয়ে তার সব কথা শুনলেন তার চোখ বলে দিল যে তিনি চাইছেন স্টোকার এবার তার কথা শেষ করুক। তিনি একটা সিদ্ধান্তে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। স্টোকারের কণ্ঠস্বর ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। এটা একটা অশুভ লক্ষণ বই কি! সাদা পোশাকের ভদ্রলোক মেঝেতে বাঁশের ছড়ি হালকাভাবে ঠুকতে ঠুকতে তার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেন। অন্যরা এদিকওদিক তাকাতে লাগল ; অন্য দু'জন বন্দর অফিসার যেন অনেকটা সময় ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছে এরকম একটা ভঙ্গী করে তাদের কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে কিছুটা অন্যমনস্কতার সঙ্গে সেগুলোর উপর চোখ বোলাতে লাগল। জাহাজের অফিসার তার ডেস্কের দিকে তাকাল। মূল বেতন প্রদায়ক ভাবল আজকের দিনটা তারই ; তাই সে একটা বিদ্রুপাত্মক নিঃশ্বাস ফেলল। এই সাধারণ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দু'জন নিরাসক্ত ব্যক্তিও ছিল—দু'জন চাকর—মনে হয় একজন হতভাগ্য মানুষ তার ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছে এটা দেখে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল। তারা গম্ভীরভাবে কার্ল-এর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ব্যাখ্যা করতে চাইছিল।

জানালার বাইরে বন্দরের জীবন তার ছন্দে চলেছে। একটা চ্যাপ্টা বজরার মধ্যে পাহাড়প্রমাণ পিপে—সবগুলো সুন্দরভাবে বাঁধাছাঁদা করা নইলে সেগুলো তো গড়িয়েই পড়ত। পিপেগুলো এত উঁচু যে সূর্যের আলো ঢেকে ফেলেছিল। ছোট ছোট মোটরচালিত নৌকাগুলো—যেগুলো সুযোগ পেলেই কার্ল পরীক্ষা করে দেখে নেবে ভাবছিল—চাকার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চালকের সামান্যতম ছোঁয়ায় সোজা ভেসে যাচ্ছিল। অস্থির ঢেউ-এর উপর এটা-ওটা ভেসে উঠছিল আবার ডুবেও যাচ্ছিল। চোখের সামনে এসব দেখে তার ভারি অবাক লাগছিল। ঘামে ভেজা নাবিকেরা সমুদ্রবিভাগের নৌকাগুলোর পাশ দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল ; তাদের মধ্যে যাত্রী ছিল ঠিকই কিন্তু তাদেরকে যেন গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে এমনি চুপচাপ ; কেবল কয়েকজন বোধহয় সামনের পরিবর্তনশীল দৃশ্য দেখতে মাঝেমধ্যে ঘাড় ঘোরাচ্ছিল। একটা লক্ষ্যহীন যাত্রা। একটা অস্থির জিনিস থেকে আর একটা অস্থিরতা কিছু অসহায় মানুষ আর তাদের কাজকর্মকে সংক্রামিত করছে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এখন দ্রুততা ও স্পষ্টতার সঙ্গে সঠিক বক্তব্য পেশ করা প্রয়োজন। আর লোকটা করছে কি? মনে হয় নিজের সঙ্গে কথা বলতে লোকটা ঘামছে। জানালার পাটায় রাখা কাগজগুলোকেও সে নাড়াতে পারছে না কারণ তার হাত কাঁপছে। স্কুবাল সম্পর্কে চারদিক থেকে যা অভিযোগ উঠে আসছে তাতে তার ছাঁটাই হওয়া আটকায় কে? কিন্তু স্টোকার সবকিছু জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে যে! বেত হাতে ভদ্রলোক জাহাজের ছাদের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শিস্ দিচ্ছিলেন। বন্দর অফিসারেরা জাহাজের অফিসারকে আটকে রেখেছে ; তাকে যেতে দেওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। বেতনপ্রদায়ক কাপ্তানের স্থিরতা দেখে বোধহয় পালাতে পারছে না। চাকররা অধীর আগ্রহে কাপ্তান যেন স্টোকারের ব্যাপারে কিছু একটা নির্দেশ দেন।

কার্ল আর নিস্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারল না। সে ধীরে ধীরে দলটার দিকে এগোতে শুরু করল, তার মাথার মধ্যে একটাই ভাবনা—সমস্যাটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধান করা। এখনই উপযুক্ত সময় ; আর একটু পরে হয়তো তাদের দু'জনকে লাথি মেরে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। কাপ্তান ভালো লোক হলেও হতে পারেন ; দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে। কার্ল কিছুটা যুক্তি খুঁজে ভাবল যে ভদ্রলোক ন্যায়বিচারক ; অন্ততঃ তিনি কারো হাতের যন্ত্র নন ; কিন্তু মনের ভেতরকার রাগ থেকেই তার সঙ্গে ওরকম আচরণ করেছিল।

সেইমতো কার্ল স্টোকারকে বলল : 'আপনি পুরো ব্যাপারটা আরো সরলভাবে, স্পষ্টভাবে বলুন না ; আপনার কথা না শুনলে কাপ্তান ন্যায়বিচার করতে পারছেন না। কি করে উনি মেকানিক বা জাহাজের সব চাকরবাকরদের নাম মনে রাখবেন। আপনি ঠিক করে বলুন কে কে কি কি কাজ করেছে। আপনার অভিযোগগুলো পরপর বলুন। প্রথমে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তারপর কম গুরুত্বপূর্ণ। তখন আপনি বুঝবেন যে এগুলোর মধ্যে অনেককিছুই আপনার বলার দরকার নেই। আপনি তো আমাকে কেমনসব গুছিয়ে বলেছেন। যে আমেরিকাতে বাক্স চুরি হয় সেখানে নিজেকে বাঁচাবার জন্য যে কেউ মিথ্যে বলতে পারে।'

কিন্তু কার্ল-এর উপদেশ কি কোনো কাজে লাগল? অনেকটা দেরি হয়ে গেল না তো! স্টোকার তার পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে একটু থেমে গেল। কিন্তু আহত মর্যাদা অথবা অতীতের ভয়ংকর স্মৃতি বা বর্তমানের তীব্র কষ্ট তার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল; সে কার্লকে দেখতে পেলনা। এই অবস্থায় কার্ল নীরবে অনুমান করল, কি করেই বা তার কথা বলার ধরণ সে পালটাবে? কারণ এটা তো জলের মতো পরিস্কার যে তার যা বলার ছিল না তাই সে বলে ফেলেছে। সেজন্য কর্তৃপক্ষ তার প্রতি একটুও সহানুভূতিশীল হয়নি। আবার এটাও বলা যায় যে সে প্রায় কিছুই বলেনি। স্টোকারের এলোমেলো বক্তব্য শোনার মতো ধৈর্য্য ভদ্রমহোদয়গণের নেই। এই মুহূর্তে কার্ল তার একমাত্র সমর্থক। আর এটাও স্পষ্ট যে মাঝপথে ইতিবাচক কোনো উপদেশ দিয়ে সব

www.BanglaBook.org

শেষ হয়ে যাবে। তাই স্টোকারের দিকে চোখ নামিয়ে কার্ল বলল : 'যদি আমি জানালার দিকে না তাকিয়ে আগেই কিছু বলতাম।' এই বলে তার হাতদুটো এমনভাবে তার দু'পাশে ঝুলিয়ে দিল যেটাতে বোঝায় সে সব আশা শেষ।

কিন্তু স্টোকার মনে করল কার্ল-এর কাজ ও অনুভূতি দুটোই সন্দেহজনক। তার মনে হল কার্ল এর মনে তার প্রতি কোনো গোপন ক্ষোভ বা তিরস্কার জমা হয়েছে। তাই কার্লকে হেনস্থা করার সদিচ্ছা নিয়ে সে তার বাকি অভিযোগ বর্ষণ করতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে গোলটেবিলের পাশে বসা সেই ভদ্রলোকেরা যতসব আজগুবি আবেগের ফলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাঘাত ঘটায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বেতন প্রদায়ক কাপ্তানের অসীম ধৈর্য্যের বিষয়ে বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলেছে আর তার বিরক্তি ফেটে পড়বার মুখে। চাকররা আবার প্রভুভক্ত হয়ে পড়েছে আর তাদের রাক্ষুসে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে। তখন অবশেষে, বাঁশের ছড়ি হাতে ভদ্রলোক যার সঙ্গে কাপ্তান বেশ বন্ধুসুলভ দৃষ্টিবিনিময় করছিলেন এবং তিনিও স্টোকারের উপর তিতিবিরক্ত, তিনি একটি নোটবই বার করলেন। তারপর তিনি একবার নোটবই আর একবার কার্ল-এর দিকে তাকিয়ে কি এক অন্য চিন্তায় ডুবে গেলেন।

কার্ল আর স্টোকারের ঘৃণাবর্ষণ এড়াতে পারছিল না। তবুও সে তাকে বন্ধুসুলভ হাসি জানিয়ে বলল : 'আমি জানি তুমি ঠিকই বলেছ ; তুমিই ঠিক, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' স্টোকার যেভাবে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করছিল কার্ল তাতে আতংকিত বোধ করল। অথচ কার্ল তো এই হাত দুটোই ধরতে চায় আর তাকে ঘরের কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু গোপন কথা বলতে চায়। কিন্তু স্টোকার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তবে কার্ল একটা কথা ভেবে শান্তি পেল যে স্টোকার হয়তো তার মরীয়া হয়ে ওঠার ক্ষমতা দিয়ে ঘরের মধ্যেকার সাতজন ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে আপ্লুত করতে পারে। কিন্তু সে একপলক তাকিয়ে দেখল যে ডেস্কের উপর একটা ঘন্টার সঙ্গে অনেকগুলো বোতাম যোগ করা রয়েছে ; একটা ছোট চাপ দিলেই গোটা জাহাজের বারান্দায় ও যাতায়াতের পথে যত শত্রুভাবাপন্ন লোক রয়েছে সবাই এক ছুটে চলে আসবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একরাশ বিরক্তি ভাব নিয়ে বাঁশের ছড়ি হাতে ভদ্রলোক কার্ল-এর কাছে এলেন আর খুব জোরে নয় অথচ স্পষ্টভাবে স্টোকারের জোর গলার উপর কিছুটা জোর চাপিয়ে কার্লকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তোমার নামটা কি হচ্ছে বলো তো?' সেই সময় কেউ বোধহয় দরজার বাইরে এই মন্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল ; তাই দরজায় ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। চাকরটি কাপ্তানের দিকে ফিরে তাকাতেই কাপ্তান মাথা নাড়লেন। তাতে করে চাকরটি গিয়ে দরজা খুলে দিল। বাইরে ছিলেন মাঝারি উচ্চতার মিলিটারি পোশাক পরা একজন লোক। তাকে দেখে মনে হয় যন্ত্রের কাজে একেবারে আনাড়ি। সেই হল স্কুবাল। যদি কার্ল তার উপস্থিতি সবাইকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনকি কাপ্তানকে কতটা খুশি করতে পেরেছে এটা না অনুমান করত, স্টোকারের আচরণ তার চোখে পড়ত। সে কিছুটা ভয় পেয়ে যেত কারণ স্টোকার তার বিস্তৃত বাহুর শেষে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করতে চাইছিল। এমনকি সে জীবনের পরোয়া করতেও রাজি ছিল না। তার সমস্ত শক্তি যেন ঐ মুষ্টিবদ্ধ হাতে কেন্দ্রীভূত। আর এই শক্তিই তার মধ্যে দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল।

তাহলে এই হচ্ছে স্টোকারের আসল শত্রু—প্রাণবন্ত, সমুদ্রপোশাকে সজ্জিত, বগলে খতিয়ান বই, যার মধ্যে তার কয়েক ঘন্টা কাজের ফলশ্রুতি আর স্টোকারের যাবতীয় পাওনাগন্ডা লেখা রয়েছে। সে এসেই প্রতিটি উপস্থিত ব্যক্তিত্বের এমন জরপি করল যাতে করে কে কার সেটা তার কাছে স্পষ্ট হয়। সাতজন উপস্থিত ব্যক্তিই তার বন্ধুভাবাপন্ন। অবশ্য কাপ্তান স্টোকারের প্রতি সহানুভূতিবশত তার কিছুটা দোষত্রুটি ধরে ফেলেছেন। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে কাপ্তান ও স্কুবাল এর কোনো ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছেন না। স্টোকারের মতো একটা লোককে দমিয়ে রাখা কঠিন। যদি স্কুবালকে তিরস্কার করাও হয় তাতে স্টোকারকে দমিয়ে রাখা যাবেনা কারণ তার যথেষ্ট সাহস যে সে কাপ্তানের মুখোমুখি হয়!

তবে এটা ঠিক যে মানুষের দরবারে বিচারের কথা বাদ দিলেও স্কুবাল ও স্টোকারের মুখোমুখি হওয়াটা স্বর্গীয় ন্যায়বিচার বইকি। কারণ স্কুবাল যতই তার নিজের গুণের কথা বলুক না কেন এটা সে তার দেখনদারি সেটা পরে প্রমাণ হয়ে যাবে। তার বদমাইশির এককণাও যদি এই ভদ্রলোকেদের সামনে ফুলকির মতো জ্বলে ওঠে, কার্ল তারপর যা করার তা বুঝেসুঝে করে নেবে। কারণ ইতিমধ্যে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির চতুরতা, দুর্বলতা, মেজাজ সবকিছুই সে পড়ে নিয়েছে। বলা যায়, এ ব্যাপারে যে সময়টা সে দিয়েছে তা বিফলে যায়নি। এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে স্টোকারের আর বেশি কথা বলার যোগ্যতা নেই। কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও সে অক্ষম। তবে কেউ যদি স্কুবালকে তার দিকে ঠেলে দিত, সে তার মুষ্টিবদ্ধ ঘুষি দিয়ে স্কুবালের মাথার খুলিটা ভেঙে দিত। কিন্তু স্কুবালের দিকে এক পা-ও এগোবার ক্ষমতা তার নেই। ওঃ, কার্ল কেন বুঝতে পারেনি স্কুবালের সবটাই অভিনয় আর এতে কাপ্তানের প্রচ্ছন্ন সায় রয়েছে? কেনই বা তারা যখন হেঁটে আসছিল তখনই আলোচনা করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটা রূপরেখা তৈরি করেনি আর এসেই দরজা দেখতে পেয়ে সোজা ঢুকে পড়ল? যদি স্টোকারকে জেরা করা হয়, যদিও জেরা করা হবে এটুকু আশাও করা যায় না, সে কি হ্যাঁ বা না কোনো কথা বলতে পারবে? ঐ তো সে পা ফাঁক করে, নড়বড়ে হাঁটু, হেঁট মাথা, এমন করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ওর শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো ফুসফুস নেই পর্যন্ত।

কিন্তু কার্ল এর মাথাটা এখন বেশ পরিষ্কার ; বাড়িতেও এতটা ছিলনা। ওঃ, তার মা-বাবা যদি দেখতেন বিদেশ-বিভুঁইতে একদল যোগ্যতম ব্যাক্তিত্বেও সামনে ন্যায়-

www.BanglaBook.org

বিচারের জন্য সে কিরকম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ; যদিও সে জয়লাভ করেনি ; তবে নিশ্চিত জয় তার হবেই, তাহলে কি তারা তার সম্পর্কে মত বদল করতেন? তারা কি তাকে তাদের মধ্যে ফিরিয়ে নেবেন? তাদের একান্ত অনুগত তার দুটি চোখের দিকে তারা তাকিয়ে দেখবেন? দ্ব্যর্থ প্রশ্ন, অবান্তর, অসময়ের।

'আমি এখানে এসেছি কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এই স্টোকার আমাকে অসততা বা ঐ জাতীয় কিছু দোষে দুষ্ট প্রতিপক্ষ করার চেষ্টা করছে। রান্নাঘরের এক ঝি আমাকে বলে যে স্টোকার এরকম কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিল। কাপ্তান ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এধরনের অভিযোগ নস্যাৎ করার জন্য যাবতীয় কাগজপত্র সঙ্গে প্রস্তুত করে এনেছি। আর আমার সাক্ষী হিশেবে কয়েকজন ন্যায়পরায়ণ দুর্নীতিমুক্ত ব্যক্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' স্কুবালের উপস্থাপনা এমনই! বেশ স্পষ্ট আর পুরুষালি বক্তব্য। উপস্থিত শ্রোতাদের দেখে মনে হল যে দীর্ঘ বিরতির পর তারা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনছে। ঐ সুন্দর বক্তব্যের ভেতরকার ফাঁকটুকু তারা ধরতে পারেননি। কেনই বা সে প্রথমেই 'অসততা' শব্দটা উচ্চারণ করল? জাতিগত কুসংস্কার ছাড়া কেউ তোতার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করেনি? রান্নাঘরের একজন ঝি স্টোকারকে এদিকে আসতে দেখেছে ঠিকই কিন্তু সেটাকেই স্কুবাল তুরুপের তাস বানিয়ে ফেলেছে? আসলে ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি—গোছের ব্যাপার। এর মধ্যে সে সাক্ষ্যপ্রমাণও যোগাড় করে ফেলেছে? সাক্ষীরা আবার ন্যায়পরায়ণ ও দুর্নীতিমুক্ত? অভিনয়। কেবল অভিনয়। আর এই ভদ্রলোকেরা তাতেই বিমুগ্ধ? তাহলে রান্নাঘরের ঝি'র কাছে তথ্য পাওয়ার এত পরেই বা সে এখানে এল কেন? সোজা উত্তর। যাতে করে স্টোকারের বক্তব্যে ক্লান্ত ভদ্রলোকেরা ন্যায়বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। কারণ স্কুবালতো ন্যায়বিচারকেই ভয় পায়। সে কি তাহলে বাইরে দাঁড়িয়েছিল? ইচ্ছে করেই দরজায় ধাক্কা দেয়নি যতক্ষণ না বাঁশের ছড়ি হাতে ভদ্রলোকের কোনো কথা শুনে আশ্বস্ত হল যে স্টোকার হেরে গিয়েছে?

সবকিছুই এখন স্পষ্ট যে স্টোকারের প্রতি স্কুবালের আচরণ কতটা মন্দ কিন্তু এটা দারুণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুন্দরভাবে প্রমাণ করা দরকার। ভদ্রলোকদের মনে নাড়া দিতে হবে। সাক্ষীরা আসার আগে, কার্ল, তুমি প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান করে তোল।

ঠিক তখনই অবশ্য কাপ্তান স্কুবালকে বাইরে যেতে বললেন। তখনকার মতো ব্যাপারটা স্থগিত রেখে স্কুবাল তার চাকরের সঙ্গে একবার কার্ল আর একবার স্টোকার সম্পর্কে ফিসফিস করে কিসব বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। যেন স্কুবাল তার পরবর্তী বক্তব্যের মহড়া দিচ্ছে।

এবার কাপ্তান বাঁশের ছড়ি হাতে ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মি. জেকব, আপনি কি এই ছেলেটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?'

কাপ্তানের ভদ্রতার প্রতি বিনয় দেখিয়ে তিনি বললেন : 'কেন, হ্যাঁ'। তিনি আবার কার্লকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নামটা কি যেন?'

www.BanglaBook.org

কার্ল ভাবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জেদি প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার মূল উদ্দেশ্য সফল করতে হবে। তাই সে পকেট থেকে অভ্যাসমতো পাসপোর্ট না বার করে উত্তর দিল : 'কেন রশম্যান'।

'কিন্তু সত্যি?' ভদ্রলোক এই অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন। কাপ্তান ও, বেতনপ্রদায়ক, জাহাজের অফিসার এমনকি চাকররা পর্যন্ত কার্ল নামটা শুনে হাঁ হয়ে গেল। কেবলমাত্র বন্দর অফিসার ও স্কুবালের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেল।

কার্ল-এর দিকে আর একটু এগিয়ে এসে মি. জেকব আবার জিজ্ঞাসা করলেন : 'কিন্তু, সত্যিই? তাহলে আমি তোমার মামা আর তুমি আমার প্রিয় ভাগ্নে।' 'আমার সারাক্ষণই সন্দেহ হচ্ছিল'—তিনি কাপ্তানকে বললেন। তারপর কার্লকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চুম্বন করলেন যে কার্ল তাতে সাড়া না দিয়ে পারল না।

'হ্যাঁ, আপনার নামটা কি যেন?' আলিঙ্গনমুক্ত কার্ল সবিনয়ে বেশ ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল। সে ভেবে উঠতে পারছিল না এই নতুন আবিষ্কৃত সম্পর্ক স্টোকারের ব্যাপারে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। নিজের অন্তরের আবেগ গোপন করার জন্য মি. জেকব জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, কার্ল-এর প্রশ্ন তার মর্য্যাদায় একটু আঘাত দিয়েছে বইকি। তিনি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে রুদ্ধ আবেগ গোপন করতে চাইলেন। 'উনি সেনেটর জেকব যিনি নিজেকে তোমার মামা বলে পরিচয় দিতে চাইছেন। তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যা তুমি আগে কখনো ভাবতেও পারনি। হয়তো প্রথম ধাক্কায় তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছ না, কিন্তু এবার একটু চেষ্টা কর।

'নিশ্চয় জানি আমার এক জেকব মামা আমেরিকাতে রয়েছেন', কাপ্তানের দিকে ঘুরে কার্ল বলল, 'কিন্তু যদি আমার ভুল না হয়, জেকব ঐ ভদ্রলোকের পদবিমাত্র'।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', সোৎসাহে কাপ্তান বললেন। 'ভালো, জেকব মামা, যিনি আমার মায়ের ভাই। তবে তার নিশ্চয় কোনো নাম আছে। কিন্তু তার পদবি আমার মার পদবি হতে হবে। আমার মায়ের বিয়ের আগে নাম ছিল বেন্দেলমেয়ার'।

'ভদ্রমহোদয়গণ', কার্লের ব্যাখ্যায় সেনেটর অত্যন্ত খুশি হয়ে জানালা থেকে সরে এসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। বন্দর কর্মচারী ছাড়া সকলেই ব্যাপারটাতে একটু গলে গেলেন আর হেসে উঠলেন।

'হ্যাঁ, হাসার মতো কিছু তো বলিনি, কার্ল ভাবল। 'ভদ্রমহোদয়গণ', সেনেটর বলে চললেন, 'আপনারা আমার এবং আপনাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটা ছোট পারিবারিক দৃশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সেজন্য আপনাদের কাছে না বলে পারছি না। আমি এও জানি কাপ্তান ছাড়া এ তথ্য কেউ জানেনা'—এই বলে তিনি আবার কাপ্তানকে অভিবাদন জানালেন। 'এখন আমাকে পুরো ব্যাপারটাতে মনোযোগ দিতে হচ্ছে। কার্ল আপনমনে ভাবল আর আনন্দিত হল ওখানকার প্রাণময়তা আবার স্টোকারকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

www.BanglaBook.org

'বহু বছর ধরে আমার অস্থায়ী আমেরিকাতে বসবাসকালে যদিও অস্থায়ী কথাটা আমেরিকান নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর আমি তো অন্তরের অন্তস্থল থেকে একজন আমেরিকান নাগরিক। এই এতগুলো বছর আমি আমার য়ুরোপীয় আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ প্রথমত তারা আমাকে নিয়ে ভাবে না, দ্বিতীয়তা তাদের আত্মীয়তা স্বীকার করতে আমি যন্ত্রণা পাই। তবে সেই মুহূর্তকে আমি সত্যিই ভয় পাচ্ছি যখন কিনা আমার প্রিয় ভাগ্নে সম্পর্কে তার মা-বাবা ও তাদের বন্ধুদের থেকে জানা কিছু অপ্রিয় কথা আপনাদের বলতে বাধ্য থাকব।'

'উনি নিশ্চয় আমার মামা না হয়ে যান না', মন দিয়ে সব কথা শুনছিল কার্ল। তারপর সে ভাবল ভদ্রলোক বোধহয় তার নাম পাল্টে ফেলেছেন।

'যেহেতু আমার ভাগ্নে বিতাড়িত—আমি হক কথাই বলতে চাই—তার বাবা-মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন যেমন তোমরা বিরক্তি করানো বেড়ালকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও। ওর শাস্তি কমিয়ে বলার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই, তবে ওর কাজটাকে খোল্‌সাভাবে পাপ বলাই ভালো।'

'এটা খুব একটা খারাপ নয়', কার্ল ভাবল, 'তবে আশা করি পুরো কাহিনী তিনি এখানে বলবেন না। তাছাড়া ওর তো সব কিছু জানার কথা নয়। কে ওকে বলবে?'

'কারণ ও ছিল', জেকবমামা বলে চললেন। বলার সময় তিনি এমনভাবে বাঁশের ছড়িটার উপর আল্‌তো ভর দিয়ে দাঁড়ালেন যে কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় পবিত্রতা যেন তার বক্তব্যের চরিত্র নষ্ট না করে। 'কারণ একজন ঝি তাকে ধর্ষণ করে জোহান্না ক্রমার বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে'। 'ধর্ষিত' কথাটা ভাগ্নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি, ভাগ্নের দোষ ঢাকবার জন্য নয়, অন্য কোনো মাপসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছিনা বলে'।

কার্ল ইতিমধ্যে তার মামার বেশ কাছটাতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত ভদ্রলোকেদের উপর এই কাহিনি কতটা ছাপ ফেলেছে তা পড়ে নিচ্ছিল। কেউ হাসছে না। বেশ গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য্য সহকারে গল্পটা শুনছে। মনে হয় সেনেটরের ভাগ্নে বলে তার দিকে তাকিয়ে কেউ হাসছে না। কারণ সেনেটরের ভাগ্নে বলেই চট্ করে তাকে নিয়ে হাসবার সুযোগ কেউ নেবে না। এতক্ষণে কেবল স্টোকারই কার্ল-এর দিকে তাকিয়ে হাসল। বেশ মৃদু হাসি। হাসিটা সন্তোষজনক কারণ সমস্ত কিছু প্রাণ ফিরে পাচ্ছে, এটা তারই একটা সম্ভাবনা, ক্ষমার যোগ্য বটে ঘটনাটা যেহেতু কার্ল স্টোকারের বাঙ্কে বসে যে গল্পটা রহস্যের মোড়কে রেখেছিল এখন সেটা জনসমাজে প্রকাশিত।

'এখন এই ক্রমার আমার ভাগ্নের উরসজাত একটি স্বাস্থ্যবান সন্তানের মা। আর এই ছেলেটির নাম আমার মতো এক অযোগ্য ব্যক্তির স্মৃতিতেই রাখা—'জেকব' কারণ আমার ভাগ্নে মাঝেমধ্যে ক্রমারের কাছে আমার সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ এনেছে যাতে করে মহিলার আমার সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। সৌভাগ্যবশত—আমাকে বলতে দিন। ওদের জেলায় খোরপোষের ব্যাপারে আইন কি

www.BanglaBook.org

বলে তাও আমি জানিনা, তবে খোরপোষ এড়াবার জন্য আর নিন্দিত হবার ভয়ে কার্ল-এর বাবা-মা এর জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে দিয়ে শূন্যহাতে তাদের ছেলেকে—আমার প্রিয় ভাগ্নেকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকার সমস্ত বিস্ময় এই হতভাগ্য বালকটির জীবনে ন্যুইয়র্কে শেষ হয়ে যেত আর ওকে নিজের রসদ নিয়ে দিন কাটাতে হত যদি না ঐ ঝি ক্রমার আমাকে চিঠি লিখে পুরো কাহিনি জানাত। দেরি হয়ে গেলেও পুরোটা তো জেনেছি। এই চিঠির সঙ্গে আমার ভাগ্নের বর্ণনা এমন কি জাহাজের নামও লেখা রয়েছে। যদি সময় পেতাম তাহলে ঐ চিঠির কিছুটা অংশ শুনিয়ে আপনাদের আনন্দ দিতে পারতাম।' এই বলে দুটো বিশাল পত্র কাগজে ঘন করে লেখা চিঠি পকেট থেকে টেনে বার করে তাদের সামনে উপস্থিত করলেন। 'আপনি নিশ্চয় এতে আগ্রহী হবেন কারণ চিঠিটা সহজসরল কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা অথচ বাচ্চার বাবা সম্পর্কে সহানুভূতি নিয়েই লেখা হয়েছে। কিন্তু আনন্দ দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার এটা ব্যাখ্যা করতে যতটুকু সময় লাগে ততটা সময়ই আমি নিচ্ছি কারণ এটা প্রথমেই আমার ভাগ্নের আবেগে আঘাত করুক তা আমি চাইনা। আর আমার ভাগ্নে যদি চায় এটা পাশের নির্জন ঘরে গিয়ে ও পড়ে নিতে পারে।'

কিন্তু জোহান্না ক্রমারের সম্পর্কে কার্ল-এর কোনো অনুভূতি ছিল না। তার অদৃশ্য অতীত নিয়ে সে রান্নাঘরে রান্নার জিনিসপত্র রাখার পাশে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। যখনই কার্ল তার বাবার জন্য জল নিতে আসত বা মায়ের টুকিটাকি ফাইফরমাস খাটত—তখনই ক্রমার তার দিকে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে রান্নাঘরে বসার জায়গায় সে কার্ল এর মুখ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে চিঠিপত্র লিখত। মাঝে মাঝে তাকে কিছু না বললেও সে শুধু শুধু চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে রান্নাঘরের পাশে তার থাকার ছোট ঘরটাতে হাঁটু পেতে কাঠের যীশুমূর্তির কাছে প্রার্থনা করত ; তখন ওটা দিয়ে যেতে গিয়ে দরজার ছোট ফাঁক দিয়ে তার সঙ্গে চোখে চোখ পড়লে কার্ল একটু লজ্জা পেত। কখনও কার্ল তার কাছে এলে সে ডাইনির মতো জোরে জোরে বকত আর হাসত। কখনও কার্ল রান্নাঘরে ঢুকলে সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিত আর দরজার হাতল জোরে চেপে রাখত যতক্ষণ না কার্ল বেরোতে দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করত। মাঝে মাঝে সে এটা-ওটা কিনে আনত আর কার্ল না চাইলেও সেগুলো তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিত। একবার তো সে তার নাম ধরেই ডেকে ফেলল। এরকম অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ ডাক শুনে কার্ল তো হাঁ। তারপর সে কার্লকে তার ঘরে নিয়ে গেল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলাপ করে, দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর তার দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল ; তার তো শ্বাস বন্ধ হয়ে এল ; তার পোশাক খুলে নিল ; তারপর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল এমনভাবে যে সে যেন তারই আর কারো নয় আর চিরকাল সে কার্লকে এভাবে আদর করবে ও চাইবে। 'ওঃ, কার্ল, আমার কার্ল!' সে চিৎকার করল, তার চোখ দুটো যেন কার্লকে গিলে খাচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

কার্ল যে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। ক্রমারের গরম বিছানা, সে অবশ্য কার্ল-এর জন্যই প্রস্তুত করেছিল, সেখানে কার্ল-এর ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। তারপর সে তাকে শুইয়ে দিয়ে গোপন কিছু দাবি করতে লাগল, কিন্তু এসব ব্যাপার কার্ল তো জানত না। সেজন্য সে কোনো সাড়া দিতে পারল না। তারপর সে একবার ঠাট্টা করে আরেকবার সত্যিকার রাগ দেখাতে লাগল, তাকে নাড়া দিল, তার হৃৎস্পন্দন শুনল, তার বুক বাড়িয়ে দিল কার্ল যাতে তার হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়। কিন্তু কার্ল তো কিছুই করতে পারছিল না। সে তার খোলা পেট কার্ল-এর শরীরে চেপে ধরল, কার্ল-এর দু'পায়ের মাঝখানে সে তার হাত চেপে ধরল। কার্ল-এর মাথা ও ঘাড় বালিশ থেকে চমকে উঠছিল। তারপর তার পুরো শরীরটা কার্ল-এর শরীরের উপর এমনভাবে ধাক্কা দিতে লাগল যেন সে কার্ল-এর একটা অংশ: আর এভাবেই তার যেন কিছু একটা পাবার ভয়ংকর ইচ্ছা জেগে গেল। অবশেষে চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল কার্ল-এর দু'গাল। ঐ অবস্থায় সে তার নিজের বিছানায় গেল। ক্রমার অবশ্য আবার আসার জন্য অনুরোধ করছিল। পুরো ঘটনাটা ছিল এরকম। তার মামা এ ধরনের ঘটনা থেকে কি আনন্দের সুর বার করে এনে ফেলেছেন তিনিই জানেন। আর ঐ রাঁধুনিও তার কথা উল্টোপাল্টাভেবে তার মামাকে তার এখানে আসার খবর জানিয়েছে। সে ভালোই করেছে, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে সে এর শোধ নেবে।

'এখন এবার', সেনেটর চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার সবিনয়ে উত্তর দাও তো, আমি তোমার মামা কিনা'।

'হ্যাঁ, আপনি আমার মামা', তার হাতে চুমু খেয়ে আর ভ্রু'তে চুমু নিয়ে কার্ল বলল, 'আমি আপনাকে খুঁজে পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু আমার বাবা-মা আপনার সম্বন্ধে ভালো কথা বলেন না এরকমটা ঠিক নয়। আর আপনার গল্পে কতগুলো ত্রুটিপূর্ণ জায়গা রয়েছে ; বাস্তবে ওগুলো কিছুই হয়নি। এত দূর থেকে আপনার পক্ষে সেটা বোঝাও বেশ কঠিন। আর যে গল্পের ব্যাপারে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের কোনো আগ্রহ নেই, আমার মনে হয় এতে কোনো ক্ষতি হবে না'।

'ঠিকই বলেছ', এই কথা বলে সেনেটর কার্লকে কাপ্তানের কাছে নিয়ে গেলেন। মনে হল কাপ্তান কিছুটা নরম হয়েছেন। তারপর জেকব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ভাগ্নে কি দারুণ বলুন?'

মিলিটারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত কাপ্তান মিলিটারি কায়দায় মি. জেকবকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন : 'আমি খুশি যে আপনি আপনার ভাগ্নেকে খুঁজে পেয়েছেন, মি. সেনেটর। এরকম একটা মহামিলন ঘটিয়ে দেবার জন্য আমার জাহাজ সম্মানিত। কিন্তু সর্বনিম্ন ভাড়ার জায়গায় ওকে আসতে হয়েছে সেটা ভাবতে আমার খারাপ লাগছে। জাহাজের ঐ অংশে নানা ধরনের লোকই তো যাতায়াত করে। আমরা অবশ্য যে কোনো আমেরিকান জাহাজের চেয়ে বেশি সুযোগসুবিধা দিতে চাই; তবুও এটুকু পরিসরে সবকিছু ঠিকঠাক পরিষেবা দেওয়া হয়ে ওঠেনি বোধহয়'।

www.BanglaBook.org

'আমার কোনো কষ্টই হয়নি', কার্ল বলল। (আমার কোনো কষ্টই হয়নি!' ভেবেচি কেটে হেসে সেনেটর উত্তর দিলেন।

'তবে আমি আমার বাক্সটা হারিয়ে ফেলেছি'—আর একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল এতক্ষণ কি ঘটেছে আর তার কি করা উচিত। সে চারদিকে তাক'ল। যে যার জায়গায় স্থির—তার প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে নীরব। কেবলমাত্র বন্দরকর্মচারীরা—যাদের মুখে আত্মসন্তুষ্টির ভাব প্রবল, সময়ের এমন ব্যস্তানুপাতিক খরচে বিব্রত, তারা টেবিলের কাগজপত্রগুলোর দিকে তাকাল। তাদের কাছে ঘরের মধ্যে যা ঘটেছে বা যা ঘটতে পারে তার চেয়ে এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। অদ্ভুতভাবে কাপ্তানের পর কার্লকে অভিনন্দন জানাল স্টোকার : 'হার্দিক অভিনন্দন!' সে কার্ল-এর সঙ্গে অকৃতজ্ঞ করমর্দন করল। তবুও সে যখন নিজের কথায় ফিরে এল সেনেটর এতটাই বিরক্ত হলেন যেন স্টোকার তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। স্টোকার তখন পিছপা হল।

কিন্তু অন্যরা তাদের করণীয় বুঝে ফেলেছিল। তারা কার্ল ও সেনেটরকে ঘিরে ধরল। এমনও হল যে কার্লকে স্কুবালের অভিনন্দন গ্রহণ করতে হ'ল, তাকে ধন্যবাদ জানাতেও হল। শেষ দু'জন অভিনন্দনকারী তাদের হাস্যকর দুটো ইংরেজী শব্দ দিয়ে কার্লকে অভিনন্দন জানাল। তারা বন্দর কর্মচারী।

সেনেটর এবার হালকা দুটো চারটে শব্দ দিয়ে পরিস্থিতিকে মেজাজে ফেরাতে চাইলেন। সকলেই তা' সাদরে গ্রহণ করল। তিনিও তাদেরকে জানালেন ক্রমার কার্লের যে সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছে সেগুলি সবই জরুরীভিত্তিক আলোচনার জন্য খুঁটিয়ে নিজের নোট বইতে তিনি তুলে নিয়েছেন। স্টোকারের বকবকানি এড়িয়ে তিনি তার মনোযোগ তার নোটবই-এর দিকে নিয়ে যেতে চাইলেন। তার মনে হল অনেক কিছুই মিলছে না। 'এভাবেই একজন তার ভাগ্নেকে খুঁজে পায়!' তিনি উপসংহারে বললেন তিনি আবার সবার কাছ থেকে অভিনন্দন আশা করছেন।

'স্টোকারের এখন কি হবে?' তার মামার শেষ মন্তব্যটুকু নস্যাৎ করে দিয়ে কার্ল জানতে চাইল। কার্লের মনে হল নতুন পরিস্থিতিতে তার যা মনে হচ্ছে সেসবই সে বলতে পারে।

'স্টোকারের যা হওয়ার তাই হবে', সেনেটর বললেন, 'কাপ্তান যা ঠিক মনে করেন তাই করবেন। যথেষ্ট, যথেষ্টরও বেশি হয়েছে, আর নয়। উপস্থিত সকলের বোধহয় তাই মত।'

'কিন্তু এটা তো ন্যায়বিচার হল না ; কার্ল বলল। সে তার মামা ও কাপ্তানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। তার অবস্থান অনুযায়ী সে দু'জনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারবে বলে সে মনে করেছিল।

কিন্তু স্টোকারকে দেখে মনে হল সে সব আশা পরিত্যাগ করেছে। তার দু'হাত

www.BanglaBook.org

ট্রাউজারসের ফিতের মধ্যে রাখা যেটা তার চেক জামার একটা চেকের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল যখন সে তার বাক্‌বিতণ্ডা করছিল। তাতে তার ভাবনা ছিলনা। সে যে তাদের হৃদয় দেখিয়ে ফেলেছে, এরপর তারা তার গায়ের চাদরটা কেড়ে নিয়ে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। সে ধরেই নিয়েছে এই শেষ করুণাময় কাজটা করবে ঐ চাকরটা আর স্কুবাল। স্কুবাল তখনই শান্ত হবে। তার মরীয়া ভাবটাও আর থাকবে না। অন্তত বেতনপ্রদায়কের তাই ধারণা। কাপ্তান রুমানিয়ানদের ডাকবে। তাদের দলই যথেষ্ট। তখনই ঠিকঠাক ঘটনাটা ঘটবে। কোনো স্টোকার তখন তার ঔদ্ধত্য নিয়ে মূল অফিসারকে বিব্রত করতে পারবে না। তবু তার বন্ধুত্বপূর্ণ শেষ স্মৃতি—সেনেটর তার ভাগ্নেকে খুঁজে পেয়েছে—এটা দিয়েই সে তার শেষ চেষ্টা করবে। ভাগ্নে তো তাকে সাহায্য করার শেষ চেষ্টা করেছে আর মিলনস্বীকৃতি দৃশ্যে কার্ল অনেকটাই তার ঋণশোধ করার শেষ চেষ্টা করেছে। তার কাছে স্টোকার আর কি-ই বা আশা করতে পারে। আর যদিও সে সেনেটর-এর ভাগ্নে, এখনও তার কাপ্তান হতে অনেক বাকি, কাপ্তানই শেষ কথা বলবেন। এসব ভেবে কার্ল স্টোকারের দিকে না তাকানোই ঠিক মনে করল যদিও ঘরভরতি শত্রুচোখের মাঝখানে ঐ চোখদুটি তার একমাত্র বিশ্রামের জায়গা।

'অবস্থাটাকে ভুল ভেবোনা', সেনেটর কার্লকে বলবেন, 'এটা ন্যায় বিচারের প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু এতে শৃঙ্খলার প্রশ্নও তো আসে। আর জাহাজের মধ্যে এই দুটোর ক্ষেত্রে বিশেষত দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কাপ্তানের কথাই শেষ কথা।'

'সেটা ঠিকই', স্টোকার বিড় বিড় করে বলল। যারা তার কথা শুনতে পেল আর বুঝতে পারল তাদের মুখে অস্বস্তির হাসি খেলে গেল।

'কিন্তু ইতিমধ্যে কাপ্তানের দরকারী কাজকর্মে আমরা অনেকটাই বাধা দিয়েছি ; ন্যুইয়র্কে পৌঁছলে তার সব জমা কাজ সেরে ফেলতে হবে। এটাই উপযুক্ত সময় যখন আমরা জাহাজ ছেড়ে যাব। দু'জন মেকানিকের তুচ্ছ বিষয়ে নাক গলানোর মতো খুচরো পাপ করার আর দরকার নেই। তোমার মনোভাব, ভাগ্নে, আমি ভালোই বুঝতে পেরেছি আর সেজন্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তোমাকে এখান থেকে বার করা উচিত'।

'আমি এক্ষুনি আপনার জন্য নৌকো নামিয়ে দিচ্ছি', কাপ্তান বললেন ; সেনেটরের মতের সঙ্গে তক্ষুনি তিনি মত মেলালেন। কার্ল এতে অবাক হল কারণ সেনেটর এতক্ষণ কাপ্তানের প্রতি গভীর আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করছিলেন। বেতনপ্রদায়ক সঙ্গে সঙ্গে তার ডেস্কের দিকে দৌড়ে গেলেন এবং সর্দার মাঝিকে কাপ্তানের আদেশ টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন। 'আর সময় নেই', কার্ল নিজেকে বলল, 'কিন্তু কাউকে কষ্ট না দিলে আমি নিজে কিছু করতে পারব না। মামা যখন আমাকে খুঁজে পেয়েছেন, আমিও মামাকে ছাড়তে পারব না। কাপ্তান যথেষ্ট বিনয়ী, সেটাই শেষ কথা। কিন্তু

www.BanglaBook.org

শৃঙ্খলার প্রশ্নে তার সব ভদ্রতা উবে যাচ্ছে। আমার মামাও একই কথা বলছেন। স্কুবালের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনা। আমার ভাবতে লজ্জা হচ্ছে ঐ লোকটার সঙ্গে আমি করমর্দন করেছি বাকি এখানে যারা আছে তারা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে নয়।'

এইসব ভেবে সে ধীরে ধীরে স্টোকারের কাছে গেল, তার ডান হাতটা তার বেল্ট-এর ভেতর থেকে টেনে নিয়ে কোমলভাবে নিজের হাতের মধ্যে নিল।

'কেন আপনি নিজে কিছু বলছেন না?' সে জানতে চাইল, 'কেন আপনি সব কিছু সহ্য করছেন?'

স্টোকার এমনভাবে ভ্রূ কোঁচকাল যেন সে কিছু বলার জন্য সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটা ভাবতে ভাবতে সে কার্লের হাতের ভেতর তার হাতটা দেখল।

'তার কারণ জাহাজে যতজন আছে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে আপনার সঙ্গে ; আমি এটা ভালোভাবেই জানি।' বলতে বলতে কার্ল তার আঙুলগুলো স্টোকারের আঙুল থেকে এগোতে ও পিছোতে লাগল। আর স্টোকার তার দিকে এমন চক্‌চকে চোখে তাকাল মনে হল তার বর্তমান পরমসুখ কেড়ে নেবে এমনটি কোথাও নেই।

'এখন আপনি আত্মপক্ষ সমর্থন করুন ; হ্যাঁ বা না বলুন, নয়তো এ সমস্ত লোকের সত্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে না। আপনি কথা দিন আমি যা বলব আপনি তাই করবেন কারণ আমার ভয় হচ্ছে যে আমি আর আপনার জন্য কিছু করতে পারব না, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তারপর কার্ল কান্নায় ভেঙে পড়ল আর স্টোকারের হাতে চুমু খেল। সে হাত ভিজে, সে হাতে যেন স্নায়ু নেই। সে হাতে কার্ল এমনভাবে চাপ দিল যেন একটা পরমসম্পদ হারিয়ে ফেলার সময় এসেছে। কিন্তু তখন সেনেটর তার পাশে এলেন আর খুব নরম অথচ দৃঢ়ভাবে তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

'ঐ স্টোকার মনে হয় তোমাকে ওষুধ করেছে', কার্ল-এর মাথার উপর দিয়ে কাপ্তানের সঙ্গে সমঝোতার দৃষ্টি বিনিময় করে তিনি বললেন, 'তখন তোমার একা লাগছিল ; তারপর তুমি স্টোকারকে দেখতে পেলে আর সেজন্য তুমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ ; সেটাই তোমার সাফল্য, অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। তবে আমার দিক বিবেচনা করে অন্ততঃ তুমি তোমার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করো।'

দরজার বাইরে একটা গোলমালের আওয়াজ পাওয়া গেল ; চিৎকার-চেঁচামেচিও শোনা গেল ; মনে হল কাউকে নৃশংসভাবে দরজায় ঠুকে মারা হচ্ছে। একজন নাবিক যার কোমরে মেয়েদের পোশাক জড়ানো, এলোমেলোভাবে ঘরে ঢুকে পড়ল। 'বাইরে বিশাল জনতা', সে চেঁচিয়ে বলল। এমনভাবে সে কনুই দিয়ে ঠেলা মারল মনে হল জনতাকে সে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে বার করে দেবার চেষ্টা করছে। সে চমকে ভেতরে ঢুকেই কাপ্তানকে অভিবাদন জানাল, কিন্তু যে মুহূর্তে তার পোশাকের দিকে লক্ষ্য পড়ল সে ওটাকে টেনে ছিঁড়ে দিল আর মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করল ঃ 'এটা বেশ

www.BanglaBook.org

বাড়াবাড়ি; ওরা মেয়েদের পোশাক আমার কোমরে বেঁধে দিয়েছে'। তারপর সে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। কেউ একজন হাসতে শুরু করল, কিন্তু কাপ্তান রেগে বললেন : 'এটা একটা সুন্দর ব্যাপার বটে! বাইরে কে?'

'এরা আমার সাক্ষী', স্কুবাল এগিয়ে গিয়ে জানাল—'ওদের এমন আচরণ মাফ করবেন, কাপ্তানসাহেব। সমুদ্রযাত্রার শেষে জাহাজকর্মীরা মাঝে মাঝে এরকম উগ্র হয়ে ওঠে।'

'ওদের এখনই এখানে আনা হোক্'। কাপ্তান আদেশ দিলেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে সেনেটরের দিকে তাকিয়ে দ্রুত অথচ সবিনয়ে জানালেন : 'ঈশ্বরের দোহাই, মি. জেকব, আপনার ভাগ্নেকে নিয়ে যান আর এই লোকটাকে সঙ্গে নিন ; ও আপনাকে নৌকা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে গেল, আমি যে খুশি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমেরিকান নৌবাহিনী সম্পর্কে কিছু কথা বলার সুযোগ রয়েছে সেটুকুর সদ্ব্যবহার না করলেই নয়। মাঝখানে আমাদের সেই আলোচনায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছিল। এবার আমরা সে ব্যাপারে কথা বলতে চাই ; আর সেটা যেন বেশ মনোরম হয়।'

কার্ল-এর মামা হেসে বললেন : 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এক ভাগ্নেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনার সুন্দর ব্যবহার ও সহৃদয় বিদায় সম্ভাষণের জন্য ধন্যবাদ। তাছাড়া এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে আমরা—' উষ্ণ আবেগে তিনি কার্লকে জড়িয়ে ধরলেন—'আমাদের পরবর্তী য়ুরোপ যাত্রায় আপনাদের অনেক অনেক বেশি করে পাব।'

'খুবই আনন্দের কথা', কাপ্তান বললেন। তারপর দুই ভদ্রলোক করমর্দন করলেন। কার্লও মুহূর্তের জন্য নীরবে কাপ্তানের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তার দৃষ্টি ঐ পনেরোজন লোকের উপর যাদের স্কুবাল ঘরের মধ্যে তাড়িয়ে এনেছে। বেশ ভদ্র কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার। নাবিক সেনেটরকে অনুরোধ করল যাতে সে তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে। সে জনতার ভেতর দিয়ে রাস্তা করে নিল। তারা অনেক মাথা নিচু করা পুরুষের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। মনে হল এরা স্কুবাল ও স্টোকারের বিবাদকে বেশ তামাশার সঙ্গেই নিয়েছে। এমন কি কাপ্তানের উপস্থিতিও ব্যাপারটাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি। এমনটাই তাদের মনে হয়েছে। কার্ল লক্ষ্য করল তাদের ভেতর রান্নাঘরের ঝি 'লিমা' কার্ল-এর দিকে চোখ মেরে দিল; তারপর কোমরে পোশাক জড়িয়ে নিল। ওটাই তো নাবিকের কোমরে বাঁধা ছিল।

নাবিকের পিছু পিছু তারা অফিসঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ; তারপর একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে হেঁটে ছোট একটা দরজার কাছে এল। সেখান থেকে ছোট মই বেয়ে নৌকায় ওঠা যাবে। নৌকা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মাঝি এক লাফে নৌকায় উঠে গেল আর নাবিক নৌকায় উঠে অভিবাদন জানাল। সেনেটর কার্লকে

www.BanglaBook.org

ঠিকঠাক নামবার পদ্ধতি বলে দিলেন ; তারপর ঘনিষ্ঠভাবে বাঁ হাত দিয়ে তাকে আদর করতে লাগলেন। অবশেষে সেনেটর কার্ল-এর জন্য আরামদায়ক একটা জায়গা খুঁজে দিয়ে তার দিকে ফিরে তাকালেন। সেনেটর ইশারা করতেই নাবিকেরা জাহাজ থেকে নৌকা ঠেলে দিল ; নৌকা দ্রুতবেগে চলতে লাগল। কিছুটা যাবার পরই কার্ল একটা আশাতীত আবিষ্কার করল যে তারা জাহাজের সেই দিকে মুখ রেখে যাচ্ছে সেখানটা জাহাজের অফিসঘরের জানালা থেকে দেখা যাচ্ছিল। তিনটে জানালাতেই স্কুবালের সাক্ষীদের মুখ। তারা তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অভিবাদন জানাচ্ছে ও হাত নাড়ছে। জেকব মামা তাদের প্রতি অভিবাদন জানালেন। নৌকার এক মাঝি জাহাজের দিকে একটা উড়ন্ত চুম্বন ছুঁড়ে দিলেন; এতে অবশ্য নৌকার গতির হেলদোল হল না। মনে হল যেন কোথাও কোনো স্টোকার ছিল না। কার্ল এবার সযত্নে তার মামার হাঁটুর দিকে তাকাল কারণ তার হাঁটু কার্ল-এর হাঁটু প্রায় ছুঁয়ে ছিল। তার মনে সন্দেহ জাগল জেকবমামা কি কখনো স্টোকারের জায়গা নিতে পারবে। তার মামা কৌশলে তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন ; তারপর যে ঢেউগুলোর উপর নৌকা দুলছিল সেইদিকে চেয়ে রইলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

২

জেকবমামা

মামাবাড়ির নতুন পরিবেশে কার্ল বেশ মানিয়ে নিল। তার মামা তার সামান্যতম ইচ্ছা পূরণের বেশ চেষ্টা করতেন। কার্ল এমন কোনো দুঃখ পায়নি যাতে করে তার প্রবাসের প্রথম অভিজ্ঞতা তেতো হয়ে যায়।

সাততলার একটা ঘরে কার্ল থাকত। ঐ বাড়ির বাকি পাঁচতলা, নিচের গাড়িবারান্দায় আরো তিনটে ঘর—সবগুলোই তার মামার ব্যবসার প্রয়োজনে নেওয়া। কার্লের ঘরটায় এত আলো খেলে যেত যে সকালবেলায় তার ছোট্ট ঘরটা থেকে দরজা খুলে বারান্দায় বেরোলে কার্ল নতুন আশ্চর্যের স্বাদ পেত। কেবল দেশান্তরী হিসাবে সে যদি এই শহরে পৌঁছত তাহলে তার কত কষ্টই না হত! যদি জেকবমামার সঙ্গে দেখা না হত! সত্যি বলতে কি অভিবাসী আইন জেকবমামা যতটা জানেনা তাতে কার্ল আমেরিকা আদৌ আসতে পারত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। হয়তো কার্লকে বাড়ি ফেরত পাঠানো হত যদিও কার্ল-এর নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই। এদেশে তুমি সহানুভূতি আশা করতে পার না; কার্ল আমেরিকা সম্পর্কে এমনটাই পড়েছে। কিন্তু ব্যাতিক্রমী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা সবান্ধবে সানন্দে সৌভাগ্যলাভ করে এখানে থেকে গিয়েছেন।

কার্ল-এর ঘর বরাবর বাইরে একফালি বারান্দা ছিল। সেখান থেকে সে বাড়ির বাইরে শহরে একটিমাত্র রাস্তা দেখতে পেত। রাস্তা বরাবর দু'সারি বর্গক্ষেত্র ধরনের বাড়ি যেন অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাছেই ঘন জায়গায় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ত প্রকাণ্ড এক গীর্জা। সকাল থেকে সন্ধ্যা আর স্বপ্নময় রাত পর্যন্ত ঐ রাস্তাটায় জনতার ঢেউ। উপর থেকে দেখলে মনে হত একটা অভেদ্য কলরব চলছেই—যত গাড়ির ছাদের প্রান্তদেশ, নতুন নতুন ছোট ছোট মানুষের মাথার সারি—সব যেন আরো গোলমেলে ও জটিলভাবে উপরে উঠে আসত। সমস্ত কোলাহল, ধুলোবালি, রাস্তার দম আটকানো গন্ধ, সন্ধ্যেবেলাকার আলোর বন্যায় ভেসে যেত, ভেসে যেত আবার ফিরে আসত। মনে হত যেন আলোর বিচ্ছুরণে কোনো কাচের ছাদ প্রতিমুহূর্তে আলোকিত হচ্ছে, ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে আবার।

সব ব্যাপারে সতর্ক মামা কার্লকে উপদেশ দিতেন যাতে সে ঐ সময়ের জন্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কোনোকিছুকে খুব গুরুত্ব না দেয়। প্রতিটি জিনিস পরখ করে বিবেচনা করতে বলতেন ; কিন্তু নিজেকে কিছু করতে বারণ করতেন। বলতেন, যে কোনো য়ুরোপীয় ব্যক্তির আমেরিকায় আসাটা যেন পুনর্জন্ম। যদিও কার্ল অকারণ দুশ্চিন্তা করেনি কারণ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট সন্তানের মতো এখানে যে কেউ সহজে মানিয়ে নিতে পারে ; তবু কার্ল-এর মনে রাখা উচিত যে প্রথম দিককার বিচারক্ষমতার খুব একটা ভরসা রাখা যায় না ; আর এটা যেন ভবিষ্যৎ বিচারক্ষমতাকে কলুষিত না করে। কারণ এই প্রথমবারের ভুল তার আমেরিকায় প্রবাসী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তিনি নিজে এমন নবাগতদের জানেন, উদাহরণস্বরূপ, যারা এসব উপদেশ তত্ত্বকথা উপেক্ষা করে ব্যালকনি থেকে হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার মতো রাস্তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এতে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। এভাবে একা একা অলসভাবে বারান্দা থেকে ব্যস্ত ন্যুইয়র্ক দেখা তাদেরকেই মানায় যারা বেড়াবার জন্য আমেরিকা আসে, তাও সীমিতভাবে, কিন্তু যে স্টেট্‌সে থাকতে আসে এটা তাদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক, যদিও শব্দটা শুনতে খারাপ ও অতিরঞ্জন বলে মনে হতে পারে। প্রায় প্রতিদিনই এবং আলাদা আলাদা সময়ে কার্ল-এর মামা বাড়ি আসতেন আর কার্লকে ওভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত বোধ করতেন। কার্ল অবশ্য এটা লক্ষ্য করেছিল। ফলে সে ব্যালকনিতে দাঁড়ানো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে যতটা সম্ভব চেষ্টা করত।

কিন্তু এটুকুই তো তার একমাত্র আনন্দের উৎস। তার ঘরের মধ্যে বেশ শক্তপোক্ত একটা আমেরিকান লেখার ডেস্ক ছিল যেমনটি তার বাবা নিলামে বিক্রি জিনিস দিয়ে ঘর ভরিয়ে রাখত কারণ তার বেশি খরচ করা তার সামর্থে কুলোত না। এই ডেস্কটা অবশ্য অন্যান্য আমেরিকান ডেস্কের সঙ্গে বা নিলামে কেনা য়ুরোপীয় ডেস্কের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এর মধ্যে প্রায় শ'খানেক খুপরি ছিল যার মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ভরে রাখতে পারতেন। ডেস্কের একদিকে একটা নিয়ন্ত্রক ছিল যেখানকার হাতল ধরে টান দিলেই জটিল সব ব্যবস্থা ও তোমার প্রয়োজনমত খুপ্‌রি তোমার সামনে বেরিয়ে আসবে। নিচে থেকে পাতলা কাঠের তক্তা সাজানো ছিল বা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত থরে থরে থাক সাজানো ছিল। হাতলটা টান দিলেই পুরো পরিস্থিতিটা পালটে যেত আর এই পরিবর্তনশীলতা নির্ভর করছে তুমি কতটা ধীরে বা দ্রুত হাতলে দম দিচ্ছ তার উপর। এটা একটা আধুনিক আবিষ্কার যদিও এটাকে দেখলেই বাড়িতে বাজার এলাকায় যে বড়দিনের টি.ভি. শো দেখানো হত সেটা কার্ল-এর মনে পড়ে যেত। ঐ শো দেখতে গেও তো যেত—শীতের পোশাকে মোড়া, মুগ্ধ ; হাতলের নড়াচড়ার সঙ্গে যেন কত মিল সেটা এক বৃদ্ধ ঘোরাত। যখনই দৃশ্যপট বদল হত তিনজন পবিত্র রাজা, উজ্জ্বল নক্ষত্র আর আস্তাবলের সহজ-সরল জীবন—এসব দেখা যেত। কেন জানিনা তার মনে হত তার মা তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও সব ছবি মন দিয়ে দেখত না। সে তার মাকে খুব কাছে টেনে নিত যতক্ষণ

www.BanglaBook.org

না তার পেছনটা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরছে আর চিৎকার করে খুব কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা ছোটখাটো ঘটনা—যেমন একটা ছোট খরগোশ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, কখনো পেছনের পায়ের উপর ভর দেওয়া, তারপর দৌড়ে যেন উড়ে চলে যাওয়া—এসব তার মাকে দেখাত। তার মা কিন্তু একটু পরেই মুখে চাপা দিয়ে আবার অমনোযোগের পৃথিবীতে ফিরে যেত। ডেস্কটা হয়তো তার স্মৃতিতে উস্কানি দেবার জন্য তৈরি হয়নি কিন্তু এটা তৈরি হওয়ার ইতিহাসের সঙ্গে কার্ল-এর স্মৃতির কোথাও মিল রয়েছে। কার্লের মতো তার মামা এই ডেস্কটাকে ঠিক সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কার্লের জন্য মোটামুটি একটা ভালো ডেস্ক চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকাল সব ডেস্কেই এসব যন্ত্রপাতি সাজানো থাকে আবার দরকারে এটাকে পুরনো দিনের ডেস্কের সঙ্গে খুব কম খরচে জুড়ে দেওয়া যায়। তবে কার্ল-এর মামা তাকে নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করতে বারণ করার কথা কখনো ভুলে যেতেন না। সম্ভব মনে হলে এটাও জানিয়ে দিতেন যে যান্ত্রিক কাজ খুবই সূক্ষ্ম। তাছাড়া একবার ভুলভ্রান্তি হলে একে সাজানো ও সারানো বেশ কঠিন। তবে কার্ল বুঝত এগুলো সবই ছলমাত্র। কারণ নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা কার্লের কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কার্লের জেকবমামা এটা চাইতেন না।

প্রথম কয়েকদিনে কার্ল এবং তার মামার মধ্যে যে মধুর কথোপকথন হয়েছিল কার্ল সেইসময় জানায় যে সে বাড়িতে পিয়ানো বাজাতে ভালোবাসত ; যদিও সে এটা খুব পছন্দ করত না। সে তার মায়ের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অল্প প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিল। কার্ল জানত যে এটা মামাকে বলার অর্থ তার কাছে পিয়ানো চাওয়া। কিন্তু সে দেখেছিল তার মামা বেশ খরচে লোক। তবে এই প্রস্তাব খুব তাড়াতাড়ি মঞ্জুর হল না। প্রায় আটদিন পর তার মামা খানিকটা অনিচ্ছায় বললেন যে পিয়ানো এসে গিয়েছে আর কার্ল ইচ্ছা করলে এটাকে কোথায় রাখা হবে তার ব্যবস্থা করতে পারে। ওটা একটা সোজা ব্যাপার ছিল—যে কোনো বাইরের পরিবহনের চেয়েও সোজা। কারণ মামার বাড়িতে যে লিফ্‌ট ছিল তাতে আস্ত একটা পরিবহন গাড়িও ঢুকে পড়তে পারে। আর এই লিফটে করে পিয়ানোটা সোজা কার্ল-এর ঘরে চলে এল। কার্ল পিয়ানোর সঙ্গে একই লিফ্‌টে আসতে পারত কিন্তু এর পাশেই একটা সাধারণ লিফ্‌ট খালি ছিল। সুতরাং সে ওটার মধ্যে চলে গেল আর সমান উচ্চতায় লিভারের সাহায্যে সে ওটাকে চালিয়ে নিলে এল। কাচের পাল্লার ভেতর অন্য লিফ্‌টে থাকা ঐ সুন্দর যন্ত্রটা যেটা তার সম্পত্তি তার দিকে তাকিয়ে রইল। যখন সে নিরাপদে ওটাকে তার ঘরে নিয়ে এল আর তাতে প্রথম সুর বাজাল, তার মধ্যে এমন একটা বোকা-বোকা ভাব জাগল যে ওটাকে না বাজিয়ে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আর তার পাছার উপর হাত দিয়ে উত্তেজিত আনন্দে একটু দূর থেকে পিয়ানোটা দেখতে থাকল। ঘরটার শব্দযোজন ব্যবস্থা বেশ ভালো ছিল। যার ফলে ইস্পাতের বাড়িতে থাকা হালকা

www.BanglaBook.org

অস্বস্তিটা আর হচ্ছিল না। তবে সত্যি বলতে কি, বাড়িটার বাইরের চেহারা দেখলে কেউ ইস্পাতের চিহ্নমাত্র দেখতে পাবে না, বাড়িটাকে আরামদায়ক করার জন্য সামান্যতম ত্রুটিও কারো নজরে আসবে না। প্রথম প্রথম কার্ল পিয়ানো বাজনাতে বেশ মন দিত আর ঘুমোবার আগে অন্তত একবার স্বপ্ন দেখত যে তার বাজনা তাকে আমেরিকাতে স্থিতীশীলতা এনে দেবে। যখন সে জানালা খুলত আর রাস্তার শব্দ তার ঘরে ঢুকে পড়ত, ঠিক তখন ঘরের মধ্যেকার সুর—যে সুরের মূর্চ্ছনার উৎস তার স্বদেশের সেনাবাহিনীর গানের সুর, যে গান সেনাতাঁবুর এক জানালা থেকে আর এক জানালায় প্রত্যেক সৈনিক পরস্পর পরস্পরকে শোনাত, আর অতল অন্ধকারের দিকে তারা তাকিয়ে থাকত—শুনতে তার অদ্ভুত লাগত। আর রাস্তাটা, যদি সে পরে নিচের দিকে তাকাত, অপরিবর্তিত থাকত ; কেবল একটা বড়ো চাকা যাকে কেউ সর্বশক্তি নিয়োগ করলে তবে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলবে বলে মনে হত। জেকব মামা তাকে পিয়ানো বাজাতে দেখতেন, সহ্য করতেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতেন না। তাছাড়া কার্ল খুব কম সময় পিয়ানোচর্চা করত। জেকবমামা কার্লকে আমেরিকান সেনাবাহিনীর কিছু সুর, জাতীয় সংগীত সব এনে দিয়েছিলেন কিন্তু তার মতে খাঁটি সংগীতানুরাগ বলতে গেলে সে কি ভায়োলিন বা ফরাসী সংগীত বাজাতে চায়—এটা জিজ্ঞাসা করলেন।

ইংরাজী শেখাটা কার্ল-এর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। স্থানীয় বাণিজ্যিক কলেজের একজন কমবয়সী শিক্ষক যখন সাতটার সময় তাকে পড়াতে আসতেন কার্ল তার আগেই পড়ার ঘরে ডেস্কে বসে পড়ত কিংবা হেঁটে হেঁটে পড়া মুখস্থ করত। কার্ল বুঝেছিল ইংরাজী শিখতে হলে আর বেশি সময় নষ্ট করা চলবে না আর এক্ষেত্রে তার দ্রুত উন্নতি মামাকে সবচেয়ে বেশি খুশি করবে। প্রথম প্রথম সে ছোটখাটো অভিবাদন জানানো দিয়ে শুরু করল, তার যে তার মামার সঙ্গে অনর্গল ইংরাজীতে কথা চালিয়ে গেল। তারপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগল। প্রথম আমেরিকান কবিতা যেটা আগুনের বিষয়ে—সেটা যে ইংরাজীতে আবৃত্তি করে শোনাল; তার মামা পবিত্র সন্তোষে সন্তুষ্ট হলেন। তারা দু'জনেই কার্লের ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল; তার মামা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন; সে আকাশ থেকে সব উজ্জ্বলতা মুছে গিয়েছে, মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে কিন্তু কবিতার সঙ্গে তাল রেখে তার হাত নিয়মিত নড়ছিল। কার্ল তার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। কঠিন লাইনগুলো পড়বার সময়ে তার চোখ শূন্যে নিবদ্ধ।

কার্ল-এর ইংরাজীতে জ্ঞান যত বাড়তে লাগল, তার মামা তত বেশি করে তার বন্ধুদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। আর সেই সময়ে তার ইংরাজী-শিক্ষক ও নাগালের মধ্যে থাকতেন। প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে জেকবমামা কার্ল-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি ছিপছিপে গড়নের অবিশ্বাস্যরকম কোমল স্বভাবের ম্যাক

www.BanglaBook.org

নামের যুবক। তার প্রশংসায় জেকবমামা পঞ্চমুখ। স্পষ্টতই সে আমেরিকার ক্রোড়পতি পিতাদের মধ্যে কোনো একজনের সন্তান। এরা এদের বাবা-মায়ের বিচারে ব্যর্থ। সাধারণ মানুষও সহ্য করতে পারবে না এরকম কষ্টও এরা সহ্য করে। মনে হল যেন ছেলেটি সব বোঝে। সে মানে যে এটাই তার ভাগ্য। তাই তার মুখে সবসময় হাসি সেঁটে থাকে ; যেন সে নিজের সুখের সঙ্গেই কথা বলছে ; সে যেন পৃথিবীর সবাইকে আদর করতে চায়।

জেকবমামার কাছ থেকে নিঃশর্ত স্বীকৃতি পাওয়া গেল যে ম্যাক সকাল সাঁড়ে পাঁচটার সময়, হয় ঘোড়ায় চড়ার ইস্কুলে নয়তো খোলা মাঠে, কার্লকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়তে যাবে। রাজি হওয়ার আগে কার্ল ইতস্তত করল কারণ এর আগে সে কখনো ঘোড়ার পিঠে বসেনি। তাই ম্যাক-এর সঙ্গে যাবার আগে সে একটু নিজে শিখে নিতে চাইল। কিন্তু ম্যাক ও জেকবমামা তাকে বোঝাতে চাইল ঘোড়ায় চড়া নিছকই মজার ব্যাপার ও ভালো একটা ব্যায়াম, কোনো চারুকলা নয়। সে রাজি হয়ে গেল। অবশ্য এটার আর একটা মানে হল তাকে সাড়ে চারটার সময় বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তার কাছে এটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। কারণ সারাদিনের কাজকর্মের পর সে একটু বেশিক্ষণ ঘুমোতে চায়। কিন্তু যখনই সে বাথরুমে আসে সে আর নিজেকে দুঃখিত ভাবে না। কারণ ঝিরঝিরে জলধারায় স্নান। তার এক বন্ধু, মনে হয় ধনীর ছেলে, বলত, এর কি কোনো তুলনা হয়? আবার নিজের—একান্ত নিজের বাথরুমে? কার্ল সেখানে লম্বা দিয়ে শুয়ে পড়ত—বাথটবটা এত বড় যে সে দু'হাত মেলে ধরত—কখনও হাতসওয়া গরম ও শেষে বরফঠাণ্ডা জল তার গোটা শরীরে একসঙ্গে ঝরে পড়ত। মনে হবে সে এখনও নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে আর সে তার চোখের পাতা থেকে ঝরে পড়া শেষ জলবিন্দুগুলো ধরে ফেলত সেগুলো ভেঙে ভেঙে তার মুখের উপর গড়িয়ে পড়ত।

ঘোড়ায় চড়া শেখার ইস্কুলে, মামার বিশাল মোটরগাড়িটা তাকে পৌঁছে দিত। ইংরাজীর শিক্ষক ইতিমধ্যে অপেক্ষা করতে শুরু করেছেন। ম্যাক যথারীতি দেরী করে পৌঁছত। কিন্তু তাতে ম্যাকের মনে লজ্জা ছিল না কারণ ম্যাক না আসা পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ার ইস্কুল চালু হত না। সে ঢুকলেই ঘোড়াগুলো তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠত, বেতের আওয়াজ আরো জোরে শোনা যেত, চারপাশের গ্যালারিতে একে একে দর্শক, সহিস, শিক্ষনবিশেরা—সব হঠাৎ হাজির হয়ে যেত। ম্যাক পৌঁছনোর একটু আগে কার্ল ঘোড়ায় চড়ার চেষ্টা করত ; যদিও সেটাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের অভ্যাস বলা যায়। ওখানে একটা লম্বা লোক ছিল যে তার হাত ব্যবহার না করেই সবচেয়ে বড় ঘোড়াটার পিঠে চড়তে পারত। সে কার্লকে মিনিট পনেরো শেখাত। তবে কার্ল বলবার মতো কিছুই শেখেনি। সে বরং ইংরেজীতে কিছু আবেগময় যন্ত্রণাদায়ক শব্দ মুখস্থ করত আর হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে সেগুলো তার ইংরাজী শিক্ষককে

www.BanglaBook.org

জানাত। ইংরেজী শিক্ষক সবদিনই দরজায় কান পেতে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বসে থাকতেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া নিয়ে যাবতীয় অসন্তোষ ম্যাককে দেখলেই দূর হয়ে যেত। লম্বা লোকটিকে দূরে পাঠানো হত। আধো-অন্ধকার হলঘর তখন নিঃশব্দ। কিন্তু টগবগিয়ে ছোটা ঘোড়ার খুর আর ম্যাক-এর কার্লকে নির্দেশনা দেওয়া হাত—এই দেখা যেত। আধঘণ্টা এই স্বপ্নের বন্যায় ভেসে যাওয়ার পর থামা হত। ম্যাক তখন তাড়াহুড়ো করত, কার্লকে বিদায় জানাত ; যদি তার ঘোড়ায় চড়াতে খুশি হত, তার গালে দু'তিনবার আদর করত ; তারপর অদৃশ্য হয়ে যেত। মনে হত সময়ের খুব চাপ রয়েছে তার উপর ; এমন কি কার্লকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার সময় পর্যন্ত থাকত না। তারপর কার্ল ও তার ইংরাজী শিক্ষক গাড়িতে উঠত। সরু রাস্তা ধরে যেতে যেতে তাদের ইংরাজী পড়া শুরু হত। মনে হত ঘোড়ায় চড়া ট্রেনিং ইস্কুল থেকে তার মামাবাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে যাওয়াটা কেবল সময়ের অপচয়। সেজন্য তারা চওড়া রাস্তার ভেতর না ঢুকে সরু রাস্তা ধরত। যাইহোক্ না কেন ইংরাজীর শিক্ষক আর বেশিদিন তার সহযাত্রী রইলেন না কারণ কার্লের মনে হল ঐ ক্লান্ত ব্যক্তিটিকে অশ্বারোহণ ইস্কুল পর্যন্ত নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া ম্যাক এর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবার মতো ইংরাজী তার রপ্ত হয়ে গিয়েছে। এসব যুক্তি দেখিয়ে কার্ল তার মামাকে করিয়ে নিল যাতে করে তিনি ইংরাজী শিক্ষককে এই কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেন। কিছু আলোচনার পর তার মামা তার এই ইচ্ছা পূরণ করলেন।

কার্ল বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তার মামা তার ব্যবসাতে কার্লের সামান্যতম অনুপ্রবেশ ঘটাতে বেশ সময় নিলেন। এটা ছিল কমিশন ও রপ্তানি এজেন্সি। কার্লের মতে য়ুরোপে এ ধরনের এজেন্সি নেই। কারণ জিনিসপত্র উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তা বা ব্যবসায়ীর কাছে যেতনা ; কাজটা ছিল প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বড় বড় উৎপাদক সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়া ; এর মধ্যে প্রচুর জিনিসপত্র ক্রয়, মজুত রাখা, আমদানি রপ্তানি বিক্রয়—সবই ছিল। এর জন্য অবিরাম, সঠিক দূরভাষে ও দূরবার্তায় দালালদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হত। এখানকার তারবার্তা হলটা নিজেদের শহরের তারবার্তা হলের চেয়ে ছোট তো নয়ই বরং বড় ছিল। সে একবার তার এক সহপাঠী যার সঙ্গে ঐ অফিসের লোকজনের জানাশোনা ছিল, তার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিল। দূরভাষের হলঘরে যেদিকে তাকাবে দূরভাষ বাক্সগুলো খোলা হচ্ছে আর বন্ধ করা হচ্ছে ; আর তার কানকাটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তার মামা প্রথম দরজাটা খুললেন আর তীব্র উজ্জ্বল আলোয় একজন যন্ত্রসঞ্চালক তার চোখে পড়ল। তার কানে বোধহয় কোনো শব্দই পৌঁছয়নি, তার মাথায় একটা ইস্পাতের তার বাঁধা যেটা তার কানে রাখা রিসিভারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার ডান হাতটা টেবিলের উপর এমনভাবে রাখা ছিল যেন ওটা কত ভারি। কেবলমাত্র তার পেন্সিলধরা আঙুলগুলো যান্ত্রিক-নিয়মানুবর্তিতা ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিল। মুখপাত্র দিয়ে সে বেশ

www.BanglaBook.org

মেপে মেপে কথা বলছিল; যদিও কোনো কোনো কথার সে বিরোধিতা করছিল কোনো ব্যাপারে সঠিক তথ্য দাবি করছিল; পরের কথাটা শুনেই সে চোখ নিচু করছিল ; আর নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম না দিয়েই সে লিখে যাচ্ছিল। তাছাড়া তার তো কিছু বলার ছিল না ; এটা তার মামা তাকে নিচু স্বরে জানালেন। কারণ আরো দু'জন তার সঙ্গে একই কথা তুলে নিচ্ছে ; যদি তুলনা করে তাদের মধ্যেকার ত্রুটিগুলো বাছাই করে নেওয়া যায় আর বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। যখন কার্ল ও তার মামা বাক্সের কাছ থেকে সরে এল একজন বার্তাবহ ঢুকে পড়ল আর যন্ত্রচালকের লেখা নোট নিয়ে বেরিয়ে এল। হলকার মধ্যে লোকজনের এদিক-ওদিক যাওয়া-আসার শব্দ। কেউ কাউকে বিদায়-সম্ভাষণ করছেনা; অভিবাদনও জানাচ্ছে না ; মেঝের দিকে চোখ রেখে একে অপরের পেছনে চলেছে; লেখাগুলো যেন দ্রুত উড়ছে আর সেগুলোকে হাতে ধরে নিয়ে লোকগুলো কখনো কোনো শব্দ বা সংখ্যার দিকে তাকাচ্ছে আর ছুটছে।

পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখতে কার্ল-এর কদিন সময় লেগে গেল। কেবলমাত্র কয়েকটা বিভাগ সে দেখতে পেল। 'তুমি অনেকটাই এগিয়ে এসেছ', এসব দেখার পর জেকবমামা কার্লকে বললেন, 'এবার তোমাকে বলি, কার্ল, আমি এসব তিরিশ বছর আগে শুরু করেছিলাম। ডক-এর কাছে আমার একটা ছোট ব্যবসা ছিল আর দিনে যদি পাঁচ গাড়ি মাল ওঠানামা করত আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম আর এক বুক অহংকার নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। আজ বন্দর এলাকার মধ্যে আমার উৎপাদনের স্থান তৃতীয় ; আমার পুরনো গুদামঘরে—একটা রেঁস্তরা আর পঁয়ষট্টিতম কুলিবিভাগের দলের থাকার জায়গা।

'সত্যিই খুব বিস্ময়কর!' কার্ল বলল। 'এই দেশে উন্নয়নের কাজ দ্রুত ঘটে থাকে', কথার মাঝখানে কার্লের মামা বললেন।

একদিন তার সান্ধ্য আহার একাই সারবে বলে টেবিলের পাশে বসেছিল, যেমনটা সে করে থাকে, এমন সময় তার মামা এলেন। তিনি তাকে তক্ষুনি তার কালো স্যুট পরতে বললেন এবং তার সঙ্গে সান্ধ্যভোজে ডাকলেন কারণ তার সঙ্গে আরো দু'জন বন্ধু থাকবেন। যখন কার্ল পাশের ঘরে পোশাক বদলাচ্ছিল, তার মামা ডেস্কের পাশে বসে সদ্য শেষ করা কার্লের ইংরাজী খাতাটা খুলে দেখছিলেন ; তারপর ডেস্কের উপর হাত চাপড়ে চিৎকার করে বললেন : সত্যিই দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।'

এই প্রশংসাবাক্য শুনে কার্লের পোশাক বদলানোর কাজটা বেশ ভালোভাবেই ঘটল। তবে সেও তার ইংরাজীতে দক্ষতার ব্যাপারে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিল।

তার মামার খাবার ঘরে, যখন থেকে তার মামা ঘরে এসে ঢুকেছেন সেই সন্ধ্যা থেকে দু'জন লম্বা মোটা ভদ্রলোক, তাদের কথাবার্তা শুনে যেমনটি মনে হল, একজন গ্রিন, অন্যজন পোলান্ডার। কারণ জেকবমামা আগে কখনো কার্লকে তার পরিচিতদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেননি। বরং যা কিছু আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ তিনি চাইতেন কার্ল তা পরখ করে বুঝে নিক। সান্ধ্যভোজে সেদিন ব্যবসা সম্পর্কে গভীর আলোচনা হল যেখানে কার্লের বাণিজ্যিক জ্ঞান সমৃদ্ধতর হল। কার্ল তার খাবার নিয়ে চুপচাপ বসে ছিল ; সে যেন একটা শিশু যার কাজই ছিল সোজা হয়ে বসে তার খাবার প্লেটটা খালি করা। কিন্তু মি. গ্রিন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে ইংরাজীতে প্রতিটি শব্দ বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করলেন আমেরিকা সম্পর্কে তার প্রাথমিক অনুভূতি কেমন। তার মামার দিকে চোখের এক কোণে তাকিয়ে সে বেশ ঝরঝরে উত্তর দিল। তারপরই মৃত্যুর মতো নীরবতা। তারপর সে মি. গ্রিনকে খাঁটি ন্যুইয়র্কের মতো করে কৃতজ্ঞতা জানাতে ও খুশি করতে চেষ্টা করল। তার কোনো একটা কথায় তিন ভদ্রলোকই হাসিতে ফেটে পড়লেন। কার্ল ভয় পেল সে বুঝি মারাত্মক কোনো ভুল করে ফেলেছে ; কিন্তু না, মি. পোলান্ডার তার কাছে ব্যাখ্যা করলেন, সে বস্তুতঃ এত চোস্ত জবাব দিতে পেরেছে। মি. পোলাণ্ডারকে দেখে মনে হল কার্লকে তার বেশ ভালো লেগেছে কারণ যখন জেকবমামা আর মি. গ্রিন তাদের ব্যবসায়িক কথায় ফিরে যাচ্ছিলেন মি. পোলাণ্ডার কার্লকে তার চেয়ারটা তার দিকে এগিয়ে নিতে বললেন, তার নাম, পরিবার, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন ও তাকে সাময়িক আনন্দ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি কথা বলতে শুরু করলেন। তারপর হেসে কেশে নিজের কথা, নিজের মেয়ের কথা যাকে নিয়ে তিনি ন্যুইয়র্কের কাছাকাছি একটি ছোট গ্রাম্য বাড়িতে থাকেন, সেখানে কেবল সন্ধেটা কাটান কারণ একটা ব্যাঙ্কের মালিক হিসাবে তাকে সারাদিন বাইরে শহরে কাটাতে হয়—এসব বলতে লাগলেন। তারপর কার্লকে তার গ্রামের বাড়িতে আসার জন্য উষ্ণ আমন্ত্রণ জানালেন ; আমেরিকায় নবাগত কারো ন্যুইয়র্ক শহর থেকে দূরে যাওয়াটা কার্ল-এর জন্য কতটা দরকার তাও বললেন। কার্ল সঙ্গে সঙ্গে তার মামার অনুমতি চাইল ; তার মামা আনন্দে অনুমতি দিলেন। কিন্তু পোলাণ্ডার বা কার্ল যেমনটা চেয়েছিল তেমনভাবে জেকব কোনো সময় উল্লেখ করলেন না বা সময় নিয়ে বিবেচনার কথাও বললেন না।

পরদিন কার্লকে তার মামার অফিসে তোর মামার বাড়িতে এরকম প্রায় দশটি অফিস ছিল) ডাকা হল। সেখানে কার্ল দেখল তার মামা ও মি. পোলাণ্ডার চুপচাপ আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

'মি. পোলাণ্ডার', জেকব মামা বলছিলেন, গোধূলির আবছা আলোয় ঘরের মধ্যে তাকে একেবারে চেনা যাচ্ছিল না, 'মি. পোলাণ্ডার, গতকাল বলছিলেন না, তিনি আজ তোমাকে গ্রামের বাড়িতে নিতে এসেছেন।

'আমি জানিনা যে সেটা আজই হবে', কার্ল বলল, 'তাহলে আমি প্রস্তুত থাকতাম'।

'যদি তুমি প্রস্তুত না থাক, তাহলে আজ থাক্, অন্য যে কোনো দিন যেও', তার মামা মন্তব্য করলেন, 'তোমার আমার প্রস্তুত হওয়ার কি আছে?' মি. পোলাণ্ডার চেঁচিয়ে বললেন, 'একজন ছোকরা সবকিছুর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে'।

www.BanglaBook.org

'ওর জন্য নয়', জেকব মামা তার অতিথির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কিন্তু সে তার ঘরে যাবে আর তাতে আপনার দেরি হয়ে যাবে তাই'।

'অনেক সময় আছে', মি. পোলাণ্ডার বললেন, 'দেরি হতে পারে—জেনেই আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি'।

'দেখলে মি. পোলাণ্ডারের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই কতটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে?' জেকব মামা বললেন,

'আমি খুব দুঃখিত', কার্ল বলল, 'কিন্তু আমি এক মিনিটের মধ্যে ফিরব' এবং সে দৌড়ে গেল।

'এত তাড়াহুড়ো কোর না। আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, বরং তুমি যে আমাদের বাড়ি যাচ্ছ এটা ভেবে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে' মি. পোলাণ্ডার বললেন।

'কাল তোমার ঘোড়ায় চড়া শেখার ক্লাসটা বন্ধ হবে, তুমি এটা জানিয়েছ?'

'না', কার্ল বলল ; বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা যেন তার কাছে বোঝা হয়ে যাচ্ছে। 'আমি জানতাম না'।

'তা সত্ত্বেও তুমি যেতে চাও?' তার মামা জিজ্ঞেস করলেন। দয়ালু মি. পোলাণ্ডার কার্লকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। 'আমরা যাবার সময় অশ্বারোহণ বিদ্যালয়ে দেখা করে সবকিছু ঠিক করে নেব।'

'সেটা হতে পারে', জেকব বললেন, 'কিন্তু ম্যাক তো তোমাকে আশা করবে।'

'সে হয়তো আশা করে না', কার্ল বলল, 'তবে যেভাবে হোক্ সে হাজির হবেই'।

'তখন?' জেকব মামা বললেন যেন কার্ল-এর কথায় সামান্যতম অজুহাত নেই।

আবার মি. পোলাণ্ডার সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হলেন :

'কিন্তু ক্লারা' (মি. পোলাণ্ডারের মেয়ে) সেও তো কার্লকে আশা করছে, আজ সন্ধ্যায় আর ম্যাকের চেয়ে তার চাওয়াটা বেশি নয় কি?'

'নিশ্চয়', জেকবমামা বললেন, 'তাহলে ছুটে তোমার ঘরে যাও', অনিচ্ছুক প্রকাশের জন্য তার হাত দিয়ে বারবার চেয়ার বাজাতে লাগলেন। কার্ল প্রায় দরজার কাছে এমন সময় জেকবমামা আবার তাকে থামিয়ে বললেন : 'কার্ল তোমার ইংরাজী পড়ার জন্য তুমি আসবে তো?' 'কিন্তু মশাই', মি. পোলাণ্ডার ঐ মোটা চেহারার যতটা সম্ভব মোড় নেওয়া যায় সেভাবে ফিরে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'ওকি আগামী পরশু পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না? পরশুর পরদিন খুব সকালে যদি আসি ওকে ফেরৎ দিয়ে যাই?'

'সে প্রশ্ন আসেই না', জেকবমামা কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন : 'এভাবে ওর পড়াশোনা নষ্ট হতে দিতে পারি না। পরবর্তীকালে ও যখন নিয়মিত জীবিকা নেবে তখন দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনো সদয় তোষামোদপূর্ণ আমন্ত্রণ ও গ্রহণ করলে আমি খুশি হব'।

www.BanglaBook.org

'কি স্ববিরোধিতা।' কার্ল বলল।

মি. পোলাণ্ডারকে একটু মনমরা দেখাল। তিনি বললেন, 'কিন্তু একটা সন্ধ্যা আর একটা সকাল সেটা কি থাকা হল?'

'আমিও সেই কথাই ভাবছি', জেকবমামা বললেন।

'যা পাওয়া যায় মানুষের তাই নেওয়া উচিত', মি. পোলাণ্ডার বললেন এবং তিনি আবার হাসতে শুরু করলেন। 'ঠিক আছে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব', তিনি কার্লের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন। তার মামা চুপ করে যাওয়ায় কার্ল ইতিমধ্যে দৌড়ে চলে গিয়েছে।

যখন কার্ল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে দেখল অফিসে মি. পোলাণ্ডার একাই বসে রয়েছেন ; তার মামা চলে গেছেন। মি. পোলাণ্ডার সানন্দে কার্ল-এর দু'হাত ধরলেন, যেন তিনি নিজেকে নিশ্চিত করতে চাইলেন যে এত কিছুর পরও কার্ল আসতে পারছে। এত তাড়াহুড়ো করে সবকিছু করার জন্য কার্লের মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছিল, সেও হাত দিয়ে মি. পোলাণ্ডারকে ধরে রইল, বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে সে তখন উচ্ছ্বসিত।

'আমি যাচ্ছি বলে আমার মামা কি বিরক্ত?'

'আদৌ না। সে সবকিছুকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। তোমার লেখাপড়া নিয়ে সত্যিই সে চিন্তিত।'

'আপনাকে কি তিনি বলেছেন যে সব কিছু তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেননি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', একটু টেনে টেনে বললেন মি. পোলাণ্ডার, তা' দিয়ে প্রমাণ হয় তিনি মিথ্যা বলতে চান না।

'আমার অদ্ভুত লাগছে আপনি তার এত ভালো বন্ধু অথচ আপনার সঙ্গে আমাকে তিনি যেতে দিতে চান না?'

মি. পোলাণ্ডার মুখে স্বীকার না করলেও ঘটনাটার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না।

সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গাড়িতে যেতে যেতে তারা অন্য অনেক কথা মুখে বললেও মনে মনে এই সমস্যাটার কথা দীর্ঘক্ষণ ভাবতে লাগল।

তারা ঘন হয়ে বসেছিল এবং মি পোলাণ্ডার কার্লের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে রাখলেন। কার্ল মিস ক্লারা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতে চাইল যাতে করে ক্লারার কথা শুনতে শুনতে এই দীর্ঘ পথযাত্রা সংক্ষিপ্ত মনে হয়। সন্ধ্যাবেলায় সে কখনো ন্যুইয়র্কের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালায়নি। সেজন্য ফুটপাথ রাস্তা সব জায়গায় এত বহুমুখী ভিড় প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছিল যে তার মনে হচ্ছিল সে ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে আটকে পড়েছে আর চারদিকে কোনো পাশবিক গর্জন হচ্ছে। কার্ল যদিও মি. পোলাণ্ডারের কথাগুলো শুনতে বেশ আগ্রহী ছিল। তার চোখ ছিল মি. পোলাণ্ডারের কালো কোটের উপর

www.BanglaBook.org

সেটা সোনার চেন দিয়ে কোমরের কাছে বাঁধা ছিল। মূল রাস্তার বাইরে থিয়েটার-অভিমুখী জনতা যারা চরম খোলামেলা আতংকে ভুগছিল যদি দেরি হয়ে যায়, দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল নয়তো যতটা সম্ভব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। তারা সব শহরতলি থেকে আসছিল আর মাঝের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল। তাদের গাড়িটাকে উঁচুতে দাঁড়ানো পুলিশ ধারের দিকে সরু রাস্তার দিকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, কারণ মূল রাস্তায় ধর্মঘটকারী ধাতবকর্মীরা মিছিলে হাঁটছিল। ফলে সবচেয়ে জরুরী যানবাহন ছাড়া আড়াআড়ি রাস্তায় চলার অনুমতি কারো ছিল না। যখন গাড়িটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল আর সরু গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, বড় বড় বর্গক্ষেত্র আকারের পথ পেরিয়ে এল, রাস্তার দু'পারে অসংখ্য চলমান ধর্মপ্রাণ জনতা। সামনের দিকে যেতে যেতে যে গান তারা গাইছিল তা যেন একক সুর। কিন্তু রাস্তা থেকে বেরোবার পথ মুক্ত, উঁচুতে থাকা পুলিশেরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে—কেউ গতিহীন ঘোড়ার উপর, কেউ বা ব্যানার হাতে রাস্তার উপর, লিপিবদ্ধ স্টিমারের উপর অথবা শ্রমিকনেতা তার সহকর্মী ও চাকরসহ দাঁড়িয়ে বা কোনো বৈদ্যুতিন ট্রাম ধীরগতিতে, এবার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেল—চালক ও পরীক্ষক প্ল্যাটফরমে পায়চারি করছে। কিছু কৌতূহলী লোক দূর থেকে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের নির্দেশকদের দেখছিল। তারা চুপচাপ লক্ষ্যই করে যাচ্ছিল যদিও আসলে কি ঘটছে তা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু কার্ল মি. পোলাণ্ডারের যে হাত তার পিঠে ঘেরা ছিল তার উপর ভর দিয়ে আনন্দে হেলান দিয়েছিল ; উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রক্ষীকুকুরের প্রহরায় একটা অত্যন্ত আলোকিত গ্রাম্যবাড়িতে অভ্যাগত হতে চলেছে সে—এটাই তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করল। যদিও তার এখন ঘুম পাচ্ছিল তার ঘুমঘুম ভাবের জন্য সে মি. পোলাণ্ডারের সব কথা শুনতে পায়নি, মাঝেমাঝে ও না কারণ যে কোনোভাবেই মি. পোলাণ্ডারকে তার ঘুমঘুম ভাব দেখাতে চায়নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

৩

ন্যুইয়র্কের অদূরে এক গ্রাম্যবাড়ি

কার্ল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। 'এই যে আমরা এসে পড়েছি', মি. পোলাণ্ডার বললেন। গাড়িটা তখন একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। বাড়িটা ন্যুইয়র্কের নিকটবর্তী এলাকার অন্য ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির মতো, কিন্তু একটা পরিবারের থাকার পক্ষে অন্যান্য বাড়িগুলোর চেয়ে বড়ো ও উঁচু। যেহেতু বাড়ির নিচের দিকে ছাড়া আর কোথাও আলো ছিল না, বাড়িটা কত উঁচু তা বোঝা মুশকিল ছিল। এর সামনে চেস্টনাট গাছের পাতার মর্মরধ্বনি আর তাদের মাঝে গেটটা ইতিমধ্যে খোলা—একটা ছোট রাস্তা সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে কার্ল এত ক্লান্ত অনুভব করল যে তার সন্দেহ হল তাদের যাত্রাপথ বেশ দীর্ঘ ছিল। চেস্টনাট বনবীথির ভেতর থেকে অন্ধকারে একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'তাহলে মি. জেকব এলেন'। 'আমার নাম রশম্যান', মেয়েটিকে অন্ধকারের ছায়াছবিতে ঠিক ঠাহর করতে না পেরে ও তার বাড়ানো হাত ধরে কার্ল বলল। 'ও জেকবের ভাগ্নে', মি. পোলাণ্ডার ভেঙে বলে দিলেন, 'ওর নিজের নাম কার্ল রশম্যান'।

'নামে কি আসে যায়। আমরা তো তাতে কম খুশি নই। উনি যে এসেছেন এই ভালো'—মেয়েটি যে নাম নিয়ে মাথা ঘামায় না তা' জানাল।

কার্ল, যে মেয়েটি আর মি. পোলাণ্ডারের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল, জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি কি মিস ক্লারা?'

'হ্যাঁ', মেয়েটি বলল। এখন বাড়ি থেকে একটুখানি আলো তার মুখের উপর পড়ল, তার দিকে লক্ষ্য করে বলা হল, 'কিন্তু আমি অন্ধকারে কারো সঙ্গে পরিচয় করতে চাই না।'

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠে কার্ল চিন্তা করল, 'কেন ও দরজার সামনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল?'

'সত্যি বলতে কি আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আরেকজন অতিথি আসছেন', ক্লারা বলল।

'অসম্ভব!' বিরক্ত মি. পোলাণ্ডার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মি. গ্রিন', ক্লারা বলল।

'কখন তিনি এসেছেন?' কার্লের পুরো ব্যাপারটা মনে হল অশুভ কিছুর পূর্বাভাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এক মিনিট আগে। তোমরা কি তোমাদের গাড়ির ঠিক আগে সেই গাড়ির আওয়াজ পাওনি?'

কার্ল মি. পোলাণ্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল তিনি এই অবস্থা নিয়ে কি ভাবছেন, কিন্তু তার হাত চলে গেল ট্রাউজার্সের পকেটে। রাস্তায় কার্ল যেন কিছুটা হোঁচট খেল।

'ন্যুইয়র্কের এত কাছাকাছি থাকাটা ঠিক নয়; এতে যে কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে পারে। আরো দূরে কোথাও আমাদের একটা বাড়ি কিনতে হবে যদি সেখানে ফিরতে অর্ধেক রাতও কাবার হয়ে যায়।'

সিঁড়িতে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'কিন্তু মি. গ্রিন তো আমাদের এখানে অনেকদিন আগে এসেছিলেন।' ক্লারা জানাল।

'কিন্তু তার আজই সন্ধ্যায় আসার কি দরকার ছিল?' পোলাণ্ডারের মাংসল ঝুলন্ত ঠোঁট বেয়ে এই শব্দগুলো বেরিয়ে এল।

'কেন বলো তো?' ক্লারা জানতে চাইল। হয়তো তিনি এক্ষুনি চলে যাবেন', নিজেকে অবাক করে দিয়ে কার্ল কথাগুলো এমন লোকেদের কাছে বলল যাদেরকে সে দিনদুয়েক আগেও চিনত না।

'না, না, মি. গ্রিনের বড় ব্যবসায়িক কাজ রয়েছে বাবার সঙ্গে, সেটা অনেক সময় নেবে, কারণ তিনি আমাকে মজা করে বলেছেন আমি যদি ভালো গৃহকর্ত্রী হই আমি যেন সকাল পর্যন্ত উপরেই থাকি।'

'সব শেষ। উনি সারারাত থাকবেন!' চিৎকার করে পোলাণ্ডার বললেন, যেন এর চেয়ে খারাপ কিছু আর হয় না। 'সত্যি আমার কিছু ভালো লাগছে না মি. রশম্যান, মনে হচ্ছে গাড়িতে করে তোমাকে সোজা তোমার মামার কাছে পৌঁছে দিই। আগেই সন্ধেটা মাটি হয়ে গিয়েছে ; আমি জানিনা তোমার মামা কবে আবার তোমাকে বিশ্বাস করে এখানে পাঠাবেন। তবে আজ যদি তোমাকে ফেরৎ দিয়ে আসি পরের বার বোধহয় তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করবেন না।'

তারপর তিনি কার্লের হাত ধরলেন—যেন কোনো একটা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চাইছেন। কিন্তু কার্ল নড়ল না আর ক্লারা তার বাবাকে অনুরোধ করতে লাগল কার্ল যেন রয়ে যায় কারণ তারা দু'জনে মি. গ্রিনকে কাছে ঘেঁসতে দেবে না।

অবশেষে পোলাণ্ডার বুঝলেন তার সিদ্ধান্তে কোনো জোর নেই। তাছাড়া এরকম একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত—তারা হঠাৎ শুনতে পেল সিঁড়ির ধাপ থেকে মি. গ্রিন চেঁচাচ্ছেন: 'কোথায় গেলে সব তোমরা?'

'আসছি', পোলাণ্ডার বললেন এবং তিনি সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন। তার পেছনে কার্ল ও ক্লারা নিজেদেরকে আলোয় চিনে নিতে চাইছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি সুন্দর লাল ঠোঁট ওর!' কার্ল ভাবল, 'আর পাশাপাশি মি. পোলাণ্ডারের ঠোঁট দুটো—কি বিপরীত অবস্থান।'

'রাতের খাওয়া হয়ে গেলে,' মেয়েটি জানাল, 'আমরা সোজা আমার ঘরে যাব, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, যাতে করে মি. গ্রিনের খপ্পর থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি। বাবাকে তো তাকে সহ্য করতেই হবে। তখন তুমি দয়া করে আমাকে পিয়ানো শুনিও। বাবা বলেছেন তুমি ভালো বাজাও। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি পিয়ানোর আমি বিন্দু বিসর্গও বুঝিনা। তবে আমি গান ভালোবাসি।

'ক্লারার প্রস্তাবে কার্ল রাজি হয়ে যাবে একথাও যেমন ভাবছিল তেমন তার মনে হচ্ছিল মি. পোলাণ্ডার তাদের সঙ্গে থাকলে বেশ ভালো হত। কিন্তু মি. গ্রিনের ঐ দৈত্যাকার চেহারা মি. পোলাণ্ডারের ভারিক্কি চেহারার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে—দুই মিলে যেন তাদের উপর ঝুলে পড়ছিল যখন তারা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল ; তার সমস্ত আশা যে পোলাণ্ডার তাদের সঙ্গে থাকবেন তা এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিল।

মি. গ্রিন উপর থেকে এমন আগ্রহে অভিনন্দন জানালেন যেন কত সময় ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি পোলাণ্ডারের হাত ধরলেন আর ক্লারা ও কার্লকে খাবার ঘরের দিকে ঠেলে দিলেন। খাবার ঘরের টেবিলে রাখা সবুজ পাত্রের ভেতর ফুলগুলোকে বেশ তাজা লাগছিল আর তাতে যেন মি. গ্রিনের উপস্থিতিটা দ্বিগুণ অসহ্য হয়ে উঠল। কার্ল যখন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল অন্যরা বসে ছিল, সে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল। সে ভাবল বাগানের দিকে বড় বড় কাঁচের দরজাগুলো খোলা থাকবে আর বনবীথি থেকে তীব্র সুরভি ভেসে আসবে। যেন তারা নিকুঞ্জে বসে রয়েছে। ঠিক তখনই মি. গ্রিন ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে দৌড়ে এসে নিচু হয়ে কাঁচের দরজার পাশে নাটবল্টুগুলো ঠিকঠাক টান দিয়ে একেবারে নবীন যুবকের মতো তৎপরতার সঙ্গে কাজ সারলেন যে চাকরের আর কিছু করার ছিল না। মি. গ্রিন টেবিলে ফিরে এসে বসলেন। তার প্রথম কথাই হল কার্ল কি করে মামাবাড়ি থেকে এখানে আসার অনুমতি পেল। তিনি চামচের পর চামচ স্যুপ খাচ্ছেন আর ডানদিকে ক্লারা, বাঁদিকে মি. পোলাণ্ডারের কাছে তার বিস্ময়ের কারণ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন কারণ মি. জেকব যেভাবে কার্লের প্রতি মমত্ব দেখান সেটাকে ঠিক মামার ভালোবাসা বলে মনে হয় না।

'এখানে এসে আমাদের ব্যাঘাত ঘটালেন আর আমাকেও আমার মামাকেও নিয়ে পড়েছেন দেখছি', কার্ল ভাবল আর সোনালী স্যুপ তার গলা দিয়ে একটুও নামছিল না। কিন্তু তার উত্তেজনা সে কাউকেই দেখাতে চাইল না। সে কোনোমতে ঐ তরল পদার্থ গলায় ঢালতে লাগল। যন্ত্রণাময় ধীর গতিতে খাওয়া চলতে লাগল। ক্লারার সহযোগিতায় মি. গ্রিনকে উচ্ছল দেখাচ্ছিল আর তিনি মাঝেমধ্যেই তাকে ছোটখাটো

www.BanglaBook.org

হাসি উপহার দিচ্ছিলেন। মি. গ্রিন যখন ব্যবসার বিষয়ে কথা বলছিলেন তখন মি. পোলাণ্ডার দু'একবার তার সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি এ বিষয়েও কথা বলতে চাইছিলেন না। আশাতীতভাবে মি. গ্রিন মাঝে মাঝে কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনতে চাইছিলেন। মি. গ্রিন এর মধ্যে বললেন (কার্ল ব্যাপারটায় খুব মনোযোগ দিল, ক্লারা তাকে মনে করিয়ে দিল যে রোস্ট তার কনুই-এর কাছে আর সে সান্ধ্যভোজ করছে।) যে তার এখানে হঠাৎ আসার তেমন কোন কারণ ছিল না। যদিও ব্যবসা নিয়ে একটা আলোচনা ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ অংশ শহরেই সেরে নেওয়া যেত। বাকিটা দু'একদিন পরে হলেও চলত। আর অফিস শেষ হওয়ার অনেক আগেই তিনি পোলাণ্ডারকে না পেয়ে তার বাড়িতে ফোন করে জেনেছেন যে তিনি আজ রাতে আর অফিস যাবেন না, সোজা বাড়িতেই আসবেন।

'তাহলে আমি আপনার কাছে মাফ চাইছি', কার্ল কাউকে উত্তর দেবার কোনো সুযোগ না দিয়েই জোরে বলল, 'আমার জন্য মি. পোলাণ্ডার তড়িঘড়ি অফিস থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, আমি দুঃখিত।'

মি. পোলাণ্ডার টেবিলরুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। আর ক্লারা কার্লের দিকে চেয়ে হাসল- সেটার কারণ কার্লের প্রতি যত না সহানুভূতি তার চেয়েও বেশি কার্লের উপর প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছা।

'মাফ চাওয়ার কোনো কথাই হচ্ছে না', মি. গ্রিন বললেন, একটা পায়রার মাংসকে বেশ আঘাত করে ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে, 'বরং উল্টোটা, বাড়িতে একা একা খাবার চেয়ে আমি এরকম মনোরম সঙ্গীদের সঙ্গে বসে খাচ্ছি, সেখানে বুড়ি কাজের মেয়েটা আমার জন্য অপেক্ষা করে; সে এতোই বুড়ি যে দরজা থেকে টেবিলে আসতে তার অনেক সময় লেগে যায়। আর তার এই আসা দেখতে দেখতে চেয়ারে হেলান দিয়ে আমি খানিকটা সময় কাটিয়ে ফেলি। সম্প্রতি অবশ্য তাকে আমি বোঝাতে পেরেছি যে আমার কাজের লোক খাবার ঘরের দরজা পর্যন্ত খাবার নিয়ে আসুক। কিন্তু দরজা থেকে টেবিল পর্যন্ত খাবার আনার দায়িত্ব সে ছাড়তে চায় না।'

'হা ঈশ্বর, কি আনুগত্য।' ক্লারা চেঁচিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, পৃথিবীতে এখনও আনুগত্য আছে', বললেন মি. গ্রিন, একটুকরো পায়রা মুখে দিলেন ঠিক যেখানে তার জিভের অবস্থান', কার্লের চোখ সেখানে পড়ল, তার জিভ টকাস করে সেটা ধরে নিল। কার্লের শরীর খারাপ লাগছিল। সে উঠে দাঁড়াল। মি. পোলাণ্ডার আর ক্লারাও তাকে ধরে ফেলল: 'আমরা শিগগির এখান থেকে পালাব। ধৈর্য্য ধর'।

ইতিমধ্যে মি. গ্রিন শান্তভাবে খেয়ে চলেছেন। আর এটা যেন মি. পোলাণ্ডার ও ক্লারার কর্তব্য কার্লকে সুস্থ করা। অথচ তিনিই তাকে অসুস্থ করেছেন।

ভোজ সারতে বেশ দেরী হল। কারণ মি. গ্রিন প্রতিটি খাদ্যবস্তু শেষ করলেন ধীরে, পরবর্তী খাদ্য গ্রহণ করলেন নতুন শক্তি দিয়ে যেন তিনি তার বুড়ি গৃহকর্ত্রীর

www.BanglaBook.org

হাত থেকে এভাবে মুক্ত করতে চাইছেন। মাঝে মাঝে তিনি ক্লারার গৃহিনীপনার এত প্রশংসা করছিলেন যে ক্লারা না খুশি হয়ে পারল না। কার্ল অন্যদিকে এত রেগে গেল যেন এটা তাকেই আক্রমণ করা হচ্ছে। মি. গ্রিন কার্লকে আক্রমণ করেই তৃপ্তি পেলেন না, বরং প্লেট থেকে মুখ না তুলে তার খাওয়ার প্রতি অনীহা দেখে অভিযোগ করতে লাগলেন। যদিও বাড়ির মালিক হিশেবে তাকে খাবার খেতে উৎসাহিত করার কথা, মি. পোলাণ্ডার কার্লের খিদে নেই এটা প্রমাণ করতে চাইলেন। সমস্ত ঘটনাগুলো কার্লের মনের উপর এত চাপ ফেলেছিল যে সে আর কোনো সুস্থ চিন্তা করতে পারছিল না। বরং মি. পোলাণ্ডার এসব বলে তার প্রতি নির্দয়তা দেখাচ্ছেন। তার অবস্থা বোঝা যাচ্ছিল যখন দেখা গেল সে তাড়াতাড়ি অভদ্রভাবে খাবার শেষ করে, চুপ করে টেবিলে বসে ঝিমোচ্ছিল, তার ছুরি কাঁটা চামচ সব টেবিলে বিশ্রাম নিচ্ছিল, চুপচাপ, নড়নচড়ন নেই, যাতে করে পরিবেশক তাদেরকে নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

টেবিলের উপর ছুরি ও কাঁটা চামচের স্তূপ তৈরি করতে করতে মি. গ্রিন বললেন : আমি কাল তোমার সেনেটর মামাকে বলব কিভাবে তুমি না খেয়ে মিস ক্লারাকে অপমান করেছো।'

এই বলে তিনি ক্লারার চিবুকে হাত দিলেন। ক্লারা চোখ বন্ধ করে তা উপভোগ করল। তারপর তিনি বলে চললেন : মেয়েটির দিকে তাকাও। দ্যাখো ওর কি মন খারাপ।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে, ভরপেট খাওয়ার শক্তিতে প্রাণবন্ত বাদামী মুখো মি. গ্রিন বললেন, 'বেচারা ক্লারা!' কার্ল মি. পোলাণ্ডারের আচরনের কোনো কারণ খুঁজে পেল না। তিনি তখনো তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বসে, যেন সত্যি সত্যি এখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে। তিনি কার্ল-এর চেয়ারটা নিজের দিকে টেনে নিলেন না। যখন তিনি কথা বলছেন পুরো টেবিলে সবার সঙ্গেই কথা বলছেন। কার্লের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো কথা নেই। অন্যদিকে মি. গ্রিন। ঐ বদমাইশ লম্পট ন্যুইয়র্কের বুড়ো যিনি কিনা ক্লারাকে তোষামোদ করছেন আর যে মি. পোলাণ্ডের অতিথি— তাকে তো অপমান করছেন ; উপরন্তু তাকে বাচ্চা ছেলে মনে করে একটার পর একটা শক্তি প্রদর্শন করছেন। আরো কি ভয়ানক ইচ্ছা তার মনে আছে কে জানে।

টেবিল থেকে উঠে যখন মি. গ্রিন সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনিই প্রথম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই। কার্ল পেছন ফিরে একপাশে ছোট সাদা শার্সির সঙ্গে আটকানো বড়ো বড়ো জানালার দিকে তাকাল। জানালাগুলো থেকে উঠোন পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু কাছে গিয়ে সে দেখল ও-দুটো জানালা নয় দরজা। প্রথমের দিকে তার মনে হয়েছিল মি. গ্রিনকে পোলাণ্ডার ও তার মেয়ে অপছন্দ করছে আর এই অপছন্দের কারণ তার কাছে দুর্বোধ্য ছিল। আর এখন তো তারা দু'জনেই মি. গ্রিনের তালে তাল মেলাচ্ছে। মি. গ্রিনকে পোলাণ্ডার যে চুরুট

www.BanglaBook.org

খেতে দিয়েছেন—একটা পুরু চুরুট সেটার কথা কার্লের বাবা অস্ট্রিয়াতে থাকাকালীন বারবার উল্লেখ করতেন কিন্তু সম্ভবত কখনো নিজের চোখে দেখেননি—তার ধোঁয়ায় পুরো ঘর ভরে গেল আর ঘরের যে জায়গায় কার্ল পা-ও রাখেনি—ঘরের প্রতিটি আনাচ-কানাচ মি. গ্রিনের চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে গেল। যদিও অনেকটা দূরে কার্ল দাঁড়িয়েছিল, ধোঁয়ায় তার নাক জ্বালা করছিল আর জানালা থেকে সে যেটুকু মি. গ্রিনকে দেখতে পাচ্ছিল তাতে তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কুখ্যাত কোনো ব্যক্তি। সে এবার ভাবতে শুরু করল যে এটাও সম্ভব যে তার মামা তাকে মি. পোলাণ্ডারের বাড়িতে পাঠাবার অনুমতি দিতে এতটা দেরি করেছিলেন কারণ তিনি মি. পোলাণ্ডারের দুর্বল চরিত্রের কথা জানতেন এবং কার্ল যে এখানে অপমানের শিকার হতে পারে তিনি এও অনুমান করেছিলেন। আর পোলাণ্ডারের মেয়েটি সে যতটা অনুমান করেছিল ততটাই সুন্দর কিন্তু তাকে তার একটুও ভালো লাগেনি। তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বিশেষতঃ তার প্রাণবন্ত চোখ দুটির উজ্জ্বলতা দেখে মি. গ্রিনের শৌর্য প্রদর্শন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। শরীরের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া এমন পোশাক কার্ল কখনো চোখে দেখেনি—নরম, ঘন বুনোটের, হলুদ কাপড়ের তৈরি এমন পোশাকে তার সমস্ত আবেগ যেন ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তবুও কার্লের তাকে নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না আর সে সানন্দে তার ঘরে যাবার চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছে। শুধু সে যদি তার পাশের ঘরের দরজাটা খুলে ফেলতে পারত—যদি দরজার ঘোরানো হাতলটায় একবার হাত রাখতে পারত গাড়িতে উঠতে পারত বা গাড়ি চালক ঘুমিয়ে পড়লে ন্যুইয়র্ক পৌঁছে যেতে পারত! উদার আকাশ থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে সবার উপর সমানভাবে ; এমন সময়ে কিছুকেই ভয় পাওয়া অর্থহীন—কার্ল ভাবল। সে ছবিটা মনে মনে এঁকে ফেলল আর এই প্রথমবার সে ঐ ঘরে নিজেকে সুখী মনে করতে লাগল—সকালে কিভাবে—এটাও সম্ভব নয়—যে পায়ে হেঁটে শহরে ফিরে যাবে—তার মামাকে অবাক করে দেবে। সত্যিই, সেতো কখনও তার মামার শোবার ঘরে যায়নি, সেটা যে কোথায় আদৌ সে জানেনা, কিন্তু সে ওটা ঠিক খুঁজে বার করে নেবে। তারপর সে দরজায় ধাক্কা দেবে। তারপর সাধারণ দুটো কথা, 'ভেতরে আয়' বললেই সে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে মামাকে অবাক করে দেবে। তার মামাকে এতদিন পর্যন্ত পুরো পোশাকে, চিবুক পর্যন্ত টানা বোতাম, রাতের পোশাকে বিছানায় বসা, তার বিস্মিত চোখদুটো দরজায় নিবদ্ধ অবস্থায় সে দেখেনি। বোধহয় এই প্রথমবার সে তার মামার সঙ্গে প্রাতরাশ করবে। তার মামা বিছানায় ; সে নিজে চেয়ারে বসে ; তাদের মাঝখানে ছোট প্রাতরাশ টেবিল ; সম্ভবত সেই প্রাতরাশ বেশ গোছানো সুন্দর হবে ; কারণ এটা স্বাভাবিক প্রাতরাশ হচ্ছে না। কারণ, অবশ্য কারণেই তাদের দিনে একবার দেখা হত আর কথা বলবার সুযোগও ছিল ভারি কম। আসলে পরস্পরের প্রতি খোলামেলা মনোভাবের অভাব ছিল যার জন্য আজও সে তার মামার

www.BanglaBook.org

প্রতি একটু উদাসীন রয়ে গেছে। আর যদিও আজ এখানে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে—আর ওখানকার মতোই সে এখানেও একা এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা তাকে জানালার ধারে নিজের মতো করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। হয়তো এই দুর্ভাগ্যজনক বেড়াতে আসার জন্য তার মামার সঙ্গে তার সম্পর্কের গতি অন্য দিকে মোড় নেবে। হয়তো তার মামা বিছানায় শুয়ে এই একই কথা ভেবে চলেছেন। একটু মনে শান্তি এল তার। সে ফিরে তাকাল। ক্লারা তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে : 'তোমার কি আমাদের সঙ্গ একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না? একটু বাড়ির মতো ভাবতে পারছ না? এসো আমি শেষ চেষ্টা করি।

সে ঘরটা পার হয়ে তাকে নিয়ে দরজার দিকে গেল। একটা কোণের টেবিলে দুই ভদ্রলোক বসে লম্বা লম্বা গ্লাসে করে স্বচ্ছ তরল পান করছিলেন। কার্ল-এর মনে হল স্বাদটা ভালোই হবে। মি. গ্রিন টেবিলের উপর তার কনুই ভর দিয়েছিলেন। তার মুখ যেন মি. পোলাণ্ডারের মুখে রাখা। যদি কেউ মি. পোলাণ্ডারকে না চিনতেন তবে তার মনে হত ওরা দু'জনে কোন বৈধ ব্যবসার ব্যাপারে আলোচনা করছেন না, কোনো অপরাধমূলক পরিকল্পনা করছেন। যখন মি. পোলাণ্ডার দরজায় দাঁড়ানো কার্লের দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দিলেন, মি. গ্রিন স্বাভাবিকভাবে যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তার দৃষ্টিকে অনিচ্ছায় অনুসরণ করলেন। কিন্তু তিনি কার্লের দিকে সরাসরি তাকালেন না। কার্লের মনে হল মি. গ্রিনের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে কার্ল ও মি. গ্রিন দু'জনেই আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করবে এবং যে কোনো বাধ্যতামূলক সামাজিক সম্পর্ক তখনই তৈরি করা সম্ভব যদি একজন জিতে যায় আর একজন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়।

'যদি উনি এমন কথা ভেবে থাকেন, উনি ভুল করছেন। আমি ওর কাছে কিছু চাই না, উনি শুধু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন', কার্ল নিজেকে বলল।

বারান্দায় পা দিয়েছে কি দেয়নি কার্লের মনে হল সে বোধকরি একটু অভদ্র হয়ে গেছে, তার চোখদুটো মি. গ্রিনের উপর এতটা নিবদ্ধ যে ক্লারা তাকে ঘর থেকে প্রায় টেনে বার করে আনল। এবার সে কিন্তু ক্লারার সঙ্গে স্বেচ্ছায় গেল। যখন তারা বারান্দা পার হচ্ছিল সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না—প্রতি কুড়ি পা অন্তর একজন করে য়্যুনিফরম পরা ও হাতে বিশাল মোমবাতির ঝাড় যা ধরতে দু'হাত লাগবে—চাকর দাঁড়িয়েছিল।

'নতুন বিদ্যুৎ সংযোজন কেবলমাত্র খাবার ঘরেই সম্ভব হয়েছে', ক্লারা বলল, 'আমরা সদ্য এই বাড়িটা কিনেছি আর এটাকে পুনর্গঠিত করতে চাইছি, এই পুরনো বাড়ির অদ্ভুত সব জায়গাগুলো পুনর্গঠন করা অবশ্য প্রয়োজন।

'আমেরিকাতেও তাহলে পুরনো বাড়ি রয়েছে', কার্ল বলল, 'অবশ্যই', তাকে টেনে নিয়ে ক্লারা হেসে জানাল, 'আমেরিকা সম্পর্কে তোমার অদ্ভুত সব ধারণা রয়েছে।'

'তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য কোরনা', বিরক্ত কার্ল বলল, কারণ সে তো য়ুরোপ ও আমেরিকা দুই-ই চেনে ; ক্লারা শুধু আমেরিকা।

www.BanglaBook.org

যেতে যেতে ক্লারা হালকা করে একটা দরজা হাত দিয়ে খুলে দিল আর বন্ধ না করেই বলল : 'ওখানেই তুমি শোবে'।

কার্ল অবশ্য সোজাসুজি ঘরটার দিকে তাকাতে চাইল। কিন্তু ক্লারা অধৈর্য্য গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ওটা নিয়ে ভাববার এখনো অনেক সময় আছে, সে যেন তার সঙ্গে আসে। বারান্দায় একপ্রকার দড়ি টানাটানির মতো যুদ্ধ চলল তাদের মধ্যে। কার্লের মাথায় এল যে ক্লারা যা বলবে তাই তাকে মেনে নিতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। সুতরাং সে ক্লারার থেকে জোরে হাত ছাড়িয়ে নিল আর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। জানালার বাইরেকার বাইরে ছড়িয়ে থাকা গাছগুলোর দুলুনি জানালার বাইরেকার অন্ধকারের কারণ। কার্ল পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পেল। এটা নিশ্চিত যে ঘরের মধ্যে তখনো চাঁদের আলো পৌঁছয়নি বলে কোনো কিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কার্লের দুঃখ হল ভেবে যে তার মামা তাকে যে বৈদ্যুতিন টর্চ দিয়েছিলেন সেটা সে সঙ্গে আনেনি। এরকম বাড়িতে একটা বৈদ্যুতিন টর্চ না থাকলে নয় ; একজোড়া করে টর্চ দিয়ে চাকরগুলোকে ঘুমোতে পাঠানো উচিত। জানালার কিনারে সে বসে পড়ল আর অন্ধকারে কান পেতে রইল। যে পাখিটাকে সে বিরক্ত করছিল সেটা বুড়ো গাছটার পাতার ফাঁকে ডানা ঝট্‌পট্‌ করছে। মাঠের শেষে শহরতলির কোনো ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল। এসব বাদ দিলে শুধুই নীরবতা।

বেশি সময় গেল না। ক্লারা দৌড়ে এল। বেশ রেগেমেগে ক্লারা চিৎকার করে বলল : 'এসবের মানে কি?' এটা বলেই সে তার হাত দিয়ে তার নিজের জামায় মারতে লাগল। আর একটু ভদ্রতা না দেখালে ক্লারার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবে না কার্ল ঠিক করল। কিন্তু সে বড়ো বড়ো পা ফেলে এসে অবাক হয়ে কার্লকে বলল : 'তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে না আসবে না?' এবং ইচ্ছায় হোক্‌ আবেগে হোক্‌ ক্লারা কার্লের বুকে এত জোরে মারল যে যদি শেষ মুহূর্তে জানালার কিনারা থেকে মেঝেতে পা না ঠেকাত, সে জানালা দিয়ে বাইরে পড়ে যেত।

'আমি জানালার বাইরে পড়ে যেতাম', কার্ল তিরস্কারের সুরে বলল।

'ভাগ্য ভালো যে তুমি পড়নি। তুমি এত অভদ্র কেন? পরের বার তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।' সত্যি সত্যি সে কার্লকে ধরে ফেলল আর তার অ্যাথলেট-এর মতো হাত দিয়ে ধরে তাকে সোজা জানালার কাছে নিয়ে গেল ; সে নিজেই অবাক সে নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারেনি। তারপর তার সম্বিৎ ফিরে এল ; পেছন ফিরেই সে নিজেকে মুক্ত করে ক্লারাকেই ধরে ফেলল। 'ওঃ, তুমি আমাকে আঘাত করছ?' সে তক্ষুনি বলল।

কিন্তু কার্ল এখন অনুভব করল যে ক্লারাকে চলে যেতে দেওয়া নিরাপদ নয়। সে তাকে তার মতো করে হাঁটতে দিল কিন্তু তাকে ধরে বেশ ঘন হয়ে হাঁটতে লাগল। তার আঁটোসাঁটো পোশাকের জন্য তাকে ধরে রাখাটা সহজ ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাকে যেতে দাও', সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, তার আরক্ত মুখমণ্ডল তার এত কাছে যে কার্লের তার দিকে জোর দিয়ে তাকাতে হল। 'আমাকে যেতে দাও ; তোমাকে আমি এমন একটা জিনিস দেব যেটা তুমি আশাই করনি।'

'কেন ও ওভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে?' কার্ল ভাবল : 'ওকে তো আমি কোনো আঘাত করিনি বা চেপেও ধরিনি ; তবুও ও কেন তাকে যেতে দিল না। কিন্তু হঠাৎ যখন সে একটু অরক্ষিত, নীরব অনড়তার মধ্যে সে তার শরীরে মেয়েটির চাপ অনুভব করল এবং সে তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে মুষ্টিযোদ্ধার মতো করে চেপে রাখল, তার পা দুটোতে ধাক্কা দিল আর অদ্ভুতভাবে পা দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিল তার সামনেই ; বেশ নিয়ন্ত্রিত ভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে দেওয়ালে ঠুকে দিল। কিন্তু দেওয়ালের পাশে একটা সোফা ছিল সেখানে মেয়েটি তাকে শুইয়ে দিল। একটু নিরাপদ দূরত্ব থেকে সে কার্লকে বলল : 'দেখি কি করে ওঠ!'

লজ্জায় রাগে কার্ল-এর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। সে কেবল বলতে পারল : 'বনবেড়ালী কোথাকার! তোমার নিশ্চয় মাথা খারাপ বনবেড়ালী।'

'কি বলছ ভেবে দ্যাখ', সে বলল, আর এক হাতে কার্লের গলা এত জোরে চেপে ধরল যে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় ; আর এক মুষ্টি দিয়ে, যেন পরীক্ষামূলকভাবে, তার গালের দিকে বাড়িয়ে রাখল ; তাকে এদিক-ওদিক এমন টানাহ্যাঁচড়া করল যেন সে কোনো সময় তাকে এক চড় কষিয়ে দিতে পারে।

'তুমি কি করবে?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'যদি একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য তোমার কানদুটো কেটে নিয়ে বাক্সে ভরে তোমাকে বাড়ি ফেরৎ পাঠাই? সারাজীবনের জন্য তোমার পক্ষে এটাই মঙ্গল, যদিও তুমি এটা মনে রাখবে বলে মনে হয় না। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, তোমাকে চলনসই ভালো দেখতে। কিন্তু তুমি যদি জুজুৎসু জানতে তুমি সম্ভবত আমাকে মারতে। যাই হোক না কেন আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে, এই যে তুমি শুয়ে রয়েছ, তোমার কানটা কেটে বাক্সে ভরে নিই। পরে অবশ্য এটার জন্য আমার অনুতাপ হতে পারে; কিন্তু এটা আমি যদি করি তাহলে ভাবব এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু যদি তোমার একটা কানে ঘুষি দিই, তোমাকে আমি ডাইনে-বাঁয়ে সবদিকে কাল শিটে ফেলে দেব। তুমিই সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেই যাকে কানের উপর এই অত্যাচারের অপমান সহ্য করে যেতে হবে—এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তুমি কেন আমাকে এত ভয় পাও? তুমি কি আমাকে পছন্দ কর না? আমার ঘরে আসতে তোমার কিসের আপত্তি? ঐ যে দ্যাখ! একটু আগে তুমি একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলে। আজ যদি তোমাকে ছেড়ে দিই তবে তুমি পরের বার হয়তো ভালো ব্যবহার করতে পারবে। তোমার ছেলেমানুষি সহ্য করব কেন? আমি তোমার মামা নয়। তবে এটাও বলি যে তোমার কানকাটা হোক্ না হোক্ সবাই সমান কেননা আজ তুমি সাংঘাতিক অপমানিত হয়েছ। তুমি

www.BanglaBook.org

চিন্তাও করতে পারবে না তোমার কানগুলো কত সুন্দর বাক্স ভরতি করে দিয়েছি। আমার ভাবতে অবাক লাগছে ম্যাক এসব শুনলে কি বলবে!' ম্যাক-এর কথা মনে আসতেই ক্লারার হাত ঢিলে হয়ে গেল ; অদ্ভুত বিড়ম্বনার মধ্যে কার্লের মনে হল ম্যাকই মুক্তিদাতা। এখনও তার মনে হচ্ছে ক্লারার হাত যেন তার গলা'র উপর চেপে বসে আছে। সুতরাং চুপচাপ শুয়ে থাকার আগে সে গুটিসুটি মেরে পাক খেয়ে গেল।

ক্লারা কার্লকে উঠে পড়তে অনুরোধ জানাল ; সে কোনো উত্তর দিল না, নড়াচড়াও করল না। ক্লারা কোথা থেকে একটা মোমবাতি জ্বালাল। ঘরটা আলোকিত হল। কিন্তু ক্লারা যেমনভাবে তাকে শুইয়ে দিয়েছিল কার্ল সেভাবেই সোফার কুশনে মাথাটা রেখে শুয়ে রইল ; একচুলও নড়ল না। ক্লারা পুরো ঘরটাতে ঘুরে বেড়াল ; তার পায়ে তার স্কার্টের খসখস আওয়াজ শোনা গেল ; সে জানালার ধারে অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। 'তোমার ছেলেমানুষি কেটেছে?' কার্ল তাকে বলতে শুনল। কার্ল বুঝতে পারল মি. পোলাণ্ডার যে ঘরে তার শোবার বন্দোবস্ত করেছেন সেখানে সে শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না। মেয়েটা ঘোরাফেরা করছে, কখনো থেমে যাচ্ছে, কখনো বকে যাচ্ছে। কার্ল ওকে আর সহ্য করতে পারছে না। তার এখন একমাত্র ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়া ; তারপর জেগে উঠে এখান থেকে চলে যাওয়া। তার বিছানাতেও যেতে ইচ্ছে করছে না ; ঐ সোফাতেই রাতটা কাটিয়ে দিলেই তার ভালো লাগবে। মেয়েটা কখন এখান থেকে যাবে সে তারই অপেক্ষায় আছে যাতে করে সে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে যেতে পারে ; দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারে ; তারপর ছুটে এসে সোফায় শুয়ে পড়তে পারে। তার ভীষণ ইচ্ছে করল সে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে ; লম্বা হাই তোলে ; কিন্তু সেটা তো ক্লারার সামনে সম্ভব নয়। সেজন্য সে ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে পারছিল তার মুখের কাঠিন্য ক্রমশঃ বাড়ছে ; একটা মাছি যেন তার চোখের সামনে চারপাশে ভনভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে যদিও সে জানেনা আদৌ ওটা কি।

ক্লারা তার দিকে আবার এগিয়ে গেল ; তার চোখের উপর ঝুঁকে পড়ল ; চেষ্টা না করলেও তার দিকে কার্লের একবার চোখ পড়ত।

'আমি এখন চলে যাচ্ছি', মেয়েটি বলল, 'পরে হয়তো তোমার আমাকে দেখতে ইচ্ছে করবে। একই বারান্দার এখান থেকে চতুর্থ দরজাটা। তিনটে দরজা পরপর পার হয়ে যাও, তারপর ডানদিকেরটা। আমি আর নিচে নামছি না। আমি আমার ঘরেই থাকব। তুমি আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছো। আমি ঠিক তোমাকে আশা করছি না। তবু যদি তোমার আসতে ইচ্ছে করে, এসো। মনে রেখো, তুমি কথা দিয়েছ তুমি আমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে। কিন্তু বোধহয় তুমি শয্যাগত হয়ে পড়েছ ; নড়তেও পারছ না। তাহলে এখানেই থাক ; আর ভালো করে ঘুমোও। আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই এর ব্যাপারে আমার বাবাকে কিছুই বলব না ; এখন অন্তত নয় ; তুমি যদি এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাও তাহলেই এর উল্লেখ করব।'

www.BanglaBook.org

'কার্ল তক্ষুনি উঠে বসল ; এভাবে শুয়ে থাকাটা ইতিমধ্যে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। গা-হাত-পা একটু নড়াচড়া করার জন্য সে দরজার কাছে গেল আর বারান্দার বাইরের দিকে তাকাল। কি তীব্র অন্ধকার! দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি দিয়ে তার বেশ আনন্দ হল। মোমবাতির আলোয় আবার সে টেবিলের পাশে দাঁড়াল। সে মনস্থির করল সে আর এ বাড়িতে থাকবে না। সে নিচে গিয়ে মি. পোলাণ্ডারকে স্পষ্ট জানাবে ক্লারা তার সঙ্গে কেমন আচরণ করছে—হার স্বীকার করাটা তার কাছে কোনো ব্যাপার নয়—তার কাছে অনেক যুক্তি রয়েছে কেন সে গাড়ি চালিয়ে বা হেঁটে বাড়ি ফিরতে চায়। যদি মি. পোলাণ্ডার তার তক্ষুণি ফেরার কোনো আপত্তি করেন, কার্ল তাকে অনুরোধ করবে তিনি যেন তার কোনো চাকরকে দিয়ে তাকে কাছাকাছি কোনো হোটেলে পাঠিয়ে দেন। ভদ্রতার রীতি অনুসারে গৃহকর্তার সঙ্গে কার্লের পরিকল্পনামাফিক কোনো কাজ করা যায় না ; কিন্তু ক্লারা তার সঙ্গে যে আচরণ করেছে কোনো অতিথির সঙ্গে তেমন ব্যবহারও তো করা যায় না। সে যে কথা দিয়েছে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা সে মি. পোলাণ্ডারকে জানাবে না। এটাতে সে কার্লকে করুণা করেছে এটা ভাবতেই কার্লের মাথা গরম হয়ে গেল। তাকে কি মষ্টিযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যে তার লজ্জা করবে? একটা মেয়ে তার জীবনের বেশির ভাগ অংশ মুষ্টি যুদ্ধ করে এসেছে তার সঙ্গে সে লড়াইতে হেরে গেছে বলে? মনে হয় ম্যাকের কাছে সে এসব লিখেছে। ক্লারা নিশ্চয় ম্যাককে সব বলে দেবে। ম্যাকও বুদ্ধিমান নিশ্চয় ; কার্লের তাই মনে হয়। তবে ম্যাকের বুদ্ধিমত্তার একটি প্রমাণও সে পায়নি। কিন্তু কার্ল এটাও জানত যে সে যদি ম্যাকের কাছে শিখত, ক্লারার চেয়ে বেশি দক্ষতা সে দেখাতে পারত। তখন সে বিনা নিমন্ত্রণে এখানে আসত একদিন ; লড়াইয়ের দৃশ্যটা সে বুঝে নিত। এই দৃশ্য সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান থাকার জন্য ক্লারা আজ জিতে গেল। তারপর সে ঐ ক্লারাকে ধরে নিয়ে ঐ সোফাতেই ছুঁড়ে ফেলে দিত যেখানে সে আজ তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

এখন তাকে খাবার ঘরে ফিরে যেতে হবে কারণ হতচকিত হয়ে তার টুপিটা সেখানে কোনো অযোগ্য জায়গায় সে ফেলে এসেছে। অবশ্য মোমবাতিটা সে সঙ্গে নেবে। কিন্তু আলো নিলেও নিজের জিনিস এখানে নিজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। উদাহরণ হিশেবে বলা যায় যে সে জানেনা তার শোবার ঘরটা খাবারঘরের সঙ্গে একই তলাতে কিনা। আসার পথেই তো ক্লারা এমনভাবে তাকে টেনে নিয়ে এল যে সে চারপাশটা দেখার সুযোগ পায়নি। মি. গ্রিন আর মোমবাতি হাতে চাকরগুলো তবু তাকে ভাবার মতো কিছু দিয়েছে। বস্তুত সে মনে করতে পারছে না যে সে একটা না দুটো ধাপ সিঁড়ি ভেঙে এসেছে অথবা আদৌ ওপরে ওঠেনি। দেখলে মনে হয় ঘরটা বেশ উঁচুতে আর সে নিজেকে বোঝাতে চাইল যে তারা নিশ্চয় ওপরতলায়; অথচ সামনের দরজায় ওপরে ওঠার সিঁড়ি রয়েছে। সেজন্য বাড়ির এই দিকটা বা মেঝে

www.BanglaBook.org

থেকে ওপরে হবে না কেন? যদি কোনো দরজা থেকে বারান্দায় একটুকরো আলোর রশ্মিও দেখা যেত—খুব মৃদু হলেও কোনো কণ্ঠস্বর শোনা যেত!

তার মামার দেওয়া ঘড়িতে তখন এগারোটা। সে মোমবাতি নিল আর বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজাটা সে খোলাই রাখল যাতে করে সে যদি ব্যর্থ হয়—সে অন্তত তার ঘরটা খুঁজে পাবে আর খুব দরকার হলে ক্লারার ঘরটা। নিরাপত্তার জন্য সে ঘরের দরজায় একটা চেয়ার রেখে দিল যাতে করে দরজাটা নিজে বন্ধ না হয়ে যায়। বারান্দায় সে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হল—স্বাভাবিকভাবেই সে বাঁদিকে মোড় নিল ; ক্লারার ঘর থেকে কিছুটা দূরে তার মুখের ওপর দমকা হাওয়া এসে লাগল। সেটা খুব ভারি না হলেও মোমবাতি নেভানোর পক্ষে যথেষ্ট। সেজন্য তাকে বাতিটা হাত দিয়ে ঘিরে থাকতে হল ; কখনো থেমে যেতে হল যাতে নিভু নিভু বাতিটা আবার জ্বলে ওঠে। এতে তার গতি ধীর হয়ে এল আর সমস্ত পথটা দুগুন মনে হল। কার্ল ইতিমধ্যে দরজাবিহীন অনেকটা দেওয়াল পথ পেরিয়ে এসেছে ; কেউ কল্পনাও করতে পারবে না দেওয়ালের পেছনে কি আছে। তারপর সে এক দরজা থেকে আরেক দরজায় এল। সে অনেকগুলো দরজা খোলার চেষ্টা করল ; সেগুলো চাবিতালা দেওয়া—অতএব কেউ ভেতরে নেই। এসে মহাশূন্যে অবিশ্বাস্য ঘুরে বেড়ানো আর কার্ল ভাবল ন্যুইয়র্কের পূর্বপ্রান্তের এলাকাগুলোর কথা যেগুলো তার মামা তাকে দেখাবে বলেছে। সেখানে অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে ছোট্ট একটা ঘরে থাকে আর একটা পরিবারের বাড়ি বলতে একটা কোণ যেখানে বাচ্চারা তাদের বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে। আর এখানে? এত খালি ঘর আর তুমি দরজায় ধাক্কা দিলেই ফাঁকা আওয়াজ। কার্লের মনে হল মি. পোলাণ্ডার কুসঙ্গে পড়ে বেপগু হয়ে পড়েছেন আর মেয়ের প্রতি অন্ধ স্নেহ তার ধ্বংসের কারণ। জেকবমামা তাকে ঠিকই চিনেছে। অন্য লোককে বিচার করার ক্ষমতা কার্লের আছে। সেজন্য অন্যকে নিয়ে মাথা ঘামানোটা ঠিক নয়—একথা যদি জেকবমামা বুঝতেন তাহলে তাকে এভাবে এখানে আসতে হত না আর বারান্দায় ঘুরে বেড়তে হত না। আগামীকাল কার্ল তার মামাকে খোলাখুলি বলবে যে সে যদি তার স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মানত তাহলে তার মামা তার ভাগ্নের বিচারক্ষমতা দেখে খুশি হতেন। তবে তার মামার এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারগুলো কার্লের সবচেয়ে অপছন্দ। এই না-পসন্দ হওয়ার কারণও ছিল।

হঠাৎ বারান্দার একটা দিক শেষ হয়ে এল। একটা বরফঠাণ্ডা মার্বেল পাথরের সূচাগ্র স্তম্ভ তার চোখে পড়ল। কার্ল মোমবাতিটা তার পাশে রেখে বেশ সাবধানে ঝুঁকে পড়ল। একটা অন্ধকারময় শূন্যতা তাকে চেপে ধরল। এটাই যদি বাড়ির প্রধান হলঘর হয় তাহলে তারা কেন এটার ভেতর দিয়ে আসেনি? মনে হল সে যেন কোনো গীর্জার গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্ল দুশ্চিন্তায় পড়ল। মনে হল সকাল পর্যন্ত তো সে এখানে থাকতে পারবে না। মি. পোলাণ্ডার যদি দিনের আলোয় তাকে সবকিছু ঘুরে দেখাতেন তার ভালো লাগত।

www.BanglaBook.org

স্তম্ভটা বেশ ছোট ছিল। শিগগির আবার বন্ধ বারান্দা ধরে কার্ল হাতড়াতে লাগল। একবার তো সে দেওয়ালে ঠুকেই যাচ্ছিল। কেবল অত্যন্ত যত্নে ভয়ে ভয়ে ধরা মোমবাতিটা তাকে পড়ে যাওয়া ও বেরিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করল। যেহেতু বারান্দার কোনো শেষ ছিল—কোনো জানালাও ছিল যার ভেতর দিয়ে সে দেখতে পাবে সে কোথায় দাঁড়িয়ে, তার ওপরে বা নিচে কিছুই নড়াচড়া করছিল না—কার্ল ভাবতে শুরু করল যে সে যেন এক বৃত্তের ভেতর রয়ে গেছে। নিজের ঘরে ফেরার তার আর কোনো আশাই রইল না। কারণ সে নিজের ঘরও দেখতে পেল না, স্তম্ভটাও না। কোনোরকমে সে চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত থাকল কারণ এই অদ্ভুত বাড়িতে সে কোনো আওয়াজ করতে চাইছিল না। কিন্তু সে এখন বুঝল যে আলোবিহীন বাড়িতে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। ঠিক যখন সে জোরে একটা 'হ্যালু' বলে চারদিকে সাড়া জাগানোর চেষ্টা করছিল তখন সে তার পেছন থেকে ছোট একটা আলো এগিয়ে আসছে লক্ষ্য করল। ওই রাস্তাটা তো সে পেছনে ফেলে এসেছে! বাড়িটা যেন একটা দুর্গ, প্রাসাদ নয়। ঐ জীবনদায়ী আলোটা দেখে তার এত আনন্দ হল যে সব সতর্কতা ভুলে সে সেদিকে ছুটে গেল। কয়েক ধাপ ছুটতেই তার মোমবাতিটা নিভে গেল। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। মোমবাতিরও আর দরকার ছিল না। একজন বুড়ো চাকর লণ্ঠন হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। সে আশা করল ও নিশ্চয় তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে।

'আপনি কে?' কার্লের মুখের উপর লণ্ঠনটা ধরে চাকরটি জিজ্ঞাসা করল। তার নিজের মুখেও ভালোই আলো পড়ছিল। চাকরটার মুখে একটা স্বাভাবিক ভাব ছিল কারণ তার বড় সাদা দাড়ি রেশমী আংটির মতো তার বুকের কাছে ঝুলছিল। 'ও নিশ্চয় বিশ্বাসী চাকর কারণ এরা ওকে এতবড় দাড়ি রাখতে দিয়েছে', কার্ল ভাবল। সে একদৃষ্টে দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থ লক্ষ্য করতে লাগল। লোকটিও তাকে দেখছিল। সে তক্ষুনি উত্তর দিল যে সে মি. পোলাণ্ডারের অতিথি, সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে খাবার ঘরে যেতে গিয়ে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে', চাকরটি বলল, 'আমাদের এখনো বৈদ্যুতিন আলো লাগানো হয়নি'।

'আমি জানি', কার্ল বলল।

'আমার লণ্ঠন থেকে আপনার মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নেবেন না?'

চাকরটি জিজ্ঞাসা করল।

'যদি আপনার ইচ্ছা হয়', জ্বালিয়ে নিয়ে কার্ল বলল।

'বারান্দায় এত দমকা হাওয়া!' চাকরটি বলল, ' মোমবাতি সহজেই নিভে যায়, তাই আমি লণ্ঠন নিয়েছি।' 'হ্যাঁ, লণ্ঠনটাই বেশ বাস্তবসম্মত', কার্ল জানাল। 'কেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার গোটা গায়ে মোমের ফোঁটা', মোমবাতিটা কার্লের স্যুটের কাছে নিয়ে গিয়ে চাকরটি বলল।

'আমি দেখিনি তো!' কার্ল চেঁচিয়ে বলল। তার খুব অসহায় লাগছিল কারণ এটা তার কালো স্যুট আর মামা বলছিল তাকে এই স্যুটটাই সবচেয়ে ভালো মানায়। ক্লারার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ এই স্যুটটার জন্যই ভালো জমেনি, কার্লের এখন এটা মনে হল। স্যুট-এর নোংরা যতটা পরিষ্কার করা যায় চাকরটি তার চেষ্টা করল। কার্ল এপাশ-ওপাশ ঘুরে এখানে দাগ, ওখানে দাগ দেখাতে লাগল। সে বেশ আনুগত্যের সঙ্গে সেটা মুছতে লাগল।

তারপর তারা যখন চলতে লাগল কার্ল জানতে চাইল : 'এখানে এত দমকা হাওয়া কেন?' 'এখানে বাড়িটা আরো বাড়াতে হবে', চাকরটি জানাল : 'পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে অবশ্য, কিন্তু খুব ধীরে কাজ চলছে। ঠিকেদারের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে, মনে হয় আপনি জানেন। এরকম বাড়ি বানাতে গেলে অনেক সমস্যাই হয়। দেওয়ালে কত ফাটল। কেউ সেগুলো ভরাট করেনি আর দমকা হাওয়া পুরো বাড়িটাতে খেলে বেড়ায়। যদি আমি কানে তুলো না দিই আমি এই শব্দ সহ্য করতে পারিনা।'

'তাহলে আমি কি আরো জোরে কথা বলব?' কার্ল জিজ্ঞেস করল।

'না, আপনার গলার স্বর বেশ স্পষ্ট', চাকরটি বলল, 'কিন্তু বাড়ির কথা বলতে গেলে, বিশেষ করে এই অংশটা, প্রার্থনাগৃহের কাছের—বাকি বাড়িটা থেকে আলাদা করে দিতে হবে। দমকা হাওয়া—সত্যি অসহ্য!'

'তাহলে ঐ স্তম্ভশ্রেণি প্রার্থনা গৃহের দিকে গেছে?'

'হ্যাঁ'।

'আমি তখন এটাই ভেবেছিলাম', কার্ল বলল।

'এটা সত্যিই সুন্দর', চাকরটি বলল, 'এটা যদি অত সুন্দর না হত মি. ম্যাক সম্ভবত বাড়িটা কিনতেন না।'

'মি. ম্যাক?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, 'আমি ভেবেছি বাড়িটা মি. পোলাণ্ডারের।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়', চাকরটি জানাল, 'কিন্তু মি. ম্যাকই তো বাড়িটা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি কি মি. ম্যাককে জানেন না?'

'ও, অবশ্যই', কার্ল বলল, 'কিন্তু মি. পোলাণ্ডারের সঙ্গে মি. ম্যাকের সম্পর্কটা কি?'

'উনি মিস ক্লারার ভাবী স্বামী', চাকরটি জানাল।

'ওটা তো আমি জানতাম না', একটু থেমে কার্ল বলল।

'আপনার কি এতে অবাক লাগছে?' চাকরটি জানতে চাইল।

'আমি ওটা ভাবছি। যদি আপনি এইসব যোগাযোগের কথা না জানেন, তাহলে আপনি অনেক ভুল করে ফেলতে পারেন', কার্ল জানাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার অবাক লাগছে যে ওরা আপনাকে একথা বলেননি এখনও', চাকরটি বলল।

'হ্যাঁ, সেটা সত্যি', লজ্জিত কার্ল জানাল।

'সম্ভবত তারা ভেবেছেন আপনি এটা জানেন', চাকরটি বলল, 'অনেক দিনের পুরনো খবর। কিন্তু আমরা এখানে', আর সে পেছনে সিঁড়ি আছে এরকম একটা দরজা খুলল। সিঁড়িটা সোজা খাবার ঘরের পেছনের দরজা পর্যন্ত নেমে গেছে। খাবার ঘর তখনো—কার্ল যখন প্রথম এসেছিল—সমান আলোকিত।

কার্ল খাবার ঘরে যাবার আগেই মি. গ্রিন ও মি. পোলাণ্ডারের গলা শুনতে পেল। দু'ঘণ্টা আগে কার্ল যেমন দেখেছিল তেমনি তারা দু'জনে কথা বলছিলেন। চাকরটি তাকে বলল : 'যদি আপনি মনে করেন আমি এখানে অপেক্ষা করব ; তারপর আপনাকে আপনার ঘরে নিয়ে যাব। কারণ প্রথম সন্ধ্যায় এখানে এসে রাস্তা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।'

কার্ল বলল, 'আমার ঘরে আমার আর যাওয়া হবে না।' অত্যন্ত মনমরা হয়ে কার্ল যে একথা কেন বলল তা' সে নিজেই জানেনা।

'সবকিছুই এত খারাপ নয়', চাকরটি বড়দের মতো করে হেসে তার হাতের উপর হাত চাপ্‌ড়ে বলল। সম্ভবত সে ধরেই নিয়েছিল কার্ল সারারাত খাবার ঘরে বসে ঐ দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করে ও মদ্যপান করে কাটাতে চাইছে। তবে তার মনে হল অন্য চাকরগুলোর চেয়ে একে তার বেশি ভালো লাগছে আর এ হয়তো তাকে ন্যুইয়র্ক যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে। সেজন্য সে বলল : 'যদি আপনি দয়া করে এখানে অপেক্ষা করেন আমি তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করব। আমি কিছুক্ষণ পরেই আসব, যাই হোক্ না কেন আর আপনাকে জানাব আমি কি করতে চাইছি। আমি আপনার সাহায্য নিতেও পারি।'

'আচ্ছা', চাকরটি বলল। মেঝেতে লণ্ঠনটা রেখে দিয়ে সে নিচু চাতালে বসে পড়ল। চাতালটা মনে হয় বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য খালি ছিল। 'আমি তাহলে এখানে অপেক্ষা করব। আপনি আমার কাছে মোমবাতিটাও রেখে যেতে পারেন, সে আরও বলল যখন সে দেখল কার্ল জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে নিচে নামছে।

'আমি বুঝতেই পারছি না আমি কি করছি', কার্ল বলল আর সে মোমবাতিটা চাকরের হাতে ধরিয়ে দিলে চাকরটি মাথা নাড়ল। অবশ্য তার মাথা নাড়বার কারণটা ইচ্ছাকৃত যা তার লম্বা দাড়িতে হাত বোলাবার জন্য—তা বোঝা গেল না।

কার্ল দরজা খুলল। খট্‌খট্ আওয়াজ হচ্ছিল। তবে এটা তার দোষ নয়। কারণ দরজাটায় একটামাত্র কাঁচের পাল্লা ছিল। তাড়াতাড়ি খুলতে গেলেই বা একমাত্র হাতলে চাপ দিলেই সেটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসত। ভয়ে ভয়ে কার্ল দরজাটাকে দুলতে দুলতে ফেরৎ যেতে দেখল—কারণ যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ঘরে ঢোকার ইচ্ছে

www.BanglaBook.org

ছিল তার। পেছনে না ফিরেই সে বুঝতে পারল যে চাকরটি তার পেছনে চাতাল থেকে নেমে আসছে, আর দরজাটা এত সুন্দর করে বন্ধ করল যে কোনো শব্দই হল না।

'আপনাদের বিরক্ত করার জন্য মাফ করবেন', সে দুই ভদ্রলোককে এ কথা বলতেই তারা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরই মধ্যে সে পুরো ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল যদি কোথাও তার টুপিটা দেখতে পায়। কিন্তু ওটাকে কোথাও দেখা গেল না। খাবার টেবিল থেকে থালাবাসন পরিষ্কার করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত চাকরেরা তার টুপিটা রান্নাঘরে নিয়ে চলে গিয়েছে।

'কিন্তু ক্লারাকে কোথায় ফেলে এলে?' মি. পোলাণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন। মনে হল তিনি কার্লের এই অনধিকার প্রবেশ খুব একটা খারাপ চোখে দেখেনি। কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার পাল্টে কার্লকে ভালো করে দেখতে চাইলেন। মি. গ্রিন বেশ উদাসীন ভাব নিয়ে বসে রইলেন, একটা বিশাল আকারের পকেট বই হাত্ড়ে বিশেষ কোনো কাজ খুঁজছিলেন ; আর খুঁজতে গিয়ে অন্য যে সমস্ত কাগজ তার হাতে এসে যাচ্ছিল সেগুলো পড়ে দেখছিলেন।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে'—কার্ল তাড়াতাড়ি মি. পোলাণ্ডারের কাছে গিয়ে তার চেয়ারের উপর হাত রেখে যতটা কাছে গিয়ে বলা সম্ভব, বলল।

'কিন্তু কি অনুরোধ হতে পারে?' কার্লের দিকে মধুরভাবে তাকিয়ে মি. পোলাণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, 'এটা আগেই মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে'। তিনি কার্লের কোমরে হাত জড়িয়ে তাকে তার দু' হাঁটুর মধ্যে টেনে নিলেন। কার্ল সানন্দে তার আদর গ্রহণ করল, যদিও তার মনে হল সে এই আদর খাওয়ার বয়স পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এই ঘটনায় তার অনুরোধ প্রকাশ করাটা আরো শক্ত বলে মনে হল।

'এখানে তোমার কেমন লাগছে?' পোলাণ্ডার জানতে চাইলেন, 'শহর থেকে গ্রামে এলে একটা মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায়, কি বলো?' বলেই তিনি মি. গ্রিনের দিকে এমনভাবে তাকালেন যার মানে হয় 'প্রতি সন্ধ্যাতেই আমার এই অনুভূতি জাগে'।

কার্ল ভাবছিল : 'এমনভাবে উনি কথা বলছেন যেন উনি—এই বিশাল বাড়ি, অনন্ত বারান্দা, প্রার্থনাগৃহ, খালিঘর—সব জায়গায় অন্ধকার আর অন্ধকার—এসব জানেন না।' 'ঠিক আছে', মি. পোলাণ্ডার বললেন, 'তোমার অনুরোধ কি শুনি।' একথা বলেই তিনি কার্লকে বন্ধুত্বপূর্ণ ঝাঁকুনি দিলেন।

'অনুগ্রহ করে', কার্ল যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে বলল যাতে করে তার অনুরোধ মি. গ্রিনের কাছে না পৌঁছয় কারণ এই অনুরোধ মি. পোলাণ্ডারের কাছে অপমানজনক বৈকি, 'অনুগ্রহ করে আমাকে বাড়ি যেতে দিন, যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে'।

একবার সবচেয়ে খারাপ কথাটা বলে ফেলার পরই সব কথা যেন বন্যার তোড়ের

www.BanglaBook.org

মত বেরিয়ে এল। কোনোরকম ভদ্রতার কথা মাথায় না রেখে কার্ল বলে চলল, 'আমি সত্যি বাড়ি যেতে চাই। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমি আবার আসব ; আমি আপনার সঙ্গে থাকব। কিন্তু কেবল আজ রাতটা আমি এখানে থাকতে পারব না। আপনি জানেন যে আমার মামা এখানে আসার অনুমতি দিতে চাননি। নিশ্চয় তার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ; আমিই তার বিচারবুদ্ধির উপর ভরসা না রেখে জোর করে অনুমতি আদায় করেছি। আমি তার স্নেহের যোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। আমি জানিনা তিনি কেন বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভালোরকম জানি যে তার কোনো বাধাই আপনাকে দুঃখ দেবার জন্য নয় কারণ মি. পোলাণ্ডার, আপনি আমার মামার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। মামার অন্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে আপনার তুলনা হয় না। সেটাই আমার আনুগত্যের অভাবের অন্যতম কারণ। যদিও সেটা যথেষ্ট কারণ নয়। আপনি তো মামার সঙ্গে আমার কেমন সম্পর্ক সেটা জানেন না, সেজন্য মূল কথাগুলো আপনাকে একটু বলে নিই। যতদিন না আমার ইংরেজী শেখা শেষ হচ্ছে আর তা আমি বাস্তবে কাজে লাগাতে পারছি ততদিন আমি আত্মীয়তা সূত্রেই মামার দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আপনি এটা ভাববেন না যে আমি এখনই ভদ্রসভ্য জীবনযাপনের জন্য কিছু উপার্জন করতে পারি। আর ঈশ্বর না করুন আমাকে অন্য কোনো রাস্তা ধরতে হয়। আমার ভয় হয় যে আমার শিক্ষার এখনো পর্যন্ত কোনো বাস্তব মূল্য নেই। আমি একটি য়ুরোপীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে চারটি শ্রেণি পার হয়ে এসেছি আর সেটা কোনো জীবিকা গ্রহণের পক্ষে একেবারে মূল্যহীন। কারণ আমাদের বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন পদ্ধতি একেবারে পুরনো মানের। আমি কি শিখেছি সেটা শুনলে আপনার হাসি পেতে পারে। যদি কেউ পনাশোনা চালিয়ে যায়, ইস্কুলের পাঠ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন তার চলার রাস্তা সুগম হয়, ধরে নেওয়া হয় যে সে এতদিনে কিছু উপার্জন করার মতো যথাযথ শিক্ষা পেয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ঐ প্রথাগত শিক্ষা থেকে আমি ছিটকে গিয়েছি। মাঝেমধ্যে মনে হয় আমি কিছু জানিনা ; আর আমার এই অল্প জ্ঞান আমেরিকাতে কোনো কাজে লাগবে না। সম্প্রতি আমাদের ওখানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে কিছুটা সংস্কার হয়েছে; সেখানে আধুনিক ভাষা আর সম্ভবত এমনকি বাণিজ্যিক বিষয়ও পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসি তখন এসব কিছুই ছিল না। আমার বাবা চাইতেন যে আমি ইংরেজী শিখি, কিন্তু প্রথমত আমি বুঝতে পারিনি আমার ভাগ্য এতটা খারাপ হবে আর ইংরেজী শেখাটা আমার জরুরী প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ, ইস্কুলে আমাকে অনেক কিছু শিখতে হত আর সেজন্য আমার সময় নষ্ট করা উচিত ছিল না। আমি এসব আপনাকে এজন্য বলছি যে আমি কতটা আমার বাবার উপর নির্ভরশীল আর সমস্ত কিছুর পরিণাম নিয়ে আমি তার কাছে কতটা দায়বদ্ধ। সেজন্য তার অপ্রকাশিত ইচ্ছেগুলোরও বিরোধিতা করা আমার পক্ষে সমীচীন নয়, এটা আপনি নিশ্চয়

www.BanglaBook.org

মানবেন। 'আর তার বিরোধিতা করে আমি যে অপরাধ করেছি তার অর্ধেক লঘু হবে যদি আমি আজই বাড়ি ফিরে যাই'।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা মি. পোলাণ্ডার বেশ মন দিয়ে শুনেছেন, কখনো তার হাত দিয়ে কার্লকে শক্ত করে ধরে রেখেছেন, যদিও প্রকাশ্যে নয়, বিশেষত যখন জেকবমামার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকবার তিনি বেশ গুরুত্ব সহকারে এবং আশা নিয়ে মি. গ্রিনের দিকে তাকিয়েছেন ' মি. গ্রিন তখনো তার পকেট বই-এর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু কার্ল যত বেশি করে তার মামার সঙ্গে সম্পর্কটা নিয়ে ভেবেছে, সে ততই অস্থির হয়ে পড়েছে আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও পোলাণ্ডারের বাহুমুক্ত হতে চেয়েছে। প্রতিটি জিনিস—তার মামাবাড়ি পর্যন্ত—কাঁচের দরজা, নিচে নামার সিঁড়ি, বনবীথি, গ্রামের রাস্তা, শহরতলি থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত—সবকিছুই তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে—আর এই সবকিছুশূন্য সমতল তার জন্য প্রস্তুত—তাকে যেন দৃঢ়কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে। মি. পোলাণ্ডারের করুণা আর মি. গ্রিনের ঘৃণা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। ঐ ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘর থেকে তার মুক্তির একমাত্র উপায়—তার চলে যাওয়া। মি. পোলাণ্ডারকে ছেড়ে দিয়ে সে মি. গ্রিনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু চারদিকে যেন অস্পষ্ট আতংকের আঁচ, তার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

সে এক পা পিছিয়ে এল আর মি. পোলাণ্ডার ও মি. গ্রিন—উভয়ের থেকেই একটু দূরে দাঁড়াল।

'আপনি কি ওকে কিছু বলবেন না?' মি. পোলাণ্ডার, গ্রিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ও তার হাতদুটো অনুনয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার কি বলার থাকতে পারে বলুন', মি. গ্রিন, তার পকেট থেকে একটা পকেট বই অবশেষে বার করলেন আর টেবিলের উপর সেটা রেখে বললেন, 'এটা ওর নিজস্ব ব্যাপার সে ও ওর মামার বাড়িতে ফিরতে চাইছে। আর যে কেউ স্বাভাবিকভাবে ধরে নেবে যে এতে ওর মামা খুশিই হবেন। অবশ্য যদি না ওর ঔদ্ধত্যে ওর প্রতি ওর মামা ইতিমধ্যে ভীষণ অখুশি না হয়ে থাকেন। সেদিক দিয়ে ভাবলে ওর এখান থেকে যাওয়াটাই ঠিক। সবকিছু নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় ; আমরা দুজনেই ওর মামার বন্ধু—কে বেশি কে বা কম বন্ধু সেটা বিচার্য নয় ; কিন্তু নিউয়র্ক থেকে এত দূরে বসে জেকবের মন বোঝা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

মি. গ্রিনের প্রতি সবরকম অনীহা ঝেড়ে ফেলে কার্ল তার দিকে এগিয়ে গেল এবং বলল, 'দয়া করে মি. গ্রিন বলুন, আপনার কথা শুনেও তো মনে হচ্ছে আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।'

'আমি ওরকম কিছু বলিনি', মি. গ্রিন জবাব দিলেন, একথা বলেই তিনি একটি চিঠির দিকে মনোযোগ দিলেন আর চিঠির প্রান্তে আঙুল বোলাতে লাগলেন। তবে তিনি স্পষ্ট বোঝাতে চাইলেন যে তাকে মি. পোলাণ্ডার একটা করেছেন, তিনি তার উত্তর

www.BanglaBook.org

দিয়েছেন ; কার্লকে নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। ইতিমধ্যে মি. পোলাণ্ডার উঠে এসে কার্লকে বেশ আদর করে মি. গ্রিনের থেকে দূরে বড় জানালার পাশে নিয়ে গেলেন।

তারপর তিনি কার্লের কানের কাছে ঝুঁকে এলেন আর কি বলবেন তার জন্য প্রস্তুতি নিতে তার নিজের রুমালটাই নাকের কাছে নিয়ে এলেন ; নাকের খুব কাছে আসতেই তিনি ওটাকে ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন : 'প্রিয় মি. রশম্যান, তুমি ভেবো না তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এখানে আমরা আটকে রেখেছি। এরকম কোনো প্রশ্নই নেই। আমার গাড়িটা তোমাকে এখন দিতে পারছি না—কারণ এখানে গ্যারেজ তৈরি করে উঠতে পারিনি। সব কিছুরই নির্মাণ কাজ চলছে। গাড়ি চালক এখানে রাতে থাকেনা। গ্যারেজের কাছাকাছি কোথাও একটা থাকে। আমি সে জায়গাটাও চিনিনা। তাছাড়া ওর তো এখন ডিউটি নয় ; সকালে যথাসময়ে ও হাজির হয়ে যাবে। কিন্তু এসবও তোমার বাড়ি ফেরার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না কারণ তুমি জোর করলে আমি এক্ষুনি তোমাকে কাছের রেলস্টেশনে পাঠিয়ে দিতে পারি। তবে স্টেশন থেকে তুমি যদি ট্রেনে বাড়ি ফের তাহলে কাল সকাল সাতটায় আমার গাড়িতে তার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

'তাহলে মি. পোলাণ্ডার, আমি ট্রেনে করেই বাড়ি ফিরব', কার্ল বলল, 'আমি সত্যিই খুশি হব যদি এখানে আবার আসতে পারি ; অবশ্য আজ রাতে আপনার প্রতি এই আচরণের পর আপনি যদি আমাকে আদৌ আমন্ত্রণ করেন। সম্ভবত পরের বার আমি আপনার কাছে আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে পারব কেন আমার কাছ থেকে দূরে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ।' যেন বাড়ি ফেরার অনুমতি সে পেয়েই গেছে এই ভেবে সে আরো জানাল : 'কিন্তু তা বলে আপনি আমার সঙ্গে আসবেন না। এটার কোনো দরকার নেই। বাইরে একজন চাকর আছে, ওই আমাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এখন আমার টুপিটা খোঁজা দরকার।'

'আমি তোমাকে একটা টুপি দিতে পারি কিন্তু', পকেট থেকে একটা টুপি বার করে মি. গ্রিন বললেন, 'এখনকার মতো এটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পার।'

এমন অবাক হয়ে কার্ল চুপ করে গেল আর বলল : 'আপনার টুপিটাকে আমি তো হাতছাড়া হতে দিতে পারিনা। আমি খালি মাথায় চলে যেতে পারব। আমার কিছুর দরকার নেই।'

'এটা আমার টুপি নয়। তুমি নিতে পার।'

'তাহলে ধন্যবাদ', কার্ল বলল। টুপিটা সে এমনভাবে নিল যেন সে আর দেরি করতে চায় না। সে টুপিটা পরে নিল আর টুপিটা যখন তার মাথায় বেশ খাপ খেয়ে গেল যে সে না হেসে পারল না। তারপর ওটাকে খুলে ফেলে পরীক্ষা করল যে ওর মধ্যে যে বিশেষ জিনিসটা সে খুঁজছে সেটা সে পেলনা ; ওটা একেবারেই নতুন। 'এত সুন্দর—খাপ খেয়ে গেল'। সে বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলে চাপড় মেরে মি. গ্রিন বললেন, 'তাহলে টুপিটা খাপ খাচ্ছে বল।'

কার্ল চাকরটাকে খুঁজতে দরজার দিকে ইতিমধ্যে পা বাড়িয়ে ফেলেছে, এমনসময় মি. গ্রিন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভরপেট খাবার পর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন ; তার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে বুকে হাত বুলিয়ে কার্লকে উপদেশ ও আদেশের মিলিত সুরে বললেন, 'যাবার আগে মিস ক্লারাকে বিদায় জানিও।'

'হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয় তাই করবে', মি. পোলাণ্ডারও বললেন। মি. পোলাণ্ডার এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার কথা শুনে মনে হল কথাগুলো তিনি অন্তর থেকে বলছেন না ; তিনি ট্রাউজারসের মধ্যে হাতদুটো নাড়াতে থাকলেন ; জ্যাকেটের বোতাম খুলছেন আর লাগাচ্ছেন। জ্যাকেটটা ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট আর তার ঝুল পাছা পর্যন্ত নয়। এরকম মোটা লোকের পক্ষে কি বেমানান পোশাক! তাছাড়া মি. গ্রিনের পাশে মি. পোলাণ্ডার দাঁড়ালেই বোঝা যেত মি. পোলাণ্ডারের স্থূলত্ব ঠিক স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তার ভারি পিঠ, সামান্য কুঁজো, পেটটা নরম তুলতুলে যেন কত বোঝা, তার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মি. গ্রিন হয়তো মি. পোলাণ্ডারের চেয়ে বেশি মোটা কিন্তু এটা বেশ ভারসাম্যযুক্ত স্থূলত্ব ; তিনি সৈনিকের মত গোড়ালির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন ; বেশ ঋজু হয়ে মাথা তুলে রাখতেন। তাকে দেখে মনে হত একজন অ্যাথলেট—অ্যাথলেটদের কাপ্তান।

'তাহলে তুমি প্রথমেই ক্লারার কাছে যাচ্ছ', মি. গ্রিন বলে চলেছেন, 'ওটাতে তোমার ভালোই লাগবে আর এটা আমার সময়-সারণির সঙ্গে মানানসই হবে। এখান থেকে চলে যাবার আগে তোমাকে আমার একটা মজার কথা বলার আছে যা থেকে তুমি বুঝবে তোমার ফেরা উচিত কি উচিত নয়। কিন্তু মাঝরাতের আগে সেটা তোমাকে বলা আমার বারণ। এটার জন্য আমিও যে দুঃখিত তুমি সেটা বুঝবে, কারণ এতে আমার রাতের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে। কিন্তু আমি নির্দেশ মানতে বাধ্য। এখন এগারোটা পনেরো, আমি যাতে মি. পোলাণ্ডারের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তা সেরে ফেলতে পারি ; কিন্তু তুমি তো ব্যাঘাত ঘটালে। তাছাড়া ক্লারার সঙ্গে তুমি সুন্দর করে সময় কাটাতে পার। ঠিক বারোটায় তুমি এখানে এসো। যা দরকার সেটা তুমি তখনই শুনবে।

মি. পোলাণ্ডারের প্রতি ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতাবশত কার্ল যদিও এই অনুরোধ প্রত্যাখান করতে পারছিল ; আবার এই অনুরোধ এসেছে একজন অভদ্র ও উদাসীন ব্যক্তির কাছ থেকে। ওদিকে মি. পোলাণ্ডার যার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কিত তিনি একটি কথাও বলছেন না বা কার্লের দিকে একবারও দৃষ্টিপাতও করছেন না কেন? কি সেই আকর্ষণীয় সংবাদ যেটা সে মাঝরাতের আগে জানতে পারবে না? যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও সে ফিরতে পারত! এই সময়টা এভাবে নষ্ট হয়ে যেত কি? কিন্তু ক্লারাকে শত্রু জেনেও তার কাছে যাওয়াটা তার পক্ষে বেশ কঠিন কাজ হয়ে

www.BanglaBook.org

দাঁড়াচ্ছে। যদি তার কাছে পাথরের বাটালিটা যেটা তার মামা দিয়েছিল সেটা থাকত! ক্লারার ঘরটা নিশ্চয় ভয়ংকর একটা গুহা। কিন্তু এখানে ক্লারার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না কারণ সে মি. পোলাণ্ডারের মেয়ে। আর একটু আগে যা শুনেছে সে ম্যাক-এর বাগ্‌দত্তা। যদি মেয়েটা তার সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার করত তাহলে কার্ল ক্লারার সঙ্গে ম্যাকের এই সম্পর্কটার খোলামেলা প্রশংসা করত। এসব বিবেচনা করতে না করতেই মি. গ্রিন দরজা খুলে একজন চাকরকে ডাকলেন। সে লাফ দিয়ে চাতাল থেকে উঠে এল আর মি. গ্রিন বললেন : 'এই ছেলেটিকে মিস্ ক্লারার ঘরে নিয়ে যাও।'

'এভাবেই আদেশ মানা হয়', কার্ল চিন্তা করল। দুর্বল অশক্ত চাকরটি গোঙাতে গোঙাতে তাকে সহজ রাস্তা দিয়ে ক্লারার ঘরের দিকে নিয়ে গেল। ক্লারা যখন তার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করল যে সে একবার ঐ ঘরটাতে ঢুকে পড়বে কিনা। তার মানে একটু আশা ছিল যে সেখানে সে একটু আরাম করে নেবে। কিন্তু চাকরটি তা হতে দিতে চাইল না।

'না', সে বলল, 'আপনি মিস্ ক্লারার কাছেই যাবেন। আপনি তো নিজের কানেই শুনলেন।'

'আমি ওখানে মিনিট খানেক থাকব', কার্ল বলল। সে ভাবল সোফাটায় খানিকক্ষণ শুয়ে মাঝরাত পর্যন্ত কিছুটা সময় যদি কাটানো যায়।

'আমার কর্তব্য পালনে আমাকে বাধা দেবেন না', চাকরটি বলল।

'ও ভাবছে এটাতে ক্লারাকে শাস্তি দেওয়া হবে', কার্ল ভাবল। তারপর একটু গিয়ে বেশ মেজাজে থেমে গেল।

'আসুন বলছি, মশাই', চাকরটি বলল, 'যেহেতু এখনও আপনি এখানে আছেন ; আমি জানি যে আপনি আজ রাতেই এখান থেকে চলে যেতে চান, কিন্তু আমরা যা চাই সবসময় তা পাইনা, আর আপনাকে আমি আগেই বলেছি এটা অসম্ভব।'

'আমি যেতে চাই এবং যাবও', কার্ল বলল, 'আমি কেবল ক্লারাকে বিদায় জানাতে যাচ্ছি'। 'তাই কি?' চাকরটি জিজ্ঞাসা করল আর কার্ল বুঝল সে তার কথা একবর্ণও বিশ্বাস করছে না। 'কেন তবে আপনি তাকে বিদায় জানাতে অনিচ্ছুক? আসুন বলছি।'

'বারান্দায় কে?' ক্লারা জানতে চাইল। তারা দেখল কাছাকাছি এক দরজায় হেলান দিয়ে হাতে বড় লালশেডের টেবিল ল্যাম্প নিয়ে ক্লারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকরটি দৌড়ে তার কাছে গেল আর তাকে খবরটা জানাল। কার্ল ধীরে ধীরে ক্লারার পেছনে চলতে লাগল। 'তুমি দেরি করে এসেছ', ক্লারা বলল।

ক্লারার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কার্ল চাকরটিকে মৃদু আদেশের ভঙ্গীতে, কারণ তার চরিত্র ইতিমধ্যে সে জেনে ফেলেছে, বলল : 'আপনি ঠিক বাইরেটাতে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন'।

'আমি কিন্তু ঘুমোতে যাচ্ছি', টেবিলের উপর বাতিটা রেখে সে বলল। যেমন

www.BanglaBook.org

খাবার ঘরে করেছিল চাকরটি তেমনি করে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, 'সাড়ে এগারোটা এখন'!

'সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে?' কার্ল প্রশ্ন করল। মনে হল যেন এই সংখ্যাটা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। 'সেক্ষেত্রে এক্ষুনি বিদায় জানাব', সে বলল, 'কারণ ঠিক বারোটায় আমাকে খাবারঘরে পৌঁছতে হবে'।

'কি জরুরী কাজ আছে তোমার?' রাতের পোশাক ঢিলে করতে করতে ক্লারা বলল। তার মুখে উজ্জ্বলতা। সে মৃদু হাসছিল। কার্ল ঠিক করল ক্লারার সঙ্গে ঝগড়া হলেও আর বিপদ নেই। 'তুমি কি একবারও পিয়ানো বাজাবে না? কাল যে পাপা বলেছিল আর আজ রাতে তুমিও তো কথা দিয়েছিলে।'

'কিন্তু এখন তো অনেক রাত বলো?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল। সে হয়তো তাকে খুশি করতে পারত কারণ প্রথমবার যখন তাদের দেখা হয়েছিল তখন সে যেমন ছিল এখন আর সেরকম নেই ; মনে হচ্ছে সে যে পোলাণ্ডার ও ম্যাকের বৃত্তের মধ্যে উঠে এসেছে।

'হ্যাঁ, দেরি তো', সে বলল। তার সংগীত শোনার ইচ্ছেও বোধহয় আর নেই। 'তাছাড়া গানের সুরে এত প্রতিধ্বনি হবে যে এ বাড়ির চাকর-বাকররাও বোধকরি জেগে উঠবে।'

'তাহলে আমি বাজাব না, আমি আর একদিন আসব ; তাছাড়া তুমি একবার মামাবাড়িতে আমার ঘরে এসো। আমার ঘরে একটা মস্তবড় পিয়ানো আছে। আমার মামা আমাকে দিয়েছেন। তখন যদি তোমার ভালো লাগে, আমি সবকটা সুর বাজিয়ে শোনাব; খুব বেশি আমি জানিও না ; তাছাড়া এত ভালো পিয়ানোতে সেগুলো মানানসই নয় ; ওটাতে দক্ষ বাজিয়ে ভালো বাজাতে পারবেন। তবে ভালো বাজাতে পারেন তেমন কাউকে আনা যেতে পারে যদি তুমি আসার আগে একটু খবর দাও। কারণ আমার মামা আমার জন্য একজন বিখ্যাত পিয়ানো শিক্ষক রাখতে চাইছেন। তুমি ভাবতে পার ওটার জন্য কি অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছি আমি। আমার শেখার সময় তুমি যদি আস, তোমার যোগ্য সুর নিশ্চয় তুমি শুনতে পাবে। খোলামেলা বলছি, আজ বাজানোর মতো সময় আর নেই। এখন আমি বাজাতেও পারব না। আমি যে কত খারাপ বাজাই তা শুনলে তুমি অবাক হবে। আমি তাহলে যাই? তোমার তো ঘুমনোর সময় হল'। ক্লারা যখন মধুর দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল, তার মনে হল কার্লের প্রতি তার আগের বাগড়ার কোনো বিরূপ ধারণা নেই। সে মৃদু হেসে ও তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমাদের দেশে গাঁয়ের লোকেরা বলে 'ভালো করে ঘুমোও আর সুন্দর স্বপ্ন দেখো।' কার্লের হাতটা না ধরেই ক্লারা বলল : 'থামো, তবু তুমি একবার বাজাও'। বলেই পাশের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিয়ানোটা ওখানেই ছিল।

'এরপর'? কার্ল ভাবল, 'আর তো দেরি করা যাবেনা, যদিও ক্লারা এখন বেশ

www.BanglaBook.org

ভালো ব্যবহার করছে।' বারান্দার দরজায় ধাক্কা দিল কেউ এবং চাকরটা ভয়ে ভয়ে দরজা খানিকটা ফাঁক করে বলল : মাফ করবেন ; আমাকে ডাকছে, আমি আর এখানে অপেক্ষা করতে পারবনা।'

'তাহলে তুমি যেতে পার', কার্ল বলল কারণ সে এখন নিশ্চিন্ত ছিল যে সে একাই খাবার ঘরে যেতে পারবে। 'তুমি কিন্তু দরজায় লণ্ঠনটা রেখে যাবে। কত দেরি হল?'

'বারোটা বাজতে প্রায় পনেরো মিনিট বাকি', চাকরটি জানাল।

'ও সময় যেন কাটছে না', কার্ল মনে মনে ভাবল। চাকরটি যখন দরজা বন্ধ করছিল সে ভাবল তাকে তো কোনো টিপ্‌স দেওয়া হয়নি। সে তার ট্রাউজারসের পকেট থেকে এক শিলিং—আমেরিকান রীতি অনুযায়ী তার ট্রাউজারসের পকেটে খুচরা পয়সা ঝনঝনিয়ে ফেরে আর ব্যাঙ্ক নোটগুলো কোমরের পেটিকোতে রাখে এবং সেটা চাকরটির হাতে দিয়ে বলল : 'তোমার সুন্দর ব্যবহারের জন্য'।

ইতিমধ্যে ক্লারা ফিরে এসেছে, আঙুল দিয়ে পাতানো চুলগুলোতে হাত বোলাচ্ছিল। কার্ল ভাবল চাকরটাকে ছেড়ে দেওয়া তার উচিত হয়নি। কে কার্লকে রেলস্টেশন পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসবে? ঠিক আছে। মি. পোলাণ্ডার কোথাও না কোথাও থেকে একজন চাকর ঠিক করে ফেলবেন। নয়তো বুড়ো চাকরটা খাবার ঘরে থেকে থাকলে তাকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

'তুমি কি আমার জন্য একটু বাজাবে না? এখানে সুরের এত অভাব যে একবার শোনবার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করা যায় না'।

'ঠিক আছে, শুরু করা যাক্', আর বিবেচনা না করে কার্ল পিয়ানোর সামনে বসে পড়ল।

'তুমি কি কোনো বিশেষ সুর পছন্দ কর?' ক্লারা জানতে চাইল।

'না, ধন্যবাদ। আমি নোটগুলো ঠিকমত পড়তেও পারিনা', কার্ল উত্তর দিল। তারপর সে বাজাতে শুরু করল। একটা হালকা সুর যেটাকে অজানা ব্যক্তির কাছে বোধগম্য করতে ধীরে ধীরে বাজানোর প্রয়োজন। কিন্তু এটা হঠাৎই এসে পড়া সৈনিকদের কুচকাওয়াজের সুর। যখন সে বাজানো শেষ করল, ঘরের মধ্যে ভেঙে যাওয়া নিস্তব্ধতা আবার বিশ্রীভাবে ফিরে এল। তারা যেন হতচকিত। নীরব। অনড়।

'বেশ ভাল', ক্লারা বলল। কিন্তু ওভাবে বাজানোর পর তার প্রতি সামান্যতম ভদ্রতার আঁচ সে ক্লারার মধ্যে দেখতে পেল না।

'কত দেরি হল?' কার্ল জানতে চাইল।

'বারোটা বাজতে পনেরো'।

'তাহলে আমার হাতে আর একটু সময় আছে', সে বলল আর মনে মনে চিন্তা করল: 'কি বাজাব? দশটা সুর যা আমি জানি—সব বাজালে তো চলবে না, একটা, অন্তত একটা বাজাই। তারপর সে তার প্রিয় সৈনিকদের গান বাজাতে শুরু করল।

www.BanglaBook.org

এত ধীরে বাজাল যে তার শ্রোতা যেন পরেরটা শোনবার জন্য অধীর হয়ে পড়ে। কার্ল অনিচ্ছায় তাই মেনে নিল। আগে চাবিগুলো দেখে নিয়ে তারপর যে সুরগুলো বাজাবে ঠিক করল। কিন্তু সে তার নিজের মধ্যে এমন একটা সুর জাগাতে চাইল যাতে করে সেটার আর শেষ খুঁজে না পাওয়া যায়। 'আমি খুব একটা ভালো বাজাইনা'। বাজিয়ে শেষ করে কার্ল বলল। আর দেখল ক্লারার দুচোখে জল।

তারপর পাশের ঘর থেকে হাততালির আওয়াজ পাওয়া গেল। 'কেউ শুনছে!' চিৎকার করে কার্ল বলল। সে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। 'ম্যাক', ক্লারা মৃদু স্বরে বলল। সে শুনতে পাচ্ছিল ম্যাক চেঁচাচ্ছে : 'কার্ল রশম্যান, কার্ল রশম্যান!'

পিয়ানোর উপর দিয়ে দু'পা দুলিয়ে নিয়ে কার্ল দরজা খুলল। সে দেখল ম্যাক একটা ডবল বিছানায় আধবসা ও আধশোওয়া হয়ে রয়েছে। তার পায়ের উপর কম্বল ছড়ানো। বিছানায় নীল রেশমের চাঁদোয়া ইস্কুলছাত্রীর মতো পোশাক আর কি। খাটটা সাদামাটা আর কোনোরকম ভাবে শক্ত ভারি কাঠের তৈরি। বিছানার পাশের টেবিলে একটা মোমবাতি জ্বলছিল ; কিন্তু ম্যাকের রাতের পোশাক আর বিছানার চাদর সবই এত সাদা ছিল যে মোমবাতির আলো বিচ্ছুরণে সবকিছু চোখধাঁধানো উজ্জ্বল লাগছিল এমন কি চাঁদোয়াটাও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ; বিশেষ করে এর পাকানো প্রান্তদেশ যেখানটা আঁটোসাঁটো করে বাঁধা ছিল। কিন্তু ম্যাকের পেছন আর সারা ঘরটায় যেন জমাট অন্ধকার। ক্লারা খাটের ডান্ডিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দুচোখ কেবল ম্যাকের উপর।

'এই যে কার্ল', ম্যাক বলল, 'তুমি বেশ ভালো বাজাও, আমি তো তোমার অশ্বারোহণে দক্ষতার কথাই জানতাম।'

'আমি দুটোতেই সমান অপটু', কার্ল বলল, 'আমি যদি জানতাম তুমি শুনছ, আমি বাজাতাম না। কিন্তু তোমার ক্লারা—', সে থামল। বাগ্‌দত্তা শব্দটা উচ্চারণে তার বাধল, কারণ ক্লারা ও ম্যাক আগেই এক বিছানায় ঘুমিয়েছে।

'কিন্তু আমি অনুমান করেছিলাম', ম্যাক জানাল, 'এজন্য ক্লারা তোমাকে ন্যুইয়র্ক থেকে এখানে ভুলিয়ে এনেছে নয়তো তোমার বাজনা আমার শোনাই হত না। যথেষ্ট পাকা হাতের বাজনা নিশ্চয়, দুটো সুরেই সহজ অথচ সুন্দরভাবে বাজিয়েছ যদিও দু'একটা ছোটখাট ত্রুটি ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে আমার বেশ ভালো লেগেছে। তবে কোনো পিয়ানোবাদককে আমার কখনোই খুব খারাপ লাগেনি। কিন্তু তুমি কি বসবে না? আমাদের সঙ্গে একটু সময় কাটাও না। ক্লারা, ওকে একটা চেয়ার দাওতো।'

'ধন্যবাদ, কার্ল ইতস্তত করে বলল : 'আমি থাকতে পারছিনা, থাকতে পারলে ভালোই লাগত। এত দেরি করে আমি আবিষ্কার করলাম যে এ বাড়িতে এরকম একটা আরামদায়ক ঘর রয়েছে।'

'আমি সব ঘরগুলোকেই এরকম পুনর্নির্মাণ করতে চাই', ম্যাক বলল।

www.BanglaBook.org

ঠিক তখনই পর পর বারোটা ঘণ্টা বাজল যেন ঘণ্টাগুলো একটা আর একটার উপর আছড়ে পড়ছে। কার্লের মনে হল ঘড়ির ঘণ্টার দোলনে যে হালকা হাওয়া তৈরি হচ্ছে তাযেন তার গলায় এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কি গ্রাম রে বাবা, যেখানে এমন ঘন্টা বাজে।

'এবার আমার যাবার সময় হয়েছে', কার্ল তার হাত ক্লারা ও ম্যাকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। কিন্তু করমর্দন না করেই সে বারান্দার দিকে দৌড়ে চলে গেল।

সে কোনো লণ্ঠন দেখতে পেল না। তার অনুশোচনা হল কেন যে সে চাকরটাকে আগেই টিপ্‌স দিয়ে দিয়েছে।

সে দেওয়াল ধরে তার ঘরের দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু অর্ধেকটা পথ যেতে না যেতেই সে দেখল হাতে মোমবাতি তুলে নিয়ে মি. গ্রিন দ্রুত তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। মোমবাতির পাশে তার হাতে একটা চিঠিও ধরা রয়েছে।

'রশম্যান, তুমি এলে না কেন? আমাকে বসিয়ে রেখেছ কেন? মিস ক্লারার সঙ্গে এতক্ষণই বা তুমি কি করছিলে?'

'কত প্রশ্ন!' কার্ল ভাবল, 'উনি তো আমাকে প্রায় দেওয়ালে টুকেই দিচ্ছিলেন। কারণ মি. গ্রিন কার্লের প্রায় কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন আর কার্লকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছিল। এই বারান্দায় মি. গ্রিনকে অদ্ভুত দর্শন লাগছিল। কার্ল মনে মনে মজা করল যে মি. গ্রিন যে কোনো সময় মি. পোলাণ্ডারকে খেয়ে ফেলবেন।

'তোমার কথার কোনো দাম নেই। তোমার বারোটায় নিচে নামার কথা। আর তা না করে তুমি মিস ক্লারার ঘরের সামনে ঘুরঘুর করছ। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে মাঝরাতে তোমাকে আমি একটা আকর্ষণীয় সংবাদ দেব। এটাই সেটা'। এটা বলেই তিনি কার্লকে চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন। খামের উপর লেখা ছিল—'কার্ল রশম্যানকে, যেখানে থাকুক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে মাঝরাতে দেওয়া হবে'।

'যাই হোক্', মি. গ্রিন বললেন যখন কার্ল চিঠিটা খুলছিল : 'আমার কিছুটা ধন্যবাদ প্রাপ্য আমি তোমাকে ন্যুইয়র্ক থেকে ধাওয়া করে এসেছি ; শুধু তোমার জন্য যাতে করে তুমি এই বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমাকে আশা না করতে পার।'

'আমার মামার চিঠি', কার্ল চিঠিটার উপর লেখাটা দেখেই বলল। 'আমি এটা আশা করেছিলাম', সে গ্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল।

মোমবাতিটা কার্লের মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে মি. গ্রিন বললে : 'তুমি আশা করবে কি না করবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তুমি এখন ওটা পড়তো'।

মোমবাতির আলোয় কার্ল পড়তে শুরু করল :

'প্রিয় ভাগ্নে,

আমাদের অল্প সময়ের মিলিত জীবনে তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে যে আমি এক কথার লোক। এটা মাঝে মাঝে যারা এখানে আসে তাদের কাছে বা আমার কাছেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরক্তিকর। কিন্তু আমার নীতিই আমাকে আজকের আমিকে তৈরি করেছে আর আমি কোনোমতেই আমার নিজস্বতা নষ্ট করতে নারাজ। এমনকি আমার স্নেহের ভাগ্নে, তোমার কাছেও। যদিও তুমিই প্রথম যে আমাকে একটা সাধারণ অপমানে অপমানিত করলে। তা যদি না হত তাহলে আমার এই যে দুটো হাতে চিঠিটা ধরে আছি, এই হাত দুটো দিয়ে তোমাকে ধরে নিয়ে মাথায় তুলে রাখতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যাপারটা আর সেরকম পর্যায়ে নেই। আজকের ঘটনার পর তোমাকে আমি তাড়িয়েই দিতে চাই। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি কখনো আমার কাছে মুখ দেখাতে এসো না— বা চিঠি লিখে বা অন্য কোনো মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা কোরো না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজ তুমি ওখানে গিয়েছ ; সুতরাং তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমার জীবন কাটাও। তাহলেই বুঝব এটা পুরুষের সিদ্ধান্ত। এই চিঠির বাহক হিসাবে মি. গ্রিন, আমার পরম বন্ধুকে বেছে নিয়েছি যে তোমাকে যা-তা কথাও শোনাতে পারে ; সেসব আমার হাতে নেই। উনি খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি, তোমার স্বাধীন জীবনের প্রথম ধাপে উনি কিছু উপদেশ ও সাহায্যও করতে পারেন। আমাদের এই বিচ্ছেদ নিয়ে এর বেশি ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমি নিজেকে বারবার বলছি, কার্ল, তোমাদের পরিবার থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। যদি মি. গ্রিন তোমাকে তোমার বাক্স ও ছাতা দিতে ভুলে যান, তুমি তাকে মনে করিয়ে দিও।

ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল হোক্।

তোমার বিশ্বস্ত
জেকবমামা

'পড়া শেষ?'

'হ্যাঁ', কার্ল বলল, 'আপনি আমার বাক্স ও ছাতাটা এনেছেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

গ্রিন বললেন : 'এই যে', কার্লের বেড়াবার বাক্সটা এতক্ষণ তার পেছনে বাঁহাতে ধরেছিলেন, কার্লের পাশে।

'ছাতাটা?' কার্ল আবার জিজ্ঞেস করল।

'সবই আছে', ছাতাটা তার ট্রাউজারসের পকেটে ঝোলানো ছিল ; সেটা বার করে মি. গ্রিন বললেন : 'স্কুবাল, হ্যামবুর্গ-আমেরিকান লাইনে কাজ করেন, এক ইঞ্জিনীয়ার, এগুলো এনেছেন। তিনি বললেন তিনি এগুলো জাহাজে পেয়েছেন। সময় পেলে ওকে ধন্যবাদ জানিও।

ছাতাটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়ে কার্ল ভাবল, 'এখন অন্তত আমার পুরনো জিনিসগুলো ফিরে পাওয়া গেছে'।

'সেনেটর বলেছেন এবার থেকে জিনিসগুলোর যেন বেশি যত্ন নাও', মি. গ্রিন বললেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, একটু ব্যক্তিগত কুতূহলী হয়ে, 'কি অদ্ভুত ধরনের বাক্স এটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কার্ল উত্তর দিল : 'যে কোনো লোক যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় তখন এটা তার সঙ্গে থাকে। এটা আমার বাবা'র পুরনো বাক্স। এটা বেশ কাজেরও, সে যোগ করল, 'যদি না ওটাকে তুমি কোথাও ফেলে আস'।

মি. গ্রিন বললেন, 'তাহলে শেষমেশ তোমার উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তুমি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমেরিকাতে তুমি দ্বিতীয় মামা পাবে না। এখানে একটা জিনিস আছে—সানফ্রান্সিকোতে যাবার তৃতীয় শ্রেণির টিকিট। আমি তোমাকে ওখানে পাঠাতে চাইছি কারণ প্রথমত পশ্চিমের চেয়ে ওদিকটাতে উপার্জনের সুযোগ অনেক বেশি আর দ্বিতীয়ত এখানে তোমার মামার সব জায়গায় চেনাজানা আর তাতে করে তোমাদের দেখাসাক্ষাৎ এড়ানো যাবে না। ফ্রিস্কোতে তুমি তোমার মতো করে সব কাজ করবে, নিচে থেকে শুরু করলে তবে তো উপরে উঠবে'।

এসব কথায় কার্ল কোনো ঈর্ষার ছাপ দেখতে পেলনা। সারা সন্ধে মি. গ্রিন এই খারাপ খবরটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন তো ওকে খুব একটা ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে না। ওর সঙ্গে এখন খোলামেলা আলোচনাও করা যায়, অন্যদের সঙ্গে যা চলে না। এত খারাপ ও যন্ত্রণাদায়ক খবরটা যে বয়ে এনেছে সেটা তার দোষ নয়। সে ততক্ষণই সন্দেহজনক ছিল যতক্ষণ সে এই খবরটাগোপন রেখেছিল। 'আমি এ বাড়ি ছেড়ে এক্ষুনি যাব', কার্ল ভেবেছিল যে মি. গ্রিন নিশ্চয় তার অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে বুঝবেন। সে বলল, 'আমি মামার ভাগ্নে হিসেবে এখানে নিমন্ত্রিত ছিলাম ; একজন অচেনা লোক হিশেবে এখানে আমার কোনো কাজ নেই। আপনি কি আমাকে বেরোবার রাস্তাটা বলে দেবেন এবং আমাকে জানাবেন কিভাবে আমি কোনো সরাইখানাতে পৌঁছতে পারি?'

'যত তাড়াতাড়ি পার', মি. গ্রিন জানালেন, 'তুমি বোধহয় আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইছ না।'

মি. গ্রিন যেভাবে তাড়াতাড়ি পা ফেলছিলেন তা' দেখে কার্ল থমকে গেল। এত তাড়া কিসের? সে ভাবল। সে মি. গ্রিনের কোটের ঝুলে টান দিল আর আসল অবস্থাটা ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করল : 'আপনি একটা কথা খুলে বলুন তো, খামের ওপরে কেবল লেখা ছিল আমি যেখানেই থাকিনা কেন মাঝরাতে যেন আমাকে ওটা দেওয়া হয়। তাহলে আমি যখন এগারোটা পনেরো মিনিটে এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম তখন ওটা আমাকে দেওয়া হয়নি কেন? এটা করে আপনি তো মামার নির্দেশ অমান্য করেছেন।'

গ্রিন একটা নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত দেখিয়ে কার্লের বোকা বোকা প্রশ্নের উত্তর দিলেন : 'ওখানে কি লেখা আছে যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমার পেছনে ধাওয়া করে তবে তোমাকে ঐ খামটা দেব? চিঠির বিষয় পড়ে কি মনে হল যে ওপরের

www.BanglaBook.org

লেখাটা অদ্ভুত ধরনের হবে? যদি তোমাকে এখানে না রাখতাম তাহলে মাঝরাতে চিঠিটা তোমাকে খোলা রাস্তায় পৌঁছে দিতে হত।'

'না', অবিচলিত কার্ল উত্তর দিল, 'এটা সেরকম কিছু নয়। এটাতে লেখা আছে 'মাঝরাতে দিতে হবে। আপনি আমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারতেন কিংবা মাঝরাতে আমি মামার কাছে ফিরে যেতে পারতাম। যদি মি. পোলাণ্ডার অনুমতি দিতেন আপনি তো নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাকে মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন ; সেটা তো আপনি একবারও বলেন নি? অথচ আমি বারবার ফিরে যাবার কথা বলেছি। খামের উপরের লেখাটা কি মাঝরাতকে আমার শেষ পরিণতির সময় বলে বলছে না? আর এটা যে আমি আগে পাইনি, তার জন্য আমি আপনাকেই দায়ী করছি।'

কার্ল চতুর দৃষ্টিতে মি. গ্রিনের দিকে তাকাল আর সে স্পষ্ট দেখল তার দু'চোখে ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার আনন্দ ও লজ্জার দ্বন্দ্বের দৃষ্টি প্রতিফলন। তারপর সে সবকিছু নিয়ে নিল। কার্ল অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। তবুও যেন কার্লের অভিযোগ উপেক্ষা করার জন্য মি. গ্রিন বললেন : 'আর একটি কথাও নয়।' তারপর তিনি কার্লকে ধাক্কা দিলেন। কার্ল আবার তার বাক্স ও ছাতা তুলে দিয়ে মি. গ্রিনের খুলে দেওয়া দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হতবাক কার্ল খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে। রেলিংভাঙা বাইরের সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। সে শুধু নেমে এল। তারপর ডানদিকের রাস্তা ধরে সোজা বড় রাস্তায়।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সে রাস্তা হারাল না। নিচে বাগানে ছেড়ে দেওয়া কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে করতে গাছের ছায়ায় দৌড়োদৌড়ি করছিল। নিস্তব্ধ রাতে সে ঘাসের উপর কুকুরগুলোর লাফানোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

কুকুরগুলো কার্লের কোনো ক্ষতি করল না। কার্ল নিরাপদে বাগান থেকে বেরিয়ে এল। সে বুঝতে পারল না ন্যুইয়র্ক শহর কোন্ দিকে। এখানে আসার পর সে কোনোদিনই কোনদিকে চোখ ফিরিয়ে কিছু দেখেনি। তাহলে সেগুলো তার কাজে লাগত। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল সে ন্যুইয়র্ক যাবে না। যেখানে তাকে কেউ চায় না, সেখানে তো নয়ই। সেজন্য যে কোনো একটা দিকে রওনা দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

৪

র‍্যামেসেসের পথ

ছোট হোটেলটায় যেখানেকার্ল একটু হেঁটে গিয়ে পৌঁছল সেটা ন্যুইয়র্কের গাড়ি ও লরিচালকদের শেষ খাবার জায়গা। তবে সেখানে থাকার মতো বিশেষ জায়গা ছিল। কার্ল সবচেয়ে সস্তার বিছানাটা চাইল কারণ সে ভাবল এবার থেকে ভেবেচিন্তে খরচ করতে হবে। তার অনুরোধ শুনে হোটেলের মালিক তাকে হাত দিয়ে সিঁড়ির নিচে এমনভাবে দেখাল মনে হল সে যেন চাকর-বাকর কিছু একটা হবে। সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা নোংরা কুৎসিত বুড়ি, হঠাৎ ঘুম ভাঙায় খানিকটা জড়সড়, তার কথা না শুনেই তাকে অভ্যর্থনা জানাল ; তাকে সবসময় সতর্ক করতে লাগল যে সে যেন টিপে টিপে পা ফেলে ; তাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে 'চুপ' বলে সেই ঘরের দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিল।

এত অন্ধকার যে কার্ল প্রথমে বুঝতে পারল না যে জানালার পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে না ঘরে আদৌ কোনো জানলা নেই। কিন্তু ঘরের শেষে সে একটা আলো আসার ঘুলঘুলি জানালা দেখতে পেল। ওটার ঢাকনা একপাশে সরানো ছিল ; সেজন্য ওটা দিয়ে অল্প আলো আসছিল। ঘরে দুটো বিছানা ছিল দুটোই দখল হয়ে গিয়েছে। সে দেখল দু'জন যুবক অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কি এক দুর্বোধ্য কারণে তাদেরকে দেখে তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না ; একজনের জামাকাপড়, অন্যজন তো বুট পরেই ঘুমোচ্ছিল।

ঠিক যখন কার্ল ঘুলঘুলি জানালাটা খুলে দিল, ঘুমন্ত ব্যক্তিদের একজন তার হাত এবং পাদুটো উপরে তুলে দিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও কার্ল হেসে ফেলল।

শিগগির সে বুঝতে পারল, ঘুমোবার কোনো জায়গা তো নেই-ই, কোনো কৌচ, কোনো সোফা যে একটু গড়িয়ে নিতে পারে। যেহেতু তার সদ্য উদ্ধার হওয়া বাক্স আর সঙ্গে কিছু টাকা রয়েছে সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু সে সেখান থেকে চলে যেতেও চাইল না। সে তো জানেনা কিভাবে সে ঐ বুঝিটা বা হোটেলের মালিককে পাশ কাটিয়ে সে এখান থেকে বেরোবে। আসলে খোলা রাস্তায় সে যতটা নিরাপদ এখানেও ততটাই। আবছা আলোয় যতটা দেখতে পাচ্ছিল তাতে তার মনে

www.BanglaBook.org

হল ঘরের মধ্যে মালপত্রের কোনো চিহ্ন নেই। সম্ভবত, খুব সম্ভবত ঐ দুজন লোক চাকর-বাকর হবে যাদেরকে হোটেলের খদ্দেরদের জন্য তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ; তাই ওরা পোশাক পরেই শুয়ে পড়েছে। তাহলে তো এখানে ঘুমানোটা একেবারেই সম্মানের নয়, তবে ঝুঁকিও নেই। তবে তার সন্দেহ না ঘুচে যাওয়া পর্যন্ত তার ঘুমিয়ে পড়া ঠিক নয়।

বিছানার উপর একটা দেশলাই সমেত মোমবাতি পড়ে ছিল। কার্ল ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে মোমবাতিটা নিয়ে এল। মোমবাতি জ্বালানো নিয়ে তার কোনো সংশয় ছিল না কারণ মালিকের বাড়ি যেখানে সেখানে ঐ দু'জনের মতো তারও সমান অধিকার। তাছাড়া ওরা তো অর্ধেক রাত ঘুমিয়ে নিয়েছে আর তার চেয়ে অনেক বেশি বিছানার ভাগ নিয়ে নিয়েছে। তবে খুব পা টিকে টিপে সে ঘোরাল রাখল যাতের তাদের ঘুম না ভেঙ্গে যায়।

প্রথমেই সে তার বাক্সটা পরীক্ষা করতে চাইল, তার ভেতর সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। তাছাড়া আর তো ভালো করে মনেও নেই ওটার ভেতর কি রয়েছে। হয়তো সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কারণ স্কুবালের হাতে কিছু পড়লে সেটার আর অক্ষত থাকবার সম্ভাবনা কম। অবশ্য সে জেকবমামার কাছ থেকে বড়ো কিছু পেতে পারত, কিন্তু যদি কিছু হারায় তাহলে সমস্ত দোষ বাক্সটার সত্যিকার প্রহরীর, মি. বাটারবাউম।

বাক্সটা খুলেই কার্ল আতংকিত হল। কত ঘণ্টা ধরে খুলেছে, গুছিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখন সবকিছুই এত অগোছালো যে যখনই সে চাবিটায় চাপ দিল বাক্সের ঢাকনাটা লাফিয়ে খুলে গেল।

আবার তার আনন্দ হল যে সে যে স্যুটটা জাহাজে পরেছিল বাক্সটা খুলে কেউ সেটাকে ওর মধ্যে ভরে দিয়েছে অথচ ওটা বাক্সের মধ্যে থাকার কথাই নয়। সামান্যতম জিনিসও হারায়নি। তার জ্যাকেটের গোপন পকেটে শুধু তার পাসপোর্ট নয়—তার বাবা-মা তাকে যে টাকা দিয়েছিলেন তাও আছে। ফলে সঞ্চয়ের টাকা আর ঐ টাকা মিলে তার আপাতত কাজ চলে যাবে। এমন কি তার আন্তর্বাসগুলো যেগুলো সে পরেছে সেগুলো কেউ কেচে ইস্তিরি করে রেখে দিয়েছে। সে তার ঘড়িটা আর টাকাটা তার বিশ্বস্ত গোপন পকেটে রেখে দিল। কেবল অনুতাপের ব্যাপার হল সেই 'ভেরোনিজ সালামি' যেগুলো তখনো সেখানে ছিল, তার গন্ধ সবকিছুতে লেগে গিয়েছে। যদি গন্ধটা সে কোনোক্রমে মুছে ফেলতে পারত, এটা নিয়ে সে কয়েকমাস কাটিয়ে দিতে পারত।

যখন সে বাক্সের তলায় পকেট বাইবেলটা, কিছু চিঠির কাগজ, তার বাবা-মার কয়েকটা ছবি দেখছিল, তার টুপিটা বাক্সের মধ্যে পড়ে গেল। পুরনো পরিবেশে সে এটাকে সহজেই চিনতে পারল ; এটা তারই টুপি যেটা তার বাবা-মা তাকে সমুদ্রযাত্রার

www.BanglaBook.org

সময় পরতে দিয়েছিলেন। যাই হোক্ না কেন, বিচক্ষণতাবশত সে টুপিটা জাহাজে পরেনি কারণ সে জানত আমেরিকাতে সবাই নরম পাতলা টুপি পরে, কিনারাওয়ালা হ্যাটটুপি পরে না। সেজন্য এখানে পৌঁছবার আগে সে টুপিটা পরেনি। আর মি. গ্রিন এটা দিয়েই তাকে বোকা বানালেন। জেকবমামা কি এটা করতেও তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন? অনিচ্ছায় বিরক্ত হয়ে সে বাক্সের ঢাকনাটা সশব্দে বন্ধ করল।

আর উপায় রইল না। শব্দ শুনে দুই ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠল। প্রথমজন শরীরে টান দিয়ে হাই তুলল। তারপর দ্বিতীয় জনও তাই করল। বাক্সের সমস্ত জিনিস টেবিলের উপর স্তূপীকৃত ছিল। যদি লোকগুলো চোর হয়, তাহলে ওরা উঠে গিয়ে ওদের পছন্দসই জিনিসগুলো নিয়ে নেবে। এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সে অনুভব করল সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর সে মোমবাতিটা হাতে নিয়ে তাদের বিছানার কাছে গেল আর তাদেরকে জানাল সে কিভাবে এখানে এসেছে। তারা বোধহয় এত ব্যাখ্যা শুনতে চায়নি। তাদের এত ঘুম পাচ্ছিল যে তারা কথা বলবার অবস্থায় ছিল না। কোনোরকম বিস্ময় না দেখিয়ে তারা শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা দুজনেই যুবক। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে তাদের মুখের হাড় ধারালো হয়ে গিয়েছে ; চিবুকে না কামানো দাড়ি, দীর্ঘদিন না কাটা চুল এলোমেলো। এখনো ঘুমে আচ্ছন্ন তারা বসে যাওয়া চোখ ঘসতে লাগল।

কার্ল তাদের ক্ষণিক দুর্বলতার সুযোগ ব্যবহার করতে চাইল। সে বলল : 'আমার নাম কার্ল রশম্যান। আমি একজন জার্মান। আমাকে বলো তো তোমাদের নাম কি? আর তোমাদের দেশ কোথায়? তবে আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের সঙ্গে এক বিছানায় আমি ঘুমোব না কারণ আমি দেরী করে পৌঁচেছি আর আমার ঘুমোবার ইচ্ছেও নেই। আর আমার ভালো স্যুট দেখে তোমরা ভুল ধারণা কোর না। আমি গরীব এবং আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এদের মধ্যে বেঁটে লোকটি যে বুটসমেত শুয়েছিল তার হাত-পা-শরীর ভঙ্গী দেখিয়ে বলতে চাইল যে এতে তার কোনো আগ্রহ নেই আর মন্তব্য করবার মতো কোনো সময় নেই। এই বলে সে আবার শুয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল। ঘুমানোর আগে ক্লান্ত হাত নেড়ে সে বলল : ঐ লোকটি রবিনসন—একজন আইরিশ আর আমি ডেলামারশে—আমি একজন ফরাসী। এবার তুমি চুপ কর।' বলা শেষ না হতেই সে এক ফুঁয়ে কার্লের হাতে ধরা মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বালিশে ধপ্ করে মাথাটা এলিয়ে দিল।

'যাক্ কিছুক্ষণের জন্য বিপদ এড়ানো গেল,' টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে কার্ল মনে মনে বলল। যদি ঘুমানোটা ওদের ভান না হয় তাহলে সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। একটা ব্যাপারে তার খট্‌কা লাগছে, ওদের একজন আইরিশ। বাড়িতে কোন একটা বইতে পড়েছে, কার্ল এখন বইটার নাম মনে করতে পারছে না—যদি তুমি কখনো

www.BanglaBook.org

আমেরিকা যাও আইরিশদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকবে। যখন সে মামাবাড়িতে ছিল এই আইরিশ বিপদ সম্পর্কে জানার তার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সে ভেবেছিল বাকি জীবনটা তার কোনো অভাব-অভিযোগ হবে না। সে এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে এসেছে। সুতরাং সে ভাবল ঐ আইরিশ ব্যক্তিকে সে আর একবার ভালো করে দেখে নেবে। সে আবার মোমবাতি জ্বালাল আর লক্ষ্য করল ফরাসী ব্যক্তিটার চেয়ে আইরিশটাকে অনেক সহনীয় মনে হচ্ছে। তার গাল এখনও গোলাকার আর সে ঘুমের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসছে। কার্লের তো তাই মনে হল। সে বেশ পা টিপে টিপে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল।

কার্ল স্থির সিদ্ধান্ত নিল, সে ঘুমোবে না। ঘরের মধ্যে রাখা একমাত্র চেয়ারে সে বসে পড়ল। যেহেতু সামনে সারারাত পড়ে রয়েছে সে তখনকার মতো বাক্স বাঁধাছাঁদার কাজ স্থগিত রাখল আর কিছু না পড়েই বাইবেলের পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর সে তার বাবা-মায়ের একটা ছবি তুলে নিল। তার মায়ের পেছনে তার বেঁটেখাটো বাবা ঋজু দাঁড়িয়ে। তার মা আরামচেয়ারে একটু জড়সড় হয়ে বসা। বাবার এক হাত চেয়ারের পেছনে রাখা, অন্য হাত মোড়া—তার পাশে একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর খোলা ছবির বই-এর ওপর। আর একটা ছবিতে কার্ল তার বাবা-মায়ের সঙ্গে। এতে তার বাবা-মা তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে, আর সে তাকিয়ে ক্যামেরার দিকে—আলোকচিত্রী যেমনটি বলেছে আর কি। কিন্তু এই ছবিটা তো সে জাহাজে আসার সময় নেয়নি।

সামনে পড়ে থাকা ছবিটার দিকে সে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইল আর বিভিন্ন কোণ থেকে তার বাবার চোখদুটো ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু তার বাবাকে কোনোভাবেই জীবন্ত মনে হল না। যদিও সে মোমবাতিটা বিভিন্ন জায়গায় রেখে ছবিটা আলোকিত করল ; তার পুরু খাড়া গোঁফটাও বাস্তব বলে মনে হল না ; এ ছবিটা ভালো হয়নি। তার মাকে বরং ভালো লাগছিল ; তার মুখটা এমনভাবে বাঁকা দেখাচ্ছিল মনে হচ্ছে কেউ তাকে আঘাত করেছে বা কেউ তাকে হাসতে বাধ্য করেছে। কার্লের মনে হল যে কেউ ছবিটার দিকে তাকালে এটাই ভাবতে বাধ্য হবে। তার মনে হবে, হয় সমস্ত ব্যাপারটা অতিরঞ্জন, নয়—বোকা বোকা দর্শন। কিভাবে একটা ছবি থেকে তার অন্তরের গোপন কথা বোঝা যায়? তারপর সে ছবিটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার সে যখন ছবিটার দিকে তাকাল সে তার মায়ের হাতটা লক্ষ্য করল। তার মায়ের হাতটা চেয়ার থেকে মাটির দিকে একটু ঝুলে পড়েছে, চাইলেই চুম্বন করা যায়। সে ভাবল তার বাবা-মাকে চিঠি লেখা উচিত কিনা। তার বাবা-মা তার সঙ্গে এসেছিলেন। তার বাবা হ্যামবুর্গ পর্যন্ত এসে তবে তাকে ছেড়েছিলেন। সেই ভয়ংকর সন্ধ্যা। তার মা, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, তাকে বলছিলেন যে তাকে আমেরিকা চলে যেতে হবে। তখনই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে তার বাবা-মাকে কোনোদিনও চিঠি

www.BanglaBook.org

লিখবে না। কিন্তু এই অচেনা পরিবেশ, একজন অনভিজ্ঞ কিশোরের সিদ্ধান্তের কোনো অর্থ আছে কি? তাদের কাছে সে শপথ করেছিল, দু'মাস আমেরিকাতে থাকলেই সে আমেরিকান সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার হয়ে যাবে। অথচ আজ একটা চিলেকোঠায় দু'জন ভবঘুরের সঙ্গে, ন্যুইয়র্ক থেকে অনেক দূর ছোট একটা মোটেলে—সে অবশ্য স্বীকার না করে পারলনা, এটাই তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। তার বাবা-মার মুখের হাসিটা দেখে সে বুঝতে চাইল তারা এখনও তাদের ছেলের কোনো সংবাদ শুনতে ইচ্ছুক কিনা।

এসব ভাবতে ভাবতে সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে সে আর জেগে থাকতে পারল না। ছবিগুলো তার হাত থেকে পড়ে গেল ; সে তার মুখ শুইয়ে দিল পড়ে যাওয়া ছবিগুলোর উপর ; তার গালে ছবির ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগছিল আর একটু আরাম অনুভূত হতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে কেউ তার বগলে কাতুকুতু দিতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। ফরাসী লোকটা তার স্বাধীনতার এই ব্যবহার করছিল। কিন্তু আইরিশ লোকটাও কার্লের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। রাতে যতটা আগ্রহ নিয়ে সে তাদের দেখছিল তারা দু'জনেই সমান কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়েছিল। কার্ল খুব অবাক হল কারণ জেগে উঠেই তারা কেন তাকে জাগায়নি। তাদের চুপিচুপি কাজ সারার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য রাখার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সে জোর ঘুমাচ্ছিল। তারা ইতিমধ্যে পোশাক বদলায়নি বা দেখে যা মনে হচ্ছে হাতমুখও ধোয়নি।

তারা এবার ভালো করে পরিচয় করতে চাইল। একটা নিশ্চিত সৌজন্য! কার্ল বুঝতে পারল তারা দু'জনেই ন্যুইয়র্কে বরখাস্ত হয়ে যাওয়া মেকানিক ; এখন শূন্য হাতে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর প্রমাণ দেখানোর জন্য রবিনসন তার জ্যাকেটের বোতাম খুলে দেখাল, বলল যে তার কোনো জামা নেই। কিন্তু যে কেউ এটা অনুমান করতে পারে কারণ তার ঢিলে কলারটা জ্যাকেটের গলার সঙ্গে আটকানো। ন্যুইয়র্ক থেকে দু'দিনের হাঁটাপথ ব'টারফোর্ড। সেখানে নাকি ভালো কাজ পাওয়া যায়। সেদিকেই তারা কাজের খোঁজে চলেছে। কার্ল যদি তাদের সঙ্গ নেয়, তাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা কথা দিল যে তারা কার্লের বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাবে ; আর যদি তারা কোনো কাজ খুঁজে পায় তাকে তারা শিক্ষানবিশ করে নেবে ; কাজ যদি সত্যিই মেলে ওটা কোনো ব্যাপার নয়। কার্ল তখনো তাদের সঙ্গে একমত হয়নি এমন সময় তারা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাকে তার স্যুটটা খুলে ফেলতে বলল। কারণ ওটা পরে থাকলে তার কাজ খুঁজতে অসুবিধে হবে। ঐ বাড়িতে স্যুটটা খুলে ফেলা সুবিধে কারণ ঐ বুড়িটা পুরনো জামাকাপড়ের ব্যবসা করে। কার্ল স্যুটটা নিয়ে কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। তারা স্যুটটা খুলে ফেলতে তাকে সাহায্য করল। তারপর তারা ওটা নিয়ে চলে গেল। একা একা কার্ল। তখনো তার ঘুমের ঘোর কাটেনি। সে ধীরে ধীরে তার

www.BanglaBook.org

জাহাজযাত্রার সময়ের স্যুটটা পরে নিল। ভালো স্যুটটা বিক্রি করে দেওয়ায় সে নিজেকেই তিরস্কার করছিল। কারণ এটা তাকে শিক্ষানবিশের কাজ পেতে বাধা দিলেও ভালো অবস্থার স্বীকৃতি তো দিতে পারত। সে তাদেরকে ওটা ফিরিয়ে নেবার জন্য ডাকতে যাবে বলে যেই দরজা খুলল তাদের মুখোমুখি হয়ে গেল। তারা আধডলার টেবিলের উপর রেখে দিল। ওটুকুই ছিল তার স্যুটের বিক্রয়মূল্য! তবে তাদেরকে এত হাসিখুশি দেখাচ্ছিল এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তারা তাকে ঠকিয়েছে এবং ভালো রকমের লাভও করেছে।

কিন্তু তখন তো তাদেরকে একথা বলার সময় ছিল না কারণ সেই বুড়িটা এল যাকে সে আগের রাতে যেমন ঘুমন্ত দেখেছে সেরকমই ঘুম ঘুম চোখে এসে তাদের তিনজনকে বারান্দায় বের করে দিল ; ঘরটা নতুন খদ্দেরদের জন্য তৈরি রাখতে হবে। এর কোনো মানে ছিল না। বুড়িটা তার হিংসে থেকেই এটা করেছিল। কার্ল তার জিনিসপত্র বাক্সে ভরছিল। কিন্তু বুড়িটা তার এক একটা জিনিস এত ঠেসে বাক্সে ভরতে লাগল মনে হল সে কতগুলো বন্য জন্তুকে কব্জা করার চেষ্টা করছে। দুজন মেকানিক তার পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। তবে এটা তারা ভুলেও ভাবছিল না যে কার্লকে তারা সাহায্য করছিল। বুড়িটা বাক্স বন্ধ করেই কার্লের হাতে বাক্সের হাতলটা গুঁজে দিল। মেকানিকদের সঙ্গে করমর্দন করল আর তাদেরকে সাবধান করে দিল যে যদি তারা এক্ষুনি ঘর থেকে না বেরোয় তাদের ভাগ্যে কোনো কফি জুটবে না স্পষ্টতই সে ভুলে গেছে যে কার্ল তাদের সঙ্গে প্রথম থেকে ছিল না; সে তাদের তিনজনকে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। আসলে সবাইকে এক করার একটাই কারণ দু'জন মেকানিকই তো কার্লের স্যুটটা বুড়ির কাছে বিক্রী করে এসেছে।

তারা অনেকক্ষণ ধরে, বারান্দায় পায়চারি করল। ফরাসী লোকটা যে কার্লের হাত ধরেছিল, ঈশ্বরের নামে দিব্যি কেটে বলল যে মালিককে দেখতে পেলেই সে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে আর তার হাত মুঠো করে এমন একটা ভঙ্গী করল যে সে যেন আগামী লড়াই-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। অবশেষে একটা সরল বাচ্চা ছেলে এল। ছেলেটা এতই ছোট যে তাকে আঙুলের ডগায় ভর করে দাঁড়িয়ে ফরাসী লোকটার হাতে কফিপাত্র তুলে দিতে হল। দুর্ভাগ্যবশত একটিই কফির পাত্র ছিল। তারা কোনোভাবেই ছেলেটিকে বোঝাতে পারল না যে কফি পান করার জন্য তাদের গেলাস দরকার। সুতরাং একেবারে একজন কফি পান করল, বাকি দু'জন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। কার্ল এভাবে কফি পান করতে শেখেনি, কিন্তু সে তাদের দু'জনকে রাগাতে চাইল না। সুতরাং যখন তার পালা এল সে পাত্রটা মুখের কাছে নিয়ে এল ঠিকই কিন্তু একটুও কফি পান করল না।

বিদায় নেবার ভঙ্গী হিশেবে আইরিশ লোকটা কফির পাত্রটা পাথরের পতাকার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। কেউ দেখল না কখন তারা বেরিয়ে এল। ঘন হলদেটে

www.BanglaBook.org

সকালের কুয়াশার মধ্য দিয়ে তারা পাশাপাশি চুপচাপ রাস্তা ধরে হাঁটছিল। কার্ল তার বাক্স বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কারণ যতক্ষণ না মুখ ফুটে সে কিছু বলে তার ভার লাঘব করার কোনো চেষ্টা তাদের মধ্যে আছে বলে তার মনে হল না। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি কুয়াশার ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। সেগুলো এত সুন্দর আর এত জোরে যাচ্ছিল যে গাড়ির মধ্যে কেউ রয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর যেন গাড়ির স্তম্ভ সারি সারি—ন্যুইয়র্কের রসদ বয়ে আনা গাড়ি—পাঁচটা রাস্তা ধরে একটানা চলতেই আছে। কারো পক্ষে রাস্তার ওপারে যাওয়া অসম্ভব। বিরতির সময়ে রাস্তাটা যেন একটা বর্গক্ষেত্র আর মাঝখানে একটা উঁচু জায়গা। সেখানে একজন পুলিশ একটা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে মূল রাস্তার এবং পাশাপাশি রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছিল। এই পুলিশের কাজ ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যতক্ষণ না পরবর্তী বর্গক্ষেত্র, পরবর্তী পুলিশ আসছে। ইতিমধ্যে লরিচালক বা গাড়ি চালকেরাও বেশ সতর্কভাবে নীরব লক্ষ্য রাখছিল। চারদিকের এই সার্বজনীন শান্ততায় কার্ল বিস্মিত। একমাত্র সে গোমহিষাদি যাদের বেঁধে নিয়ে কসাইখানায় যাওয়া হচ্ছে তাদের খুরের শব্দ আর মোটরগাড়ির হুস্‌হাস্‌—এছাড়া আর কিছু তুমি শুনতে পাবে না। কোনো কোনো বর্গক্ষেত্রের কাছে পাশের রাস্তাগুলো থেকে এত যানবাহন এসে যাচ্ছে যে সেগুলোকে ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ, আর তখন সমস্ত সারির যানবাহন থমকে স্থির, হয়তো ইঞ্চিখানেক লাফাল, আবার ব্রেক কষলেই গতি ধীর হয়ে এল। অথচ একফোঁটা ধুলো নেই রাস্তায়। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বিশুদ্ধ বাতাসে গতিময়তা। কোনো পথচারী নেই। গ্রাম থেকে শহরে জিনিস বেচতে যাওয়ার ঝুড়ি হাতে কোনো স্ত্রীলোক নেই—যেমনটা কার্লদের ওখানে হয়। কেবল মাঝেমধ্যে বড় বড় চওড়া ট্রাক তার মধ্যে জনা কুড়ি মহিলা পিঠে ঝুড়ি, ওরাই বোধহয় বিক্রেতা—তারা সামনের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছে সামনে যানজট আছে কিনা! তাদের চিন্তা কত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। আবার একই রকমের ট্রাক আছে যাতে কিছু পুরুষ ট্রাউজারসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইসব ট্রাকের উপর নানাধরনের ছাপালেখা। যেমন একটা ট্রাকের উপর পরম বিস্ময়ে কার্ল পড়ল : জেকব ডেসপ্যাচ কোম্পানি জাহাজঘাটায় কর্মী চায়। ট্রাকটা বোধহয় ধীর গতিতে চলছিল—আর এর ভেতর থেকে একজন সুন্দর ছোটখাটো ঝুঁকে পড়া লোক সিঁড়ি থেকে দাঁড়িয়ে ঐ তিনজন ভবঘুরেকে লাফ দিয়ে উঠে আসতে বলছিল। কার্ল দুই মেকানিকের পেছনে মাথা গুঁজে রইল যেন তার মামা ঐ ট্রাকের মধ্যে রয়েছেন এবং তাকে দেখে ফেলবেন। তার অবশ্য ভালো লাগল যখন তার সঙ্গীরা ঐ ডাক উপেক্ষা করল। তবে যেভাবে ঘৃণাভরে তারা প্রত্যাখান করল সেটা তার পছন্দ হল না। তারা ভেবেছিল যে তারা এত ভালো যে তার মামার ব্যবসায় তারা কাজ করবে না। যে দু'এককথায় তার এই চিন্তার কথাটা বলেই ফেলল। ডেলামারলে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল যা বোঝে না সে নিয়ে সে যেন কোনো কথা না বলে। তাছাড়া

www.BanglaBook.org

এ ধরনের লোকধরাটা মারাত্মক ধরনের জালিয়াতি—আর জেকবের ফার্ম সারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কুখ্যাত। কার্ল কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে সে আইরিশ রবিনসনের সঙ্গে সেঁটে রইল আর তার বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাকে অনুরোধ করল। সে তো আগেই কার্ল যতবার বলেছে ততবারই তার বাক্স রয়েছে। কিন্তু বাক্সের ওজন নিয়ে সে গজগজ করতে লাগল যতক্ষণ না তার মাথায় এল যে ভেরোনিজ সালামি বের করে দেওয়া দরকার কারণ মোটেল ছাড়ার আগে থেকেই ওটার ওপর তার লোভ হচ্ছিল। কার্ল বাক্স খুলতে বাধ্য হল। সে তো এক টুকরোও পেল না। মনে হল সে যেন আগেই তার ভাগটা খেয়ে ফেলেছে। সেজন্য সে রাস্তায় বাক্সটাকে আর ফেলে যেতে চাইল না। তার মনে হল সে একটু চেয়ে নেবে ; কিন্তু ভিখারির মতো চাওয়াটা তার কাছে বোকামি মনে হল। তার মনটা তেতো হয়ে গেল।

কুয়াশা কেটে গিয়েছে। দূরে একটা উঁচু পাহাড় চকচক করছে। পর্বতমালা যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো। একটু দূরেই পাহাড়চূড়া আবছা রোদের ওড়নায় ঢাকা, কিছুটা উজ্জ্বল। রাস্তার দুপাশে জমিতে ভালো চাষ হয়নি। জমিগুলো বড়ো বড়ো কারখানার গা ঘেঁসে ঠাসাঠাসি। খোলা গ্রামদেশের আকাশ কারখানার ধোঁয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে। বিচ্ছিন্ন সব ভাড়াবাড়ি পর পর ; তাদের অসংখ্য জানালার বিচিত্র আলোর কাঁপন, ছোট ছোট ব্যালকনিতে মেয়েরা ও বাচ্চারা নানান কাজে ব্যস্ত ; কেউ গোপনে, কেউ খোলামেলাভাবে কাচাকাচি করছে, জামা-কাপড় শুকোবার জন্য ঝোলানো রয়েছে, সকালের বাতাসে সেগুলো পতপত করে উড়ছে আর হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে। যদি বাড়িগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় কেউ সে দেখতে পেত অনেক উঁচুতে চিলেদের ডানা মেলে ভেসে থাকা আর তার নিচে পথচারীদের মাথার খানিক ওপরে পোয়ালো পাখিদের ওড়াউড়ি।

এ দৃশ্য দেখে কার্লের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ন্যুইয়র্ক ছেড়ে এত প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা সে বুঝতে পারল না। ন্যুইয়র্কে সমুদ্র আছে যার অর্থ সেখান থেকে তার দেশে ফেরা সম্ভব। সুতরাং সে থমকে গেল আর তার দুই সঙ্গীকে জানাল যে সে ন্যুইয়র্ক ফিরে যেতে চায়। ডেলামারশে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিতে চাইছে, কার্ল চাইছে না এগোতে আর সে জোর গলায় জানিয়ে দিল যে তার ব্যাপার সে নিজেই বুঝে নেবে। আইরিশ লোকটি ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করে বলল যে বাটারফোর্ড ন্যুইয়র্কের চেয়ে অনেক ভালো জায়গা। দুজনেই কার্লকে লোভ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে নিয়ে চলল। তবে কার্ল বাটারফোর্ড যেতে রাজি হত না যদি না তার মাথায় এই চিন্তাটা আসত যে তার এমন জায়গাতেই চলে যাওয়া উচিত যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। সে সেখানে নিশ্চয় কাজ নেবে আর তার ভাগ্যও অনেক ভালো করে গড়ে তুলবে অবশ্য যদি বাড়ির অলস চিন্তা তার কাজে বাধার সৃষ্টি না করে।

এখন সে ঐ দু'জনের আগে আগে। তারা তার উৎসাহ দেখে এত খুশি হল যে

www.BanglaBook.org

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পালা করে কার্লের বাক্স বইতে লাগল। কার্ল কিভাবে তাদের এত খুশি করতে পারল তা' সে বুঝে উঠতে পারল না। এবার তারা উপরের দিকে গ্রামে উঠতে লাগল। তারা যখন এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ছিল তারা দেখল নিচে ন্যুইয়র্কের প্রেক্ষাপট—বন্দর যেন কত বিস্তৃত। ন্যুইয়র্কের সঙ্গে ব্রুকলিনের সেতু ইস্ট নদীর উপর ঝুলন্ত। আধবোজা চোখে দেখলে যে কারো কাঁপুনি আসবে। এই রাস্তায় যানবাহন খুবই কম। এর নিচে সরু জিভের মতো জলধারা। দুটো শহরই যেন শূন্য ও উদ্দেশ্যহীন। বড় বাড়িগুলো থেকে ছোট বাড়িগুলোকে আলাদা করা যাচ্ছিল না। রাস্তার উপর যেসব জায়গা দেখা যাচ্ছিল না সেখানে জীবনযাত্রা হয়তো স্বাভাবিক চলছিল। কিন্তু সেগুলোর উপর শুধু ফেনিল অনড় আলো যেটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা অনেক সহজ। এমনকি ন্যুইয়র্ক বন্দর—পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দর—কত শান্তিপূর্ণ। হয়তো কেউ আগের স্মৃতি হাতড়ে দেখেছে একটা জাহাজ কাছাকাছি কোথাও জল কেটে কেটে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বেশিক্ষণ এ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল দৃশ্যটা।

ডেলামারশে ও রবিনসন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তারা ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে অনেক জায়গার নাম, বাগান, চৌকো এলাকা—সব বলছিল। তারা অবাক হচ্ছিল যে দু'দুটো মাস কার্ল ন্যুইয়র্কে রইল অথচ একটা রাস্তা ছাড়া শহরটার কোনো জায়গা চেনে না। তারা তাকে কথা দিল যে বাটারফোর্ডে যখন তারা ভালো আয় করবে তারা তাকে ন্যুইয়র্কে নিয়ে যাবে, ভালো ভালো জায়গা দেখাবে, বিশেষ করে যেখানে প্রাণভরে মানুষ ফূর্তি করতে পারে সেসব জায়গায় তাকে অবশ্যই নিয়ে যাবে। এসব চিন্তা করে রবিনসন উঁচু গলায় গান ধরল আর ডেলামারশে হাততালি দিতে শুরু করল ; কার্ল সুরটা তার দেশে কোনো অপেরাতে শুনেছে কিন্তু বাড়ির চেয়ে গানটার ইংরেজী তরজমা অনেক ভালো লাগল। সেজন্য খোলা আকাশের নিচে শুরু হল তিনজনের সমবেত সুর, যদিও তাদের পায়ের নিচেকার নাগরিক ম্যাটি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রইল।

একবার কার্ল জানতে চাইল 'জেকব ডেসপ্যাচ কোম্পানি' কোথায়। রবিনসন ও ডেলামারশে দু'জনেই একই জায়গা দেখাল আবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা দেখাল না। যখন তারা আবার চলতে শুরু করল সে জিজ্ঞাসা করল যদি ভালো কাজ পায় তারা কবে আবার ন্যুইয়র্কে ফিরবে। ডেলামারশে বলল এটা তারা মাসখানেকের মধ্যে করে ফেলবে কারণ বাটারফোর্ডে শ্রমিকের বেশ চাহিদা আর মজুরিও ভালো। অবশ্য টাকাটা তারা একটা সমবেত ফাণ্ডে জমা রাখবে যাতে করে আয়ের হেরফের থাকলেও প্রয়োজনীয় সুবিধা সমানভাবে ভাগ করে নেবে। 'সমবেত ফাণ্ড' ব্যাপারটা কার্লকে তেমন টানল না, যদিও কার্ল জানত যে শিক্ষানবিশ হিশেবে দক্ষ শ্রমিকের চেয়ে সে নিশ্চয় কম আয় করবে। যাই হোক্ না কেন, রবিনসন বলে চলল যদি বাটারফোর্ডে

www.BanglaBook.org

কাজ না পাওয়া যায় তাহলে তারা আরো দূরে যাবে। তারা মাঠে খাটবে নয়তো ক্যালিফোর্নিয়াতে সোনার খনিতে কাজ করবে। শেষের ব্যাপারটা রবিনসনকে বেশি টানছিল এটা তার গল্প বলার ভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা গেল।

'তাহলে তুমি কিসের মেকানিক যদি তুমি সোনার খনিতে কাজ নিতে চাও?' কার্ল জানতে চাইল। আরো দূরে কোথাও অনিশ্চিত যাত্রার ভাবনা সে একেবারেই মেনে নিতে পারছিল না।

'মেকানিক কেন?' রবিনসন বলল, 'আমার মায়ের ছেলে না খেয়ে মরবে না তাই। সোনার খনিতে ভালো মজুরি দেয়।'

'একটা সময় দিত', ডেলামারশে বলল।

'এখনও দেয়', রবিনসন জানাল। তারপর সে অসংখ্য লোকের গল্প বলতে লাগল যারা এখনও সেখানে রয়েছে, যারা সেখানে ধনী হয়েছে, কিন্তু তাদের কাউকে হাত চালিয়ে খেতে হয় না। তবে তারা কি তাদের পুরনো বন্ধুকে বা বন্ধুর পরিচিত জনকে সাহায্য না করে পারবে?'

'আমরা বাটারফোর্ডে ঠিক কাজ যোগাড় করে নেব', ডেলামারশে বলল। যদিও এটাই কার্লের আন্তরিক ইচ্ছা তবু কার্ল তার কথার উপর কোনো আস্থা রাখতে পারলনা।

সারাদিনে তারা একবারই একটা খাওয়ার হোটেলে থেমেছিল। সেখানে খোলা আকাশের নিচে বোধহয় লোহার টেবিলে বসে তারা কাটা যায় না এমন টেনে ছিঁড়ে কাঁচা মাংস খেল। রুটিগুলো চোঙার মতো আর প্রতিটি রুটির টুকরোর সঙ্গে লম্বা একটা ছুরি গাঁথা ছিল। এই খাবারের সঙ্গে তাদের একটা কালো পানীয় দেওয়া হল যাতে গলা জ্বলে গেল। কিন্তু ডেলামারশে আর রবিনসন এটা পছন্দ করল। তারা বিভিন্ন ধরনের টোস্টের সঙ্গে গেলাসটাতে টুংটাং আওয়াজ করতে করতে পানীয়টা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে পান করল।

পাশের টেবিলে চুন লাগা ব্লাউজ পরা কয়েকজন শ্রমিক বসেছিল। তারা সবাই মদ খাচ্ছিল। অসংখ্য গাড়ির ফেলে যাওয়া ধুলো তাদের টেবিলে এসে জমা হচ্ছিল। বিশাল বিশাল খবরের কাগজ হাতে হাতে ঘুরছিল আর বাড়ি তৈরির শ্রমিকদের ধর্মঘট নিয়ে উত্তেজক কথাবার্তা চলছিল : ম্যাক নামটা প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছিল। কার্ল জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, এই ম্যাক হচ্ছে যে ম্যাককে সে চেনে তার বাবা, ন্যুইয়র্কের সেরা ঠিকেদার। ধর্মঘট হলে তার লক্ষ লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়ে যাবে। কার্ল অবশ্য এসব তথ্য ঈর্ষাকাতর লোকেদের ভুল পরিবেশন বলে মনে করছিল আর এর একবর্ণও বিশ্বাস করছিল না।

কার্লের খাবার আগ্রহ আরো কমে যাচ্ছিল এই চিন্তায় কিভাবে খাবারের দাম দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবে যে যার খরচ সে দেবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু

www.BanglaBook.org

ডেলামারশে ও রবিনসন বলছিল গতরাতের থাকার ভাড়া দিতে গিয়েই তাদের পকেট শূন্য হয়ে গিয়েছে। ঘড়ি, আংটি বা যা কিছু বিক্রী করা যায় এমন কিছুও তাদের সঙ্গে নেই। কার্ল অবশ্য বলতে পারত তার স্যুট বিক্রীর ডলার তো তাদের পকেটেই রয়েছে। কিন্তু সেটা বললে তাদের অপমান করা হবে আর তাদের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাদের দু'জনের কেউই বিল নিয়ে একটি কথাও বলছিল না। অন্যদিকে তারা এতই আনন্দে ছিল যে রাজকীয় চালে টেবিল থেকে টেবিলে ঘোরা হোটেলের কাজের মেয়েটির কাছে যাবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটির চুল মাথার দু'পাশে ঢিলে হয়ে তার ভ্রূ ও গাল পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছিল; সে মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে তার চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে তারা যখন মেয়েটির কাছ থেকে দুটো সুমধুর কথা শোনবার প্রত্যাশায়, সে তাদের টেবিলের কাছে এসে হাত পেতে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'টাকাটা কে মেটাচ্ছে?' ডেলামারশে ও রবিনসন দু'জনের হাত দ্রুততমভাবে কার্লের দিকে নির্দেশিত হল। কার্ল অবাক হয়নি কারণ সে এটা অনুমান করেছিল। তাছাড়া বন্ধুদের জন্য সে এটুকু বিল মেটাবে না তা হয় না। সে তাদের কাছে বিনিময়ে সাহায্য আশা করছে। তবে এই চরম মুহূর্ত আসার আগে তারা তো তার সঙ্গে খোলাখুলি সব আলোচনা করতে পারত। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল চরম প্রয়োজনের জন্য কিছু অর্থ জমানো আবার সেই সময়কার মতো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা। ওরা ছোটবেলা থেকে আমেরিকাতে রয়েছে; মজুরি পাওয়ার মতো যথেষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ওদের আছে। তাছাড়া ওরা এখন যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে ভালো অবস্থায় তো ওরা কখনো থাকেনি। এই পরিস্থিতির অনেক উপরে ছিল কার্ল। তার টাকা ছিল আর তা গোপনও ছিল। সেজন্য টাকা জমানোর মূল অভিপ্রায় বর্তমান বিল মেটালেও কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কারণ সে বড়জোর ১/৪ ডলার খরচ করতে পারে। সে টেবিলের উপর ১ ডলার ফেলে দিয়ে বলবে এটুকুই তার সব আর বাটারফোর্ড যাওয়ার জন্য এসবটুকুই সে খরচ করে দিচ্ছে। পায়ে হেঁটে যাবার জন্য ১/৪ ডলারই যথেষ্ট। সে অবশ্য জানত না তার পকেটে কত খুচরো রয়েছে আর খুচরোগুলো তার গোপন পকেটে ব্যাঙ্কনোটের পাশেই রাখা আছে। সেখান থেকে সবকিছু না বার করলে খুচরো টাকা তো টেনে বার করা যায় না। অবশেষে, যদিও তার আমেরিকান ডলার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, সে চিন্তা করল তার কাছে যা খুচরো রয়েছে তাতেই বোধহয় খাবারের দাম হয়ে যাবে। সে খুচরোগুলো টেবিলের উপর রাখল। টাকার ঝনঝন্ শব্দে ছোটখাটো নাটিকার যবনিকা পতন হল। কার্ল বিরক্ত, অন্যরা বিস্মিত, খুচরোগুলো দিয়ে পুরো এক ডলার হয়ে গেল। কেউ জিজ্ঞেস করল না কেন কার্ল পুরো ডলারটা আগে দেয়নি। আগে দিলে তো এটা দিয়ে বাটারফোর্ড পর্যন্ত চমৎকার ট্রেনে যাওয়া যেত। তবুও কার্লের বেশ বিরক্তিভাব জন্মাল। বিল মেটাবার পর বাকি খুচরোগুলো সে পকেটে ভরতে

www.BanglaBook.org

গেল, অমনি তার হাত থেকে ডেলামারশে একটা মুদ্রা ছিনিয়ে নিয়ে পরিচারিকাকে একটা বিশেষ টিপ্‌স দিতে চাইল। আর মুদ্রাটা তার হাতে গুঁজে দেবার সময় প্রবল আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরল।

যখন তারা একসঙ্গে হাঁটছিল কার্ল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল কারণ তারা তার টাকার ব্যাপারে কিছু বলেনি। সে একবার ভাবল তার টাকাপয়সার ব্যাপারটা সে খুলে বলবে ; আবার সে পিছিয়ে এল কারণ তার সেরকম কোনো সুযোগ ঘটল না। সন্ধের দিকে তারা আরো গ্রাম্য আর উর্বর জায়গায় পৌঁছল। চারদিকে সীমাহীন শস্যক্ষেত্র। সবুজে ঢাকা মনোরম পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত অসীম শস্যক্ষেত্র। রাস্তার দু'পাশে ধনীদের গ্রাম্য প্রাসাদ। কয়েকঘণ্টা ধরে সোনালী কাজ করা বাগানের বেড়ার মধ্যেই তারা ঘুরে বেড়াল। বারবার তারা ধীর গতিতে বয়ে যাওয়া একই নদী পার হল আর বিশাল উঁচু উপত্যকার মাঝবরাবর রেলগাড়ির ঝম্‌ঝম্‌ আওয়াজ শুনতে পেল প্রায়ই।

যখন তারা গাছে ঢাকা অনুচ্চ পাহাড়ে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল দূর বনের প্রান্তসীমায় সূর্য সবেমাত্র অস্তগত; ভ্রমণক্লান্ত তিনজন একটু জিরিয়ে নেবার জন্য ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। ডেলামারশে ও রবিনসন চিৎ হয়ে ভালো করে হাত পা মেলে দিল। কার্ল চুপচাপ রইল, তার কয়েকগজ দূরে নিচে রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রইল। এমনটি সে সারাদিন দেখে এসেছে ; তেমনি করেই দেখল রাস্তায় একের পর এক গাড়ি যেন উড়ে চলেছে, যেন দূর থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যার গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আর একই সংখ্যার গাড়ির জন্য দূরে কেউ অপেক্ষা করছে। সারাদিনে কার্ল কোনো গাড়িকে থামতে দেখেনি বা কোনো যাত্রীকে নামতেও দেখেনি।

রবিনসন প্রস্তাব দিল সে রাতটা তারা ওখানেই কাটাবে যেহেতু তারা বেশ ক্লান্ত আর খুব ভোরে তারা আবার যাত্রা শুরু করবে। এর চেয়ে সস্তার বা যোগ্য জায়গা অন্ধকার নেমে আসার আগে তারা তো পাবে না। ডেলামারশেরও একই মত ছিল। কিন্তু কার্ল বলল যে তাদের তিনজনের একটা রাত কাটানোর মত হোটেল পেলে সে সব বিল মেটাতে পারবে। ডেলামারশে বলল টাকার অনেক দরকার, এখনকার মতো ওটা রেখে দেওয়াই ভালো। সে তার এই ইচ্ছেটাও গোপন করল না যে তারা কার্লের টাকার দিকেই চেয়ে রয়েছে। যেহেতু তার প্রথম প্রস্তাবটা গৃহীত হল, রবিনসন বলল ঘুমোবার আগে কার্ল সকালের যাত্রার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হলে এখন ভালোরকম খাওয়া দরকার; আর বড়ো রাস্তার ধারে হোটেল থেকে কোনো একজন গিয়ে তাদের তিনজনের জন্য খাবার আনবে। হোটেলটার সাইনবোর্ডে লেখা ছিল : 'পাশ্চাত্য হোটেল'। যেহেতু সে সবচেয়ে ছোট, আর অন্য কেউ যেতে চাইল না ; কার্ল নির্দ্বিধায় কাজটা করতে চাইছিল। অন্যরা শুয়োরের মাংস, রুটি ও বীয়ার চাইল। সে তখনই রাস্তা পার হয়ে হোটেলে চলে গেল।

কার্লের মনে হল তারা কোনো বড় শহরের কাছাকাছি চলে এসেছে কেননা

www.BanglaBook.org

হোটেলের প্রথম ঘরটায় ঢুকেই কার্ল জনতার গমগম আওয়াজ শুনতে পেল ; আর ঘরের দু'ধার ঘেঁসে রাখা টেবিলের পাশে একদল সাদা পোশাক পরা পরিচারক এদিক ওদিক দৌড়েও অধৈর্য খদ্দেরদের সন্তুষ্ট করতে পারছিল না, চিৎকার চেঁচামেচি, টেবিলে মুষ্টিবদ্ধ হাতের আওয়াজ চারদিক থেকেই ভেসে আসছিল। কার্লের দিকে কেউ মনোযোগ দিচ্ছিল না। ভোজনালয়ে কোনো কর্মী ছিল না। তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট নয় এরকম ছোট ছোট টেবিলে খদ্দেররা নিজেরা বুফে থেকে খাবার নিয়ে আসছিল। প্রত্যেক টেবিলে একটা করে বড়ো বোতলে তেল, ভিনিগার বা ঐ জাতীয় কিছু রাখা ছিল আর বুফে থেকে আনা খাবারে ঐ বোতলের তরল তার মধ্যে যে যতটা পারে মিশিয়ে নিচ্ছিল। কার্লের বুফেতে পৌঁছনোর সবচেয়ে অসুবিধে হল বিশাল জনতা যারা ঠায় দাঁড়িয়েছিল; এত শয়ে শয়ে টেবিলের ভেতর দিয়ে তাকে কুঁজো হয়ে কোনোরকমে যেতে হত ; আর এটা যত মেপেমেপে করলেও অন্যান্য খদ্দেরদের প্রতি অভদ্রতা করা হয়। অবশ্য খদ্দেররা কেউ যে খুব বিরক্ত হল বোঝা গেল না এমন কি কার্ল যখন একটা টেবিলে দুম করে ধাক্কা দিয়ে ফেলল—যদিও এটা নিশ্চয় তার দোষ নয়, সে মাফ চাইল; কেউ বুঝতে চাইল না কেন সে মাফ চাইছে, সেও বুঝতে পারল না তাকে চিৎকার করে কে কি বলছে।

অনেককষ্টে বুফেতে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক জায়গা পেল বটে, কিন্তু তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার কনুইতে সে ঢাকা পড়ে গেল। মনে হয় এখানকার এটাই সার্বজনীন রীতি সে একটা কনুই কাউন্টারে রেখে আর একটা হাতের উপর মাথাটা রেখে দেওয়া। কার্ল মনে না করে পারল না যে তার লাতিন শিক্ষক ডক্টর ব্রুমপাল এই ভঙ্গীটাকে কত ঘৃণা করতেন, আর কিভাবে কোথা থেকে চুপিচুপি এসে আশাতীতভাবে তার হাতের লাঠি দিয়ে কনুইটাকে নামিয়ে দিতেন।

কার্ল কাউন্টারের সঙ্গে চেপে গেল কারণ সে কাউন্টারে ঠিক পৌঁছনোর পরেই একটা টেবিল তার পেছনে ঠেলে দেওয়া হল আর যখনই একজন খদ্দের পেছনে হেলান দিয়ে কোনো কথা বলতে যাচ্ছিল, তার বিশাল টুপিতে কার্লের পিঠে ঘসা লাগছিল। পরিচারকদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীন মনে হল যদিও তার পাশের দুই অভদ্র লোক ঠিক সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা পরিচারকের পোশাক পরা লোকটার দিকে কার্ল দু'একবার তাকাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা বিরক্তিভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কোনো পরিচারক তো দাঁড়াচ্ছিল না ; তারা কেবল এদিক-ওদিক ছুটছিল। যদি খাবার দাবার হাতের কাছে থাকত কার্ল মনে হয় সেটা ছিনিয়ে নিত ; কত দাম জিজ্ঞেস করত ; টাকাটা ফেলে দিয়ে শান্তিতে বেরিয়ে যেত। কিন্তু তার সামনে কেবল হেরিং-এর মতো মাছ—যাদের কালো আঁশে ভরতি পাখনাগুলোর কিনার—সোনালি উজ্জ্বল মাছের ডিশ। ওগুলো মনে হয় খুব দামি আর ওতে কারো পেট ভরে না। ছোট ছোট বোতলে রাম ছিল কিন্তু সে তো

www.BanglaBook.org

তার বন্ধুদের জন্য রাম নিতে চায় না। যখনই সুযোগ পায় তখনই তারা গাঢ় অ্যালকোহল পান করে ; সে তাদেরকে আর ঐ জিনিস পান করতে দিতে নারাজ।

সুতরাং কার্লের জন্য কিছুই রইল না। সে আবার সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সে নতুন রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘরের অন্যপ্রান্তে যে ঘড়িটা ছিল সেটা এত ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে তবু যদি কেউ মন দিয়ে দেখে সে বুঝবে নটা পার হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যখন দেখেছিল তার চেয়ে কাউন্টারের বাকি অংশে প্রচুর ভিড় ; তবু তো সেটা একটা কোণে মাত্র। রাত বাড়ছিল যত, ভিড়ও বাড়ছিল। নতুন নতুন খদ্দেররা দলে দলে 'হ্যাল্লু' বলতে বলতে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছিল। কোনো কোনো জায়গায় খদ্দেররা জোর করে কাউন্টারটা খালি করে নিচ্ছিল ; আর সেখানে বসে মনের সুখে মদ খাচ্ছিল। ভালো করে দেখলে এটাই সবচেয়ে ভালো বসার জায়গা।

কার্ল তবু ভিড় ঠেলে এগোতে চাইল। কিন্তু কোনো আশাজনক পরিস্থিতি এল না। এরকম উল্টোপাল্টা জায়গায় যে সম্পর্কে তার কিছুই জানা ছিল না, তার আসাই ঠিক হয়নি। তার বন্ধুরা তাকে গালাগাল দেবে। পূর্ণ অধিকার ও অসীম শক্তি নিয়ে তারা ভাববে যে পয়সা বাঁচাবার জন্যই সে তাদের জন্য কিছু আনেনি। একটা জায়গায় সে পৌঁছল সেখানে সবাই গরম গরম মাংস আর হলদে আলুর তরকারি খাচ্ছিল ; কি করে খদ্দেররা এগুলো যোগাড় করেছে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

তারপর কয়েক পা দূরে তার সামনে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে দেখল, মনে হল ঐ হোটেলেই কাজ করে আর সে একজন খদ্দেরের সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে সে চুলের ক্লিপ দিয়ে চুলে খোঁচা দিচ্ছিল। কার্ল স্থির করল তার চাহিদার কথা ঐ ভদ্রমহিলাকে জানাবে কারণ ঐ ভিড়ের মধ্যে তাকে একটু ব্যতিক্রমী বলে মনে হল আর সে একমাত্র হোটেলকর্মী যাকে সে হাতের নাগালের মধ্যে পাচ্ছে। অবশ্য তাকে কিছু বলার আগেই যদি সে এখান থেকে কেটে পড়ে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু পুরো উল্টো ব্যাপারটাই ঘটল। কার্ল তাকে কিছু বলেওনি, তার পাশে ঘুরঘুর পর্যন্ত করেনি। কথা বলতে বলতেই সে পাশের দিকে তাকাল আর তার দিকে তার চোখ পড়ে গেল আর কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে বেশ বিনয়ের সঙ্গে আর ব্যাকরণ বইতে পড়া ইংরেজীর মতো স্পষ্ট করে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল সে কিছু চায় কিনা।

'হ্যাঁ', কার্ল বলল, 'আমি এখানে একটা জিনিসও পাচ্ছিনা।'

'তাহলে, বাছা তুমি আমার সঙ্গে এসো', সে বলল আর সে তার পরিচিত লোকটিকে বিদায় জানাল, লোকটিও টুপি খুলে বিদায় জানাল। দৃশ্যটা এই ঘরের মধ্যে অবিশ্বাস্য ভদ্রতা বটে! তারপর সে কার্লের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে কাউন্টারের কাছে গেল, একজন খদ্দেরকে পাশে ঠেলে দিয়ে, একটা হালকা দরজা ঠেলে ছোট একটা গলি

www.BanglaBook.org

বয়ে কাউন্টারের পেছনে গেল। সেখানে অক্লান্ত পরিচারকদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর দেয়ালে লাগানো দুটো দরজা খুলে গেল ; এখান থেকে সোজা বড় ঠাণ্ডা গুদামঘরে পৌঁছে গেল। 'এখানকার কাজকর্মের জায়গাগুলো তোমার জানা দরকার', কার্ল নিজের মনে বলল।

'বসো, তুমি কি চাও?' তার দিকে সাদরে ঝুঁকে পড়ে মহিলাটি জিজ্ঞেস করল। সে বেশ মোটা, সেজন্য ঝুঁকতে গেলেই সে কাঁপছিল, কিন্তু শরীরের তুলনায় তার মুখমণ্ডল বেশ সুশ্রী। টেবিল ও তাকের উপর পরিচ্ছন্নভাবে রাখা নানারকম খাদ্যবস্তু দেখে তার বেশ লোভ হল, সে ভাবল এই প্রভাবশালী মহিলার কাছ থেকে একটা অসাধারণ রাতের খাবার সে অনেক সস্তায় পেয়ে যেতে পারে ; কিন্তু সবশেষে সে চাইল শূয়োরের মাংস, রুটি ও বিয়ার কারণ এর চেয়ে যোগ্য কিছু খাবার হতে পারে বলে তার মনে হল না।

'আর কিছু নয়', মহিলাটি জানতে চাইলেন, 'না ধন্যবাদ', কার্ল বলল, 'তিনজনের পক্ষে এটাই যথেষ্ট'।

যখন তিনি দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন কার্ল সংক্ষেপে তাদের কথা বলল। কার্ল ভাবল তিনি বুঝি আরো প্রশ্ন করবেন।

'কিন্তু ওটা তো জেলের কয়েদিদের খাবারের মতো', মহিলা বললেন। তিনি বোধহয় আশা করেছিলেন কার্ল আরো কিছু চাইবে। কিন্তু কার্লের ভয় হতে লাগল যে সে হয়তো খাবারটা তাকে উপহার দেবে আর এর বিনিময়ে কোনো টাকা নেবে না ; তাই সে চুপ করে রইল। 'ওটা প্রস্তুত করতে বেশি সময় লাগবে না', তিনি বললেন আর একটা টেবিলের কাছে অতো মোটা চেহারাতেও সুন্দরভাবে হেঁটে গেলেন, একটা পাতলা ধারালো ছুরি দিয়ে অনেকটা শূয়োরের পোড়া মাংস বেশ সুন্দরভাবে খাঁজকাটা কেটে নিলেন; তাক থেকে একটা বড় রুটি পেড়ে নিয়ে মেঝে থেকে তিন বোতল বীয়ার তুলে নিলেন আর এইসব জিনিস একটা হাল্কা খড়ের ঝুড়িতে ভরে কার্লকে দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে তিনি কার্লকে এখানে এনেছেন কারণ বুফেতে যেসব খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে ধোঁয়া আর বাষ্পে তাদের তাজা ভাবটা আর থাকছেনা। তবে যারা বাইরে আছে তাদেরকে যা দেবে তাই ভালো। এই আদরে কার্ল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে বুঝতেই পারল না কেন তাকে এই বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে। তার দুই বন্ধু, যতই তাদের আমেরিকান অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন কোনোমতেই এসে গুদামঘরে পৌঁছতে পারবে না ; বুফের বাসি খাবার নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। পানশালার কোনো আওয়াজ এখানে আসছে না ; এই গোপন কুঠুরিটা ঠাণ্ডা রাখার জন্য দেয়ালগুলো নিশ্চয় বেশ পুরু। কার্ল খড়ের ঝুড়িটা ধরেই দাঁড়িয়ে রইল—সে যাবার কথা বা পয়সা দেবার কথা—কোনোটাই ভাবছিল না। যখন বাইরের টেবিলে রাখা পানীয়ের মত একটা পানীয় তিনি তার ঝুড়িতে গুঁজে দিতে চাইলেন, সে নড়ে উঠল আর একটু কেঁপে গিয়ে ওটা নিতে অস্বীকার করল।

www.BanglaBook.org

'তোমাকে কি অনেক দূর যেতে হবে?' মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন।

'বাটারফোর্ড', কার্ল উত্তর দেয়।

'বেশ দূর আছে এখনও', তিনি বললেন।

'আরো একদিনের পথ', কার্ল জানাল।

'তার চেয়েও বেশি নয় কি?' ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন।

'না, না', কার্ল বলল।

তিনি টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিস সাজালেন। একজন পরিচারক এল ; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। তারপর তার নির্দেশমত পরিচারকটি একটি বড় থালার উপর পারসলে পাতার টুক্‌রো ছড়ানো একরাশ সার্ডিন মাছ হাতে নিয়ে সোজা পানশালায় চলে গেল।

'তোমরা কেন খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছ?' মহিলাটি বলল, 'আমাদের এখানে অনেক ঘর আছে। এসো, রাতে এখানে ঘুমোও'।

কার্লের কাছে কথাটা খুব লোভনীয় মনে হল বিশেষ করে কাল রাতে ঐরকম বিশ্রিভাবে রাত কাটানোর পর।

'ওখানে আমার মালপত্র রেখে এসেছি', সে দ্বিধান্বিতভাবে বলল ; তার সঙ্গে ত'র একটু অহংকারও ছিল।

'তাহলে ওগুলো এখানে নিয়ে চলে এসো', মহিলাটি বললেন, 'ওতে কোনো অসুবিধা হবেনা'।

'কিন্তু আমার বন্ধুদের কি হবে?' কার্ল জানে যে তার বন্ধুরাই বিপদের কারণ হতে পারে।'

'অবশ্য তারাও তো এখানে রাতে থাকতে পারে।' মহিলাটি বললেন, 'এসো, অবশ্যই এসো। কোনো অসুবিধে হবে না।'

'আমার বন্ধুরা ভালো বন্ধু ঠিকই, কিন্তু তারা ঠিক পরিচ্ছন্ন নয়', কার্ল বলল।

'তুমি কি পানশালায় নোংরা দেখনি?' রাগতস্বরে মহিলাটি বললেন, 'সবচেয়ে খারাপ ঘটনাকেও আমরা মেনে নিই। ঠিক আছে, আমি তিনটে বিছানা এক্ষুনি তৈরি করে রাখছি; তবে সেগুলো চিলেকোঠায় কারণ হোটেল ভরতি হয়ে গেছে ; আমাকেও আজ চিলেকোঠায় থাকতে হবে ; তবে বাইরে ঘুমানোর চেয়ে এটা নিশ্চয় অনেক ভালো জায়গা।'

'আমি আমার বন্ধুদের এখানে আনতে পারব না', কার্ল বলল। সে মনে মনে ছবিটা এঁকে ফেলল—তার দুই বন্ধু এই সুন্দর হোটেলের বারান্দা দিয়ে হাঁটছে ; রবিনসন যেতে যেতে সব কিছু নোংরা করে ফেলবে, আর ডেলামারশে হয়তো ভদ্রমহিলার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করবে।

'আমি বুঝতে পারছিনা কেন সেটা সম্ভব নয়', তিনি বললেন, 'তবে তুমি যদি

www.BanglaBook.org

এতটা জোর দিয়ে বল, তোমার বন্ধুদের ওখানে রেখে দিয়ে তুমি একাই চলে আসবে।'

'সেটা হয় না', কার্ল জানাল, তারা আমার বন্ধু। তাদের সঙ্গে থাকাই আমার দরকার।'

'তুমি বড্ড গোঁয়ার', তার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'যখন লোকে তোমাকে ভালো বলে, তোমার জন্য ভালো কিছু করতে চায়, তুমি তাদের বাধা দাও।' কার্ল এটা বুঝতে পারল, কিন্তু অন্য কোনো রাস্তা দেখতে পেল না। সে কেবল বলল, 'আপনার করুণার জন্য অশেষ ধন্যবাদ'। তখন তার মনে হল সে তো বিল মেটায়নি। সে তাকে জিনিসপত্রের দাম জিজ্ঞেস করল।

'যখন ঝুড়িটা ফেরত আনবে তখনই টাকাটা দিও', ভদ্রমহিলা বললেন, 'কাল খুব সকালে ওটা আমার চাই-ই-চাই'।

'ধন্যবাদ', কার্ল বলল। মহিলাটি একটি দরজা খুললেন যেটা সোজা বাইরের দিকে চলে গেছে। যখন কার্ল মাথা নিচু করে তাকে অভিনন্দন জানাল সে বলল, 'শুভরাত্রি। তুমি কাজটা ঠিক করছ না।'

সে যখন কিছুটা দূরে মহিলাটি আবার চিৎকার করে বললেন :

'কাল সকাল পর্যন্ত।'

বাইরে বেরোতে না বেরোতেই পানশালার ক্রমবর্ধমান চিৎকার তার কানে এল। এর সঙ্গে মিশে গেল কানফাটানো বাজনার শব্দ। তার ভালো লাগল যে তাকে পানশালার ভেতর দিয়ে বেরোতে হয়নি। হোটেলের পাঁচখানা দরজাই আলোকিত আর সামনের রাস্তার দু'ধারে উজ্জ্বলতা। মোটরচালিত যানবাহন এখনও সমান গতিতে দৌড়ে চলেছে। দিনের বেলার চেয়ে সংখ্যায় কম। তাদের হেডলাইটের সাদা আলো হোটেলের আলো পার হওয়ার সময় প্রথমে কিছুটা অস্পষ্ট তারপর আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠে সামনের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কার্ল দেখল তার বন্ধুরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে ; কিন্তু তার মন যেন অন্য কোথাও দূরে চলে গেছে। সে কাগজ পেতে বেশ লুব্ধ মনে খাবার প্রস্তুত করে তার সঙ্গীদের জাগাতে যাবে এমন সময় সে ভয়ে ভয়ে দেখল যে তার বাক্সটা মেঝেতে তালা দেওয়া ছিল আর যার চাবিটা তার পকেটে, সেটা হাঁ করে খোলা। ওটার অর্ধেক জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়ানো।

'ওঠো বলছি', কার্ল চিৎকার করল। এখানে তো চোর এসেছিল, আর তোমরা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ?

'কেন, কিছু খোয়া গেছে কি?' ডেলামারশে জিজ্ঞেস করল। রবিনসনের তখনো ঠিক করে ঘুম ভাঙেনি, কিন্তু তার একটা হাত বীয়ারের দিকে বাড়ানো।

'আমি জানিনা', কার্ল চিৎকার করল। 'কিন্তু বাক্সটা খোলা। তোমরা কি করে এতটা বেখেয়ালী হলে যে বাক্সটা এমনভাবে ফেলে রাখলে।'

www.BanglaBook.org

ডেলামারশে আর রবিনসন হাসল। ডেলামারশে বলল : 'তাহলে এবার কোথাও গেলে বেশি দেরি কোর না'। দু'তিন পা গেলেই হোটেল ; আর সেখান থেকে ফিরতে তোমার তিনঘণ্টা লেগে গেল। আমাদের খিদে পাচ্ছিল, আমরা ভাবলাম বাক্সের মধ্যে খাবার কিছু আছে, সেজন্য একটু চাপ দিতেই তালাটা খুলে গেল। কিন্তু ওতে তো কিছুই নেই, আর যা ছিল সেগুলো আবার ভরে নাও।'

'ঠিক আছে। শিগ্‌গির খালি হয়ে যাচ্ছে ঝুড়িটা', কার্ল দেখে বলল। তার কানে এল বীয়ার পান করার অদ্ভুত আওয়াজ। রবিনসন প্রথমে বীয়ার গলায় ঢেলে নিয়ে সেটাকে কুলকুচি করে শিস্ দেওয়ার মতো একটা শব্দ করে আর চক্‌চক্ করে গলায় ঢেলে নিল।

'তোমাদের কি আশ মিটেছে?' কার্ল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল—যখনই তারা খেতে খেতে একটু দম নিয়েছে আর কি।

'কেন তুমি কি হোটেলে কিছু খাওনি?' কার্ল তার ভাগেরটা দাবি করছে দেখে তারা কার্লকে জিজ্ঞেস করল।

বাক্সের কাছে গিয়ে কার্ল বলল, যদি আরো খেতে চাও তবে হোটেলে চলে যাও।'

'ওর বোধহয় অভিমান হয়েছে', ডেলামারশে রবিনসনকে বলল। 'আমার কোনো অভিমান হয়নি', কার্ল জানাল, 'কিন্তু এটা কি ঠিক আমি যখন চলে গেছি আমার বাক্সটা ভেঙ্গে জিনিসপত্র এলোমেলো করে দিলে? আমি জানি বন্ধুদের সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু মেনে নিতে হয় আর আমি তার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু এটা খুব বাড়াবাড়ি। আমি আজ হোটেলে থাকব ; আমি তোমাদের সঙ্গে বাটারফোর্ড যাব না। রাতের খাবারটা খেয়ে নাও; আমাকে ঝুড়িটা ফেরৎ দিতে হবে।'

'ওর কথা শুনলে রবিনসন', ডেলামারশে বলে চলল, 'বেশ ভালো কথা বলছে তো, জার্মান তো! তুমি আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলে, কিন্তু আমি দয়ালু মূর্খ; তাই ওকে সঙ্গে আসতে দিয়েছি। ওকে আমরা বিশ্বাস করেছি, এতটা পথ টেনে নিয়ে এসেছি, ওর জন্য আমার অর্ধেকটা দিন দেরি হয়ে গিয়েছে আর এখন হোটেলের কার সঙ্গে না জানি পীরিত জমে উঠেছে—ও আমাদের টাটা করে দিতে চাইছে। কিন্তু ওতো মিথ্যুক জার্মান। তাই খোলামেলা না বলে বাক্সটাকে অজুহাত করে পালাতে চাইছে। অভদ্র জার্মান আমাদেরকে অসম্মান করছে, চোর বলছে, কেননা আমরা ওর বাক্সটা নিয়ে শুধু একটু মজা করেছি।

কার্ল তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে করতে বলল : 'যত বলবে আমার পক্ষে চলে যাওয়া তত সহজ হবে। বন্ধুত্ব কাকে বলে আমি ভালোভাবেই জানি। য়ুরোপে আমারও বন্ধু আছে তারা কখনো বলেনি আমি মিথ্যেবাদী বা আমার মন ছোট। তাদের সঙ্গে হয়তো এখন আমার কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমি যদি ফিরে যাই তারা আমাকে দেখলে কত খুশি হবে আর বন্ধু বলে বুকে টেনে নেবে। মনে হচ্ছে

www.BanglaBook.org

ডেলামারশে ও রবিনসন, তোমাদের আমি ঠকিয়েছি কারণ তোমরা আমাকে এত দয়া দেখিয়েছ আমি কখনো ভুলব না। তোমরা বাটারফোর্ডে শিক্ষানবিশের কাজ করবার সুযোগ করে দিয়েছ, তাই তো? কিন্তু সঠিক ব্যাপারটা তা নয়। আমি বুঝি তোমাদের কিছুই নেই তাই আমার এই ক'টা জিনিসের উপর তোমাদের এত লোভ আর ওগুলোর জন্য আমাকে অপমান করতে চাইছ। এসব আমি মোটেও সহ্য করব না। আমার বাক্সটা ভেঙে খুলে ফেললে। ক্ষমা পর্যন্ত চাইলে না ; উল্টে আমাকে, আমার দেশকে তোমরা গালাগাল দিচ্ছ। এসবের পরে একেবারেই তোমাদের সঙ্গে থাকা যায় না। যাই হোক্, রবিনসন এসব কথা তোমার অবশ্য ঘটেনা কারণ তুমি ডেলামারশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

'সুতরাং এবার আমরা', ডেলামারশে কার্লের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইল আর তাকে বলল, 'আমরা এবার তোমার আসল রূপ দেখতে পাচ্ছি। সারাদিন আমাদের পেছন পেছন পা ফেলে এসেছ, আমার কোটের ঝুল ধরে এসেছ, আমি যা করলাম তাই করেছ আর ইঁদুরের মতো চুপচাপ থেকেছ। এখন হোটেলে কেউ তোমাকে সাহায্য করছে, তোমার ওজন বেড়েছে খুব, তাই না? তুমি বেশ চতুর, আর আমরা এটা সহ্য করব না। আমাদেরকে দেখে তুমি যা শিখেছ তার ঋণ তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমরা নাকি ওকে ঈর্ষা করি, ও বলছে—ওর জিনিসপত্রের জন্য। বাটারফোর্ডে একদিন কাজ করলে—ক্যালিফোর্নিয়ার কথা বাদই দিলাম—তুমি যা দেখিয়েছ এখন পর্যন্ত তার দশ গুণ আয় করতে পারি—আর কোটের পকেটে কি লুকিয়েছ তা' তুমিই জান। এবার থামবে?'

কার্ল তার বাক্স থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল আর রবিনসনকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। রবিনসনের তখনো ঘুম ছাড়েনি, কিন্তু বীয়ার পান করে কিছুটা প্রাণবন্ত। সে বলল: 'যদি এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকি আমাকে আরো বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হবে। মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে মারতে চাও।'

'কারো চিরকাল ধৈর্য্য থাকে না; রবিনসন বলল।

'রবিনসন, তুমি এসব ঝামেলা থেকে দূরে থাক', ডেলামারশে থেকে চোখ না ফিরিয়েই কার্ল বলল, 'তুমি অন্তর থেকে জান যে আমি যা বলছি ঠিক বলছি। কিন্তু ডেলামারশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য তুমি অভিনয় করছ।' 'ওকে কি তুমি ঘুস খাওয়াচ্ছ?' ডেলামারশে জানতে চাইল।

'আমার কখনো এসব মনে হয় নি', কার্ল জানাল, 'আমি চলে যেতে পারলে খুশি হব। তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আর একটি কথা তোমাদের বলতে চাই যে আমি টাকা লুকিয়ে রেখেছি বলে তোমরা আমাকে বকেছ। কিন্তু দুঘণ্টার আলাপে পরিচিত লোকের সঙ্গে তেমন ব্যবহারই তো করা উচিত—তা তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলে, তাই তো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চুপ কর', ডেলামারশে রবিনসনকে বলল, 'যদিও রবিনসন একচুলও নড়ছিল না। তারপর সে কার্লকে বলছিল : 'তুমি নিজেকে সৎ দেখাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ, যদি তোমার আমাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হৃদয় থাকে তাহলে তুমি হোটেলে ফিরে যেতে চাইছ কেন?' কার্ল বাক্সের দিকে একটু পিছিয়ে এলে ডেলামারশে কাছে এসে তাকে ঠেলা দিল। কিন্তু ডেলামারশেকে থামাবার আগে সে তার বাক্সটাতে লাথি মারল আর একটু এগিয়ে এসে ঘাসের উপ'র পড়ে থাকা একটা সাদা ডিকিতে লাথি মেরে একই প্রশ্ন করল।

যেন উত্তর দেবার জন্যই হাতে একটা উজ্জ্বল আলো নিয়ে একটা লোক তাদের মাঝখানে রাস্তা ফুঁড়ে দাঁড়াল। সে হোটেলের একজন পরিচারক। যখনই কার্লের দিকে তার চোখ পড়ল সে তাকে বলল : 'তোমাকে আমি প্রায় আধঘন্টা ধরে খুঁজে চলেছি। রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড়েও খুঁজেছি। হোটেলের ম্যানেজার ম্যাডাম তোমাকে ঝুড়িটা ফেরৎ দিতে বলেছেন।'

'এই যে এখানে এটা', উত্তজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় কার্ল বলল। ডেলামারশে আর রবিনসন ভান করে একপাশে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রসদ্র অচেনা লোক দেখলেই ওরা এরকম ভান করে। পরিচালক বাক্সটি তুলে নিয়ে বলল : 'ম্যাডাম জানতে চেয়েছেন তুমি তোমার মত বদলেছ কিনা. তুমি কি হোটেলে আসতে চাও? তোমার বিছানা তৈরি আছে। অন্য দু'জন ভদ্রলোককে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদি তুমি অবশ্য ওদের সঙ্গে আনতে চাও। আজ রাতে বেশ গরম, তবে এখানকার থেকে ওখানটা তো নিরাপদ, এখানে বেশ সাপের উৎপাত।'

'ম্যাডাম যখন এতই সদয়, তার নিমন্ত্রণ নিশ্চয় গ্রহণ কর', কার্ল বলল। রবিনসন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ডেলামারশে পকেটে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা দু'জনেই আশা করছিল কার্ল যেন তাদেরকে ছেড়ে না দেয় ; সে যেন তাদের হোটেলে নিয়ে যায়।

'তাহলে', পরিচারক বলল, 'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আমি যেন তোমাদের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাই।'

'তাহলে দয়া করে একটু অপেক্ষা কর', বলেই কার্ল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্রগুলো বাক্সে ভরতে লাগল।

হঠাৎ সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বাক্সে সবকিছুর উপর যে ছবিটা ছিল, সেটা নেই ; কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সবকিছুই ছিল, কেবল ছবিটাই ছিল না। 'আমি ছবিটা পাচ্ছিনা যে', সে সবিনয়ে ডেলামারশেকে বলল।

'কি ছবি?' ডেলামারশে জিজ্ঞাসা করল।

'আমার বাবা-মার ছবি', কার্ল উত্তর করল।

'আমরা বাক্সে কোনো ছবি দেখিনি, মি. রশম্যান', রবিনসন বলল, 'কিন্তু সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসম্ভব', কার্ল বলল। তার চোখ পরিচারকের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকাল, এটা তো সবার উপরে ছিল ; এখন নেই। আমার বাক্সটা নিয়ে তোমরা খেলা করোনি তো?'

'আমাদের কোনো ভুল হচ্ছে না', ডেলামারশে বলল, 'বাক্সে কোনো ছবি ছিল না'।

'বাক্সের অন্যান্য জিনিসের চেয়ে ওটা আমার কাছে অনেক দামি ছিল', কার্ল পরিচারককে বলল। সে ঘাসের চারিদিকে খুঁজে দেখছিল, 'কারণ এর তো কোনো বিকল্প নেই', কার্ল আরো বলল, 'আমার কাছে আমার বাবা-মার ঐ একটাই ছবি ছিল'।

তখন পরিচারকটি বেশ অশান্ত গলায় চেঁচিয়ে বলল : 'তাহলে ঐ দু'জন ভদ্রলোকের পকেট তল্লাসি করা যাক্'।

'হ্যাঁ, কার্ল সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ছবিটা আমাকে পেতেই হবে। কিন্তু পকেট তল্লাসি করার আগে আমি কথা দিচ্ছি আমাকে যে ছবিটা দেবে তাকে বাক্সের সব জিনিসই দিয়ে দেব।' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর কার্ল পরিচারককে বলল : 'তাহলে আমার বন্ধুরা চায় যে তাদের পকেট খোঁজা হোক্। তবে এখনও আমি বলছি যার পকেটে ছবিটা পাবে তাকে বাক্সের সবকিছু দিয়ে দেব। এর বেশি আমি কিছু করতে পারব না।'

সঙ্গে সঙ্গেই পরিচারক ডেলামারশেকে তল্লাশি করতে গেল। কিন্তু তাকে রবিনসনের চেয়ে কব্জা করা কঠিন। সেজন্য তার দায়িত্ব কার্লের উপর বর্তাল। সে কার্লকে বোঝাল যে দু'জনকে একই সঙ্গে তল্লাশি করা হোক্ নইলে অন্যজন ছবিটা গোপনে ফেলে দিতে পারে। যখনই সে রবিনসনের পকেটে হাত দিল, সে দেখল তার পকেটে কার্লের একটা রুমাল।

কার্ল সেটা না নিয়ে পরিচারককে ডেকে বলল : 'ডেলামারশের কাছে যাই পাও, সেটা থাক্। আমি ছবিটা চাই, কেবলমাত্র ঐ ছবিটা'।

রবিনসনের কোটের বুক পকেট হাত্ড়াতে গিয়ে কার্ল তার উষ্ণ প্রশস্ত ছাতি ছুঁয়ে ফেলল। তার মনে হল যে তার বন্ধুর প্রতি অবিচার করছে, সে সেজন্য খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলল। কিন্তু সব বিফলে গেল। রবিনসন বা ডেলামারশে কারো কাছেই কোনো ছবি ছিল না।

'এটা ঠিক নয়', পরিচারক বলল। 'ওরা মনে হয় ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে টুক্রোগুলো উড়িয়ে দিয়েছে', কার্ল বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ওরা আমার বন্ধু, ওদের মনে আমার প্রতি কেবলই হিংসা। রবিনসন অতটা নয় ; ওটা ওর মনেই হয়নি যে ছবিটার উপর এতটা গুরুত্ব দিই ; কিন্তু ডেলামারশে এটা ভাবতেই পারে।' কার্ল দেখল পরিচারকের হাতে একটা আলোকবৃত্ত—রবিনসন ও ডেলামারশে যেন অন্ধকারে ঢুকে পড়েছে।

কার্লের সঙ্গে ঐ দু'জনের আর হোটেলে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। পরিচারক একটানে বাক্সটা তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, কার্ল খড়ের ঝুড়িটা নিল। তারা চলে গেল।

www.BanglaBook.org

প্রায় রাস্তার উপর কার্ল তখন উঠে পড়েছে, সে থামল আর অন্ধকারে চিৎকার করে বলল : শোন, যদি এখনও তোমরা কেউ ছবিটা আমাকে এনে হোটেলে দিয়ে যাও, বাক্সটা পাবে। আমি কথা দিচ্ছি আমি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনব না।' কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না। রবিনসনের একটা চাপা কথা বেরোল কিন্তু স্পষ্টতই ডেলামারশে তার মুখে চাপা দিল। কার্ল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল যদি লোক দুটো তাদের মন বদলায়। সে দু'বার থেমে থেমে চিৎকার করে বলল : 'আমি এখনও এখানে আছি। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। বরং একটা পাথর ঢালু রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে এল—হয় হঠাৎ করে খুলে পড়া নয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৫

পাশ্চাত্য হোটেল

হোটেলে পৌঁছেই কার্লকে একটা অফিসের মতো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হল। সেখানে নোটবই হাতে ম্যানেজার ম্যাডাম টাইপরাইটারে বসা একজন স্টেনোগ্রাফারকে একটি চিঠির খসড়া তৈরি করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রিত প্রাণোচ্ছল বোতাম টেপার শব্দ ; মাঝে মাঝে বোতামগুলো দেখা যাচ্ছিল; দেওয়ালে টাঙানো একটা ঘড়ির শব্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা যেন। ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাড়ে এগারোটা দেখাচ্ছিল। 'ঐ যে।' নোট বইটা বন্ধ করে ম্যাডাম বললেন, স্টেনোগ্রাফার কার্লের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই টাইপরাইটারের ঢাকা দিয়ে দিল। মেয়েটিকে স্কুল ছাত্রীর মতো দেখাচ্ছিল ; তার উপরের পোশাকটা সুন্দর করে ইস্তিরি করা, কাঁধের কাছে ভাঁজ করা ; তার চুল উঁচু করে বাঁধা ; আর এসবের মধ্যেও তার মুখে আশ্চর্য রকমের গাম্ভীর্য। প্রথমে ম্যাডামকে অভিবাদন জানিয়ে, তারপর কার্লকে, সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কার্ল ম্যাডামের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'এটা চমৎকার ব্যাপার হল যে অবশেষে তুমি এসেছ', ম্যানেজার বললেন, 'তোমার বন্ধুদের খবর কি?' 'আমি তাদেরকে আমার সঙ্গে আনিনি', কার্ল বলল। 'মনে হয় তারা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে চায়', ম্যানেজার যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইলেন।

'কিন্তু তাহলে কি উনি ভাবছেন আমিও সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব?' কার্ল নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, আর সে সমস্ত ব্যাপারটাতে দাঁড়ি টেনে দিয়ে বলল : 'আমাদের ঝগড়া ও বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।'

ম্যানেজার যেন এই সংবাদটা আগেই অনুমান করেছিলেন। তিনি বললেন : 'তুমি তাহলে মুক্ত?'

'হ্যাঁ, আমি মুক্ত', কার্ল বলল। স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান কিছু থাকতে পারে না।

'শোনো, তুমি কি এই হোটেলে কাজ চাও?' ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন।

'খুব চাই', কার্ল বলল, 'কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বড়োই কম। আমি টাইপরাইটার পর্যন্ত ব্যবহার করতে জানিনা।'

'ওটা কোনো ব্যাপারই না', ম্যানেজার বললেন, 'শুরুতে তোমাকে ছোটখাটো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজই দেওয়া হবে, এবার পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে তোমাকে উপরে উঠতে হবে। কিন্তু এরকম উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার চেয়ে তোমার একটু কাজ নেওয়াটা আরো ভালো ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার মনে হয় তুমি এরকম কিছুর জন্য জন্মাওনি।'

'আমার মামাও তাই বলতেন', ব্যাপারটা স্বীকার করে কার্ল মনে মনে বলল। একই সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল যদিও ম্যানেজার তার সম্পর্কে এত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন, সে কিন্তু এখনো নিজের পরিচয় দেয়নি। 'মাফ করবেন', সে বলল, 'আপনাকে আমার পরিচয় জানানো হয়নি। আমার নাম কার্ল রশম্যান'।

'তুমি জার্মান নাকি?'

'হ্যাঁ', কার্ল বলল, 'আমি বেশিদিন আমেরিকা আসিনি'।

'কোথা থেকে এসেছ তুমি?'

'বোহেমিয়ার প্রাগ থেকে', কার্ল বলল।

'একবার ভাব'। হাওয়ায় হাত দুলিয়ে জার্মান টানে স্পষ্ট ইংরাজীতে চিৎকার করে উঠে ম্যাডাম বললেন, 'তাহলে আমরা একই দেশের। আমার নাম গ্রেট শিজেলবাক আর আমি ভিয়েনা থেকে এসেছি। আমি প্রাগ খুব ভালোভাবে চিনি। আমি ওয়েন সেসলাম স্কোয়ারে 'সোনালী রাজহাঁস' হোটেলে ছমাস কাজ করেছি। একবার ভাব দেখি।'

'কবে সেটা?' কার্ল জিজ্ঞেস করল।

'অনেক অনেক বছর আগে'।

'পুরনো সোনালী রাজহাঁসকে দু'বছর আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'ওহো', ম্যাডাম বললেন। তিনি তখনো অতীতের স্মৃতিতে ডুবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। তিনি কার্লের দু'হাত চেপে কেঁদে ফেললেন আর বললে : 'যেহেতু তুমি আমার দেশের লোক, তুমি কোনোমতেই চলে যাবে না। চলে গিয়ে তুমি আমাকে কষ্ট দেবে না। যদি তুমি লিফট-বয় হিসাবে কাজ কর, কেমন হয়? একবার মুখফুটে বল, তাহলেই হবে। যদি তুমি এখানে কিছুদিন থাক তুমি বুঝবে এরকম একটা কাজ পাওয়া কত কঠিন, কারণ এটা হচ্ছে জীবনে কাজের সবচেয়ে ভালো শুরু। তুমি হোটেলের সব অতিথিদের সংস্পর্শে আসবে, লোকে তোমাকে দেখবে, ছোটখাটো ফাইফরমাশ বলবে ; প্রতিদিন তুমি নিজের উত্তরণ ঘটাতে পারবে। আমার উপরে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে, আমি সব ঠিক করে নেব'।

'লিফটবয়ের কাজটা আমার বেশ ভালোই লাগবে', কার্ল একটু থেমে বলল। হাই ইস্কুলের ডিগ্রি থাকার জন্য লিফটবয়ের কাজ নিয়ে কোনো খুঁতখুঁতানি না থাকাই ভালো। তার দেশের হাইস্কুলের ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকাতে লজ্জাই হয়। তাছাড়া লিফটবয়দের কার্ল সবদিনই বেশ পছন্দ করত কারণ ওরা বেশ চোস্ত।

'ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার নয় কি?'

www.BanglaBook.org

'তুমি জার্মান আর তুমি ভালো ইংরেজী বলতে পার সেটাই যথেষ্ট।'

'গত আড়াইমাসে আমি আমেরিকাতে ইংরেজী শিখেছি', কার্ল বলল কারণ সে ভাবল তার একটা গুণের কথা গোপন রাখা ঠিক নয়। 'ওটাই যথেষ্ট স্বীকৃতি', ম্যানেজার বললেন, 'ইংরেজী নিয়ে আমার যে কি অসুবিধে হয়েছিল! অবশ্য সেটা তিরিশ বছর আগেকার কথা। কালই আমি একথা বলছিলাম। কারণ কাল ছিল আমার পঞ্চাশতম জন্মদিন। এই বলে তিনি কার্লের মুখের দিকে চেয়ে পড়ে নিতে চাইলেন যে তার এই বয়সের মর্য্যাদার ছাপ তার উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে।

'তাহলে আপনার শুভকামনা করি', কার্ল বলল।

'হ্যাঁ, যেন এটা কাজে লাগে', কার্লের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন। পুরনো একটা জার্মান কথা তার জিভের ডগায় এসে যেতেই তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন।

'দ্যাখ তো, তোমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আগামীকাল তো সব কথা হতে পারে। দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে আমি সবকিছু ভুলে যাচ্ছি। এসো, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।'

'আমার আর একটা অনুরোধ আছে', টেবিলে রাখা টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে কার্ল বলল, 'হতে পারে আগামীকাল আমার এক বন্ধু আমাকে খুব দরকারী একটা ছবি দিতে আসতে পারে। আপনি কি কুলিকে বলে রাখবেন সে যেন তাকে উপরে আসতে দেয় বা আমাকে নিচে নামতে বলে?'

'নিশ্চয়, কিন্তু তারা যদি ছবিটা না দেয়? কার ছবি এটা জানতে পারি?'

'এটা আমার বাবা-মার ছবি', কার্ল বলল, 'না আমি নিশ্চয় নিজে ঐ লোকেদের সঙ্গে কথা বলব।' ম্যানেজার আর কোনো কথা না বলে একজন কুলিকে আদেশ জানিয়ে কার্লের ঘরের নং ৫৩৬ দেখিয়ে দিলেন।

মূল প্রবেশ দরজার মুখোমুখি একটা দরজার ভেতর দিয়ে একটা ছোট বারান্দা ধরে তারা লিফটের কাছে গিয়ে দেখল একটা ছোট লিফ্‌টবয় লিফটের রেলিং-এ হেলান দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। 'আমরা নিজেরাই এটা চালাতে পারি', ম্যানেজার কার্লকে লিফটের ভেতর ঠেলে দিয়ে আস্তে করে বললেন, দেশ থেকে বারোঘণ্টার পরিশ্রম এইটুকু ছেলেদের পক্ষে সত্যিই কঠিন; তিনি নামতে নামতে বললেন, 'কিন্তু আমেরিকা একটা অদ্ভুত দেশ। এই ছেলেটার ধর, ছ'মাস আগে ও ওর ইটালিয়ান বাবা-মার সঙ্গে এখানে এল। প্রথমে মনে হয়েছিল ও বোধহয় কাজটার ভার সহ্য করতে পারবে না, ওর মুখ শুকনো হয়ে যেত ; যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ত। যদিও ওর কাজ করবার খুব ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আমেরিকাতে ছ'মাস এখানে বা অন্য কোথাও কাজ করতে থাক্, ও ঠিক ওর রাস্তা খুঁজে নেবে আর আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এরকম কত ঘটনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি তোমাকে শোনাতে পারি। তুমি অবশ্য ওদের মতো নও কারণ তুমি বেশ শক্তিমান। তোমার সতেরো হল নাকি?'

www.BanglaBook.org

'পরের মাসে আমার বয়স ষোলো হবে', কার্ল উত্তর দিল।

'এখনো ষোলো হয়নি?' ম্যানেজার বললেন, 'তাহলে তুমি চিন্তা কোরনা।' বাড়িটার সবচেয়ে উঁচুতলায় চিলেকোঠায় একটা ঘরে ম্যানেজার তাকে নিয়ে এলেন। ঘরটার একটা ঢালু দেওয়াল কিন্তু দুটো বাল্ব জ্বলতে থাকায় ঘরটাকে বেশ আলোকিত ও উজ্জ্বল লাগছিল। 'এর সাজসজ্জা দেখে অবাক হয়োনা', ম্যানেজার বললেন, 'কারণ এটা তো হোটেলঘর নয়, এটা আমারই একটা ঘর। আমার তিনটে ঘর আছে, সেজন্য তোমার দিক থেকে আমার অসুবিধা হওয়ার কিছু নেই। আমি লাগোয়া দরজাগুলো বন্ধ করে দিলেই তুমি তোমার মতো করে থাকবে। আগামীকাল হোটেলের নতুন কর্মী হিসাবে তুমি তোমার নিজস্ব ঘর পাবে। যদি তোমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আসত তাহলে আমি চিলেকোঠায় চাকরদের থাকবার ঘরে তোমাদের থাকার বন্দোবস্ত করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি একা আমার মনে হয় তুমি এখানে ভালোই থাকবে যদিও এখানে সোফা ছাড়া ঘুমোবার আর কোনো জায়গা নেই। এবার ভালো করে ঘুমোও যাতে কাল কাজ করবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পার। কাল তোমার এতটা কষ্ট হবে না।'

'আপনার দয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'থাম', তিনি দরজার সামনে থেমে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে যেন কাল কেউ খুব তাড়াতাড়ি না জাগিয়ে তোলে।' তারপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, 'থেরেস'।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম', টাইপিস্ট মেয়েটির গলা পাওয়া গেল। 'যখন তুমি কাল সকালে আমাকে জাগাতে যাবে, এই বারান্দার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখো এই ঘরে আমার একজন অতিথি ঘুমোচ্ছে। ও সাংঘাতিক ক্লান্ত।' তিনি একথা বলতে বলতে কার্লের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'বুঝলে কিছু?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'তাহলে শুভ রাত্রি'।

'শুভরাত্রি'। ম্যানেজার বিশদভাবে বলতে লাগলেন : 'কয়েকবছর আমি খুব বাজে ঘুমিয়েছি। আমার এখনকার অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট, আর দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু আমার পুরনো দিনের দুশ্চিন্তাগুলো যেন বেরিয়ে এসে আমার ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। যদি ভোর তিনটের আগেও আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি, আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। কিন্তু আমাকে তো পাঁচটার মধ্যে খুব বেশি হলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আমার কাজে বসতে হবে, তাহলে আমাকে জাগিয়ে তুলতে হবে এমনভাবে যাতে করে আমি বেশি করে ভয় না পাই। সেজন্য থেরেস আমাকে জাগায়। তোমাকে যা বলার ছিল এখন আমি বলে দিয়েছি। আমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন। শুভরাত্রি।' তার মোটা চেহারাতেও যেন তিনি ঘর থেকে উঠে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কার্লের খুব ঘুম পাচ্ছিল। সারাদিন তার উপর দিয়ে বেশ ঝড় বয়ে গিয়েছে। একটা টানা লম্বা ঘুমের জন্য এর চেয়ে আরামদায়ক জায়গা আর হয় না। ঘরটা হয়তো শোবার ঘর নয় ; এটা হয়তো ম্যানেজারের থাকার ঘর কিংবা অভ্যর্থনাঘর ; সামনে একটা রাতে ব্যবহারের জন্য হাতমুখ ধোওয়ার স্ট্যান্ডও রয়েছে ; তবু তার নিজেকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে হলনা কারণ তার বেশ ভালো রকমের যত্ন নেওয়া হয়েছে। তার বাকীটা ঐ তো যেন তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে ; ওটা তো অনেকটা সময় নিরাপদে ছিল না। একটা ছোট ড্রয়ার ভরতি দেরাজের উপর উলের জালতি করা ঢাকনা ঢাকা, অনেকগুলো ফ্রেমওয়ালা ছবি দাঁড় করানো ; ঘরটায় ঘুরতে ঘুরতে কার্ল ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ছবিগুলো সবই বেশ পুরনো—বেশির ভাগ মেয়েদের ছবি, তাদের পোশাক পুরনো ফ্যাশনের, অস্বস্তিকর, একটি করে ছোট উঁচু টুপি প্রত্যেকের হাতে, ডান হাতটা চাঁদোয়ার উপর রাখা ; মেয়েগুলো দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কিন্তু দর্শকের দিকে তাকাতে চাইছে না। ছবির পুরুষদের মধ্যে একজনকে দেখে কার্লের বিশেষ ভালো লেগে গেল। তিনি একজন সৈনিক—তার টুপিটা টেবিলের উপর রাখা—ঋজু দাঁড়িয়ে, মাথায় এলোমেলো কালো চুল, চাপা অথচ দৃঢ় দুষ্টুমিভরা চাউনি; কেউ আবার তার বোতামগুলোর সোনালী রং করে দিয়েছে। মনে হয় এইসব ছবি য়ুরোপ থেকে আনা। উল্টালে হয়তো এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত কিন্তু কার্ল এতে একটি আঙ্গুলও ছোঁয়াতে চাইল না। তার থাকার ঘরে ঠিক এরকম করে সে তার বাবা-মার ছবি টাঙ্গিয়ে রাখবে—সে এমনটাই ভাবছিল।

ভালো করে গোটা গা ধুয়ে সে নিজেকে সোফায় এলিয়ে দিল ; তারপর একটা ভালো ঘুম দেবে ভাবছিল। সবকিছু সে বেশ ধীরে ধীরে করছে কারণ পাশের ঘরে টাইপিস্ট মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ সে কোনো একটা দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনল। প্রথমে সে বুঝতে পারল না ধাক্কাটা কোন্ দরজাতে হচ্ছে। যদি ঘন ঘন শব্দটা হত তাহলে ভালোভাবে বোঝা যেত। কিন্তু শব্দটা পরপর হচ্ছিল না ; যখন তার ঘুম ধরে এসেছে সেই সময় আবার শব্দ শোনা গেল। এবার সে বুঝল এটা নিশ্চিত তারই দরজায় ধাক্কা ; এটা টাইপিস্টের ঘর থেকেই আসছে। কার্ল চুপিসারে দরজার কাছে গেল আর খুব মৃদুভাবে বলল, 'এমনটা তো হতে পারে পাশের ঘরে টাইপিস্ট মেয়েটির ঘুম ভেঙে যেতে পারে, 'আপনি কি কিছু চাইছেন?'

একইরকম মৃদু স্বরে উত্তর এল : 'আপনি কি দরজাটা খুলবেন? চাবিটা আপনার পাশেই রয়েছে?'

'নিশ্চয়', কার্ল বলল, 'তার আগে আমি কিছু পোশাক পরে নিই'।

একটু সময়ের বিরতি। তারপর মেয়েটি বলল : 'তার আর দরকার নেই। দরজা খোল। বিছানায় যাও। আমি একটু অপেক্ষা করছি।'

'ভালো', মেয়েটির কথামত কার্ল তাই করল, কিন্তু সে আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

www.BanglaBook.org

'আমি এখন বিছানায়', সে তারপর একটু জোরেই বলল। তারপর মেয়েটি তার অফিস ছাড়ার সময় যে পোশাকে ছিল সেই পোশাকেই ঘরে এল, বিছানায় যাবার জন্য সে স্পষ্টতই প্রস্তুত হয়নি।

'আমাকে মাফ করবেন', সে কার্লের সোফার উপর একটু ঝুঁকে বলল, 'আমার উপর রাগ করবেন না। আমি আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাব না। আপনি ভীষণ ক্লান্ত।'

'আমি অতটা ক্লান্ত নই', কার্ল বলল, 'তবে আমি যদি একটু পোশাক পরতাম, ভালো হত। তাকে চিৎ হয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে থাকতে হচ্ছিল কারণ তার কোনো রাতের পোশাক ছিল না।'

'আমি মিনিট খানেক থাকব', চারিদিকে তাকিয়ে একটা চেয়ার খুঁজতে খুঁজতে মেয়েটি বলল, 'আমি কি সোফাতে বসতে পারি?'

কার্ল মাথা নাড়ল। থেরেস চেয়ারটাকে সোফার এত কাছে নিয়ে এল যে কার্লকে দেয়ালের গায়ে গুটিসুটি মেরে শুতে হল তবেই সে তাকে দেখতে পাবে। তার মুখের গঠন বেশ গোলগাল সুশ্রী, কেবল তার ভ্রূ দুটো অসম্ভব উঁচু, তবে সেটা তার চুল বাঁধার ধরন থেকেও হতে পারে ; আর চুল বাঁধার ধরনটাও তার মুখের সঙ্গে বেমানান লাগছিল। তার পোশাক বেশ পরিচ্ছন্ন। বাঁ হাতে একটা রুমাল নিয়ে সে ভাঁজ করছিল।

'তুমি কি এখানে থাকবে?' মেয়েটি জানতে চাইল।

'এখনও ঠিক হয়নি', কার্ল উত্তর করল, 'কিন্তু আমার মনে হয় আমি এখানে থাকতে চলেছি'।

'সত্যিই চমৎকার হবে', মুখের উপর রুমালটা দিয়ে সে বলল, 'কারণ এখানে আমার খুব একা লাগে'।

'আমার তো অবাক লাগছে। ম্যানেজার তোমাকে বেশ ভালোবাসেন। তোমাকে তো কর্মী বলেই মনে করেন না। আমি ভেবেছিলাম তুমি তার আত্মীয়-টাত্মীয় হবে।'

'না, না, আমার নাম থেরেস রারশটলড ; আমি পোমেরানিয়া থেকে এসেছি।' কার্ল তার নিজের পরিচয় দিল। তাতে করে মেয়েটি এই প্রথমবার ভালো করে তাকাল ; যেন তার নামটা উল্লেখ করতেই মেয়েটির অদ্ভুত লাগল। তারা দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। তারপর মেয়েটি বলল, 'তুমি ভেবোনা আমি অকৃতজ্ঞ। ম্যানেজার না থাকলে আমার অবস্থা খুবই খারাপ হত। এখানে আমাকে রান্নাঘরের ঝি হয়ে থাকতে হত আর যে কোনো সময় আমি ছাঁটাই হয়ে যেতে পারতাম কারণ আমি ওদের মতো ভারি কাজ করতে পারতাম না। এখানে সবাই তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। মাসখানেক আগে রান্নাঘরের এক ঝি তো কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে মূর্চ্ছা গেল আর চোদ্দদিন তাকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হল। আমার গায়ে শক্তি কম। ছোটবেলায় আমি খুব ভুগতাম, সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারিনা।

www.BanglaBook.org

আমাকে দেখলে কি তোমার আঠারো মনে হয়? কিন্তু এখন আমার গায়ে একটু জোর বেড়েছে।'

'এখানকার কাজ মনে হয় বেশ ক্লান্তিকর', কার্ল বলল, 'নিচে একজন লিফটবয়কে দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।'

'তবে লিফ্‌টবয়রা সুবিধে পায় অনেক বেশি', মেয়েটি বলল, 'তারা টিপস পায় আর রান্নাঘরের ঝিদের মতো অত খাটতে হয় না। কিন্তু একদিন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যখন ম্যানেজার এক ভোজসভার জন্য টেবিল-রুমাল পাতবার আদেশ আমাকেই দেন ; তারপর রান্নাঘরের ঝি-এর খোঁজে নিচে চলে যান ; এখন ওখানে প্রায় পঞ্চাশজন ঝি রয়েছে। আর সেদিন আমি সবকিছু নিখুঁত করেছিলাম। এতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন কারণ টেবিল রুমাল পাতবার কাজটা আমি ভালো জানতাম। সেজন্য সেদিন থেকে তিনি আমাকে তার সঙ্গে রাখলেন আর ধীরে ধীরে ট্রেনিং দিয়ে তার সচিব তৈরি করলেন। আমি যে কত কি শিখেছি!'

'তাহলে, এখানে এত লেখা-জোখার কাজ রয়েছে?' কার্ল জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, অনেক', মেয়েটি উত্তর দিল, 'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি তো দেখলে যে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কাজ করছিলাম ; আর ওটা প্রায়ই হয় অবশ্য সবসময়ই যে টাইপ করি তা নয়, শহরে কিছু ফাইফরমাসও খাটি।'

'এই শহরটার নাম কি?' কার্ল জানতে চাইল।

'তুমি জানো না?' মেয়েটি বলল : 'রামেসেস'।

'এটা কি বেশ বড় শহর?' কার্ল জিজ্ঞেস করল।

'বেশ বড়', সে উত্তর করল, 'অবশ্য এখানে আমি তেমন বেড়াতে পাই না। কিন্তু এবার তুমি ঘুমোবে তো?'

'না, না', কার্ল বলল, 'তুমি তো এখনও বলোনি যে কেন তুমি এখানে এসেছিলে।'

'কারণ এখানে কারো সঙ্গে কথা বলতে পাইনা। আমি অভিযোগ করছি না, কিন্তু এখানে সত্যিই কেউ নেই। আমার ভালো লাগছে যে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দিয়েছ। আমি তোমাকে পানশালায় দেখেছিলাম। আমি তখন ম্যানেজারকে আনতে গিয়ে দেখলাম তিনি তোমাকে গুদামঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'ও:, পানশালাটা কি সাংঘাতিক জায়গা!' কার্ল বলল।

'আজকাল আমি ওদিকটা দেখিও না', সে উত্তর দিল, 'কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম যে ম্যানেজার আমাকে ঠিক আমার মায়ের মতো স্নেহ করেন তবু অবস্থান অনুযায়ী তার সঙ্গে আমার খোলামেলা কথা বলার অসুবিধা আছে। রান্নাঘরের ঝিদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু তারা অনেক আগেই চলে গেছে। আর নতুনদের আমি চিনিও না। তাছাড়া আমার মনে হয় যে কাজটা এখন আমি করছি

www.BanglaBook.org

এটা আগের চেয়েও কঠিন ; আর আগেরটার মতো ভালো করেও একাজটা আমি করি না; তবু ম্যানেজার দাক্ষিণ্যবশত আমাকে রেখে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি তার সচিব হতে হলে আমার আর একটু শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন ছিল। এটা বলা পাপ, কিন্তু আমি প্রায়ই অনুভব করি যে, এটা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরের দোহাই, সে হাসিতে ফেটে পড়ল আর তার দুটো হাত তার কাঁধের উপর রাখল কারণ কার্লের হাত কম্বলের ভেতর ছিল, 'ম্যানেজারকে এসব কিছু বলবে না তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে। আমার কাজ যদি তার বিরক্তির কারণ হয় তবে তিনি দুঃখ পাবেন; সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই, তাকে আমি কিছু বলব না', কার্ল উত্তর দিল। 'তাহলে তো ঠিকই আছে', সে বলল, 'তুমি এখানে থেকে যাও। তুমি থাকলে আমার ভালোই লাগবে, তুমি চাইলে আমরা বন্ধু হতে পারি। তোমাকে যখনই দেখেছিলাম তখনই মনে হয়েছিল তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। তবু—তবু আমি ভয় পেয়েছিলাম—আমি কত খারাপ দ্যাখ—ম্যানেজার যদি তোমাকে তার সচিব করে নিয়ে আমাকে ছাঁটাই করে দেন। আমি অনেকক্ষণ পাশের দরজায় বসেছিলাম। তখন তোমরা নিচে অফিসে ছিলে; আমি নিজেকে সোজাসুজি বোঝাতে চাইছিলাম যে যদি তুমি আমার জায়গায় কাজটা নিতে ভালোই হবে কারণ তুমি আমার চেয়ে কাজটা ভালোভাবে করতে পারবে। যদি তুমি শহরের টুকিটাকি কাজগুলো না পার সেগুলো আমাকে করতে দিও। তাছাড়া, আমি এখনও রান্নাঘরে কাজ করতে পারব কারণ আমি আগের মতো অতটা দুর্বল নই।'

'সব ঠিক হয়ে গেছে', কার্ল বলল, 'আমি লিফটবয়ের কাজ করব ; তুমি যেমন সচিব ছিলে তেমনই থাকবে। কিন্তু যদি তোমার এইসব পরিকল্পনার কথা ম্যানেজারকেও একটু জানাও, আমি তাকে আজ রাতের কথা বলতে বাধ্য হব।'

কার্লের কথায় থেরেস এত ভয় পেয়ে গেল যে সে সোফার পাশে ধপ করে বসে পড়ে বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'না, না, আমি বলব না', কার্ল বলল, 'তবে তুমি কিন্তু কোনো কথা বলবে না।'

'এবার কার্ল তার চাদর থেকে কিছুটা হাত বাইরে এনে তার হাতে মৃদু আঘাত করল; আসলে সে তাকে এতটা সান্ত্বনা দিল যে সে তার কান্নার জন্য লজ্জা পেয়ে গেল ; তার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল ; তাকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত ঘুমোতে উপদেশ দিল আর কথা দিল সে যদি সকাল আটটার সময় সুযোগ হয় সে উপরে এসে তাকে জাগিয়ে দেবে।

'লোককে জাগিয়ে তোলায় তুমি বেশ তৎপর', কার্ল বলল।

'হ্যাঁ, কিছু কিছু কাজ আমি ভালোই করতে পারি', সে বলল। তারপর আস্তে করে বিছানার চাদরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল আর দৌড়ে তার ঘরে চলে গেল।

পরের দিন যদিও ম্যানেজার তাকে বিশ্রাম নিতে বললেন আর শহরটা ঘুরে

www.BanglaBook.org

দেখতে বললেন। সে কাজ শুরু করতে চাইল। সে ম্যানেজারকে বলল, পরে সে শহরটাকে দেখার অনেক সুযোগ পাবে; কিন্তু তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল কাজটা শুরু করা। কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই য়ুরোপে সে একটা কাজ ফেলে রেখে এসেছে আর আজ সে একটা লিফটবয়ের কাজ করতে যাচ্ছে যখন তার বন্ধুরা, যারা একটু উচ্চাকাঙ্খী, তারা তার চেয়ে কত বেশি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ঝুঁকি নিচ্ছে। লিফটবয়ের কাজটাই তার কাছে এখন ঠিক কাজ ও প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাকে খুব তাড়াতাড়ি এগোতে হবে। এই অবস্থায় রামেসেস শহরে অলসভাবে ঘুরে বেড়াবার কোনো মানে হয় না। থেরেস তো তাকে একটু হাঁটবার জন্য সঙ্গ দিতে বলেছিল, তাতেও সে রাজি হয়নি। তার মনে তখন একটাই ভয় যদি সে কাজ না করে তবে সে ডেলামারশে আর রবিনসনের মতো নিচে নেমে যাবে।

হোটেলের দরজি তাকে একটা লিফটবয়ের পোশাক বানিয়ে দিল ; পোশাকটার সোনালী বোতাম ও সোনার পাতের কাজ করা—বেশ উজ্জ্বল। ওটা পরতে গিয়ে কার্ল একটু কেঁপে উঠল, কারণ তার নিচেই ছিল ছোট ঠাণ্ডা, শক্ত আর ঘামে বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে জ্যাকেট যেটা নিশ্চয় এর আগে অনেক ছেলেই পরেছে। জ্যাকেটটা অবশ্য কার্লকে বদলাতে হল, বিশেষ করে ছাতির কাছটা, কারণ বাতিল হওয়া প্রায় দশটা জ্যাকেটের একটাও তার গায়ে উঠল না। তবু প্রয়োজনীয় সেলাই করে তারপর কার্লের মাপ মতো ঠিক করে দরজি ওটা মাপে আনার চেষ্টা করল—দু'দুবার পোশাকটা তার মেসিনে খুলে সেলাই করে তারপর কার্লের মাপমত শেষ করল। তবে মাত্র পাঁচমিনিটে সে সব কাজ শেষ করল। দরজির আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সেটা অস্বাভাবিক রকমের আঁটোসাঁটো, সেটাতে কার্লকে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে বাধ্য করল কারণ তার ভয় হচ্ছিল ওটা পরে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে না তো!

তারপর সে প্রধান-পরিচারকের কাছে গেল। তারই দায়িত্বে কার্লের থাকার কথা। লোকটি ছিপছিপে গড়নের, সুপুরুষ, দীর্ঘ নাক—বছর চল্লিশেক একজন লিফটবয়কে ডেকে নিল, যেমনটি আগের দিন একজনকে কার্ল দেখেছিল। সে ছেলেটির আসল নাম গিয়াকোমো বলে ডাকল আর কার্লের ইংরেজী উচ্চারণ কিছুই বুঝতে পারল না। বালকটিকে লিফ্‌টবয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে কার্লকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু ছেলেটি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারল না। আর গিয়াকোমো বিরক্ত ছিল কারণ কার্লের জন্যই তাকে লিফটবয়ের কাজ থেকে সরে যেতে হচ্ছে আর তাকে শয়নকক্ষের পরিচারিকাদের সাহায্য করার কাজ নিতে হচ্ছে। সেটা তার চোখে বেশ নিম্নমানের কাজ। অবশ্য সে তার মনের ভাব প্রকাশ করল না। কার্ল সবচেয়ে বেশি হতাশ হল জেনে যে একজন লিফ্‌টবয়ের একটা বোতাম টেপা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। আর লিফট সারাই-এর কাজ করে হোটেলের মেকানিকরা। যেমন, ছমাস কাজ করেও গিয়াকোমো নিজের চোখে লিফটের ভেতরকার ডায়নামো বা ভেতরকার কোনো

www.BanglaBook.org

যন্ত্রপাতি দেখেনি যদিও তার দেখার ইচ্ছে ছিল বা দেখতে পেলে আনন্দ হত। সত্যি বলতে কি কাজটা খুব একঘেয়ে; বারোঘণ্টার দিন বা রাতের কাজ ; এক এক সময় এত ক্লান্তিকর লাগে যে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে না নিলেই নয়। কার্ল কোনো মন্তব্য করল না। তবে সে বুঝে গেল যে গিয়াকোমোর এই ঘুমানোর কৌশলই তার বরখাস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।

কার্লের ভালো লাগল সে তার কাজ সবচেয়ে উপরতলায় কারণ ওখানে অভিজাতরা কেউ যেত না অভিজাত ব্যক্তিরা বড্ড বেশি খুঁতখুঁতে। তবে অন্যদের মতো সে বেশি কিছু শিখতে পারবে না। তবুও শুরু পক্ষে একটা ভালো বইকি।

প্রথম সপ্তাহ কেটে যাবার পর কার্ল বুঝতে পারল যে কাজটা সে ভালোই পারবে। তার লিফটের পেতলের কাগজটা বেশ চকচকে ; এটার সঙ্গে বাকি তিরিশটার তুলনাই হয় না। এটা আরো উজ্জ্বল মত যদি তার লিফটের সহকর্মী আর একটু সুশৃঙ্খল আর ধোপদুরস্ত হত আর কর্তব্যে অবহেলা না করত। সে আমেরিকার আদিবাসী রেনেল চতুর যুবক, কালো চোখ, মসৃণ কাঁপা গলা তার। তার একটা দারুণ স্যুট ছিল। সেটা সে ছুটির সন্ধ্যায় পরত আর তাতে হালকা সুগন্ধি লাগিয়ে শহরের দিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ত। তারপর এক সন্ধ্যায় সে কার্লকে তার সান্ধ্য কাজটা করে দিতে অনুরোধ করল কারণ তার পারিবারিক কাজ রয়েছে। তবে তার পোশাক, মজার ভাব ও এই অজুহাত দুটো পরস্পরবিরোধী ও চোখে পড়ার মতো। যাই হোক্ না কেন কার্ল তাকে বেশ পছন্দ করত। সেজন্য আর এক সন্ধ্যায় কার্ল দেখল তার সুন্দর স্যুটটা পরে লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার বেশ ভালোই লাগল। দস্তানা পরে একই অজুহাত দেখিয়ে সে বারান্দা ধরে হেঁটে বেরিয়ে গেল। তাছাড়া কার্ল ভাবল শুরুতে তার চেয়ে বয়সে বড়ো সহকর্মীর সঙ্গে তার সহযোগিতা করা উচিত ; সে তো এরকম কোনো স্থায়ী চুক্তি করতে চাইছে না। উপর-নিচ করাটা, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা টানা ওঠা-নামা করাটা বেশ কষ্টের কাজ।

সুতরাং কার্লও জেনে গেল কিভাবে দ্রুত অভিবাদন জানাতে হয়, কিভাবে অন্য লিফটবয়দের মতো বিদ্যুৎগতিতে টিপ্‌স নিতে হয়। ওগুলো নিমেষে কোমরপকেটে চালান হয়ে যেত, তার মুখের ভঙ্গী দেখে কেউ বলতে পারত না ওগুলো ছোট না বড়। মহিলা অতিথি এলে সে বেশ বীরত্বের সঙ্গেই দরজাটা খুলত ; তারপর ঘুরে গিয়ে ধীরে ধীরে তার পেছনে ঢুকত কারণ মেয়েদের টুপি, পোশাক, এটা-ওটা দেখতে তারপর ভেতরে যেতে পুরুষদের চেয়ে বেশি সময় লাগত। লিফটে কাজ করায় সে দরজার পাশে দাঁড়াত কারণ তার মনে হত ওটাই সবচেয়ে ন্যায়মাফিক জায়গা ; তার যাত্রীদের দিকে পেছন ফিরে, দরজার হাতলটা হাতের মধ্যে রেখে যাতে করে যখনই কেউ দরজার সামনে আসবে সে যেন দরজাটা ঠেলে দিয়ে তাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত এরকম একটা ভাব দেখাত। খুব কমই কেউ তার পিঠে টোকা মেরে কোনো ছোটখাটো

www.BanglaBook.org

ব্যাপার জানতে চাইত ; তখন সে সুন্দরভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন ভঙ্গী করত যেন সে এটাই আশা করেছিল আর সে বেশ জোর গলায় তার উত্তর দিত। প্রায়ই থিয়েটার শেষ হলে বা কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন পৌঁছলে ভিড়টা এত বেশি হত যে অনেক লিফ্‌ট থাকা সত্ত্বেও সে একদল যাত্রীকে উপরে নামিয়ে দিয়ে নিমেষে নিচের প্রতীক্ষারত যাত্রীদের নেবার জন্য নেমে আসত। তবে এটা সম্ভব হত একটা টানা কেবল তার ছিল যেটাকে টেনে দিলে লিফটের গতি বাড়ানো যেত যদিও এটা আইনত নিষিদ্ধ ছিল আর এমনিতেই বিপজ্জনকও। সুতরাং কার্ল যখন যাত্রী নিয়ে উপরে উঠত সে তারটা টানত না। কিন্তু যখন নিচে নামত তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। সে বেশ শক্তসমর্থ ছন্দোময় গতিতে নাবিকের মতো করে তারটায় টান দিত। তাছাড়া সে জানত যে অন্যান্য লিফটবয়রাও এটা করত ; সেজন্য এটা না করে সে তার যাত্রী হারাতে চাইত না। ব্যক্তিগত অতিথিরা যারা একটু বেশিদিন হোটেলে থাকত—এটা সাধারণ ঘটনা—তারা মৃদু হেসে কার্লকে বুঝিয়ে দিত যে কার্লকে তারা লিফটবয় হিশেবে চেনে। বেশ গাম্ভীর্য ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কার্ল এই হাসিটা গ্রহণ করত। মাঝে মাঝে যখন ভিড় কম হত, সে টুকিটাকি অন্য কাজ করত যেমন কিছু এনে দেওয়া বা কোনো অতিথি হোটেলের উপরের ঘরে কিছু ফেলে রেখে এসেছে, তার আর কষ্ট করে উপরে উঠতে ইচ্ছে করছে না; তখন কার্ল তার লিফ্‌ট নিয়ে সাঁ সাঁ করে উপরে চলে যেত, মনে হত যেন লিফ্‌টটা তার নিজের, অচেনা ঘরটায় ছুটত, সেখানে দেখত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস যেগুলো সে জীবনে দেখেনি সেগুলো পড়ে রয়েছে বা পোশাক ঝোলানো খোঁচায় ঝুলছে, কোনো অপরিচিত সাবান, সুগন্ধি বা দাঁতের মাজনের গন্ধ শুঁকে নিত ; তারপর একটুও দেরি না করে দরকারি জিনিসটা নিয়ে দ্রুত নেমে আসত কিন্তু তাকে কেউ সামান্যতম নির্দেশও দিত না জিনিসটা কোথায় আছে। মাঝে মাঝে ফাইফরমাস না পেলে তার খুব খারাপ লাগত কারণ এই কাজগুলো বিশেষ পরিচারক বা সংবাদ বাহকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যারা সাইকেল বা মোটরসাইকেল ব্যবহার করত। তার দৌড় ছিল খাবার ঘর বা জুয়া খেলার ঘর পর্যন্ত।

বারো ঘন্টা কাজ করার পর সপ্তাহের তিনদিন সন্ধ্যা ছ'টায়, তিনদিন সকাল ছ'টায় ছুটি হলে কার্ল এত ক্লান্ত থাকত যে কোনোদিকে না তাকিয়ে সে সোজা বিছানায় চলে যেত। তার শোবার জায়গা হয়েছিল অন্যান্য লিফ্‌টবয়দের সঙ্গে হলঘরে। তার ম্যানেজার যাকে প্রথম সাক্ষাতে বেশ প্রভাবশালী বলে মনে হয়েছিল, তিনি তার জন্য আলাদা একটা ঘরের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন আর প্রায় সফল হয়েছিলেন, কিন্তু যখন কার্ল দেখল তিনি এটার জন্য ব্যস্ত প্রধান পরিচারককে প্রায়ই ফোন করে চলেছেন, সে এবার এটা প্রত্যাখ্যান করল। সে ম্যানেজারকে বোঝাল প্রত্যাখ্যানের বাস্তব কারণটা কি। কারণ যে যোগ্যতা সে অর্জন করেনি সেটার সুবিধে গ্রহণ করে সে লিফ্‌টবয়দের ঈর্ষার পাত্র হতে চায় না।

www.BanglaBook.org

হলঘর ঘুমোবার জায়গা হিশেবে শান্ত হওয়ার কাম্য ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি ছেলের আলাদা খাওয়ার, ঘুমোবার, অবকাশ যাপনের আর অন্যান্য ঘটনা অনুযায়ী কাজকর্মের সময় ভাগ করা ছিল। ফলে ঘরটাতে সবসময় গোলমাল লেগেই থাকত। কেউ কেউ শব্দ যাতে কানে না ঢোকে সেজন্য কানে কম্বল চাপা দিয়ে রাখত, তাদের মধ্যে যদি কাউকে জাগানো হয়ে যেত সে অন্যদের গোলমাল দেখে রাগে এমন হুংকার দিত যত গভীর ঘুমের মধ্যে কেউ থাকুক না কেন সেও জেগে যেত। প্রত্যেকেরই একটা করে চুরুট পাইপ ছিল। সেটাই ছিল তাদের বিলাস। কার্লও অভ্যেস করে ফেলেছিল। যেহেতু কাজের সময় ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। হলঘরটাতে যার যখন ঘুম আসত না, সেই ধূমপান করত। ফলে প্রতিটি বিছানার উপর ধোঁয়ার মেঘ জমে থাকত আর সমস্ত ঘরটা আবছা লাগত। যদিও প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছিল রাতে ঘরের একপ্রান্তের কেবলমাত্র একটি বাল্ব জ্বলবে, আদতে এই নিয়ম মানা হত না। যদি প্রস্তাবটা মেনে চলা হত তাহলে অর্ধেকটা ঘর অন্ধকারে থাকত। বিশাল চল্লিশটা বিছানার ঘর— অন্যদিকে অর্ধেক আলোকিত অংশে জুয়া বা তাস খেলা বা আলোয় যা করা উচিত তাই করা চলত। এমন কেউ যার বিছানা আলোর দিকে কিন্তু সে ঘুমোতে চায় তাহলে সে অন্ধকারের দিকের খালি বিছানায় ঘুমোতে পারত ; কারণ অনেক বিছানাই খালি থাকত আর কেউ যদি অন্যের বিছানায় সাময়িকভাবে ঘুমোতে চাইত, সে অশান্তি করত না। কিন্তু একটা রাতও এরকম আয়োজন টিকত না। কিছু সুযোগসন্ধানী ছেলে অন্ধকার পেলেই ঘুমিয়ে নিত; তারপর তাস খেলার ইচ্ছে হলেই তাদের বিছানাগুলোর মাঝে বোর্ড পেতে দিত। স্বাভাবিকভাবে তারা সবচেয়ে কাছের আলোটা জ্বালাত ; যার মুখে এই তীব্র আলো পড়ত তাঁর ঘুম ভেঙে যেত। অবশ্য কেউ চাইলে আলো থেকে একটু সরে যেত ; কিন্তু একটু পরেই জেগে উঠে সে আলো জ্বালাত আর তার জেগে ওঠা বন্ধুটির সঙ্গে তাস খেলতে শুরু করে দিত। আর তার মানেই পাইপ ধরানো। এখানে-ওখানে কার্লের মতো কিছু ঘুমকাতুরে বালিশে মাথা না দিয়ে তাঁর ভেতর মুখ গুঁজে দিত। কিন্তু কি করেই বা ঘুমোবে যদি পাশের বিছানার ছেলেটি কাজে যাবার আগে একটু শহরে বেড়াতে যাবার জন্য বেশ শব্দ করে মুখ ধোয় আর যেসিন থেকে বিছানায় শোওয়া ছেলেটির মাথায় জলের ছিটে পড়ে। কখনো কখনো সে বেশ শব্দ করে বুটজুতো পরত বা মসমসিয়ে চলত। বেশির ভাগ ছেলেরই বুট বেশ ছোট ছিল, যদিও সেগুলো আমেরিকান জুতোর মাপেই তৈরি। যদি সে কোনো কিছু খুঁজে না পেত বা টয়লেটে না যেতে পারত, অন্যের মুখ থেকে বালিশ সরিয়ে নিত, অবশ্য বালিশের তলায় মুখ গুঁজে সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে এরকম একটা ধাক্কা খাবার প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। এখানে সব ছেলেরাই খেলাধুলা ভালোবাসে আর সবাই যেহেতু অল্পবয়সী শক্তিশালী তারা কোনো শারীরিক কায়দাকসরৎ বাদ দিত না। সুতরাং তুমি যদি কোনো হুংকার শুনে ঘুম থেকে হঠাৎ

www.BanglaBook.org

জেগে ওঠো, তুমি দেখবে তোমার বিছানার পাশে পুরোদমে মল্লযুদ্ধ চলছে আর দক্ষ দর্শকেরা জামা আর অন্তর্বাস পরে বিছানার চারপাশ ঘিরে রয়েছে। আলোগুলো সবই জ্বলছে। এরকম এক রাতে কার্ল যখন ঘুমোচ্ছিল মল্লযুদ্ধের এক প্রতিযোগী তার গায়ের উপর পড়ে গেল আর ঘুম ভেঙে কার্ল দেখল ছেলেটির নাক থেকে রক্তস্রোত বেয়ে আসছে ; আর কিছু করবার আগেই তার বিছানার চাদর রক্তে ডুবে যাচ্ছে। এই বারোঘণ্টার মধ্যে কয়েকঘণ্টা ঘুমোবার চেষ্টা কার্ল করেই যেত। তার গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল। তারও লোভ হত সবার সঙ্গে মজা করতে। কিন্তু তারপরই তার মনে হত, অন্যদের জীবনের শুরুটা অনেক ভালো ; সেজন্য তাদেরকে ছুঁতে হলে তাকে কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। সেজন্য কাজের চাপ অনুযায়ী তার যথেষ্ট ঘুমের প্রয়োজন ছিল। সে ম্যানেজার বা থেরেস কাউকেই হলঘরের অবস্থা নিয়ে কিছু জানায়নি ; কারণ অন্যরাও তো বিনা প্রতিবাদে সবকিছু সহ্য করে চলেছে। তাছাড়া হলঘরের কঠিন দুর্দশা তাদের কাজের একটা প্রয়োজনীয় অংশ যেটা সে ম্যানেজারের হাত থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

সপ্তাহে একদিন, দিন থেকে রাতের কাজে বদলি হবার দিন, পুরো একটি দিন তার ছুটি থাকত। সেই সময়টার অনেকটা অংশ সে দু'তিনজন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করত ; কখনো বা থেরেসের সঙ্গে বারান্দার এক কোণে বা অন্য কোথাও একটু গল্প করত। তবে সেই সময়টা থেরেসও তার কাজ থেকে একটু অবকাশ করে নিত। তবে তারা কখনোই থেরেসের ঘরে কথা বলত না। মাঝে মাঝে সে টুকিটাকি কাজ নিয়ে থেরেসকে সঙ্গে নিয়ে শহরে চলে যেত ; তবে তা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হত। তারা দৌড়ে ভূতল স্টেশনে চলে যেত। কার্লের কাছে ঝুড়িটা থাকত ; রেলযাত্রা এত দ্রুত শেষ হত মনে হত যেন ট্রেনটাকে কেউ শূন্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ; তারা নেমেই লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা না করে স্টেশনের অন্য প্রান্তে দৌড়ত—মনে হত যেন আরো তাড়াতাড়ি সবকিছু করা গেলে ভালো হত। তারপর তারা চৌকো জায়গাগুলো দেখতে পেত ; সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে নক্ষত্রের মতো রাস্তা বেরিয়ে গেছে ; প্রতিটি দিক থেকেই হুসহাস গাড়ির ঢেউ আছড়ে পড়ছে ; কিন্তু কার্ল ও থেরেস বেশ ঘন হয়ে দ্রুত বিভিন্ন অফিসে, লন্ড্রিতে, বাসনের দোকানে বা দোকানে টুকিটাকি কাজ করার জন্য ছুটত। এগুলো তো টেলিফোনে করা যেতনা—বেশিরভাগই ছোটখাটো কেনাকাটা বা তুচ্ছ অভিযোগ। থেরেস শিগগির লক্ষ্য করল যে কার্লের উপস্থিতিকে ঘৃণা করা যায় না বরং তার জন্যই অনেক কাজ দ্রুত সম্ভব হচ্ছে। সে সঙ্গে থাকলে তাকে কোথাও অপেক্ষা করে থাকতে হয় না, অন্য সময়ে দোকানে ভিড় থাকলে দোকানদাররা তার দিকে লক্ষ্যই করে না। কার্ল সোজা গট্‌গট্ করে কাউন্টারে যায় আর কেউ আসার আগেই ওখানে ঠোক্কর দেয়, তার নতুন শেখা গুরুগম্ভীর ইংরেজী যাকে অন্যদের উচ্চারণ থেকে আলাদা করা যায় ; সে অন্যান্যদের চেয়ে সেই ইংরেজীতে

www.BanglaBook.org

বেশ চেঁচিয়ে কথা বলে। সে নির্দ্বিধায়—যে কোনো লোকের কাছে পৌঁছে যায় এমন কি দোকানে দীর্ঘতম লাইন পার হয়ে অন্যান্য খদ্দেররা তখন রেগে চেঁচাতে থাকে। এটা সে তার উদ্ধত্য থেকেই করে থাকে, সমস্যাকে যে সে শ্রদ্ধা করে না তা নয়, কিন্তু একটা নিরাপদ অবস্থায় থাকলে মানুষের যে অধিকারবোধ হয় সেরকম একটা অধিকারবোধ তার আছে। 'পাশ্চাত্য হোটেল' খদ্দের হিশেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও থেরেসের সাহায্য তার দরকার।

'তুমি সব সময় আমার সঙ্গে আসবে', যখন কোনো সফল অভিযান থেকে তারা ফিরত, থেরেস সুখী হাসি হেসে তাকে বলত। তারা বন্ধু হয়ে গেল।

রামেসেসে থাকাকালীন দেড় মাসে কার্ল থেরেসের ঘরে অনেকক্ষণ বলতে কয়েকঘণ্টা করে কাটিয়ে এসেছে মাত্র তিনবার। ম্যানেজারের ঘরের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে এটা ছোট, যে ক'টা জিনিস আছে সেগুলো সব জানালার ধারে ডাঁই করা। কিন্তু হলঘরে থাকার অভিজ্ঞতা থেকেই কার্ল বুঝত যে একটা ব্যক্তিগত, অন্তত শান্ত ঘর কতটা প্রয়োজন; যদিও সে একথা কখনো কাউকে মুখ ফুটে বলেনি। থেরেস অনুমান করত কার্ল তার ঘরে থাকতে কত ভালোবাসে। থেরেস তার কাছ থেকে কিছুই গোপন করেনি! সত্যি বলতে কি প্রথম রাতে কথা বলার পর গোপন করার আর কিছুই ছিল না। সে তার মায়ের অবৈধ সন্তান; তার বাবা একজন রাজমিস্ত্রির সহকারী ছিল। তিনি তাকে ও তার মাকে পোমেরানিয়া থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ডেকে পাঠানোতেই যেন তার কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল অথবা কাজের চাপে একজন শুক্‌নো মহিলা আর তার রুগ্ন মেয়ে দু'জনকে নামতে দেখেই তার আশা নিরাশায় পরিণত হয়। তারা পৌঁছবার পরেই তিনি কোনো উদ্দেশ্য না বলে কানাডায় চলে যান। তারপর থেকে তারা তার কোনো চিঠি বা কোনো কথাই আর শোনেনি। তবে ঘটনাটাতে তারা খুব একটা অবাক হয়নি কারণ ন্যুইয়র্কের পূর্ব প্রান্তে ছোট ছোট বসতি ঘরগুলোতে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

একদিন কার্ল থেরেসের ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। থেরেস সেদিন তার মায়ের মৃত্যুকাহিনী শোনাচ্ছিল। কিভাবে এক শীতের সন্ধ্যায় তার মা—তখন তার বছর পাঁচেক বয়স হবে—রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। তার মা তার হাত চেপে ধরেছিল কারণ তুষারঝড় উঠেছিল, কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ তার মার হাত অবশ হয়ে এল। সে থেরেসকে চলে যেতে বলল; থেরেস যে কোথায় যাচ্ছে সেটুকু চেয়ে দেখার মতো অবস্থা তার ছিল না; বাচ্চাটা তার মায়ের স্কার্ট ধরে ঝুলে রইল। থেরেস কখনো হোঁচট খেল; কখনো পড়ে গেল। তার মার যেন কোনো চেতনা নেই; হেঁটেই চলেছে; হেঁটেই চলেছে থামবার লক্ষণই নেই। আর ন্যুইয়র্কের সোজা চওড়া রাস্তায় তুষারঝড়, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ন্যুইয়র্কের শীত সম্পর্কে কার্লের তো কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। যদি তুমি বাতাসের প্রতিকূলে যাও,

www.BanglaBook.org

ঘূর্ণিঝড়ে তুমি এক মিনিটও চোখ খোলা রাখতে পারবে না, ঝড়ে তোমার মুখের উপর তুষারখণ্ড আছড়ে পড়বে। তুমি হাঁটতে চাইবে কিন্তু এক পাও হাঁটতে পারবে না। তবে একটা বাচ্চার কিন্তু বড়দের চেয়ে সুবিধে বেশি ; কারণ একটা বাচ্চা নিচু হয়ে বাতাসের নিচে দিয়ে গিয়েও কষ্টের মধ্যে একটু আমার পেতে পারে। সেজন্য সে রাতে থেরেস তার মায়ের কষ্ট বুঝতেই পারেনি। আজ সে বোঝে যদি সেদিন তার মাকে একটু বুঝতে চাইত। যদিও সেদিন সে খুব ছোট্ট ছিল, তবুও বোধহয় তার মায়ের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হত না। তার কাছে কানাকড়িও ছিল না। তারা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছিল। পুরো দিনটা একটা রুটিও পায়নি। আর পুঁটলিতেও ছিল সেইসব আজেবাজে জিনিস যেগুলো কুসংস্কার বলত তারা ফেলে দিতে পারেনি। পরের দিন একটা নতুন বাড়ি তৈরির কাজে লাগবে সে আশা করেছিল। কিন্তু থেরেসের মায়ের খুব ভয় করছিল যে সে এত ক্লান্ত আর পথচারীদের চোখের সামনে সে কাশতে কাশতে রক্তবমি করছিল। মনে হল, সে বোধহয় কাজটার সুযোগ নিতে পারবে না। তার তখন একটাই ইচ্ছে—কোনোভাবে যদি একটা উষ্ণ বিশ্রামের জায়গা মেলে. আর সেদিনই সন্ধ্যায় শহরের একটা কোণও খালি ছিল না। অনেক সময় বড় বাড়ির দারোয়ান তাদের দরজার সামনেই আসতে দেয়নি ; দিলে হয়তো দরজার মুখে তারা ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেত। যদিও বা কখনো কখনো দারোয়ানকে কাটিয়ে যেত তাহলেও তাদেরকে কষ্টকর বরফঠাণ্ডা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হত। তাদেরকে উঠোনের দিকে মুখ করা সরু ব্যালকনি পার হতে হল; দরজায় দরজায় তারা ধাক্কা দিল ; কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলার সাহস ছিল না; আবার কারো কারো সঙ্গে দেখা হলেও অনুরোধ করেছিল। এক দু'বার তার মা কোনো এক নির্জন দরজার চাতালের সিঁড়িতে হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়ল আর থেরেসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বুকে টেনে নিয়ে খুব কষ্ট করে চুম্বন করল। যখন থেরেস বুঝল সে এটাই তার মায়ের শেষ চুম্বন ; সে বুঝতে পারে না তার কি চোখদুটো তখন কানা ছিল, যদিও তখন সে এতটুকু বাচ্চা! কিছু কিছু দরজার পাশ দিয়ে তারা হাঁটছিল, তখন বাড়ির লোক দরজা খুলে দিয়ে ঘরের বোঁটকা গন্ধ বার করে দিচ্ছিল, ভেতরকার ভ্যাপসা ধোঁয়ায় মনে হচ্ছিল কতকগুলো লোক আবছা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাছে যেতেই তাদেরকে তাড়িয়ে দিল—হয় তারা অসম্ভব চুপচাপ রইল নয়তো তাদের গালাগালি দিল যেহেতু তারা একটু আশ্রয় আশা করে ফেলেছে। আগের কথা মনে হলে থেরেস ভাবছিল যে তার মা প্রথম কয়েকঘণ্টা সত্যি সত্যি আশ্রয় খুঁজেছিল। কিন্তু প্রায় মাঝরাতের পর সে কাউকেই কিছু বলছিল না। ভোর পর্যন্ত সে তার পা দুটো টেনে নিয়ে চলেছিল ; মাঝে মাঝে থামছিল; যদিও সবলোক সারারাত দরজা বন্ধ করেনি বা যানবাহন লোকজন সবাইকে সে দেখতে পাচ্ছিল। অবশ্য তারা তো এক জায়গা থেকে আর একজায়গা পর্যন্ত দৌড়চ্ছিল না; কিন্তু তার যেন বুকে ভর দিয়ে লড়াই করে যতটা সম্ভব জোরে

www.BanglaBook.org

হাঁটছিল। থেরেস ঠিক মনে করতে পারছিল না, তবে মাঝরাতে আর ভোর পাঁচটার মধ্যে তারা প্রায় কুড়িটা না দুটো না একটা বাড়ি পার হয়ে এসেছিল। এইসব বাড়ির বারান্দাগুলোতে জায়গা বাঁচানোর বেশ চেষ্টা ছিল যার জন্য অন্য কারো এতে আস্তানা পাওয়া কঠিন ছিল। এমন অবস্থা যে তারা একই করিডরের মধ্যে বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছিল। থেরেসের আবছা মনে পড়ে যে তারা একটা বাড়ির দরজা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল যে বাড়িটার কোনো শেষ ছিল না। অবশেষে ফিরে আসা ও রাস্তার অন্ধকারে ডুবে যাওয়া। তার মতো বয়সের একটা মেয়ের কাছে এটা ছিল দুর্বোধ্যরকমের অত্যাচার—তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর সে কখনো তার মায়ের হাত ধরে আছে, কখনো তার স্কার্ট ধরে আছে, মুখে রুটি পর্যন্ত নেই ; হতবাক মেয়েটির মনে কেবলই আশংকা তার মা বুঝি তাকে ছেড়ে পালাতে চাইছে। সেজন্য, নিরাপত্তার জন্য থেরেস এক হাতে তার মায়ের স্কার্ট ধরে রইল আর তার মা তার অন্য হাত ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাঁটছিল। তাদের আগে উঠে যাওয়া—তাদের পেছনে পড়ে থাকা লোকগুলোর ভিড়ে সিঁড়ির ধাপে বা বারান্দায় কিছু লোক বাগড়া করছিল—এর মধ্যে সে কোথাও হারিয়ে যেতে চায়নি। মাতালগুলো ঝিমোতে ঝিমোতে করুণ সুরে গাইছিল আর থেরেসের মা তাদের ঘিরে থাকা হাতের ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে গলে যেতে পারল। অনেক রাতে যখন কেউ কোনোদিকে লক্ষ্য করছে না, কেউ কারো অধিকার রক্ষার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে না, এমন সময় তার মা ব্যক্তিগত মালিকানার একটা ঘুমানো'র বাড়িতে কোনোমতে একটু জায়গা করে নিল। এরকম বাড়ি অবশ্য তারা আগেও পেরিয়ে এসেছে। থেরেস এসব কিন্তু কিছুই বোঝেনি। তার মাও বিশ্রাম নেবার কথা ভাবেনি। একটা সুন্দর শীতের ভোর—তারপর সকাল তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারা দু'জনে বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে ; বোধহয় তারা অল্পক্ষণ ঘুমিয়েছে নয়তো খোলা চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হল থেরেস পুঁটলিটা হারিয়ে ফেলেছে ; তার অবহেলার জন্য তার মা বোধহয় তাকে একটু মারধর করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে কোনো কিছু শুনতেও পেল না, কোনোকিছু অনুভব করতেও পারল না। তারপর তারা ঘুমভাঙা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে থেরেসের মা। তারা একটা পুল পেরোল, সেখানে রেলিং-এ জমে থাকা তুষারকণাগুলো তার মা সরিয়ে দিচ্ছিল—তখন মনে হয়েছিল এটা ঘটারই কথা কিন্তু আজ সে বুঝতে পারে না কি ঘটেছিল। অবশেষে তারা সেই ঘরটার সামনে পৌঁছল থেরেসের মায়ের যে বাড়িতে আজ সকালে পৌঁছবার কথা। তার মা তাকে অপেক্ষা করতেও বলল না বা তাকে চলে যেতেও বলল না। থেরেস ভাবল এটাই তার আদেশ যে সেখানে সে অপেক্ষা করবে কারণ এটাই তার মা পছন্দ করত। সে দেখল তার মা একটা পুঁটলি খুলে, একটা উজ্জ্বল জিনিসের টুকরো তার মাথায় বাঁধা রুমালের উপর বেঁধে নিল। রুমালটা সারারাত তার মায়ের মাথাতেই বাঁধা ছিল।

www.BanglaBook.org

থেরেস এত ক্লান্ত ছিল যে ঐ জিনিসটা ব্যবহার করতে তার মাকে সাহায্য করতে পারল না। তার মা নিয়মমতো ফোরম্যানের কাছে নাম জমা দিল না বা কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করল না, সে তরতর করে মই বেয়ে উঠতে লাগল; যেন তার কাজ পাকা হয়ে গেছে। থেরেস একটু অবাক হল, কারণ ঠিকে শ্রমিক মেয়েরা সাধারণত নিচের তলায় কাজ করে। সেজন্য সে ভাবল তার মা বুঝি আজ বেশি বেতনের কাজ করতে যাচ্ছে; তার তাই সে মার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বাড়িটা তখনো বেশি উঁচু হয়নি; পাঁচতলা পর্যন্ত পৌঁছয়নি; যদিও বাকি নির্মাণের খাঁচাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু তাদেরকে যোগ করার বোর্ডগুলো লাগানো হয়নি। আর সেই নির্মাণের ভারা বন্ধন চলে গিয়েছে নীল আকাশের দিকে। দেওয়ালের উপর উঠে গিয়ে তার মা দক্ষভাবে রাজমিস্ত্রিদের চারপাশে পাক খেয়ে নিল; রাজমিস্ত্রিরা সুন্দরভাবে ইঁটের পরে ইট সাজিয়ে নিচ্ছিল আর তারা কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে তার মায়ের দিকে লক্ষ্যই করেনি। মৃদু পা ফেলে তার মা বেশ সতর্কতার সঙ্গে একটা কাঠের পাটাতন যেটা রেলিং-এর মতো কাজ করছিল, তার পথ বেয়ে চলছিল। থেরেস, নিচে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছিল তার মা কত দক্ষ আর তার মা তার দিকে করুণাভরে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে তার মা একটা ইঁটের স্তূপের দিকে এগিয়ে এল, তার বাইরে রেলিংও স্পষ্টতই দেওয়ালটা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মা থামল না। সে সোজা ইঁটের স্তূপের দিকে হেঁটে গেল। তার দক্ষতাও তাকে ছেড়ে গেল। কারণ সে ইঁটগুলোতে ধাক্কা দিয়ে ফেলল আর সোজা মাটিতে পড়ে পড়ে গেল। তার উপর ইঁটবৃষ্টি হতে লাগল। আর তার পরেই বড় একটা কাঠের পাটা কোথা থেকে যেন তার গায়ের উপর খসে পড়ল। তার মায়ের সম্পর্কে থেরেসের শেষ স্মৃতি—সে তার মাকে দেখল, পোমেরানিয়া থেকে পরে-আসা চেকশার্ট গায়ে, তার পা দুটো ফাঁক করা, তার শরীরের বেশির ভাগ অংশই কাঠের পাটাতনে ঢাকা। লোকেরা নানাদিক থেকে দৌড়ে এল। উঁচু দেওয়ালের উপর থেকে একটা লোক রেগে চেঁচাতে লাগল।

থেরেসের কাহিনি যখন শেষ হল তখন বেশ রাত। সে এত বিশদ কথা বলতে পারে না, আজ বলেছে—বিশেষ করে যখন সে তুচ্ছ জায়গাগুলোর কথা বলছিল যেমন যখন সে আকাশ-ছোঁয়া মাচানের কথা বলছিল। এখন সে থামতে বাধ্য। তার দু'চোখে জল। দশ বছর আগের সকালের অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনাও তার মনে তেমনই রয়ে গেছে কারণ অর্ধনির্মিত বাড়ির নিচে পড়ে থাকা তার মায়ের মৃতদেহটাই তার শেষ স্মৃতি। আবার সে তার এক বন্ধুর কাছে এমন বিশদভাবে তার বন্ধুর কাছে বলছে যে সে যেন কাহিনীটা শেষ করার পর সেই অবস্থাতেই ফিরতে চাইছে। তারপর সে ইতস্তত করল, দু'হাতে মুখ ঢেকে নিল আর একটিও কথা বলল না।

তবুও থেরেসের ঘরে কিছুটা সময় তারা আনন্দে কাটাল। প্রথম দিন কার্ল ওখানে গিয়ে টেবিলের উপর বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়ে একটা বই পড়ে থাকতে দেখেছিল,

www.BanglaBook.org

আর সে থেরেসের কাছে ওটা ধার চেয়েছিল। যেহেতু থেরেস বইটা আগেই তার প্রয়োজনমতো পড়েছে তার সঙ্গে কার্লের মোটামুটি এরকম কথা হল যে কার্ল অনুশীলনী তৈরি করে এনে থেরেসের কাছে ঠিক করে নেবে।

এখন কার্ল সারারাত হলঘরে বিছানায় জেগে, কানে তুলো গুঁজে আরাম করার মতো একটু জায়গা খুঁজে নেয়, আর বইটা পড়ে একটা অনুশীলনী তৈরি করে নেয় ; তারপর একটা ছোট খাতায় লিখে রাখে। লেখার ঝর্ণা কলমটা ম্যানেজার তাকে পুরস্কার হিশেবে দিয়েছিলেন কারণ সে একবার নিখুঁত এঁকেছিল আর পরিচ্ছন্নভাবে তার একটা নতুন লেখা লিখে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে অন্য ছেলেরা যখন উল্টোপাল্টা কাজে ব্যস্ত থাকত, সে সেই সুযোগে তাদেরকে ইংরেজী ভাষায় আটকে যাচ্ছে এরকম ছোটখাটো জায়গাগুলো জিজ্ঞেস করে নিত। আর বারেবারে সে প্রশ্ন করায় তারা এতই বিরক্ত হত যে তারা ক্লান্ত হয়ে তাকে শান্তিতে থাকতে দিত। সে সত্যি অবাক হত যে এতগুলো ছেলে কেবল তাদের বর্তমান অবস্থাটাকে মেনে নিচ্ছে ; তারা এই কাজের সাময়িক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁটিয়ে ভাবছে না ; এমন কি তারা ভবিষ্যৎ জীবিকা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে না। আর কার্লকে দেখেও তাদের শিক্ষা হয়নি। তারা ছেঁড়া নোংরা রহস্য গল্পের বইগুলো নিয়ে এ বিছানা-ও বিছানা করে পড়ে যাচ্ছে।

যখন তাদের দেখা হত থেরেস কার্লের অনুশীলনীগুলো ঠিক করে দিত। এতে তার বেশ কষ্টই হত। মতের অমিল হত বেশ। কার্ল তার ন্যুইয়র্কের অধ্যাপকের বক্তব্য সমর্থন করত ; কিন্তু তার সঙ্গে থেরেস বা লিফটবয়ের ব্যাকরণগত সাদৃশ্য কমই ছিল।থেরেস কার্লের হাত থেকে ঝর্ণাকলম কেড়ে নিয়ে তার যেগুলো ভুল বলে মনে হত, সেগুলোকে কেটে দিত। কিন্তু এরকম দ্বিধাজড়িত ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে, যদিও থেরেসের চেয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে দেখানোর উপায় ছিল না, বিশুদ্ধিকরণের জন্য থেরেসের ইচ্ছানুযায়ী জায়গাগুলো বাদ দিয়ে দিত। মাঝে মাঝে ম্যানেজার আসতেন আর থেরেসের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন। হয়তো সেটা সবসময় ঠিক হত না, তবুও থেরেস তার সচিব বলে কথা। অবশ্যই একই সময়ে, সে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করত। সে চা বানাত, কেক কিনে আনাত আর কার্ল য়ুরোপের গল্প বলার জন্য ছট্‌ফট্ করত। ম্যানেজার মাঝেমাঝে কৌতূহলী হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। কার্ল বুঝত যে ম্যানেজার বিশ্বাস করতে পারছেন না এত অল্প সময়ে য়ুরোপে কত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাছাড়া কার্ল চলে আসার পরও অনেক রদবদল ঘটেছে আর এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত।

রামেসেসে প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। এক সন্ধ্যায় রেনেল খবর দিল, ডেলামারশে বলে একটা লোক হোটেলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাকে থামিয়ে কার্ল সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছিল। গোপন করার মতো কিছু নেই দেখে রেনেল জানিয়েছে কার্ল এখানকার লিফ্‌টবয় ঠিকই তবে তার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে কারণ

www.BanglaBook.org

ম্যানেজার তাকে বিশেষ স্নেহ করেন। কার্ল লক্ষ্য করল ডেলামারশে বেশ চতুরতার সঙ্গে রেনেলকে হাত করে ফেলেছে কারণ ঐদিন সন্ধ্যায় সে তাকে রাতের খাবারে নিমন্ত্রণ করেছে।

'আমার সঙ্গে ডেলামারশের কোনো সম্পর্ক নেই', কার্ল রেনেলকে বলল, 'আর তুমিও তার থেকে দশ হাত দূরে থাকবে'। 'আমি?' হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল রেনেল, বলল আর তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রেনেল হোটেলের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন যুবক এবং হোটেলে একটা রটনা রয়েছে যে একজন অভিজাত মহিলা যিনি কিছুদিন হোটেলে ছিলেন, তিনি তাকে চুম্বন করেছিলেন; তবে বলতে কি, লিফটের মধ্যে। যারা এই রটনাটা শুনেছে তাদের কাছে এটা সন্দেহজনক রটনা কারণ তারা ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করেছে। ভদ্রমহিলা আত্মসমাহিত, ধীরস্থির, লঘু পায়ে তার চলচ্চিত্র-নায়িকা সুলভ-ওড়নায় ঢাকা মুখ, আঁটোসাঁটো লেশ লাগানো চেহারা—তার কাছে এমন আচরণ বিন্দুমাত্র সম্ভব বলেই তাদের ধারণা। তিনি দোতলাতে থাকতেন, দোতলায় যাবার লিফটের দায়িত্ব রেনেলের ছিল না, কিন্তু নিজের লিফ্‌ট সেই মুহূর্তে ব্যস্ত থাকলে কারো অধিকার ছিল না কোনো অতিথিকে অন্য লিফ্‌টে উঠতে বারণ করার জন্য। সুতরাং মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটতে লাগল যে ভদ্রমহিলা একবার কার্লের লিফ্‌টে, একবার রেনেলের লিফ্‌টে উঠতেন, তবুও তখনই যেন রেনেলের লিফ্‌ট আদৌ কাজ করত। এটা হয়তো নিছক ঘটে যাওয়া ঘটনা, কিন্তু এটা কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু যখনই তারা দু'জন লিফ্‌টে উঠে যেত, অন্যান্য লিফ্‌টবয়দের মধ্যে এত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত যে একবার প্রধান পরিচারক এসে ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন। এখন রটনাটা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল—কারণটা ভদ্রমহিলা বা রটনা যাই হোক্‌না কেন—রেনেল বদলাতে শুরু করল। সে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। সে লিফ্‌ট পালিশ করার পুরো দায়িত্ব কার্লের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। একটা ভালোরকম ব্যাখ্যা শোনার জন্য কার্লের মনে অধীর আগ্রহ জন্মাচ্ছিল। কিন্তু রেনেলকে হলঘরেও দেখা যাচ্ছিল না অন্য কোনো লিফ্‌টবয় এভাবে তাদের দলকে পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি, কারণ কাজের সূত্রেই তাদের সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা। তাছাড়া হোটেল কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত তাদের একটা নিজস্ব সংগঠন পর্যন্ত রয়েছে।

সমস্ত কিছুই কার্লের মনের মধ্যে খেলা করছিল। এমনকি ডেলামারশের কথাটাও তার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু তার কাজ সে স্বাভাবিকভাবেই চালাচ্ছিল। সারারাতে তার একটু পরিবর্তন ঘটল। থেরেস মাঝেমধ্যে তাকে ছোটখাটো উপহার দিত, আজ সে তাকে একটা বড় আপেল আর একটা চকোলেট দিল। তারা একটুক্ষণ গল্প করল। লিফ্‌টবয়দের গোলমাল তাদের প্রায় ছুঁতেই পারল না। তারা ডেলামারশের ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইল, কারণ কার্ল বুঝতে পারল সে থেরেসের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হতে চাইছে যে ডেলামারশে একটা সাংঘাতিক লোক। আগে কার্লের

www.BanglaBook.org

মুখে সব ঘটনা শুনে থেরেস এরকম মতামত প্রকাশ করেছে। কার্ল অবশ্য নিজেও বিশ্বাস করেছিল সে এমনই স্থির চরিত্রের লোক, যে কোনো মুহূর্তের জন্য তার নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে পারে আর সেও গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু থেরেস তার মতামতের তীব্র বিরোধিতা করে বলল যে সে যেন আর কোনোদিনও ডেলামারশের নাম না বলে। তাকে কথা দিল না কার্ল, বরং তাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলল, কারণ মাঝরাতও কেটে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু থেরেস কোনো কথা শুনতে চাইল না। তখন কার্ল বলল সে তার কাজ ছেড়ে দেবে তবে সে তার ঘরে যাবে। অবশেষে থেরেস যখন রাজি হল, কার্ল বলল, 'থেরেস, এত ভয় পাচ্ছ কেন? যদি ডেলামারশের কথা না বললে তোমার ভালো ঘুম হয়, তবে বাধ্য না হলে ডেলামারশের নাম আমি মুখেও আনব না।'

তারপর অতিথি অভ্যাগত এত বেশি হল যে কার্লকে দুটো লিফ্‌টই সামলাতে হল। কোনো কোনো অতিথি জায়গা বদলে রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগল। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এক ভদ্রলোক কার্লের পিঠে তার বেড়াবার ছড়ি দিয়ে টোকা মারল যাতে সে তাড়াতাড়ি লিফ্‌ট চালায়—এরকম একটা ভৎর্সনার সত্যিই প্রয়োজন ছিল না। অবস্থা এত খারাপ হত না যদি না অতিথিরা যখন দেখল একটা লিফ্‌টে কোনো লোক নেই, সোজা কার্লের লিফ্‌টে না এসে অন্য লিফ্‌টের কাছে সরে গেল ; হয় লিফ্‌টের দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল, নয়তো লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এধরনের ব্যাপার লিফ্‌টবয়দের কাছে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য কার্ল প্রায় আত্মহারা হয়ে উপর-নিচ করতে যাচ্ছিল। সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সবার উপরে একটা ঘটল যে ভোর তিনটে নাগাদ একজন কুলি, এক বৃদ্ধলোককে নিয়ে এল যার সঙ্গে কার্লের ভালো জানাশোনা ছিল ; সে তার কাছে একটু সাহায্য চাইল। কার্ল তা করতে পারল না, কারণ অতিথিরা দুটো লিফ্‌টের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য সে তখন সিদ্ধান্ত নিতেই ব্যস্ত ছিল। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যখন অন্য লিফ্‌টবয়টি ফিরে এল। সে তাকে বকল কেননা সে এতক্ষণ, যদিও তার নিজের দোষে নয়, বাইরে ছিল।

চারটের পর কার্লের দুচোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে এল। লিফটের পাশে মূর্তির গায়ে হেলান দিয়ে সে ধীরে ধীরে আপেলটা খেতে লাগল। যখনই সে এক কামড় দিল, আপেলটার কি মিষ্টি গন্ধ! সে এবার নিচের দিকে তাকাল—একটা আলোর ঝরণাধারার চারপাশ জুড়ে মজুতঘরের বড় বড় জানালা, যার পেছনের অন্ধকারে আবছাভাবে দুলছে একরাশ কলার ছড়া।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৬

রবিনসনের ঘটনা

তখনই কেউ একজন তার কাঁধে টোকা মারল। কার্ল ভেবেছিল কোনো অতিথি হবে। সে তাড়াতাড়ি আপেলটা পকেটে গুঁজে লোকটার দিকে না তাকিয়ে লিফটের দিকে দৌড়ে গেল।

'শুভ সন্ধ্যা, মি. রশম্যান', লোকটি বলল, 'এই যে আমি, রবিনসন'।

কার্ল মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে'। 'হ্যাঁ, আমি ভালোই আছি', রবিনসন তার নিজের পোশাকের দিকে মনোনিবেশ করে বলল। তার পোশাক যথেষ্ট সুন্দর কিন্তু আলাদা করে দেখতে গেলে একটু বেখাপ্পা আর এলোমেলো। চোখে লাগার মতো একটা ফতুয়া, স্পষ্টতই প্রথমবার পরেছে, চারটে ছোট ছোট কালো বর্ডার দেওয়া পকেট ; রবিনসন ছাতি ফুলিয়ে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল।

'তোমার জিনিসগুলো ভারি দামি তো', কার্ল বলল। সে মনে মনে ভাবছিল তার পুরনো সুন্দর সাধাসিধে স্যুটটার কথা। ওটা থাকলে রেনেলকেও দেখানো যেত। কিন্তু সেটা তো তার দুই বাজে বন্ধু বিক্রী করে দিয়েছে।

'হ্যাঁ', রবিনসন বলল, 'আমি প্রায় প্রতিদিনই নিজের জন্য কিছু কিনি। এই ফতুয়াটা তোমার কেমন লাগছে বলো?'

'বেশ ভালো', কার্ল বলল।

'কিন্তু এগুলো সত্যিকার পকেট নয়, ওগুলোকে পকেটের মতো করে তৈরি করা হয়েছে আর সে কার্লের হাতটা নিয়ে তার জামায় রাখল যাতে সে নিজেই ওটা পরখ করে দেখে নেয়। কিন্তু কার্ল নিজেকে গুটিয়ে নিল কারণ রবিনসনের মুখ থেকে একটা বিচ্ছিরি ব্রান্ডির গন্ধ তার নাকে এল।

'তুমি আবার মদ খেতে শুরু করেছ', কার্ল মূর্তিটার কাছে ফিরে গিয়ে বলল। তার প্রথম দিককার শান্ত মেজাজ নেই এখন। সে প্রশ্ন করল : 'এই পৃথিবীতে একজন মানুষের কিই বা করার আছে?' লিফটে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার ছিল। তাদের সংলাপ থেমে গেল। কার্ল নিচে নামতে না নামতেই টেলিফোনে খবর এল যে তাকে হোটেলের চিকিৎসককে আনতে যেতে হবে কারণ আটতলায় একজন মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই সমস্ত টুকিটাকি কাজ করতে করতে কার্ল ভাবল সে আসার আগে এতক্ষণে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রবিনসন পালিয়েছে, কারণ তার সঙ্গে কার্লকে কেউ দেখুক এটা সে চায় না। তাছাড়া থেরেস তাকে সতর্ক করে দিয়েছে সে যেন ডেলামারশের সম্পর্কে কোনো কথাই না শোনে। কিন্তু রবিনসন তখনো কাঠখোট্টা গাম্ভীর্য নিয়ে অপেক্ষা করে যাচ্ছে ঠিক যেন সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী যিনি তার ... ও উঁচু টুপি পরে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন ; সৌভাগ্যবশত, তার মনে হল, তিনি এই আগন্তুককে লক্ষ্যই করেননি।

'তুমি একবারটি আমাদের ওখানে আসবে না, রশম্যান? আমরা বেশ কেতাদুরস্ত জীবনযাপন করছি, জানো', কার্লের দিকে এক মোহময় দৃষ্টি মেলে রবিনসন বলল।

'এই আমন্ত্রণ কি ডেলামারশের তরফে?' কার্ল জানতে চাইল। 'আমি ও ডেলামারশে—দু'জনেই একসঙ্গে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি', রবিনসন বলল।

'তাহলে আমি তোমাকে বলছি এবং তুমি এটা ডেলামারশেকে জানিও যে সেবারকার বিচ্ছেদই আমাদের শেষ। আমার যে ক্ষতি তোমরা করেছ তা কেউ কোনোদিনও করতে পারেনি। আজও কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?'

'কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু ছিলাম', চোখে জল নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে রবিনসন বলল, 'ডেলামারশে আমাকে বলল সে এটা তোমাকে জানিয়ে দিতে যে সে সবকিছুই ঠিক করে নেবে। আমরা এখন ব্রুনেলডা নামে এক নামজাদা গায়িকার সঙ্গে রয়েছি।' তার নাম বলতে বলতেই সে কাঁপা কাঁপা সুরে গাইতে লাগল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে কার্ল রাগে ফোঁস করে উঠল : 'এক মিনিট তোমার মুখ বন্ধ কর। তুমি কি জানো না তুমি কোথায় আছ?'

'রশম্যান', রবিনসন তার গলা নামিয়ে বলল, 'আমরা তোমার বন্ধু, সত্যিই ; তুমি যা খুশি তাই বল। আজ তুমি এখানে এত ভালো একটা কাজ পেয়েছ। তুমি কি আমাকে কিছু ধার দেবে না?'

'যা দিই না কেন তুমি তাই দিয়ে মদ খাবে', কার্ল বলল, 'কেন, তোমার পকেটে তো একটা ব্রাণ্ডির বোতল রয়েছে দেখছি। আমি এখান থেকে চলে যাবার পর তুমি নিশ্চয় এটা থেকে মদ খেয়েছ, কারণ প্রথমটায় তোমাকে তো একটু স্থিতিশীল মনে হয়েছিল।'

'যখন কোথাও যাই, আমি মদ খেয়ে এভাবেই শক্তি বাড়াই', রবিনসন ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল।

'বেশ, আমি তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না', কার্ল বলল। 'কিন্তু টাকার কি হবে?' চোখ বড় বড় করে রবিনসন বলল, 'আমার মনে হয় ডেলামারশে তোমাকে টাকা নিয়ে যেতে বলেছে। ঠিক আছে, আমি তোমাকে কিছু টাকা দেব, কিন্তু একটা শর্তে, তুমি এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাবে আর এখানে কখনো আসবে না। যদি তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও, তুমি আমাকে চিঠি লিখো ; কার্ল রশম্যান, লিফটবয়, পাশ্চাত্য হোটেল। এতে তুমি সবসময় আমাকে পাবে। কিন্তু আমি তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে দিচ্ছি তুমি কখনো এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। এখানে আমি চাকরি করি, কোনো অতিথির সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ নেই। এই শর্তে কি তুমি টাকা নিতে চাও?' তার ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কার্ল বলল কারণ সে রাতের সব টিপস তার হাতেই তুলে দেবে ঠিক করেই ফেলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রবিনসন মাথা নাড়ল। কার্ল এটাকে ভুল বুঝে আবার জিজ্ঞাসা করল : 'হ্যাঁ অথবা না?'

তখন রবিনসন তাকে কাছে ডাকল আর কুঁকড়াতে কুঁকড়াতে বলল, 'রশম্যান, আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে'।

'কি জঘন্য ব্যাপার!' কার্ল চিৎকার করে বলল আর দু'হাতে তাকে ধরে সিঁড়ির রেলিং-এর দিকে টেনে নিয়ে গেল। রবিনসনের গলা থেকে ফোয়ারার মতো মদ বেরিয়ে এসে গর্তে পড়তে লাগল। অসুস্থতার ঘোরে সে অসহায়ভাবে অন্ধের মতো কার্লকে খুঁজতে লাগল।

'তুমি খুব ভালো ছেলে', সে তখন বলল, 'এখন এটা থেমে গেছে। অথবা ব্যাপারটা এমন নাও হতে পারত। 'শূয়োরের বাচ্চা, কি নোংরাটাই না আমার গায়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে', উত্তেজনায় ঘৃণায় কার্ল আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সে এদিক ওদিক হাঁটতে লাগল। লিফটের এককোণে রবিনসনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে, এইসব ধনী আর ব্যস্ত অতিথিরা যারা হোটেল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করতে ভালোবাসে তারা যদি সমস্ত স্টাফকেই রাগে গালাগালি দেয় কিংবা কোনো গুপ্তচর যারা প্রায়ই বদলাচ্ছে আর ফলে তাদের চেনা যাচ্ছে না যাদেরকে কেবল হোটেল কর্তৃপক্ষই চেনে ; সুতরাং প্রত্যেককেই গুপ্তচর মনে হতে লাগল যে সব দিকেই উঁকি দিচ্ছে।

আহা। তার দৃষ্টিশক্তি যদি একটু ক্ষীণ হত। আর কোনো পরিচারক নিচে মজুতঘরে যদি কিছু আনতে যেত—কারণ রেঁস্তরার বুফে সারারাত খোলা থাকত স্তম্ভে নিচের তলায় এরকম একটা গন্ডগোল চলছে—আর কার্লকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করা হবে ব্যাপারটা কি। কার্ল কি তখন রবিনসনকে অস্বীকার করতে পারবে? আর যদি অস্বীকার করে রবিনসন কি এতটাই বোকা? আর সে কি মরীয়া নয় যে সে কার্লের কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে সেঁটে থাকবে বেশি? কার্লকে কি তক্ষুনি ছাঁটাই করা হবে না? কারণ লিফ্‌টবয়ের পদ হোটেলের স্টাফদের সবচেয়ে নিচে সে কিনা এমন এক বন্ধুকে হোটেলে আসতে দিয়েছে যার জন্য হোটেলের বদনাম হবে এমনকি অতিথিরাও পালিয়ে যাবে? একটা লিফ্‌টবয় এতটাই মাতাল হয়ে পড়বে যে হোটেলের মজুতঘর থেকে খাবার চুরি করে এনেছে যতক্ষণ না তারা রবিনসনই এটা করতে পারে বলে সিদ্ধান্তে না আসে—এমন অসাধারণ সুসজ্জিত হোটেলকে নোংরা করতে পারে? আর কেনই বা লিফটবয় কেবল খাবার আর পানীয় চুরি করবে যেহেতু তার চুরির আরো অনেক সুযোগ রয়েছে যখন অতিথিরা কেউ কেউ সাংঘাতিকভাবে উদাসীন—

www.BanglaBook.org

পোশাকরাখার জায়গাগুলো খোলা, টেবিলের উপর মূল্যবান জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে, চাবি-টাবিগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো?

ঠিক তখনই কার্ল লক্ষ্য করল দূরে একদল অতিথি পানশালা থেকে উপরে উঠে আসছে। ওখানে একটা বিচিত্রানুষ্ঠান সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সে লিফটের পাশে তার জায়গায় দাঁড়াল; সে রবিনসনের দিকে ভয়েই তাকাল না। তাকালে কি না কি দেখতে হবে কে জানে। সে সাহস পেল যখন দেখল কোনো শব্দ, কোনো গোঙানি ওদিক থেকে এদিকে আসছে না। সে তার অভ্যাগতদের উপরে নিয়ে গেল, নিচে নামাল, কিন্তু তার মনের আতঙ্ক পুরোপুরি এড়াতে পারল না। যখনই সে নিচের দিকে নামছিল তার মনে হচ্ছিল ভয়ংকর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হবে।

অবশেষে তার রবিনসনের দিকে তাকাবার সময় হল। সে এককোণে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বিচ্ছিরিভাবে বসেছিল ; তার ভ্রূ থেকে অনেকটা দূরে তার গোলটুপিটা সরিয়ে নিয়েছিল।

'এবার বোধহয় তুমি এখান থেকে যাবে', কার্ল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ শান্তস্বরে বলল, 'এই যে টাকাটা নাও ; যদি তুমি তাড়াতাড়ি কর তাহলে আমি তোমাকে একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা দেখিয়ে দিই'।

'আমি এক পাও নড়তে পারছি না', রবিনসন একটা ছোট রুমাল দিয়ে তার কপাল মুছে বলল, 'আমি বোধহয় এখানেই মরে যাব। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি কতটা খারাপ অবস্থায় রয়েছি। ডেলামারশে প্রতিদিনই আমাকে কত দামী দামী পানশালাতে নিয়ে যায় অথচ এখানকার সামান্য পানীয়টা আমি সহ্য করতে পারছি না ; আমি ওকে রোজই এই কথা বলি'।

'ঠিক আছে, তুমি এখানে থাকতে পারবে না', কার্ল বলল, 'তোমার মনে রাখা উচিত তুমি কোথায় আছ। যদি কেউ তোমাকে এখানে দেখে ফেলে তুমিও বিপদে পড়বে আমিও—আমার চাকরি খোয়াব। তুমি কি তাই চাও?'

'আমি উঠতে পারছি না', রবিনসন বলল, 'আমি তার চেয়ে বরং ঝাঁপ দিয়ে দিই—এই বলে সে সিঁড়ির রেলিং আর ঝুলবারান্দার মধ্যিখানটা দেখাল ; তারপর বলল, 'যতক্ষণ এখানে বসে আছি ততক্ষণ আমি সহ্য করতে পারছি, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না, তুমি যখন ছিলে না, চেষ্টা করেছিলাম'।

'তাহলে আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই যেটা তোমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে', কার্ল বলল আর রবিনসনের পায়ে একটু খোঁচা দিল যাতে করে সে পুরোপুরি অবসন্ন না হয়ে যায়। কিন্তু রবিনসন যেই হাসপাতাল শব্দটা শুনল, মনে হল যেন সেখানে সব ভয়ংকর লোকজন থাকে ; তাই সে ভুকরে উঠে কার্লের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে তার হাত দুটো ধরে ফেলল।

'চুপ করে থাক', কার্ল বলল। তারপর সে রবিনসনের হাতে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে

www.BanglaBook.org

দিয়ে সেই লিফটবয়ের কাছে দৌড়ে গেল যার কাজটা সে সেই রাতে করছিল, সে তাকে অনুরোধ করল একটুক্ষণ লিফটবয়ের কাজটা সেরে নিতে। তারপর সে রবিনসনের কাছে দৌড়ে গেল। রবিনসন তখনো ফুঁপাচ্ছিল। কার্ল তার পায়ে জোর ঝাঁকুনি দিল আর ফিসফিস করে বলল, 'রবিনসন, তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করতে চাও, তুমি নিজেকে একটু শক্ত কর আর সামান্য একটু হেঁটে যাবার চেষ্টা কর। আমি তোমাকে আমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে দেখবে তোমার একটু ভালো লাগবে। তোমার অবাক লাগবে কত তাড়াতাড়ি তুমি সেরে উঠবে। কিন্তু তুমি একটু ভদ্রস্থ ব্যবহার করলে ভালো হয়, কারণ বারান্দায় অনেক রকমের লোক রয়েছে। তাছাড়া আমি একটা হলঘরে ঘুমোই। যদি কারো চোখ তোমার উপর একবার পড়ে যায়, আমি আর কিছু করতে পারব না। আর তুমি তোমার চোখ খোলা রাখবে ; যদি তুমি এমন করে চোখ বন্ধ করে থাক যে তুমি মরণাপন্ন তাহলে তোমাকে আমি আর সহ্য করব না।'

'আমাকে যা করতে বলবে সবই করব', রবিনসন বলল, 'কিন্তু তুমি একা একা আমাকে তুলতে পারবেনা। রেনেলকে একটু ডাকবে কি?'

'রেনেল তো এখানে নেই', কার্ল বলল। 'না, সে অবশ্যই আছে', রবিনসন বলল, 'রেনেল তো ডেলামারশের সঙ্গেই ছিল। তারা দু'জনেই তো আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি সব গুলিয়ে ফেলেছি। কার্ল এইসব বিড়বিড়ানির সুযোগ নিল। সে কোনোরকমে রবিনসনকে এমন এক কোণে নিয়ে গেল যেখান থেকে আরো অস্পষ্ট বারান্দা দিয়ে সোজা লিফটবয়দের হলঘরে যাওয়া যায়। একজন লিফটবয় তাদের দিকে দৌড়ে এল আর তাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেরকম কোনো ক্ষতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি কারণ চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সময়টা খুব শান্ত থাকে। কার্লও ভালোরকম সচেতন ছিল যে সকালের কাজ শুরু হওয়ার আগে সে যদি রবিনসনের হাত থেকে মুক্তি না পায়, তবে সকালে আর মুক্তির কোনো আশাই নেই'।

শোওয়ার হলঘরের দূরের কোণে একটা বড় রকমের মারপিট বা মজার কোনো ঘটনা চলছিল। কার্ল তাদের ছন্দোময় হাততালির আওয়াজ, উত্তেজিত পায়ের তাল, আর উৎসাহী চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল। হলঘরের দরজার পাশে কয়েকজন তাদের বিছানায় অকাতরে ঘুমাচ্ছিল, বেশিরভাগ জন চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল, আবার এখানে-ওখানে কেউ পোশাকপরা কেউ পোশাকবিহীন অবস্থায় বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দেখছিল ঘরের ওপ্রান্তে কি ঘটে চলেছে। সেজন্য কার্ল যেভাবে হোক রবিনসনকে একটু হাঁটার মতো স্বাভাবিক অবস্থায় রেনেলের বিছানা পর্যন্ত নিয়ে গেল ; কেউ খুব একটা তাদের লক্ষ্য করল না। তার বিছানাটাও খালি ছিল। দূর থেকে তার মনে হল অপরিচিত কেউ তার বিছানাতে শুয়ে রয়েছে। বিছানায় শোওয়ামাত্র রবিনসন এক পা ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

কার্ল রবিনসনের মুখটা কম্বলে ঢেলে দিল আর ভাবল আপাতত কাল সকাল পর্যন্ত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কারণ তার আগে রবিনসনের ঘুম ভাঙ্গবে না। আর ততক্ষনে রেনেলের সাহায্যে সে ওকে হোটেল থেকে দূরে চালান করে দিতে পারবে। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া হলঘরের বিছানা পরিদর্শন করা হয় না; আগে প্রথামাফিক পরিদর্শন করা হত কিন্তু লিফ্‌টবয়রা কয়েক বছর আগে এই নিয়মটা বাতিল করতে পেরেছে ; সেদিক থেকে ভাবলে ভয়ের কিছু নেই।

যখন কার্ল তার লিফ্‌টের কাছে এল সে দেখল তার ও তার পাশের দুটো লিফ্‌টই উপরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার লিফ্‌ট প্রথমে নেমে এল; আর সেখান থেকে যে লিফ্‌টবয়টি তাদেরকে কিছুক্ষণ আগে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল সেই পা ফেলে বেরিয়ে এল।

'এই যে রশম্যান, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি চলে গিয়েছিলে কেন? কেন তোমার অনুপস্থিতির কথা কাউকে জানাওনি?'

'কিন্তু আমি তো ওকে আমার লিফ্‌টটা একটু দেখতে বলেছিলাম', কার্ল পাশের লিফ্‌টবয়কে দেখিয়ে বলল। তার লিফ্‌ট তক্ষুনি নেমে এসেছিল, 'আমি তো প্রচণ্ড ভিড়ের সময় টানা দু'ঘন্টা ওর কাজ করে দিয়েছি।'

ছেলেটি বলল : 'এতে কিছু আসে যায় না, তুমি কি জানোনা খুব অল্প সময়ের জন্যও অনুপস্থিত হলে প্রধান পরিচারককে জানাতে হয়? ওইজন্যেই তো টেলিফোনটা রাখা হয়েছে। তোমার জন্য কাজটা করতে পেরে আমি খুশিই হতাম কিন্তু তুমি নিজে জানো এটা সহজ কাজ নয়। সাড়ে চারটের এক্সপ্রেস ট্রেনে আসা যাত্রীরা দুটো লিফটের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তোমার লিফ্‌ট আগে নিয়ে গিয়ে আমার অতিথিদের কি আমি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি? সেজন্য আমি আমার লিফ্‌ট নিয়ে আগে উঠেছিলাম!'

'তো?' শঙ্কিত কার্ল জানতে চাইল। দু'জনেই তারপর চুপ।

'সেজন্য', পরের লিফ্‌টবয় তার লিফ্‌ট থেকে বলল, 'ঠিক তখনই প্রধান পরিচারক এসে পড়লেন এবং দেখলেন তোমার লিফটের জন্য যাত্রীরা অপেক্ষা করছে আর ওখানে কেউ নেই। তিনি রাগে উন্মত্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কারণ খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমার জায়গায় এসে পড়েছিলাম ; যদিও আমার কোনো ধারণা ছিল না কারণ তুমি এমনকি আমাকেও বলোনি তুমি কোথায় যাচ্ছ। সেজন্য তিনি হলে ফোন করে তোমার জায়গায় একজনকে ডেকে নিলেন।

'তোমার সঙ্গে বারান্দায় দেখা হল না?' নতুন ছেলেটি কার্লকে জিজ্ঞাসা করল। কার্ল মাথা নাড়ল।

'অবশ্যই', ছেলেটি তাকে নিশ্চিন্ত করে বলল, 'আমি তাকে বলেছিলাম যে তুমি আমাকে তোমার জায়গাটা নিতে বলেছ, কিন্তু তিনি কি কোনো অজুহাতে কান দেবার

www.BanglaBook.org

পাত্র? তুমি বোধহয় তাকে এখনও চেননা। আমাদেরকে বলা হয়েছে তুমি এলেই যেন সোজা অফিসে যাও। সেজন্য তুমি আর দেরি কোরনা, পা চালাও। হয়তো তিনি তোমাকে ছেড়েও দিতে পারেন, তুমি তো মিনিট দুয়েক ছিলে না। তুমি এই ব্যাপারটা ঠিক করে বলবে যে তুমি আমাকে লিফটে থাকতে অনুরোধ করেছ। বরং বলবে না যে তুমি আমার কাজটা করে দিচ্ছিলে, এটাই আমার উপদেশ। আমার কিছু হবেনা কারণ আমার ছুটি পাওনা আছে ; কিন্তু সেটার উল্লেখ করার এখন কোনো দরকার নেই। তাতে আরো ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবে। কারণ তার সঙ্গে এই ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক নেই।

'এই তো প্রথমবার আমি লিফ্‌ট ছেড়ে গিয়েছি', কার্ল বলল।

'এরকমই হয়। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না', তার লিফ্‌টের দিকে লোক আসছে দেখে ছেলেটি ছুটে যেতে যেতে বলল।

কার্লের প্রতিনিধি, প্রায় চোদ্দ বছরের কিশোর, কার্লের জন্য দুঃখিত, বলল : 'এই ধরনের কাজের জন্য প্রায়ই ওরা ছেলেদের ছেড়ে দিয়েছে। তোমাকে হয়তো অন্য কাজে বদলি করে দিতে পারে। যতদূর আমি জানি ওরা একজনকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। তুমি একটা ভালোরকম অজুহাত তৈরি কর। কিন্তু কখনো বলোনা যে তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছো; তাহলে তুমি হাসির খোরাক হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভালো হয় যে তুমি একজন অতিথির ফরমাস নিয়ে অন্য একজন অতিথির কাছে গিয়েছিলে আর তুমি সেই লোককেই খুঁজে পাওনি।

'ঠিক আছে', কার্ল বলল, 'এটা খুব একটা খারাপ কিছু হবে না।' যতদূর সে শুনেছে ব্যাপারটা এত সহজে নিষ্পত্তি হবে না, সে জানে। যদি এই কর্তব্যে অবহেলা ব্যাপারটা এড়ানো যায়, রবিনসন তো জলজ্যান্ত অপরাধের উদাহরণ আর সে তো হলঘরেই শুয়ে রয়েছে আর এটাই সম্ভাব্য ব্যাপার যে এত প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রধান পরিচারক একটা উপর উপর তদন্ত করেই ছেড়ে দেবেন এটা হতে পারে না। আর তিনি শেষ পর্যন্ত রবিনসনকে প্রকাশ করবেন। এটা ঠিক যে হলঘরে অচেনা ব্যক্তিদের আনাটা একেবারে বেআইনী, কিন্তু বেআইনী ঘোষণাও হয়নি কারণ কাউকে হলে আনাটা চিন্তার মধ্যেই আনা যায় না।

যখন কার্ল অফিসে পৌঁছল প্রধান পরিচারক তার সকালের কফি পান করছিলেন ; কফিতে চুমুক দিতে দিতে স্পষ্টত প্রধান কুলিও নিয়ে আসা একটা তালিকা পড়ছিলেন। প্রধান কুলি বেশ লম্বা মোটাসোটা; তার পরনে জমকালো অলংকৃত পোশাক ; তার কাঁধ ও আস্তিনের উপর সোনার চেন ও পাত; তার কাঁঠদুটো যত না চওড়া তার চেয়ে বেশি চওড়া দেখাচ্ছিল। তার চকচকে উজ্জ্বল কালো গোঁফের ভঙ্গীটা অনেকটা হাংগেরিয়ান ধাঁচের, হঠাৎ খুব জোরে মাথা নাড়লেও তার জন্য যে

www.BanglaBook.org

সহজভাবে নড়াচড়া করতে পারছিল না আর সবসময় পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকত, মনে হয়, এভাবেই সে তার ওজন দু'পায়ের মধ্যে ভাগ করে নিত।

কার্ল হোটেলে যেমনটি করত তেমনভাবেই সাহসের সঙ্গে ও দ্রুত অফিসে ঢুকে পড়ল। কারণ ধীরগামিতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিনয় দেখানোকে লিফ্‌টবয়দের ক্ষেত্রে অন্তত ব্যক্তিগত সম্পর্কিত লোকেরা অলসতার নামান্তর বলে মনে করত। তাছাড়া ঘরে ঢুকেই সে তার দোষ সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করতে চায়নি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান পরিচারক ভাসা ভাসা চোখে কার্লকে দেখে নিলেন। পরক্ষণেই কার্লের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে কফি পান ও ফাইলপাঠে মযোযোগ দিলেন। কিন্তু কার্লের উপস্থিতি মনে হয় কুলিকে বিরক্ত করছিল কারণ তার কোনো গোপন তথ্য বা অনুরোধ জানাবার দরকার ছিল। সেজন্য সে প্রতি মুহূর্তে রাগে কটমট করে তাকাচ্ছিল আর তার মাথাটা ঈষৎ দৃঢ়ভাবে ঝুঁকিয়ে যখনই তার কার্লের চোখে চোখ পড়ছিল বোঝা যাচ্ছিল সে কি চায় ; সে সঙ্গে সঙ্গে কার্লের থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রধান পরিচারকের দিকে তাকাচ্ছিল। তবুও কার্ল ভাবছিল বোধহয় এক্ষুনি তাকে অফিস ছাড়তে আদেশ করা হবে, কারণ সে প্রধান পরিচারকের দ্রুত আদেশ ছাড়াই ওখানে এসে পড়েছে। কিন্তু প্রবীন পরিচারক তখনও তালিকাটি পড়ে চলেছেন আর ইতিমধ্যে একটা কেক থেকে চিনির দানা ঝেড়ে ফেলে সেটা খাচ্ছেন, তাতে তার পড়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না। একবার একটা তালিকা মেঝেতে পড়ে গেল ; কিন্তু কুলিটা ওটা তোলার কোনো চেষ্টাই করল না ; কারণ সেটা তোলার দরকার আছে বলে তার মনে হল না। কার্ল ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা তুলে নিল আর প্রধান পরিচারকের হাতে তুলে দিল। তিনি এমনভাবে হাত নেড়ে কার্লের কাছ থেকে ওটা নিলেন যেন কাগজটা তার নিজের দোষেই মেঝেতে পড়ে গিয়েছে।

তা সত্ত্বেও কার্ল বেশ ধৈর্য্য নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। হতে পারে সে তার দোষটা প্রধান পরিচারকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা একটা ভালো লক্ষণ বটে। তবে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝার আছে। একজন লিফ্‌টবয়ের কি গুরুত্ব। সে স্বাধীনতা পেতে পারে না। তবে যেহেতু তার কোনো গুরুত্ব নেই, তার দোষটাও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া, আজকের প্রধান পরিচারক তো লিফ্‌টবয় হিশেবে কাজ শুরু করেছিল। তার কর্মজীবন লিফ্‌টবয়দের কাছে গর্বের ব্যাপার। তিনিই প্রথম লিফ্‌টবয়দের সংগঠিত করেন ; আর নিশ্চয় কোনো না কোনো সময় অনুমতি না নিয়ে তিনিও লিফ্‌ট ছেড়ে গিয়েছিলেন, যদিও আজ কেউ জোর করে এটা তাকে মনে করিয়ে দিতে পারবে না। তবে এটা ভুললে চলবে না যে তার লিফ্‌টবয়ের জীবন তাকে লিফ্‌টবয়দের প্রতি আরো কঠিন ও নির্মম করে তুলেছে। অবশ্য যত সময় কাটছে কার্ল ততই আশান্বিত হচ্ছে। অফিসের ঘড়ি অনুযায়ী এখন সোওয়া পাঁচটা, রেনেল যে কোনো মুহূর্তে ফিরতে পারে, হয়তো সে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। কারণ সে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে রবিনসন

www.BanglaBook.org

ফেরেনি। এমনও হতে পারে ডেলামারশেও রেনেল 'পাশ্চাত্য হোটেল' থেকে খুব দূরে নেই। এটা কার্লের মনে হল কারণ কাছাকাছি না থাকলে রবিনসন এই দুরবস্থায় হোটেলে পৌঁছতে পারত না। এখন রেনেল যদি রবিনসনকে তার বিছানায় দেখে ফেলে—আর সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। তাহলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। রেনেল সেরকম বাস্তববাদী, বিশেষ করে সেখানে তার স্বার্থ জড়িত, সে যেভাবে হোক্ রবিনসনকে হোটেলের বাইরে নিয়ে যাবে। সেটা খুব একটা কঠিন হবে না কারণ রবিনসন নিশ্চয় এতক্ষণে অনেকটা সামলে উঠেছে আর ডেলামারশে তাকে নিয়ে যাবার জন্য হোটেলের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে। কিন্তু একবার রবিনসনের হাত থেকে মুক্তি পেলে কার্ল অনেক শান্ত মনে প্রধান পরিচারকের মুখোমুখি হবে আর তার ফলে সাংঘাতিক কোনো শাস্তির হাত থেকে সে রেহাই পাবে। তারপর সে থেরেসের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে যে সমস্ত সত্য ঘটনাটা ম্যানেজারকে জানাবে কিনা—কারণ তার দিক থেকে এতে কোনো ত্রুটি নেই—আর এটা ঘটলেই সমস্ত গোলমালটা মোটামুটি মিটে যাবে।

এইসব চিন্তাভাবনা করে কার্ল মোটামুটি নিশ্চিন্ত হচ্ছিল আর সেই রাতের পাওয়া টিপ্‌সগুলো মনে মনে হিসেব করে দেখছিল। তার মনে হল অন্যদিনের চেয়ে তার পকেটটা বেশ ভারি। ঠিক এই সময় প্রধান পরিচারক টেবিলের উপর তালিকাটা ফেলে দিয়ে বললেন : 'ফিয়োদর, আর একটু অপেক্ষা করো তো', বলেই লাফিয়ে উঠে কার্লের দিকে তাকিয়ে এমন হুংকার ছাড়লেন যে কার্ল হাঁ করে আতংকিত মুখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'তুমি না বলে কাজে অনুপস্থিত ছিলে? তার মানে কি হয় তুমি তা জানো? এর মানে বরখাস্ত হওয়া। আমি কোনো অজুহাত শুনব না, তোমার ক্ষমাপ্রার্থনা তুমি নিজের কাছেই রাখো ; ঘটনাটা সত্যি যে সেদিন তুমি কাজে ছিলে না। যদি আমি এই ব্যাপারটা উপেক্ষা করে তোমাকে ছেড়ে দিই তাহলে আমার বাকি চল্লিশজন লিফ্‌টবয় কাজের সময় যখন-তখন পালিয়ে যাবে, আর পাঁচ হাজার অতিথির ওঠানামার দায়িত্ব আমার নিজের কাঁধেই নিতে হবে।

কার্ল কিছু বলল না। কুলিটা কার্লের আরো কাছে সরে এসে ঝুঁকে পরে তার জ্যাকেটে এমন গোঁতা দিল যে জ্যাকেটের এক জায়গায় একটু ভাঁজ পড়ে গেল। নিঃসন্দেহে যে এভাবেই কার্লের পোশাকের এলোমেলো ভাবটা প্রধান পরিচারককে দেখাতে চাইল।

'সম্ভবত তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?' প্রধান পরিচারক সুকৌশলে প্রশ্ন করলেন।

কার্ল তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে উত্তর করল : 'না'।

'সুতরাং তুমি অসুস্থও ছিলে না?' আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'এখন

www.BanglaBook.org

তাহলে মারাত্মক কোনো মিথ্যে বলার পরিকল্পনা করছ তুমি। কি অজুহাত দেবে তুমি? হ্যাঁ?'

'টেলিফোনে যে ছুটির অনুমতি নিতে হয় তা আমার জানা ছিল না।'

'ওটার কোনো দামই নেই', প্রধান পরিচারক একথা বলেই কার্লের কলার ধরে তাকে এমন ধাক্কা দিলেন যাতে তাদের দু'জনের মুখ দেওয়ালে সাঁটা লিফ্‌টের নিয়মকানুনের দিকে চলে যায়। কুলিটা এখন এগিয়ে এল। 'ঐ যে, পড়!' প্রধান পরিচারক সেদিকে নির্দেশ করে বললেন। কার্ল ভাবল তাকে নিজের মনে পড়তে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রধান পরিচারক চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'জোরে'।

অনুচ্ছেদটা জোরে না পড়ে কার্ল প্রধান পরিচারককে বলতে চাইল—তার মনে আশা ছিল সে এভাবেই তাকে শান্ত করতে পারবে—'আমি অনুচ্ছেদগুলো জানি কারণ আমি নিয়মাবলীর একটা প্রতিলিপি পেয়েছিলাম ও পড়েওছিলাম। কিন্তু যে নিয়ম মানার দরকার হয় না লোকে সেটা সহজেই ভুলে যায় আমি দু'মাস এখানে কাজ করছি আর কখনও আমার জায়গা ছেড়ে যাইনি'।

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও', প্রধান পরিচারক বললেন। তারপর তিনি টেবিলের কাছে চলে গেলেন, তালিকাটি তুলে নিলেন, তিনি আবার ওটা পড়লেন, তারপর ওটাকে টেবিলের উপর এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যেন ওটার কোনো মূল্য নেই। তারপর তার ভ্রু কুঁচকে গেল, গাল লাল হল, তিনি ঘরের মধ্যে দুমদাম করে পা ফেলতে লাগলেন, 'গাধা কোথাকার! রাতের ডিউটির বেলাতেই যত গোলমাল!' বিস্মিত হয়ে তিনি বারবার একথাই বলতে লাগলেন। 'তুমি কি জান কে নিচে অপেক্ষা করছিলেন যখন এই ছেলেটা লিফ্‌ট ছেড়ে চলে যায়?' তিনি কুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি একজনের নাম বললেন। কুলিটার সমস্ত অতিথির নাম মুখস্থ ছিল। তার মুখ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল আর সে কার্লের দিকে এমনভাবে তাকাল যে ওই ছেলেটা এখনও রয়েছে যে কিনা একজন গন্যমাণ্য অতিথি দাঁড়িয়ে থেকে চাকরকে একটা চিরকুট পৌঁছে দিয়ে গেছেন যে তাকে কেউ লিফ্‌টে তোলেনি।

'কি ভয়ংকর ব্যাপার!' কার্লের চরম বোকামি দেখে প্রধান কুলি মাথা নাড়তে লাগল। কার্ল তাকে বিষণ্ণভাবে লক্ষ্য করল আর বুঝতে পারল যে এর বোকামির ধরনটা একটু অন্যরকম আর তাকে এটাও সহ্য করতে হবে। 'তাছাড়া তোমাকে আমি আগে থেকেই চিনি', কুলিটা তার দিকে বড়, মোটা, শক্ত তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'তুমিই সেই ছেলে যে আমাকে কখনো অভিবাদন জানাওনি। তুমি নিজেকে কি ভাবো? প্রতিটি ছেলে যারা কুলির অফিসঘরের পাশ দিয়ে যায় সবাই আমাকে অভিবাদন জানায়। অন্য কুলিদের সঙ্গে তুমি কি করো সেটা বুঝবে কিন্তু আমি আচরণটাকে একটা বড়ো মূল্য দিই। মাঝে মাঝে আমি এমন ভান করি যেন আমি কিছু দেখিনি, কিন্তু এই বিচ্ছুকে আমি বলছি কে আমাকে সুপ্রভাত জানায় আর কে জানায় না তা আমি ভালো করে

www.BanglaBook.org

জানি'। একথা বলেই সে কার্লের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর গম্ভীরভাবে প্রধান পরিচারকের দিকে পা বাড়াল। তিনি অবশ্য এক চাকরের আনা খবরের কাগজের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে প্রাতরাশ খাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন।

'মশায়', কার্ল ভাবল প্রধান পরিচারক যখন তাকে উপেক্ষা করছেন, সে নিশ্চয় প্রধান কুলির দিকে নজর টানার চেষ্টা করবে, যেহেতু সে বুঝে গেছে কুলির তিরস্কারে তার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু তার শত্রুরা তার ক্ষতি করতে পারে : 'আমি নিশ্চয় আপনাকে অভিবাদন জানাইনি। আমি তো আমেরিকাতে বেশিদিন আসিনি। এই ক'মাস মাত্র য়ুরোপ ছেড়ে এখানে এসেছি। আর য়ুরোপে তো লোকজন ব্যাপকভাবে অভিবাদন জানায়, যেমন সবাই জানে। আমিও সেই অভ্যেসটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কেননা, দু'মাস আগে ন্যুইয়র্কে যেখানে আমি অভিজাত সমাজে ছিলাম, আমাকে দোষ দেওয়া হত কেননা আমি ঘন ঘন অভিবাদন জানাতাম। আর আপনি বলছেন আমি আপনাকে অভিবাদন জানাইনি। আমি প্রতিদিনই অনেকবার আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছি। অবশ্য প্রতিবার নয় কারণ দিনে প্রায় একশবার আমি আপনার পাশ দিয়ে যাই'।

'তুমি প্রতিবারই, যতবার আমার পাশ দিয়ে যাবে, ততবারই আমাকে অভিবাদন জানাবে, যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলবে তুমি তোমার টুপিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যখনই আমার সঙ্গে কথা বলবে আমাকে 'মহাশয়' সম্বোধন করবে, কেবল 'আপনি' বললে চলবে না। আর সেটা সবসময় প্রতিটি সময় চাই-ই-চাই।

সবসময়? কার্ল প্রশ্নের সুরে মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করল। কারণ যতদিন সে এই হোটেলে কাজ করেছে প্রধান পরিচারক তার সঙ্গে তিরস্কারের সুরেই কথা বলেছেন, এমন কি প্রথম দিন সকালে যে যখন তার কাজে একেবারেই নতুন আর একটু স্বাধীন ও সহজভাবে, সে কিছু না ভেবেই তাকে বেশ জোর দিয়ে আর বিশদভাবে যে দু'জন লোক তার জন্য কোনো ছবি রেখে গিয়েছে কিনা, সেদিনও।

'আজ বুঝতে পারছ কিরকম আচরণ আজ তোমাকে এখানে এসেছে', কুলিটা কার্লের খুব কাছে গেল আর প্রধান পরিচারককে দেখিয়ে বলল। তিনি তখনও তার কাগজে ডুবে রয়েছেন যেন ঐ দুই ভদ্রলোক তার প্রতিহিংসা প্রকাশের মুখপাত্র। 'পরের বার কাজ পেলে তুমি একটু সভ্যভব্য হবে যদিও দর্শনযুক্ত সরাইখানা ছাড়া আর কোথাও তোমার কাজটা হবে না।'

এতক্ষণে কার্ল বুঝে গেছে যে তার আর কাজটা নেই। কারণ প্রধান পরিচারক তাকে একথা জানিয়ে দিয়েছে আর তার মতামত বাস্তবায়িত করার জন্য প্রধান কুলিও সেখানে উপস্থিত আর লিফটবয়কে বরখাস্ত করার জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি প্রয়োজন বলে তারা মনে করে না। তবুও সমস্ত ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে সে ভাবতেই পারেনি কারণ এখানে যে দু'মাস সে কাজ করেছে সেটা অন্যান্য

www.BanglaBook.org

হোটেলবয়ের চেয়ে অনেক ভালো। তবে স্পষ্টতই পৃথিবীর কোথাও, না য়ুরোপে না আমেরিকায়, কোথাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় বিবেচনা করা হয় না। রাগের মুহূর্তে বিচারকের মুখনিঃসৃত বাণীই শেষ কথা। সম্ভবত তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ম্যানেজার ও থেরেস হয়তো এখন ঘুমিয়ে। পরে চিঠি দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে। তাতে করে অন্তত তাকে তাদের হতাশা ও বেদনার মুখোমুখি হতে হবেনা। সে তাড়াতাড়ি বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে চুপিসাড়ে চলে যাবে। যদি সে আর একদিন রয়ে যায় আর সত্যিই যদি সে একটু ঘুমিয়ে নেয় তাহলে সমস্ত ঘটনাটা তিল থেকে তাল হয়ে যাবে, বিভিন্ন দিক্ থেকে বিভিন্নভাবে তার উপর তিরস্কার বর্ষণ হবে। থেরেসও সম্ভবত ম্যানেজারের চোখের জল সে সহ্য করতে পারবে না। সবার উপরে তার যে কোনো বড়রকমের শাস্তি হয়ে যেতে পারে। তবে দুই শত্রুর মুখোমুখি হলে মুশকিলের শেষ থাকবে না, তার প্রতিটি কথাই যার প্যাঁচ করে ঘুরিয়ে প্রকাশ করা হবে। সুতরাং সে চুপ করে রইল আর কিছুক্ষণের জন্য ঘরের মধ্যেকার শান্ততা উপভোগ করল। প্রধান পরিচারক তখনো খবরের কাগজ পড়ছিলেন আর প্রধান কুলি কাগজপত্রের তালিকাটা ধারাবাহিকভাবে গুছিয়ে নিচ্ছিল। তবে তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য এতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল।

অবশেষে প্রধান পরিচারক হাই তুলে কাগজ পড়া বন্ধ করলেন ; তারপর একপলক তাকিয়ে যখন দেখলেন কার্ল এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে, তিনি টেলিফোনের বোতাম টিপলেন। তিনি চিৎকার করলেন : 'হ্যালো' বারবার। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। 'কোনো উত্তর পাচ্ছি না', তিনি প্রধান কুলিকে বললেন। প্রধান কুলি, কার্লের যেমনটি মনে হল, টেলিফোনের কথাবার্তা সম্পর্কে এতই আগ্রহী, বলল : 'এখন পৌনে ছটা। এতক্ষণে তিনি নিশ্চয় জেগে পড়েছেন। জোরে রিং করুন ; কিন্তু সেই মুহূর্তে, কোনো চেষ্টা ছাড়াই, টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'এই তো ইসবারি কথা বলছে', প্রধান পরিচারক শুরু করলেন : 'সুপ্রভাত। আপনাকে জাগালাম না তো? দুঃখিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন পৌনে ছ'টা। আমি দুঃখিত যে আমি আপনাকে আঘাত দিতে বাধ্য হচ্ছি। ঘুমোবার সময় টেলিফোনটা আপনি হুক করে নামিয়ে রাখবেন। না, না, আমার দিক থেকে কোনো অজুহাত নেই, আসলে একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। অবশ্যই, আমার হাতে অনেক সময় রয়েছে। আমি অপেক্ষা করব, ফোনটা ধরাই থাকবে, অবশ্য আপনি যদি চান।'

'মনে হয় রাতের পোশাকে টেলিফোন ধরতে দৌড়েছেন উনি', প্রধান পরিচারক হেসে প্রধান কুলিকে বললেন। প্রধান কুলি তীব্র কৌতূহল নিয়ে টেলিফোনের উপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। 'মনে হয় আমি ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। ওকে তো ঐ টাইপরাইটার মেয়েটি জাগিয়ে তোলেনি কিন্তু আজ সকালে কোনোরকমে মেয়েটি হয়তো সেটা ভুলে গিয়েছে। আমার খুব খারাপ লাগছে যে আমি ওকে চমকে দিয়েছি, উনি খুবই ভীতু প্রকৃতির কিনা'।

www.BanglaBook.org

'উনি কেন টেলিফোন থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন?' 'মেয়েটার কি হয়েছে তাই দেখতে', প্রধান পরিচারক উত্তর দিলেন। তিনি আবার রিসিভারটা তুলে নিলেন কারণ রিং হচ্ছিল। 'মেয়েটি ঠিক হয়ে যাবে', তিনি ফোনে বলে চললেন, 'আপনি সবেতেই এত বিচলিত হবেন না। আপনার পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। ঠিক আছে, আমার তুচ্ছ কথাটা এবার শুনুন। এখানে একজন লিফ্‌টবয় আছে, কি নাম যেন, বলে কার্লের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন, খুব কাছ থেকে নামটা শুনে নিয়ে বললেন, 'কার্ল রশম্যান। যদি আমি ভুলে না যাই, এর ব্যাপারে আপনার একটু বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি দুঃখিত যে ও আপনার স্নেহের মূল্য দিতে পারেনি, ও অনুমতি না নিয়েই কাজ ছেড়ে গিয়েছিল। এতে আমি সাংঘাতিক অসুবিধায় পড়েছি। আমি এখনও বলতে পারছি না এর কি পরিণাম হবে, সেজন্য আমি ওকে ছাঁটাই করে দিয়েছি। আশা করি ব্যাপারটা আপনি খারাপভাবে নেবেন না। কি বলছেন? ছাঁটাই? হ্যাঁ, ছাঁটাই। কিন্তু আপনাকে তো আমি বলেছি ও লিফ্‌ট ছেড়ে গিয়েছিল। না, এবিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, ম্যাডাম। এটা কর্তৃপক্ষের ব্যাপার, এতে বিপদ আছে, এরকম একটা ছেলে সবাইকে নষ্ট করে দেবে। লিফ্‌টবয়দের ব্যাপারে আপনি নিশ্চয় সাংঘাতিকভাবে শক্ত হবেন। না, না, এব্যাপারে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না। আপনার সমস্ত সম্মান বজায় রেখেই বলছি। আর যদি সবকিছু মেনে নিয়ে ওকে আমি এখানে রেখে দিই, এতে কিন্তু আপনিই বিপদে পড়বেন। আপনি অযোগ্য পাত্রে আপনার ভালোবাসা দিয়ে ফেলেছেন।

আমি ওকেও চিনি, আপনাকেও ; আর আমি নিশ্চিত যে আপনি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে চরমভাবে হতাশ হবেন আর সেটা থেকে আপনাকে আমার রক্ষা করা একান্ত দরকার। আমি, এখানেই বলছি, ছেলেটা শক্ত পেতলের মূর্তির মতো এখানে ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে ছাঁটাই করতেই হবে। না, না, ওকে চিরকালের মতো বাদ দিতে হবে; না, না, ওকে কোনো আলাদা কাজেও আর নেওয়া হবে না। ওকে আমাদের কোনো দরকার নেই। আরো অনেক লোক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। প্রধান কুলি, হ্যাঁ, ফিয়োদর, হ্যাঁ, অবশ্যই, সেও ওর অভব্যতা আর উদ্ধত্যের নিন্দা করেছে। কি? এটাও যথেষ্ট নয়? প্রিয় ম্যাডাম, আপনি তো এই ছেলেটিকে সমর্থন করার জন্য আপনার চরিত্রবিরোধী কাজ করছেন। না, না, আপনি এভাবে আমার উপর চাপ দেবেন না।'

সেই মুহূর্তে প্রধান কুলি নিচু হয়ে প্রধান পরিচারকের কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল। প্রধান পরিচারক প্রথমে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ; তারপর টেলিফোনে এত তাড়াতাড়ি কিনা বললেন যে কার্ল কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে পা টিপে টিপে সরে এল।

'প্রিয় ম্যাডাম', তিনি বললেন, 'সত্যি খোলাখুলি বলছি, আমি বিশ্বাস করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছি না যে আপনি চরিত্র নির্ণয়ে এতটা অপারগ। আমি এক্ষুনি আপনার দেবদূতসুলভ ছেলেটি সম্পর্কে এমন কথা শুনেছি যা তার সম্পর্কে আপনার মতামত পুরো বদলে দেবে, আর আমার দুঃখ হচ্ছে যে এসব কথা আমার মুখ থেকে আপনাকে শুনতে হচ্ছে। এই আপনার পোষ্যটি গুণের আধার, প্রতি ছুটির রাতে শহরে যায় আর পরদিন সকালে ফেরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে সাক্ষ্য আছে, অলংঘনীয় সাক্ষ্য। এখন আপনি আমাকে বলুন, সে রাত্রিকালীন অভিযানের জন্য এত টাকা কোথা থেকে পায়? ওর কাছ থেকে সঠিক কাজ আশা করা যায়? আরো বিশদ জানতে চান ও সারারাত শহরে কি করে? এরকম একটা ছেলের হাত থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী প্রয়োজন। আপনারও সতর্ক হওয়া উচিত কোথাকার না কোথাকার একটা ভুঁইফোড় ছেলেকে আপনার কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

'কিন্তু মহাশয়', সাংঘাতিক ভুল হচ্ছে ভেবে নিশ্চিন্ত কার্ল বলল, হয়তো সমস্ত কিছু বললে আশাতীত কোনো সাফল্য আসবে এই ভেবে, 'কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? আমি বুঝতে পেরেছি প্রধান কুলি আপনাকে বলেছেন যে আমি প্রতি রাতে বেরিয়ে যাই। কিন্তু এটা বিন্দুমাত্র সত্যি নয়। আমি তো রাতে হলঘরে ঘুমোই ; সব ছেলেরাই তো সেটা জানে। যখন আমি ঘুমোই না, আমি বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা পড়ি, আমি এক রাতের জন্যও হলঘর ছেড়ে যাইনি। এটা প্রমাণ করা অত্যন্ত সহজ। প্রধান কুলি বোধহয় আমার সঙ্গে অন্য কাউকে গুলিয়ে ফেলেছেন। আর সেজন্যই উনি এও বলছেন ওকে আমি সম্ভাষণ করি না।'

'তুমি কি তোমার মুখ বন্ধ করবে?' প্রধান কুলি চিৎকার করে বলল। যেখানে আঙুল তুললে চলত সেখানে সে মুষ্টি দেখিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি তাই না? কি করে আমি এখানকার প্রধান কুলি হলাম যদি আমি একজনের সঙ্গে আরেকজনকে গুলিয়ে ফেললাম? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি মিস্ ইসবারি, যদি আমি লোক চিনতেই ভুল করি তাহলে কি করে এখানকার প্রধান কুলি হলাম? আমার তিরিশ বছরের চাকরি জীবনে আমি তো কাউকেই ভুল দেখিনি। এখানে শয়ের উপর পরিচারকরা কেউ বলুক দেখি। আর বদমাইশ ছেলে, তোমাকে দিয়েই আমার ভুল করা শুরু করব? তোমার চাঁদমুখে কি আছে যে কেউ ভুল করবে? এতে ভুলেরই বা কি আছে? প্রতি রাতে তুমি আমার পেছন দিয়ে সুড়ুৎ করে পালিয়ে যাও, আর তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে তবে বলতে হবে তুমি একটা অসভ্য বর্বর ছেলে?'

'যথেষ্ট ফিয়োদর', প্রধান পরিচারক বললেন, মনে হয় ম্যানেজারের সঙ্গে কথোপকথন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, 'এটা জলের মতো সোজা ব্যাপার। মনে হয় ওর নৈশ অভিযান নিয়ে ও যাওয়ার আগে একটা তদন্তের প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি তবেই ওর আনন্দ হবে। চল্লিশজন লিফ্‌টবয়কে ডেকে পাঠাতে হবে ওর ইচ্ছেমতো,

www.BanglaBook.org

তারা সাক্ষ্য দেবে, তারাও আবার তাকে অন্য কারোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে ; আর এভাবেই সমস্ত স্টাফকে সাক্ষী হিশেবে হাজির করতে হবে; কিছুটা সময়ের জন্য হোটেলের সব কাজকর্ম বন্ধ থাকবে ; যদিও ওকে সবশেষে তাড়ানো হবে। ওর একটু সাজা করতে ইচ্ছে করছে, এই আর কি! সেজন্য ওসব আমরা আর ওকে বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না।

ও ইতিমধ্যে ম্যানেজারের মতো সদয় মহিলাকে বোকা বানিয়েছে। সুতরাং এখানেই সব শেষ হয়ে যাক্, আর নয়। আমি আর একটি কথাও শুনব না। কর্তব্যে অবহেলার জন্য তোমাকে এক্ষুনি বরখাস্ত করা হল। আমি কোষাধ্যক্ষকে একটা নোট পাঠিয়ে দেব আর সে তোমার আজ পর্যন্ত বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দেবে। আর এটাও তোমাকে জানিয়ে রাখি, যে আচরণ তুমি আজ করেছ, তারপরে নেহাৎ দাক্ষিণ্য পেত তোমার মজুরী দেওয়ার প্রশ্ন আসছে আর সেটাও দিচ্ছি ম্যানেজারের কথা বিবেচনা করেই।

প্রধান পরিচারক নোটটা স্বাক্ষর করার আগেই আবার ঘন্টা বেজে উঠল। প্রথম কয়েকটা কথা শুনেই তিনি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'আজকাল লিফ্‌টবয়দের কাছ থেকে সমস্যা ছ'ড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না দেখছি!' তারপর একটু পরে আবার তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : 'এরকম কথা জীবনে শুনিনি।' তারপর টেলিফোন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি প্রধান কুলিকে বললেন, 'ফিয়োদর, অনুগ্রহ করে ওকে ধরে রাখো; ওকে আমাদের আরো কিছু বলার আছে। তারপর তিনি টেলিফোন ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'এক্ষুনি এসো বলছি!'

এতক্ষণে প্রধান কুলি তার রাগ প্রকাশ করার সুযোগ পেল। মুখে কথা বলে তো তার শান্তি হয়নি। সে কার্লের হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল, তবে তেমন বলপ্রয়োগ করল না। মাঝে মাঝে কার্লের হাতের উপর তার হাতের চাপ আলগা হয়ে গেল; আবার নিষ্ঠুরভাবে একটু একটু করে শক্ত হল ; কারণ সে অসম্ভব শক্তিশালী ছিল। তাছাড়া চাপটা এত প্রবল ছিল মনে হল এর কোনো শেষ নেই আর কার্ল দুচোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। তাছাড়া, সে তো কার্লকে শুরু চেপেই রাখেনি, তাকে টানা-হ্যাঁচড়া করছিল ; কখনো ঝাঁকুনি দিয়ে তার পা' নাড়াচ্ছিল।' আর আধখানা প্রশ্ন করে প্রধান পরিচারককে বলেই যাচ্ছিল : 'হতে পারে, এখন আমি কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি। হতে পারে....'।

কার্ল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যখন প্রধান লিফটবয়, একজন মোটা বেস্ট নামে ছেলেটি হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে এল। সে প্রধান কুলির মনোযোগ অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করল। কার্ল এত পরিশ্রান্ত ছিল যে যখন সে ওকে বিস্ময়ে দেখল যে থেরেস ছেলেটির পেছন পেছন দৌড়ে আসছে।

থেরেসের চোখমুখ মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাশে, তার কাপড়চোপড় এলোমেলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার মাথার চুল অবিন্যস্ত, তার দিকে চেয়ে কার্ল মৃদু হাসতেও পারল না। একটুক্ষণের মধ্যে থেরেস তার পাশে এসে দাঁড়াল আর ফিস ফিস করে বলতে লাগল : 'ম্যানেজার ম্যাডাম সব জানেন?'

'প্রধান পরিচারক তাকে টেলিফোনে সব জানিয়েছেন', কার্ল উত্তর করল।

'তাহলে ঠিক আছে, সব ঠিক আছে', বলতে বলতে থেরেসের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'না, তুমি জানোনা, ওরা আমার বিরুদ্ধে কি বলেছে। আমি অবশ্যই চলে যাব। ম্যানেজারও এটা বিশ্বাস করেছেন। তুমি এখানে থেকোনা ; উপরে যাও। আমি তোমাকে পরে বিদায় জানিয়ে আসব'।

'কিন্তু রশম্যান, তুমি কি ভাবছ? তুমি আমাদের সঙ্গে যতদিন খুশি থাকবে। প্রধান পরিচারক ম্যানেজারের কথাতেই চলেন। ওদের দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ; কিছুদিন আগেই আমি এটা জানতে পেরেছি। সুতরাং তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'থেরেস, দয়া করে এখান থেকে যাও। তুমি এখানে থাকলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারব না। আমার আত্মপক্ষ সমর্থন করা উচিত। ওরা আমার নামে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। আর যত বেশি আমি ওদের হারাতে পারব তত বেশি এখানে থাকার ব্যবস্থা করতে পারব। সেজন্য, থেরেস—'। তারপর দুর্ভাগ্যবশত অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কার্ল নিচু স্বরে বলল : 'যদি প্রধান কুলি আমাকে ছেড়ে দিত। আমি জানতাম না ও আমার শত্রু। কিন্তু ও আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, মুচড়ে দিচ্ছে'—'কেন আমি একথা বললাম', সে একথাও ভাবল। 'যে কোনো মেয়েই এতে বিচলিত হবে'। থেরেসকে তার মুক্ত বাহু দিয়ে থামাবার আগেই থেরেস প্রধান কুলির দিকে ফিরে তাকাল আর বলল : মহাশয়, দয়া করে রশম্যানকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন। আপনি ওকে আঘাত করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে রশম্যান এখান থেকে চলে যাবে। তখন আপনি জানবেন, এসব ভুল হচ্ছে। ওকে যেতে দিন, এভাবে ওর উপর অত্যাচার করে আপনি কি আনন্দ পাচ্ছেন!' সত্যি কথা বলতে কি থেরেস প্রধান কুলির হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল : 'থামো, থেরেস, থামো বলছি', প্রধান কুলি সস্নেহে থেরেসকে তার খোলা হাত দিয়ে সরিয়ে বলল। কারণ অন্য হাতে সে কার্লকে চেপে ধরে ছিল; যেন সে শুধু হাতটাকেই আঘাত করছিল না, তার মনের ভেতরকার তীব্র রাগ অন্যভাবে পূরণ করার চেষ্টা করছিল।

প্রধান কুলির আলিঙ্গনমুক্ত হতে থেরেসের বেশ কিছু সময় লাগল। তারপর সে যখন প্রধান পরিচারককে আবেদন করার চেষ্টা করছিল তখন তিনি হঠাৎ এসে পড়া বেস্ট-এর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। আর ঠিক তখনই ম্যানেজার ঘরের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করলেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' কয়েকমুহূর্ত ঐ ঘরের মধ্যে ঐ দুটি আর্ত শব্দ ছাড়া আর

www.BanglaBook.org

কোনো কথা শোনা গেল না। প্রধান পরিচারক লাফিয়ে উঠে বেস্টকে একধারে ঠেলে ফেলে দিলেন।

'সুতরাং, প্রিয় ম্যাডাম, আপনি নিজেই হ'জির হলেন? এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য? টেলিফোনে কথা বলার সময় আমি খানিকটা এই ভয় করছিলাম কিন্তু এটা আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আর তখন থেকেই আপনার পোষ্যের ব্যাপারটা আরো খারাপের দিকে গড়াচ্ছে। আমার তো এখন মনে হচ্ছে আমি ওকে কেবল বরখাস্ত করব না, ওকে জেলে পর্যন্ত পাঠাব। নিজেই শুনুন। এরপর তিনি বেস্টকে সংকেত জানালেন।

প্রধান পরিচারক একটি চেয়ার এনে ম্যানেজারকে বসতে অনুনয় করাতে তিনি সেখানে বসে পড়েই বললেন, 'আমি আগে রশম্যানের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই '

'কার্ল, সোনা, এদিকে আমার কাছে এসো', তিনি বললেন। কার্ল হয় তাই করল নয়তো বলা যায় প্রধানকুলি হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার কাছে নিয়ে গেল, 'ওকে যেতে দাও, শুনতে পাচ্ছ না?' ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও তো খুশি নয়।' প্রধান কুলি তাকে যেতে দিল ঠিকই তবে তার আগে তার হাতে এমন জোর চাপ দিল যে কার্লের চোখ থেকে এমনি এমনি জল পড়তে লাগল।

নিজের হাত দুটি কোলের উপর রেখে আর মাথা নিচু করে কার্লের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'আমি প্রথমেই তোমাকে বলতে চাই যে তোমার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তবে প্রধান পরিচারক একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। তোমাকে এখানে রাখতে পারলে আমরা দু'জনেই খুশি হব'—একথা বলে তিনি প্রধান পরিচারকের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে তিনি কথার মাঝখানে হস্তক্ষেপ না করেন। তিনি অবশ্য তা করলেন না, 'এখন পর্যন্ত তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি সব ভুলে যাও। আর প্রধান কুলি যা বলেছে তাকে অত গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। ও খুব বিরক্তিকর লোক। অবশ্য ওর কাজটাই একঘেয়ে কিনা। কিন্তু ওরও তো স্ত্রী ছেলেমেয়ে রয়েছে, সেজন্য ও জানে একটা ছেলের উপর অকারণ অত্যাচার করা যায় না ; তারও এই পৃথিবীতে নিজস্ব অধিকার রয়েছে। ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। প্রধান কুলি প্রধান পরিচারকের দিকে তাকিয়ে তার সাহায্য চাইল ; প্রধান পরিচারক ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। বেস্ট লিফটবয়টি প্রধান পরিচারকের পেছনে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। থেরেস দুঃখে ও আনন্দে অভিভূত ; সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল যাতে কেউ কোনো মন্তব্য না করে।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ঘটনা এই যে কার্ল ম্যানেজারের দিকে তাকাচ্ছিল না। অথচ ম্যানেজার চাইছিলেন কারণ কার্ল তার কাছেই মেঝেতে দাঁড়িয়ে। কার্লের হাতে এত যন্ত্রণা হচ্ছিল ; তার জামার হাতা কালশিরাতে আটকে যাচ্ছিল ; তার মনে হচ্ছিল, জামাটা খুলে হাতের কালশিরাগুলো একবার দেখে নেয়। ম্যানেজার সেসব সদয়

www.BanglaBook.org

কথাবার্তা বলছিলেন তা বেশ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে কার্লের মনে হচ্ছিল, অন্যরা ভাবছে যে এসব তার প্রতি ম্যানেজারের অকারণ স্নেহবশত বোকামি ; আর সে দু'মাস ধরে অভিনয় দিয়ে ভুলিয়ে তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক করতে চেয়েছে ; আর তার উপযুক্ত শাস্তি হল প্রধান কুলির হাতে তাকে ছেড়ে দেওয়া। 'আমি একথা বলছি', ম্যানেজার বললেন, 'যাতে করে তুমি সোজাসাপটা উত্তর দাও, আর আমি যতদূর জানি তুমি তাই করে এসেছ।'

'অনুগ্রহ করে আমাকে ডাক্তার ডাকার অনুমতি দিন, রক্তপাতে লোকটা মরে যাবে যে', হঠাৎ করে কিন্তু বেশ সবিনয়ে ও হতাশসুরে লিফ্‌টবয় বেস্ট বলল।

'যাও', প্রধান পরিচালক বেস্টকে বললেন। বেস্ট তক্ষুনি দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর তিনি ম্যানেজারের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুরু করলেন : 'ঘটনাটা এরকম। প্রধান কুলি ওকে মজা করে ধরেনি। নিচে লিফ্‌টবয়দের হলঘরে সম্পূর্ণ অজ্ঞান এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় সযত্নে বিছানায় শোওয়ানো হয়ে রয়েছে। ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই তাকে জাগিয়ে তুলেছে আর তাকে তাড়াবার চেষ্টা করেছে। তারপর লোকটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে আর গালাগাল করছে—যে এটা কার্ল রশম্যানের শোবার ঘর আর সে রশম্যানের অতিথি। রশম্যান তাকে এখানে এনেছে ; তার গায়ে কেউ হাত দিলে রশম্যান তাকে খুন করে ফেলবে। তাছাড়া রশম্যান না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে দেওয়া হোক্ কারণ রশম্যান তাকে টাকা দেবে বলেছে আর সে টাকা আনতেই গেছে। আপনি লক্ষ্য করুন ম্যাডাম, তাকে টাকা দেবে বলেছে আর সে টাকা আনতেই গেছে। তুমিও শোন, রশম্যান', কার্ল ঠিক যখন থেরেসের দিকে তাকিয়েছে আর থেরেস প্রধান পরিচারকের দিকে, সেই সময় প্রধান পরিচারক কার্লের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন। থেরেস হতবাক। সে যেন যান্ত্রিকভাবে কপাল থেকে একটা চুল সরাতে লাগল অথবা কিছু একটা করার জন্য ভ্রুতে হাত বোলাতে লাগল। 'সম্ভবত তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। কারণ নিচের লোকটি বলছে সে ফিরে গিয়ে তুমি কোন্ এক অনামা গায়িকার সঙ্গে রাত কাটাতে চাইছে। আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি কারণ লোকটি যখনই কথা বলছে তখনই গান গেয়ে উঠছে।'

এই বলে প্রধান পরিচারক একটু থামলেন, কারণ ম্যানেজার বিবর্ণ মুখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিলেন।

'বাকিটা আমি পরে বলছি', প্রধান পরিচারক বললেন. 'না, না, দয়া করে বলুন', ম্যানেজার তার হাত ধরে বললেন, 'আমি তো সবকিছু জানবার জন্য এখানে এসেছি।'

প্রধান কুলি বুক বাজিয়ে এগিয়ে এসে বলল সে প্রথম থেকে সবকিছু জানে এবং দেখেছে। প্রধান রিচারক তাকে শান্ত করে বললেন : 'হ্যাঁ ফিয়োদর, তুমি ঠিকই বলেছ।' 'আর বেশি কিছু বলার নেই', প্রধান পরিচারক বলে চললেন, 'ছেলেরা লোকটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে প্রথমে হাসাহাসি করছিল, তারপর তার সঙ্গে মারামারিও করেছে। কারণ তাদের মধ্যে ক'জন ভালো মুষ্টিযোদ্ধাও রয়েছে। লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে। আমি আর সাহস পাইনি যে লোকটার কোথায় কেটেছে কারণ এরা শান্তিদায়ক মুষ্টিযোদ্ধা আর মাতাল লোকটা এদের শিকার মাত্র।

'হুঁ', চেয়ারে হাত রেখে আর তার বসার জায়গার দিকে চোখ রেখে ম্যানেজার বললেন, 'কিছু করো তুমি রশম্যান'। থেরেস ঘরটা পার হয়ে এসে তার মালকিনের গায়ে সেঁটে রইল। প্রধান পরিচারক ম্যানেজারের পেছনে খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, আর তার সুন্দর মিহি নরম জামার কলারে হাত বোলাচ্ছিলেন, জায়গাটা ঈষৎ এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কার্লের পাশে দাঁড়ানো প্রধান কুলি বলল, 'কথা বল।' কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল সে কার্লের পিঠে এক থাপ্পড় মারল, 'এসব সত্যি', তার ইচ্ছে অনুযায়ী অনিশ্চয়তার সঙ্গে কারণ পিঠের আঘাতটা ভালোই ছিল, কার্ল বলল, 'আমি লোকটাকে হলঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম'।

'ব্যস, আমাদের এটুকু জানলেই চলবে', সবার পক্ষ থেকে প্রধান কুলি কথাগুলো বলল। ম্যানেজার বোবার মতো একবার প্রধান পরিচারক একবার থেরেসের দিকে তাকালেন।

কার্ল বলল : 'আমার কোনো উপায় ছিল না। লোকটাকে আমি জানতাম। দু'মাস ও আমাকে দেখেনি, তাই দেখা করতে এসেছিল আর এত মদ খেয়েছিল যে ও যেতে পারেনি।'

ম্যানেজারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রধান পরিচারক যেন নিজেকেই বলছিলেন : 'সুতরাং সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আর এত মদ খেয়েছিল যে সে যেতে পারেনি'।

ম্যানেজার গলা বাড়িয়ে প্রধান পরিচারককে ফিসফিস করে কীসব বললেন, যিনি বিরোধিতা করেও তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। কার্লের অবশ্য এতে কিছু করার ছিল না। কার্ল থেরেসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। কিন্তু থেরেস ম্যানেজারের দিকে হতাশভাবে তাকিয়েছিল ঠিকই কি সে যেন কিছুই দেখছিল না। একমাত্র ব্যক্তি যে কার্লের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল সে হল প্রধান কুলি। সে বারবার বলতে লাগল : 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুমি তোমার বন্ধুর পাশে থাকবেই তো বিশেষত সে যখন মাতাল হয়ে পড়েছে', আর সে হাত নেড়ে চেড়ে উপস্থিত সবার কাছে এই ব্যাখ্যাই করতে লাগল।

কার্ল বলল : 'সেজন্য আমি দোষী বটে'। আবার সে থামল। সে মনে মনে ভেবেছিল বিচারকেরা তাকে কিছুটা আত্মরক্ষার সুযোগ দেবে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। 'আমি দোষী কারণ লোকটাকে আমি হলঘরে নিয়ে গেছি—ওর নাম রবিনসন। ও একজন আইরিশ। কিন্তু ও যা বলেছে ও নেশার ঘোরেই বলেছে। ওগুলো সত্যি নয়।'

www.BanglaBook.org

'সুতরাং তুমি ওকে টাকা দেবে বলে কথা দাওনি?' প্রধান পরিচারক জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ' কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিল বলে কার্ল তাড়াতাড়ি করে হুড়মুড়িয়ে বলতে চাইল সে কতটা নির্দোষ : 'আমি টাকা দেব বলেছিলাম কারণ ও আমাকে টাকা চেয়েছিল। কিন্তু টাকা গিয়ে আনব এরকম কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। আজ রাতে যেটুকু টিপ্‌স পেয়েছি সেটাই ওকে দিতে চেয়েছিলাম।' তার কথা প্রমাণ করার জন্য সে পকেট থেকে ক'টি ছোট ছোট মুদ্রা বার করল।

'তুমি নিজেকে বেশি করে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছ', প্রধান পরিচারক বলে চললেন, 'আমরা যদি তোমাকে বিশ্বাস করি, তাহলে তোমার আগের কথাগুলো ভুলে যেতে হয়। প্রথমত তুমি লোকটাকে হলঘরে নিয়ে গিয়েছিলে—আর আমি বিশ্বাস করি না লোকটার নাম রবিনসন, আর যতদিন আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড হয়েছে তার মধ্যে কোনো আইরিশ ম্যানের নাম রবিনসন হয়েছে তাও আমি শুনিনি—প্রথমে তুমি তাকে হলঘরে নিয়ে গেলে আর এটার জন্যই তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া দরকার, আমি হলফ করে বলতে পারি—কিন্তু তুমি তাকে টাকা দেবে বলে কথা দাওনি ; তবু তোমার ক্ষেত্রে যখন প্রশ্নটা উঠেছে ; তুমি নিশ্চয় টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছিলে। এটা প্রশ্নোত্তরের খেলা নয় তা' তুমি মনে রেখো ; তুমি নিজের মতো করে একটা করে ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছ। প্রথমে তোমার টাকা এনে দেবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না ; তুমি কেবল

রাতের টিপ্‌সটুকু তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে, আর এখন ও যখন তোমার কাছে টাকা রয়েছে নিশ্চয় তুমি টাকা কোথাও থেকে আনবার তালে ছিলে, তোমার দীর্ঘক্ষণের অনুপস্থিতি তা প্রমাণ করে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এতেও আমরা অবাক হচ্ছি যে তুমি তোমার বাক্স থেকে ওকে টাকা এনে দিতে চেয়েছিলে ; কিন্তু তুমি এটা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করতে চাইছ আর লুকোতে চাইছ যে লোকটাকে তুমি হোটেলে এনে মদ খাইয়েছ। এটা সম্ভব কেননা তুমিই বললে লোকটা নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আর সে হলঘরে সবাইকে জানিয়েছে সে তোমার অতিথি। সুতরাং, আর দুটো ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তুমি যদি সমস্যা এড়াতে চাও তুমি নিজেই তা স্বীকার করে নাও। তবে নাও যদি স্বীকার কর সেগুলো প্রমাণ করতে আমাদের বিশেষ অসুবিধে হবে না। প্রথমত, তুমি কি করে মজুত ঘরে গেলে? দ্বিতীয়ত, তোমার হাতে ওকে দেবার মতো এত টাকা কোথা থেকে এল?'

কার্ল মনে মনে ভাবল, 'কারো মধ্যে শুভবোধ না থাকলে আত্মরক্ষা করা কঠিন। তাই সে প্রধান পরিচারককে বোঝাবার আর কোনো চেষ্টা করল না। ব্যাপারটা থেরেসকে বেশ কষ্ট দিল। কার্ল বুঝতে পারল, সে যা বলবে অন্যরা তার আলাদা মানে করবে। তার কাজ ভালো বা মন্দ সেটা প্রমাণ করাটা নির্ভর করছে বিচারকের মর্জির উপর।

www.BanglaBook.org

'ও কোনো উত্তর করছে না', ম্যানেজার বললেন।

'এটাই ওর সবচেয়ে ভালো কাজ', প্রধান পরিচারক মন্তব্য করলেন।

তার গোঁফে নরমভাবে হাত বোলাতে বোলাতে প্রধান কুলি বলল, যদিও একটু আগে তার আদর ভয়ংকর ছিল : 'ওর এবার অন্য কিছু ভাবা উচিত।'

থেরেস ম্যানেজারের পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন : চুপ কর। দেখছ তো ওর বলার কিছু নেই। তাহলে আমি ওর জন্য কি করতে পারি? এখন তো প্রধান পরিচারকের চোখে আমিই দোষী প্রতিপন্ন হচ্ছি। থেরেস, তুমি বলতো ওর জন্য যা করার ছিল তার কি কোথাও এতটুকু ফাঁক রেখেছি?' থেরেস কি করে তা জানবে? তাছাড়া দু'জন পুরুষের সামনে থেরেসকে এ প্রশ্ন করার কোন মানে আছে কি?

নিজেকে সংযত করে অন্তত থেরেসকে বিব্রত ভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বাঁচাতে কার্ল বলল, 'ম্যাডাম, আমি মনে করি আমি আপনার কোনো অসম্মান করিনি। যদি ঠিকমত তদন্ত হয় এটা প্রত্যেকে বুঝবে যে আমিই ঠিক।'

'প্রত্যেকেই জানে', প্রধান কুলি প্রধান পরিচারকের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'এই শব্দটা আপনাকেই বলা হচ্ছে, মি. ইসবারি'।

'এখন ম্যাডাম', মি. ইসবারি বললেন, 'এখন সাড়ে ছ'টা, অনেক সময় চলে গেছে, সব সিদ্ধান্তই ঠিক। আপনার শেষ কথাটা যদি একবার বলেন। আমরা এতক্ষণ অনেক ধৈর্য্য দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাপড়া করেছি তো'।

ছোট গিয়াকোমো ভেতরে এল আর কার্লের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভেতরের অদ্ভুত নীরবতা দেখে থমকে গেল আর অপেক্ষা করতে লাগল।

কার্ল তার শেষ কথাগুলো বলার পর থেকে ম্যানেজার তার মুখের উপর থেকে চোখ ফেরাননি। এমনটাও নয় যে প্রধান পরিচারকের কথা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তার দৃষ্টি সোজা কার্লের দিকে ; তার চোখগুলি বড় বড়, নীলাভ, কিন্তু বয়স ও সমস্যার ভারে কিছুটা ঘোলাটে। তিনি চেয়ারের হাতল ধরে খুবই ভদ্রভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তার দৃষ্টি যেন বলতে চাইছিল : 'ঠিক আছে কার্ল, যখন আমি ভেবে দেখলাম, এটা এখনও স্পষ্ট নয়, আর তুমি ঠিকই বলেছ, ঘটনাটার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। আমরা সেটাই করব। কেউ রাজি হোক্ বা না হোক্, ন্যায্য বিচার হওয়া উচিত।'

কিন্তু না এটা হল না। একটু থেমে তিনি বললেন আর তার কথার ব্যাঘাত ঘটাতে কেউ সাহস করল না—কেবল প্রধান পরিচারকের বক্তব্য সুদৃঢ় করার জন্য ঘড়িটা সাড়ে ছ'টা বাজিয়ে দিল আর এটার সঙ্গে সঙ্গে, সবাই জানত, হোটেলের সমস্ত ঘন্টা কানের সামনে সার্বজনীন অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বেজে উঠল : 'না, কার্ল, না, না। আমরা আর কিছু শুনতে চাই না। যখন ঘটনা ঠিক থাকে সেটা ঠিক। আর আমি অবশ্যই

www.BanglaBook.org

স্বীকার করব তোমার কাজ ঠিক নয়। আমার কাজই এটা বলে দেওয়া আর আমি এটা বলতে বাধ্য। আমি এটা স্বীকার করতে বাধ্য কারণ আমি এখানে তোমার হয়েই কথা বলতে এসেছিলাম। দ্যাখো, থেরেসও চুপ করে আছে।' (কিন্তু থেরেস চুপ করে ছিল না, সে কাঁদছিল।)

ম্যানেজার যেন একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য থামলেন। তারপর বললেন, 'কার্ল, এদিকে এসো'। আর যখনই কার্ল তার কাছাকাছি গেল, প্রধান কুলি আর প্রধান পরিচারক দু'জনেই কার্লের পেছনে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে লাগল। ম্যানেজার তার বাঁ হাত দিয়ে কার্লকে জড়িয়ে ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। থেরেস নিস্ক্রিয়ভাবে তাকে অনুসরণ করল। তারা ঘরের এক কোণে গেল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে তাদের দু'জনকে সামনে রেখে বললেন : 'এটা সম্ভব কার্ল, আর তোমার এতে বিশ্বাসও আছে, নয়তো তোমাকে নিয়ে আমি কি করব আমি ভাবতে পারছিনা, সে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার কথাই ঠিক প্রমাণিত হবে। তাহলে তাই বা হবে না কেন? হতে পারে প্রধান কুলিকে তুমি সম্মানজনক সম্ভাষণ জানিয়েছ ; আমি বুঝি তুমি তাই-ই করেছ আর প্রধান কুলি সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধ্যানধারণা আছে ; দ্যাখো এখনও তোমার সঙ্গে আমি খোলামেলা কথা বলছি। কিন্তু এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলো তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে না। প্রধান পরিচারকের মানুষ চেনার ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি জানি তোমার বিচার করবার ক্ষেত্রে তিনিই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য লোক। আর তার বিচারের রায় অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমারও নেই। আমার মনে হয় কোনোকিছু চিন্তাভাবনা না করেই তুমি কাজটা করেছ। কিন্তু তুমি আগে যেমন ছিলে তেমনটা বোধহয় আর নেই। তবুও....'। এরপর তিনি মাথা উঁচু করে ঘরের মধ্যেকার দু'জন লোককে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন : 'আমি এখনও তোমাকে সত্যিকার একজন ভালো ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনা।'

বোধহয় তার দৃষ্টি দেখে কিছু বুঝে ফেলে প্রধান পরিচারক বলে উঠলেন : 'ম্যাডাম, ম্যাডাম!'

'আমরা এক্ষুনি আমাদের কথা শেষ করে ফেলব', কার্লকে তিরস্কারের ভঙ্গীতে ম্যানেজার বললেন : 'শোন, কার্ল, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি প্রধান পরিচারক এ ব্যাপারে কোনো তদন্ত চান না; আমি এতে খুব খুশি ; কারণ তিনি যদি এটা করতে চাইতেন, তোমার স্বার্থেই আমি এটা থেকে তাকে বিরত করতাম ওর জন্য মদ এনেছ সেটা কেউ জানবে না, কারণ ঐ লোকটা তোমার বন্ধু হতে পারে না। তুমি তো ওদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হওয়ার পরেই ওদের ফেলে এসেছিলে ; সুতরাং ওদের কেউই তোমার বন্ধু হতে পারেনা। তাহলে তোমার পরিচিত কাউকে তুমি শহরের পানশালা থেকে রাতে তুলে এনেছ। কার্ল, কেন তুমি এসব আমার কাছে লুকোলে? যদি তুমি হলে থাকতে না পারলে তাহলে একটা তুচ্ছ কারণে কেন শহরে সারারাত ঘুরে

www.BanglaBook.org

বেড়ালে, আর এ ব্যাপারে একটা কথাও বললে না? তুমি জানো তোমাকে আমি আলাদা ঘর দিতে চেয়েছিলাম আর তুমি নিজের স্বার্থেই প্রত্যাখান করেছ। এখন তো মনে হচ্ছে হলঘরে বেশি স্বাধীনতা পাবে বলেই তুমি ওখানে থাকতে চেয়েছ। আর তুমি তোমার সব টাকা আমার সিন্দুকে রেখেছ আর প্রতি সপ্তাহের টিপ্‌স আমার কাছে জমা রেখেছ ; তাহলে, বাছা তোমার নৈশ অভিযানের টাকা তুমি কোথা থেকে পাও বা বন্ধুকেই বা কোথা থেকে টাকা এনে দেবে? তবে এসব কথা তো আমি প্রধান পরিচারককে বলতে পারব না, অন্তত এই মুহূর্তে নয়। আর এমনও তো হতে পারে, একটা তদন্ত অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য, তোমার অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেল ছেড়ে দেওয়া উচিত। সোজা পেনসন ব্রেনারের কাছে চলে যাও—তুমি তো ওখানে থেরেসের সঙ্গে অনেকবার গিয়েছ—তারা তোমাকে কিছু বলবে না যদি তুমি তাদেরকে এটা দেখাও—একটা সোনার পেনসিল ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে একটা কার্ডের উপর তিনি দু'এক কথা লিখলেন আর বলেই চললেন : 'আমি তোমার বাক্সটা একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। থেরেস লিফ্‌টবয়দের জিনিসপত্র রাখার জায়গাটাতে যাও, ওর বাক্সটা নিয়ে এস।' (কিন্তু থেরেস নড়ল না। এত কষ্ট সে সহ্য করেছে ; কার্লের সঙ্গে সমস্ত দুঃখের ভাগ সে নিয়েছে! ম্যানেজারকে ধন্যবাদ।)

কেউ একবার দরজাটা খুলে নিজেকে একবার দেখিয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে দিল। এটা হয়তো গিয়াকোমোকে মনে করিয়ে দেওয়া কারণ সে সোজা ভেতরে এসে বলল : 'রশম্যান, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই'।

'এক মিনিট', মাথা নিচু করে থাকা কার্লের পকেটে কার্ডটা ঢুকিয়ে দিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'এখন তোমার টাকাটা আমার কাছে থাক্, তুমি জ'নো টাকাটা আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে। আজ তোমার ঘরে থাকো, তোমার অবস্থা বিবেচনা করে আগামীকাল—আজ আমার হাতে সময় নেই, আর অনেকক্ষণ আমি এখানে আটকে আছি। আবি ব্রেনারের কাছে আসব আর আমরা ভাবব তোমার জন্য কি করা যায়। আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না; সেটা তুমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছ। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবো না। কিন্তু এই কয়েকটা সপ্তাহ চিন্তার ব্যাপার।'

তিনি তার কাঁধ চাপড়ে প্রধান পরিচারকের কাছে গেলেন। কার্ল মাথা তুলে দেখল এক দীর্ঘাঙ্গী ঋজু মহিলা হালকা পা ফেলে সহজ গতিতে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন।

'কি হল, তুমি খুশি নও?' থেরেস বলল, 'এই যে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়', কার্ল বলল। তারপর সে থেরেসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু সে মনে মনে ভাবছিল যে তার খুশি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে যেখানে সে চোর প্রতিপন্ন হয়ে বরখাস্ত হয়ে গিয়েছে। থেরেসের চোখদুটো নির্মল আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। কার্ল কোনো অপরাধ করেছে বা করেনি, তার ন্যায়বিচার হল কি হল না এসব কিছুই নয় যদি তাকে সসম্মানে বা অপমানে যেভাবেই হোক্ ছেড়ে দেওয়া

www.BanglaBook.org

হয়। থেরেস কি করে এমন আচরণ করল ; থেরেস, যে কিনা নিজের ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে, সে তার মন পরিবর্তন করে ফেলল। সে ম্যানেজারের দ্বিধাজড়িত কথাগুলো বুঝেও বুঝল না। বেশ খোলামেলা ভাবে কার্ল বলল, 'তুমি কি আমার বাক্সটা বাঁধাছাঁদা করে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবে?' অবাক হয়ে মাথা নাড়ার আগে কার্ল দেখল থেরেস তার প্রশ্নের তাৎপর্য ধরে ফেলেছে আর তার মনে হল বাক্সের মধ্যে এমন সব জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো কেউ যেন না দেখে। সে আর কার্লের দিকে তাকাবার সময় পেল না; তার সঙ্গে করমর্দন করল না; সে কেবল ফিসফিস করে বলল : 'নিশ্চয় কার্ল, এক্ষুনি আমি বাক্সটা বাঁধাছাঁদা করে আনছি।' সে চলে গেল।

গিয়াকোমো কিন্তু আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। দীর্ঘক্ষণের উত্তেজনায় অধৈর্য্য হয়ে সে চিৎকার করে উঠল : 'রশম্যান, লোকটা নিচে লাথি ছুঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে বলছে তুমি নাকি কোনোমতেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে না। সে বলছে সে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে বাড়ি চলে যাবে আর তুমি ভাড়া মিটিয়ে দেবে। তাই কি?'

'লোকটা মনে হয় তোমার উপর নির্ভর করে', প্রধান পরিচারক বলল। কার্ল কাঁধ ঝাঁকাল আর গুণে গুণে সব টাকা গিয়াকোমোর হাতে দিয়ে বলল : 'এটুকুই আমার আছে।'

টাকাগুলো বাজাতে বাজাতে গিয়াকোমো বলল : 'আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম যে তুমিও তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে যাবে কি না।'

'না, ও যাবে না', ম্যানেজার বললেন। গিয়াকোমো না যাওয়া পর্যন্ত আর ধৈর্য্য না রাখতে পেরে প্রধান পরিচারক বললেন, 'বেশ রশম্যান, এখন তুমি বরখাস্ত হলে।' প্রধান কুলি বারবার মাথা নাড়ছিল, যেন এগুলো তারই কথা আর প্রধান পরিচারক তার মুখপাত্র। 'জনসমক্ষে তোমার ছাঁটাই হওয়ার কারণ আমি বলছিনা, সেটা বললে তোমার জেলে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।'

প্রধান কুলি ম্যানেজারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কারণ সে বুঝতে পারছিল যে কার্লের প্রতি এই সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনিই দায়ী। 'যাও, বেস্টের কাছে যাও, তোমার পোশাক বদলে ফেল, তোমার লিফটবয়ের পোশাক বেস্টকে দিয়ে দাও। এক্ষুনি, এক্ষুনি কিন্তু হোটেল ছেড়ে চলে যাও।'

ম্যানেজার চোখ বন্ধ করলেন। মনে হল তিনি কার্লকে কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত করতে চাইলেন। যখন সে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল সে দেখল প্রধান পরিচারক তার হাতে হাত বোলাচ্ছেন। ভারি পা ফেলে প্রধান কুলি কার্লকে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন ; আর সে দরজাটা বন্ধ না করে খোলা রাখল যাতে সে চিৎকার করতে পারে : 'কয়েক মিনিটের মধ্যে তুমি আমার অফিস ছেড়ে চলে যাও, প্রধান দরজা দিয়েই বেরোবে, মনে রেখো।'

কার্ল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরোনোর চেষ্টা করল যাতে করে আর বেশি করে

www.BanglaBook.org

তাকে অপমানিত না হতে হয়। কিন্তু সবকিছুই এত ধীরে ঘটছিল যে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। প্রথমত, বেস্টকে তক্ষুনি পাওয়া যাচ্ছিল না, কারণ প্রাতরাশের সময় বেশ কিছু লোক বাইরে বেরিয়ে পড়ছিল। তারপর দেখা গেল কার্লের ট্রাউজার্সটা অন্য একটি ছেলে ধার নিয়েছে, সমস্ত পোশাকের খুঁটিগুলো সে খুঁজে বেড়াল, প্রত্যেক বিছানার ধারে ধারে গেল। প্রধান দরজার পাশে যেতেই তার পাঁচ মিনিট লাগল। তার সামনেই চারজন ভদ্রলোক বেষ্টিত হয়ে এক ভদ্রমহিলা ঘুরছিলেন। তারা একটা অপেক্ষমান গাড়িতে ঢুকে পড়ল। একজন চিরভৃত্য দু'হাত সুন্দর করে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের ঢুকবার দরজা খুলে দিল। কিন্তু এই অভিজাত দলের পিছু পিছু অদৃশ্য হয়ে যাবার আশাটুকুও শেষ হয়ে গেল কেননা প্রধান কুলি তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আর ঐ দুই ভদ্রলোকের কাছে একটু ক্ষমতা চেয়ে কার্লকে নিজের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল।

'এটাকে বুঝি একটুখানি সময় বলে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কার্লের দিকে তাকিয়ে সে বলল, যেন মনে হচ্ছে সে ঘড়ির কাঁটা ঠিকমত চলছে না বলে পরীক্ষা করে ফেলেছে। 'এদিকে এসো', সে বলে চলল। কুলিদের অফিসে তাকে সে টানতে টানতে নিয়ে চলল। একদিন কার্লের ইচ্ছা ছিল জায়গাটা ঘুরে ফিরে একটু দেখতে কিন্তু আজ তাকে ঐ ঘরে ঠেলে দেওয়া হল যেখানে সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। ঠিক দরজার মাঝখানে সে পাক খেয়ে নিল আর প্রধান কুলিকে ঠেলে দিয়ে পালাতে চাইল।

'না, না, এদিকে এসো', তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রধান কুলি বলল।

'কিন্তু আমি তো ছাঁটাই হয়ে গেছি', সে এই বলে বোঝাতে চাইল যে হোটেলে আর কেউ তাকে আদেশ করতে পারে না।

'যতক্ষণ আমি তোমাকে ধরে রয়েছি ততক্ষণ তুমি মুক্ত নয়', প্রধান কুলি জানাল। অবশ্য এও সত্যি কথা।

তাছাড়া কুলিকে বাধা দেওয়ার মধ্যে কার্ল কোনো যুক্তি দেখল না। এর চেয়ে তার আর খারাপ কি হতে পারে? অবশ্য অফিসটার দেওয়ালে বড় বড় সব কাচের শার্সি ছিল যার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নিচের বারান্দায় অসংখ্য অতিথিদের আনাগোনা, মনে হবে যেন তুমিই ওদের একজন। হ্যাঁ, তবে অফিসের একটি কোণও নেই যেখানে তুমি নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পার। আর লোকেরা যত দ্রুত পা চালিয়ে যাক না কেন, তাদের বাড়ানো হাত, নিচু মাথা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, একটু উঁচুতে বোঝা তুলে রাখা— সবকিছুর মধ্যে তারা যখন রাস্তা করে নিচ্ছিল তারা কিন্তু কুলিদের অফিসের দিকে একবার চোখ ফেলতে ভোলেনি; কারণ শার্সির পেছনে ঘোষণা ও সংবাদ টাঙানো ছিল যাতে অতিথি ও হোটেল কর্মী সবারই সবিধে হয়। তাছাড়া কুলিদের অফিস আর নিচের বারান্দা সবগুলোই মুখোমুখি ছিল আর দুটো টানা জানালার পাশে দু'জন অধস্তন কুলি বসেছিল যারা বিভিন্ন বিষয়ে একটানা তথ্য যোগান দিয়ে যাচ্ছিল। এই দু'জন লোকের কাজ সত্যিই অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য বলে মনে হল। কার্ল প্রধান কুলির

www.BanglaBook.org

দিকে একবার চতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কারণ যতদূর সে জানে, সে এই অধস্তন অবস্থা থেকে কতটা ধূর্ততার মাধ্যমে আজ এই জায়গায় উঠে এসেছে। এই দুই তথ্য যোগানদার বাইরে থেকে দেখে তুমি একটুও বুঝতে পারবে না জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্তত দশ জন লোককে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছিল। আবার এই দশজন যারা ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছিল তাদের ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গীও আলাদা ছিল কারণ তারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কেউ কেউ কেবল খবরাখবর নিচ্ছিল, কেউ কেউ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। বেশির ভাগ লোকই কুলিদের অফিসে হয় কিছু জমা দিচ্ছিল নয় সেখান থেকে নিচ্ছিল, যাতে জনতার ভেতর থেকে নানা ধরনের হাতের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছিল। আবার কোন অধৈর্য্য ব্যক্তি খবরের কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য এমনভাবে মেলে ধরছিল যাতে করে অন্য অনেক লোকের মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। এসব কিছুর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ঐ দুই অধস্তন কুলির উপর। শুধু কথার উত্তর দিলেই তো চলত না। তারা বকবক করেই যাচ্ছিল বিশেষ করে কালো দাড়িওয়ালা বিষণ্ণ লোকটা মুখ আড়াল করে এক নিঃশ্বাসে তথ্য উগরে দিচ্ছিল। সে কাউন্টারের দিকে তাকাচ্ছিল না ; যদিও সেখানেই তার তথ্য জানাচ্ছিল ; প্রশ্নকর্তার মুখের দিকেও সে তাকায়নি ; শুধুমাত্র প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরটা যতটা সোজাসুজি আর সংক্ষিপ্ত ভাবে দিয়ে নিজের শক্তি ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। অবশ্য তার স্পষ্ট উচ্চারণে খানিকটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তার দাড়িটা। আর এটা কার্লের কাছে স্পষ্ট হল—যতটুকু সময় সে ওখানে দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে যদিও সে সবকিছু ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি—লোকটা ইংরাজী উচ্চারণে কথা বললেও তার বিদেশী উচ্চারণটার তখন প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া একজনের পর আরেকজনের উত্তর এত তাড়াতাড়ি আসছিল যে একটার সঙ্গে আর একটার তফাৎ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল, সেজন্য কোন কোন প্রশ্নকর্তা সাগ্রহে তার প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করছিল, বেচারা বুঝতেই পারেনি তার পালা চলে গিয়েছে। আর এটা তুমি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে অধস্তন কুলিরা কোনো প্রশ্নের দ্বিতীয়বার জবাব দিতে চায় না, যদিও শব্দগুলো অস্পষ্ট আর মোটামুটি বোধগম্য। সে কেবলমাত্র মাথা নেড়ে অস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিত যে সে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না আর এটা প্রশ্নকর্তার ব্যাপার যে সে তার ভুল ধরতে পারেনি আর তার প্রশ্ন করাটাও যথাযথ হয়নি। এর জন্য অবশ্য অনেক লোককে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অধস্তন কুলিদের সাহায্য করার জন্য একজন করে বালকভৃত্য রাখা হয়েছিল যারা ছুটে গিয়ে বই-এর তাক বা কাবার্ড থেকে তার দরকারী জিনিসপত্র এনে দিত। এই পদগুলোতে মাইনে বেশি ছিল আর এই পদে বহাল হওয়াটা বেশ কঠিন ছিল ; কারণ ভালো করে বুঝে দেখতে গেলে এইসব ভৃত্যদের, অধস্তন কুলিদের সঙ্গে তাল মেলানো বেশ কঠিন ছিল। কারণ অধস্তন কুলিদের কেবল চিন্তা করতে আর বলতে হত, অন্যদিকে ঐ

www.BanglaBook.org

ভৃত্যদের একই সময়ে চিন্তা করে দৌড়তে হত। যদি তারা কখনো কোনো ভুল জিনিস নিয়ে আসত, অধস্তন কুলি মারাত্মক চাপে পড়ে গিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলত ; তারা কাউন্টারে যা এনে দিত তাই সে মেঝেতে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিত। তার অধস্তন কুলিদের বদলি হওয়াটা কার্ল আসার পর আরো মজাদার হয়েছিল। এই বদলির ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটত, দিনের বেলায় বেশি করে একঘণ্টার বেশি কেউ কাউন্টারে বসত না। ছাড়ের সময় একটা ঘণ্টা বাজত, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশ দিয়ে দুজন অধস্তন কুলি যাদের পালা ছিল তারা সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ত ; তাদের পিছু পিছু আসত দূতভৃত্যরা। তখনকার মতো তারা জানালার ধারে অলসভাবে বসত আর বাইরের লোকদের মন দিয়ে দেখত যাতে করে তারা কি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে তা কিছুটা অনুমান করার চেষ্টা করত। ঠিক সময় নতুন অধস্তন কুলি পুরনো জনের পিঠ চাপড়ে জানিয়ে দিত যে সে তাকে ছাড় দিতে এসেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত পুরনোজন যেন অনুভব করেনি তার পেছনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎই সে সাড়া দিত আর কাউন্টার ছেড়ে চলে যেত। এটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যেত যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা অবাক হয়ে যেত, আর নতুন মুখ দেখলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত। দু'জন পুরনো লোক ছাড় পেয়েই দু'হাত টানটান করে মেলে ধরত; তারপর সামনের ওয়াশবেসিনে গিয়ে তাদের গরম মাথায় জল ঢালত। কিন্তু দূতবাহকেরা এত সহজে ছাড় পেত না কারণ অধস্তন কুলিরা রাগের বশে যে সমস্ত জিনিস মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেগুলো তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে এলে তবে তাদের ছাড় মিলত।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কার্ল বেশ মন দিয়ে এসব খুঁটিনাটি দেখতে লাগল। তারপর হালকা মাথাব্যথা নিয়ে সে প্রধান কুলির পিছু নিল। প্রধান কুলি এগোচ্ছিল। সে অবশ্য লক্ষ্য রেখেছে যে অধস্তন কুলিদের প্রশ্নোত্তর পর্ব কালের মনে কতটা ছাপ ফেলেছে ; সেজন্য সে কার্লের বাহুতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল : 'দ্যাখো, এখানে আমরা কিভাবে কাজ করি।' কার্ল তো হোটেলে কখনো কুঁড়েমি করেনি। কিন্তু তার এই কাজটা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না ; তাই সে চোখ তুলে তাকাল ; সে ভুলেই গেল প্রধান কুলি তার চরম শত্রু। সেজন্য সে প্রশংসা প্রকাশ করে মাথা নাড়াল। এটাও আবার প্রধান কুলির কাছে অসহ্য লাগল যে কার্ল অধস্তন কুলিদের প্রশংসা করছে ; আর বোধহয় নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করল। সে একটি বারও ভেবে দেখল না, তার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে। তাই সে কার্লকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলল : 'অবশ্য হোটেলের মধ্যে এটা সবচেয়ে বোকা বোকা কাজ। একঘণ্টা মন দিয়ে শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে তোমাকে কি কি প্রশ্ন করা হতে পারে। আর বাকিগুলোর উত্তর তোমাকে দিতে হবে না। যদি তুমি এত উদ্ধত, অভব্য না হতে, যদি তুমি মিথ্যা না বলতে, না কুঁড়ে হতে, ধোঁকা না দিতে, চুরি না করতে আমি অন্তত এই জানালাগুলোর পাশে একটা জায়গা তোমাকে করে দিতাম কারণ এই কাজটা

www.BanglaBook.org

মাথামোটাদের জন্যই। কার্ল অপমান হজম করে নিল, কারণ তার খুব রাগ হয়েছিল, সে অধস্তন কুলিদের কঠিন ও সম্মানজনক কাজটাকে স্বীকার করা দূরে থাক্, এত নিন্দা করছে তাকে যদি এই জানালার পাশের আসনে বসানো হত কয়েক মিনিটের মধ্যে সে হাস্যাস্পদ হত আর কাজ ছেড়ে পালাত।

কুলিদের নিয়ে তার আগ্রহ এতক্ষণে শেষ হয়েছে। সে বলল : 'আমাকে যেতে দিন। আপনার সঙ্গে আমার আর কোন কাজ নেই।

'তাই বলে তোমাকে যেতে দিতে হবে নাকি?' কার্লের বাহুকে বিবশ করার মতো ঠোক্কর দিয়ে আর অফিসের একপ্রান্তে হ্যাঁচকাতে হ্যাঁচকাতে তাকে প্রধান কুলি বলল। বাইরের লোকগুলি কি কার্লের এই অপমান দেখতে পাচ্ছে না? যদি তারা দেখে ফেলে তারা এটাকে কিভাবে নিচ্ছে, কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না, কাঁচের শার্সিতে টোকাও মারছে না যে প্রধান কুলি যা করছে তা ঠিক নয়। কার্লের সঙ্গে তার ইচ্ছামত ব্যবহার সে করতে পারে না।

নিচের বারান্দা থেকে কার্ল কোনো সাহায্য আশা করল না। সেজন্য প্রধান কুলি একটা দড়ি ধরে ফেলল আর কাঁচের শার্সির উপর অফিসের অর্ধেক অংশে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত একটা কালো পর্দা চকচক করছিল। অফিসের এদিকটাতেও লোক ছিল। কিন্তু সবাই দ্রুত কাজ করছিল, বে'ধহয় চোখ কান সবকিছুই তাদের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তারাও প্রধান কুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, আর কার্লকে সাহায্য করার পরিবর্তে প্রধান কুলি তাদের মাথায় যা ঢুকিয়েছিল—সেটার গুরুত্ব তাদের কাছে অনেক বেশি। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় : দু'জনের একজনের কাজ ছিল শুধু সংলাপগুলো টুকে নেওয়া, আর সেগুলো পাশের জনকে পাঠিয়ে দেওয়া, সে আবার টেলিফোনে ঐ খবরটা পাঠিয়ে দিত। যন্ত্রপাতিগুলো টেলিফোনে ঐ খবরটা পাঠিয়ে দিত। যন্ত্রপাতিগুলো বেশ আধুনিক, কোনো টেলিফোন বাক্স ছিল না, পাখির কিচিরমিচির শব্দ ছাড়া জোরে কোনো শব্দ হচ্ছিল না, আর রিসিভারের মুখের কাছে ফিসফিস শব্দটা যান্ত্রিকভাবে এমন ঘোষিত হচ্ছিল যখন ওটা গন্তব্যস্থলে পৌঁছল যেন বজ্রপাতের মতো জোর শব্দ হল। এজন্য যে তিনজন লোক টেলিফোনে কথা বলছিল তাদের কথা প্রায় শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল রিসিভারের মুখে তারা বিড়বিড় করে আপনমনে বকছিল, আর অন্য তিনজন যেন কানের পর্দায় বাজ পড়েছে, যদিও অন্য কেউ শুনতে পায়নি, তাদের মাথা নিচু করে মোট লেখার কাগজের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। ঐ তিনজন ফিসফিস করে কথা বলা লোকের পাশে একজন সহকারী ছেলে দাঁড়িয়েছিল, আর ঐ তিনজন সহকারী ছেলের কাজই ছিল কান পেতে তাদের মালিকদের কথা শোনা আর যেন কিছু কামড়ে দিয়েছে এরকম একটা ভঙ্গীতে তাড়াহুড়ো করে বিশাল হলুদ টেলিফোন বই-এর পাতা উল্টোনো আর নম্বর খুঁজে

www.BanglaBook.org

বার করা। এত ভারি ভারি পাতার খসখস শব্দ টেলিফোনের শব্দকেও ছাপিয়ে যাচ্ছিল।

এসব লক্ষ্য না করে কার্ল বসে থাকতে পারছিল না। তবে প্রধান কুলি প্রায় আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে কার্লকে খামচে ধরেছিল।

কার্লের মুখটা তার নিজের দিকে টেনে ফিরিয়ে দিয়ে প্রধান কুলি তাকে বলল : 'যদি প্রধান পরিচারকের কোনো কাজ বাকি পড়ে থাকে সেটা যে কোনো কারণেই হোক্‌না কেন, এটা আমার কর্তব্য হল হোটেল পরিচালনার জন্য যতটা সম্ভব বাকি কাজটা সেরে নেওয়া। আমরা এখানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার খুব চেষ্টা করে থাকি। যদি তা না হত এত বড় একটা সংস্থা ভাবাই যেত না। তুমি হয়তো বলবে আমি তোমার মালিক নই ; তবে আমার স্বভাব হচ্ছে অন্যরা যে কাজে অবহেলা করে সেটা ঠিকঠাক করে নেওয়া। তাছাড়া প্রধান কুলি হিসেবে আমি সবার উপরে কারণ হোটেলের সব দরজার—এই প্রধান দরজা, তিনটে মাঝের দরজা আর দশটা পাশের দরজা, বাকি সব দরজার কথা বলা যাবে না, এমনকি দরজাবিহীন বেরোবার রাস্তা—সব কিছুর দায়িত্ব আমার। স্বাভাবিকভাবে সব হোটেল কর্মীকে আমার কাছে আসতে হয়, আমাকে মান্য করতে হয়। এই সম্মানের পরিবর্তে, অবশ্যই, আমি হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে আমি সহজে ছাড়িনা।' এসব বলে যে নিজের উপর নিজে এত খুশী হল যে সে কার্লের হাত দুটো উপরে তুলে জোরে জোরে নিচে নামাল যে তার হাতে ব্যথা হয়ে গেল। 'এটা সম্ভব', সে রাজকীয় মর্যাদার ভাব দেখাল, 'যে তুমি অন্য কোনো দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে পার, অবশ্য তোমাকে এ ব্যাপারে আমি কোনো বিশেষ নির্দেশ দিতে পারব না। কিন্তু যেহেতু তুমি এখানে আছ, তোমার চরম শাস্তিটা আমিই তোমাকে দেব। তাছাড়া আমি কখনো সন্দেহ করিনি যে সামনের দরজা দিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব তুমি দেখাতে পারবে কারণ এটাই সাধারণ নিয়ম যে অভদ্র আর দুর্বিনীত লোকেরা যখন পরিণতির মুখোমুখি হয় তখন তারা বিনয়ী হয়ে যায়। এসব তুমি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ভালোই বুঝতে পারবে।'

'আপনি ভাববেন না', কার্ল বলল, ইতিমধ্যে সে প্রধান কুলির কাছে থেকে এত অদ্ভুত ঝিমুনি ধরানো গন্ধ পেল এত কাছে থেকেও সে এটা অনুভব করতে পারেনি, 'আপনি ভাববেন না', সে বলল, 'আমি আপনার হাতের মুঠোয় কারণ আমি চিৎকার করতে পারি'।

'আমিও তোমার মুখ বন্ধ করতে পারি' প্রয়োজনে যে সে এটা করতে পারে এমন ভঙ্গী করে প্রধান কুলি বলল : 'তুমি কি ভাবো তুমি কাউকে ডাকবে আর কারো ক্ষমতা আছে যে প্রবীন কুলির মুখের উপর কথা বলে? সেজন্য তোমার বোকা বোকা চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। আরও বলি যে যতক্ষণ তুমি লিফ্‌টবয়ের

www.BanglaBook.org

পোশাকে ছিলে তোমার একটা চরিত্র ছিল কিন্তু ঐ কিম্ভূত স্যুট পরে সেটা কেবল য়ুরোপে বানানো হয়।' এই বলে তার স্যুটের নানা অংশে টান দিতে লাগল, এটা হয়তো মাস পাঁচেক আগে নতুন ছিল, কিন্তু এটা এখন নোংরা, ভাঁজ পড়ে আছে, দাগ হয়ে আছে, কারণ লিফ্‌টবয়রা যদিও তাদের হলঘরের পালিশ করা ঝকঝকে মেঝে পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, তারা কুঁড়েমি করে পরিষ্কার তো করেই না, উল্টে মেঝেতে তেল ছিটোয় কখনো বা আলনাও নোংরা করে রাখে। যে কারো পোশাক সেখানে খুশি রাখতে পারে, আবার কারো কারো স্বভাব নিজের জামাকাপড়ে হাত পড়ে না, অথচ অন্যের পোশাক লুকনো থাকলেও সেটা খুঁজে বার করে আর ধার করে পরে নেয়।

আর নিশ্চিতভাবে যে ছেলেটির সেদিন হলঘর সাফ করার কথা ছিল, সেই অন্যের পোশাকে আগাগোড়া তেলে জবজবে করে ফেলে নয়তো তেল ছিটিয়ে দেয়। রেনেলই একমাত্র ছেলে যে তার দামি জামাকাপড়গুলো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। সেগুলো চট্ করে কেউ খুঁজে পায় না। কারণ রাগ বা ঈর্ষা থেকে ছেলেরা যে অন্যের পোশাক পরে তা সত্যি নয়, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বা খেয়ালের বশে, তারা হাতের সামনে যা পায় তাই পরে ফেলে। তবু রেনেলের স্যুটের পেছনদিকে গোলাকার তেলছাপ ছিল। আর শহরের কোনো দক্ষ ব্যক্তি দেখলেই বুঝতে পারত যে ওটা কোনো লিফ্‌টবয়ের স্যুট।

এসব চিন্তা করে কার্ল ভাবল লিফ্‌টবয় হিশেবে কাজ করে সে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে। তবু তার সব বৃথা হল কারণ সে ভেবেছিল এখান থেকেই সে ধীরে ধীরে উপরে উঠবে, কিন্তু সে তো এমন নিচে নেমে এসেছে যে তার প্রায় জেলহাজতে যাবার অবস্থা। তার চেয়েও বড় কথা সে এখনও প্রধান কুলির নাগালের মধ্যে। সে কার্লকে আরো হেনস্থা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কার্ল জানত প্রবীন কুলি তার কোনো কথা শুনবার পাত্র নয় তবুও সে তার মুক্ত হাতটা ত'র ভ্রূতে বারবার ধাক্কা দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল : 'যদি আমি আপনাকে শুভকামনা না জানিয়ে পার হয়ে যাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক এই ছোট্ট ভুলটার জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় কি করে?'

'আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই', প্রধান কুলি জানাল, 'আমি কেবল তোমার পকেটগুলো খুঁজে দেখতে চাই। আমি নিশ্চিত যে ওখানে আমি কিছু খুঁজে পাব না কারণ তুমি যা চতুর তুমি একটু একটু করে সবকিছু তোমার বন্ধুর কাছে পাচার করে দিয়েছ। কিন্তু তোমাকে তল্লাসি করতেই হবে।' এই বলে সে এত জোরে কার্লের কোট পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের ধারের সেলাই খুলে গেল। 'সুতরাং এখানে কিছু নেই', সে বলল। তারপর তার পকেটের ভেতরকার সবকিছু ঠেলে বার করল— হোটেলের দেওয়া একটা ক্যালেণ্ডার, বাণিজ্যিক আলোচনা লেখা কতগুলো কাগজের টুক্‌রো, কয়েকটা কোট ও ট্রাউজারসের বোতাম, ম্যানেজারের কার্ড, একটা নখঘসা উকো সেটা কোনো একজন অতিথি তাকে দিয়েছিলেন যখন সে তার ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছিল,

www.BanglaBook.org

একটা পুরনো পকেট আয়না যেটা সে রেনেলের কাজ দশবার বা তারও বেশিবার করে দেবার জন্য সে পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিল আরও টুকিটাকি। 'সুতরাং এখানে কিছুই নয়,' প্রধান কুলি আবার বলল; আর তার জিনিসপত্রগুলো বেঞ্চির নিচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। মনে হল যা কিছু চুরির সামগ্রী সবই ওখানে থাকবার যোগ্য।

'এটাই তোমার শেষ কাজ', কার্ল মনে মনে বলল। তার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল। প্রধান কুলি রাগে অসতর্ক হয়ে তার দ্বিতীয় পকেটে হাত দিল। কার্ল এক ঝাঁকুনি দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে দিলে, এক ধাক্কায় এক অধস্তন কুলিকে টেলিফোনের উপর ফেলে দিয়ে বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল—এতটা জোরে সে ছুটতে চায়নি, কিন্তু প্রধান কুলি তার ভারি কোটসহ উঠে তাকে ধরবার আগেই সে দৌড়তে লাগল। হোটেল কর্তৃপক্ষ এতটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। কিন্তু কেন জানি না ঘণ্টা বাজতে লাগল। হোটেল স্টাফেরা এদিক-ওদিক ছুটছিল, তারা ভাবছিল কোনোভাবেই বেরোন যাবে না, কারণ তাদের আসা যাওয়ার মধ্যে কোনো মানেই ছিল না। যাই হোক্ না কেন, কার্ল বেশ তাড়াতাড়ি মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এল, কিন্তু সে তো এখনও হোটেলের প্রবেশ পথের সামনের দিকে, কারণ লাইন ধরে হোটেলের প্রবেশপথের দিক থেকে গাড়ি আসছিল, সেজন্য সে রাস্তায় যেতে পারছিল না। এই গাড়িগুলোর চালকরা তাদের মালিককে আগে পৌঁছনোর জন্য প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দিচ্ছিল, এ ওকে ঠেলে এগোবার চেষ্টা করেছিল। দু'একজন পথচারী তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝে গাড়ির উপর লাফ দিয়ে দেবে মনে হচ্ছিল, তারা ভাবছিল এটা যেন কোনো পথচলার বারান্দা ; তারা ভেবেই দেখেনি গাড়িটার ভেতর কোনো চালক বা কয়েকজন চাকর-বাকর কিংবা কোনো অভিজাত ব্যক্তি বসে রয়েছে। কিন্তু তাদের এই আচরণ কার্লকে কিছুটা উদ্বুদ্ধ করল আর সেও ভাবল একটু সাহস দেখাতেই হয়। সেও একটা গাড়িকে ধাক্কা দিলে তার মালিকেরা রেগে বড়জোর গালাগাল দিত, চিৎকার করত, আর পলাতক লিফ্‌টবয় হিসাবে তার এছাড়া আর কি করার ছিল। তাছাড়া গাড়ির লাইন তো চিরকাল চলতে পারে না, আর হোটেলের কাছাকাছি থাকলে তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। অবশেষে সে এমন জায়গায় পৌঁছল যে গাড়ির লাইন ঠিক ভাঙেনি, কিন্তু একটু বেঁকে আলগা হয়েছে মাত্র। সে যানবাহনের ভেতর দিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু সেখানেও সন্দেহজনক লোকের সংখ্যা কম নয়। এমন সময় কেউ একজন তার নাম ধরে ডাকল। সে ফিরে তাকাল আর দেখল হোটেলের এক ছোট অর্ধবৃত্তাকার দরজায় তার পরিচিত কয়েকজন লিফ্‌টবয় বেশ কষ্টেসৃষ্টে একজনকে স্ট্রেচারে ওঠাবার চেষ্টা করছে। সে বুঝল ওখানে রবিনসন শুয়ে—তার মাথায়, মুখে, বাহুতে অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ। সে তার হাত তুলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে চোখের জল মোছার চেষ্টা করছিল—দৃশ্যটা তার কাছে বেশ ভয়াবহ লাগছিল—কার্লকে দেখে যন্ত্রণার না আনন্দের চোখের জল তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না।

www.BanglaBook.org

'রশম্যান', সে তিরস্কারের ভঙ্গীতে চিৎকার করছিল, 'কেন তুমি আমাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করালে? প্রায় একঘণ্টা ধরে আমি লড়াই করলাম যে তুমি আসার আগে যেন আমাকে গাড়িতে না তোলে। 'এই ছেলেগুলে'—বলেই সে একজন লিফ্‌টবয়ের মাথায় এক গাঁট্টা দিল, যেন তার ব্যাণ্ডেজগুলো তাকে প্রতিশোধ নিতে বাধা দিচ্ছে—'এক একটা শয়তান। আঃ, রশম্যান, তোমার কাছে আসার জন্য আমাকে এতটা মূল্য দিতে হল।'

স্ট্রেচারের দিকে এগিয়ে গিয়ে কার্ল দেখল লিফ্‌টবয়রা হাসতে হাসতে স্ট্রেচারটা একটু নামিয়ে দিয়েছে আর সে বলল : 'কেন এরা তোমার কি করেছে?'

'তুমিই জিজ্ঞাসা কর না', রবিনসন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'তবু তুমি দেখছ আমাকে কেমন দেখাচ্ছে। কেবল ভেবে দ্যাখ, আমাকে ওরা সারাজীবনের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে। আমার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে'—এই বলে সে মাথা থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত দেখাল। 'আমি শুধু চাই তুমি দ্যাখ আমার নাক দিয়ে কত রক্ত বেরোচ্ছে। আমার কোটের কোমরবন্ধনীটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে ; এটাকে তো ফেলে দিতে হবে। আমার ট্রাউজারস ছিঁড়ে গিয়েছে, আমি কেবল অন্তর্বাস পরে আছি'—আর সে কম্বলটা একটু তুলে কার্লকে নিচেটা দেখতে ডাকল। 'আমার কি হবে এবার? আমাকে অন্তত একমাস বিছানায় পড়ে থাকতে হবে আর এটাও তোমাকে বলতে পারি যে আমার তো তুমি ছাড়া দেখভাল করার কেউ নেই। ডেলামারশে ভীষণ অসহিষ্ণু। রশম্যান, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।' রবিনসন একহাত অনিচ্ছুক কার্লের দিকে এগিয়ে দিল, যেন কার্লের একটু আদর পাওয়ার জন্য সে কত আগ্রহী। 'কেন যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম!' সে বারবার একই কথা বলতে লাগল। সে যেন কার্লকে ভুলিয়ে দিতে চাইল কার্লের এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে কিছুটা দায়ী। কার্ল খুব তাড়াতাড়ি অনুভব করল, রবিনসনের এই বিলাপ তার শারীরিক যন্ত্রণার জন্য নয় ; তার নেশার ঘোর কাটেনি। আর এক মাতালকে গভীর ঘুম থেকে জোর করে জাগিয়ে তোলায় সে প্রচণ্ড বিহ্বল হয়ে পড়েছে আর তার বাস্তব বোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার ক্ষতস্থান খুবই ছোট ও তুচ্ছ। লিফ্‌টবয়রা মজা করে সেখানে কাপড়ের পর কাপড় জড়িয়ে দিয়েছে। আর স্ট্রেচারের দুই প্রান্তের দু'জন লিফ্‌টবয় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এখানে তো রবিনসনের জন্য ফেরানো যাবে না, কারণ স্ট্রেচারের পাশে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না, কেউ কেউ রবিনসনকে ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে, আর সে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কার্লের টাকা ভাড়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল সে চেঁচিয়ে যাচ্ছে : 'আসুন, আসুন!' লিফ্‌টবয়রা সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ট্রেচারটা তুলল। রবিনসন কার্লের হাতটা ধরে ফেলল ; ঝাঁঝের সঙ্গে বলল : 'এসো, এসো বলছি'। যে অবস্থায় সে রয়েছে কার্ল ভাবল ট্যাক্সির ভেতরকার অন্ধকার জায়গাটা তার আশ্রয় হতে পারে না কি? সেজন্য সে রবিনসনের পাশে বসে পড়ল।

www.BanglaBook.org

রবিনসন তার মাথাটা কার্লের উপর হেলিয়ে দিল। দু'জন লিফ্‌টবয় জানালা দিয়ে তার সঙ্গে আন্তরিকাভবে করমর্দন করল ; তাদের ক'দিনের সহকর্মীকে এভাবেই বিদায় জানাল। ট্যাক্সিটা সোজা দৌড়তে লাগল। মনে হল এক্ষুণি কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে, কিন্তু যানবাহনের চিরন্তন স্রোতোধারার মধ্যে ট্যাক্সিটা তির চিহ্ন আঁকা পথের মধ্যে শান্তভাবে জায়গা করে নিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৭

আশ্রয়

শহরতলির বাইরের দিকে একটা রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড়াল। বেশ শান্ত পরিবেশ। কয়েকটা ছেলে ফুটপাথে খেলা করছিল। পুরনো কাপড়ের পোঁটলা কাঁধে একটা লোক তার জিনিসপত্রের ফেরি হাঁকতে হাঁকতে উপরের জানালাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। যখন কার্ল সকালের রোদে উজ্জ্বল পিচরাস্তায় পা রাখল তার মনে হল যে এত ক্লান্ত সে আর পারছে না।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে সে বলল : 'এখানেই কি তোমরা থাক?'

সমস্ত পথ রবিনসন ভালো ঘুমিয়েছে। সেজন্য সে হ্যাঁ-বাচক গোঙানি দিল আর মনে হল কার্ল তাকে কখন নামিয়ে দেবে সে তারই অপেক্ষায়।

'তাহলে তো আমাকে আর তোমার দরকারই নেই। বিদায়', কার্ল একথা বলে রাস্তার ঢালু দিক ধরে হাঁটতে শুরু করল।

'কিন্তু কার্ল তুমি কি ভাবছ?' রবিনসন চিৎকার করে বলল। কার্লকে নিয়ে তার এতটাই উদ্বেগ ছিল যে যদিও তার হাঁটু কাঁপছিল সে গাড়ির মধ্যে পুরো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমাকে এবার যেতে হবে', কার্ল বলল। সে রবিনসনের দ্রুত সেরে ওঠা দেখছিল।

'ঐরকম হাতাছেঁড়া জামা পরে?' রবিনসন জানতে চাইল। 'আমি আর একটা জ্যাকেট কেনার মতো টাকা আয় করে ফেলব', কার্ল উত্তর করল। তারপর সে রবিনসনের দিকে তাকিয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়ল ; হাত তুলে দিয়ে বিদায় জানাল। সে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যেত যদি না ট্যাক্সিচালক ইতিমধ্যে চেঁচিয়ে উঠত : 'এক মিনিট, মশায়!' দুর্ভাগ্যবশত ট্যাক্সিচালক হোটেলের সামনে অতিরিক্ত সময় অপেক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া চাইল।

'অবশ্যই', ট্যাক্সিচালকের দাবি মেনে নিয়ে রবিনসন চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি অতক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে। ওকে কিছু দাও।'

'হ্যাঁ, তাই হবে', ট্যাক্সিচালক জানাল।

'হ্যাঁ, তবে আমার যদি দেবার মতো কিছু থাকত, ট্রাউজার্সের পকেটে কিছু নেই জেনেও কার্ল খুঁজে পেতে বলল।

www.BanglaBook.org

ট্যাক্সিচালক বলল : 'যা দেবার তোমাকেই দিতে হবে। আমি একজন অসুস্থ মানুষের কাছে কিছু চাইতে পারি না।'

একটা দরজার ফাঁক দিয়ে একটা ছেলে যার আধখানা নাক কিসে খেয়ে ফেলেছে, সে কাছে এসে কয়েকহাত দূর থেকে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। একজন টহলদারি পুলিস মাথা নিচু করে তার ছেঁড়াহাতা জামার দিকে তাকাল আর তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রবিনসন ট্যাক্সি থেকে পুলিশটাকে দেখছিল আর সেই ভুল করে গাড়ির জানালা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিছু হয়নি স্যার, কিছু হয়নি!' যেন একটা পুলিশকে মাছির মতো তাড়াতে হচ্ছে। বাচ্চাগুলো যারা পুলিশটাকে দেখছিল, তারা দেখল সে থেমে গেল আর তাদের চোখ পড়ল কার্লের আর ট্যাক্সিচালকের উপর। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এল। রাস্তার ওপারে দরজায় এক বৃদ্ধা স্থিরদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

ওপর থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল : 'রশম্যান!' সবচেয়ে উঁচুতলার ব্যালকনিতে ডেলামারশে দাঁড়িয়েছিল। বিবর্ণ নীল আকাশের নিচে তাকে চেনা কঠিন ছিল। কিন্তু স্পষ্টতই সে ড্রেসং গাউন পরে একটা অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে একটা লাল রঙের ছাউনি। তার নিচে মনে হয় একজন মহিলা বসে। 'হ্যালো!' ডেলামারশে যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, যাতে তার কথা বোঝা যায়।

'ওখানে রবিনসন আছে তো?'

'হ্যাঁ, কার্ল উত্তর দিল। তার চেয়েও জোরে আর একটা 'হ্যাঁ' এল রবিনসনের মুখ থেকে। 'এই যে!' ডেলামারশে উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি।'

রবিনসন গাড়ি থেকে ঝুঁকে তাকাল।

'ঐ তো ও', সে কার্লের দিকে তাকিয়ে ডেলামারশের প্রশংসা করল, এমনকি ট্যাক্সিচালক, পুলিশ আর সকলে তার কথা শুনছিল। ব্যালকনি থেকে ডেলামারশে নেমে এলেও তারা উপরের ব্যালকনির দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েছিল; দেখল এক বিশালাকায় চেহারার মহিলা ঢিলে লাল গাউন পরে বসে রয়েছেন; তিনি অপেরা গ্লাসটা ব্যালকনির কিনার থেকে তুলে নিয়ে নিচের লোকজনকে দেখতে লাগলেন। তখন তারা উপর থেকে চোখ নামিয়ে নিল, যদিও মাঝে মাঝে তাদের চোখ উপরের দিকে চলে যাচ্ছিল। কার্ল দরজার দিকে তাকিয়ে রইল, যেটা দিয়ে ডেলামারশে বেরিয়ে আসবে। তারপর সে সোজা উঠোনে নামল সেখান থেকে সারি সারি শ্রমিকেরা কাজে বেরোচ্ছে। তাদের সকলের কাঁধে ছোট কিন্তু স্পষ্টতই একটা করে বাক্স। ট্যাক্সিচালক গাড়ি থেকে নেমে এপারে এসে তার গাড়ির বাতিগুলো কাপড় দিয়ে মুছতে ব্যস্ত ছিল। রবিনসন এতক্ষণে অনুভব করল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ঠিকই আছে; সে আশ্চর্য হল যে ভালো করে পরীক্ষা করেও তার একটু-আধটু ব্যথা ছাড়া কোনো অনুভূতি হল

www.BanglaBook.org

না। সে ঝুঁকে পড়ল আর বেশ সতর্কভাবে তার পায়ের চারপাশের পুরু ব্যাণ্ডেজ খুলতে চাইল। পুলিশটি তাঁর কাঁধে ব্যাটন একটু বাঁকিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল আর অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল যেমনটা একজন পুলিশের ক্ষেত্রে হয় সেটা তার সাধারণ কর্তব্য হোক বা রক্ষী হিসেবে কাজ হোক্। নাক খুবলানো ছেলেটা দরজার সিঁড়িতে সামনের দিকে তার পা দুটো মেলে দিয়ে বসেছিল। বাচ্চারা ধীরে ধীরে কার্লর কাছে আসতে লাগল ; যদিও তাদের প্রতি তার কোনো দৃষ্টি ছিল না। তারা কিন্তু নীলহাতাওয়ালা জামাটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল আর সে যেন সবার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

ডেলামারশের নিচে নামার সময় থেকেই যে কেউ বাড়িটার উচ্চতা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারে। ডেলামারশে পা চালিয়ে এল, তার সময় নষ্ট বলতে তার ড্রেসিং গাউনের ফিতে বাঁধতে একটু সময় নিল। 'সুতরাং তুমি এখানে এলে।' তার চিৎকারের মধ্যে আনন্দ ও গাম্ভীর্যের মিশ্রণ ছিল। বড় বড় পা ফেলে সে যখন আসছিল তার উজ্জ্বল রঙের পাজামা কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা যাচ্ছিল। কার্ল ভেবেই পাচ্ছিল না যে ডেলামারশে কি করে এমন একটা বিশ্রী পোশাকে। এই শহরে, এরকম একটা প্রাসাদে, খোলা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ; মনে হচ্ছে যেন এটা ওর ব্যক্তিগত প্রাসাদ। রবিনসনের মতোই ডেলামারশের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে—তার পরিষ্কারভাবে কামানো অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন মুখ, মুখের পেশীগুলো দেখে তাকে গর্বিত ও শ্রদ্ধার যোগ্য দেখাচ্ছে। তার চোখের উজ্জ্বলতা, অথচ তার তখনো আধবোজা, অদ্ভুত দর্শনীয়, তার বেগুনী রং-এর ড্রেসিং গাউন নিশ্চয় পুরনো, দাগলাগা, তার পক্ষে একটু বড়ো। তার এই অদ্ভুত পোশাকের ভেতর থেকে তার গলায় ভাঁজ করা ভারী কালো রেশমের ওড়না উঁকি দিচ্ছিল।

'হ্যাঁ?' সে প্রত্যেকের উদ্দেশে এই প্রশ্নই করল। পুলিশকর্তা আর একটু এগিয়ে এসে গাড়ির কাছে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়াল। কার্ল সংক্ষিপ্তভাবে সম্পূর্ণ ঘটনাটা জানাল।

'রবিনসন একটু টলছে, কিন্তু ও চেষ্টা করলেই সিঁড়িতে উঠতে পারবে। ট্যাক্সিচালককে আমি যতটা ভাড়া দিয়েছি ও তার চেয়ে একটু বেশি চাইছে। আমি এখন আসি। শুভরাত্রি।'

'তুমি যাবে না', ডেলামারশে বলল।

'আমিও ওকে একথা বলেছি', রবিনসন ট্যাক্সির ভেতর থেকেই জানাল।

'আমি যাবই', কয়েক পা এগিয়ে কার্ল বলল। কিন্তু ডেলামারশে ইতিমধ্যেই তার পাশে এসে তাকে জোর করে ধরে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি বলছি তুমি এখানে থাকবে', সে চেঁচাল।

'আমাকে যেতে দাও', কার্ল বলল। তারপর সে তার গায়ের জোরে স্বাধীনপথে চলবে এমনটা ভেবে নিল। যদিও ডেলামারশের মতো একটা লোককে ধরাশায়ী করেও ফেলবে এমন আশাও তার মধ্যে ছিল না। তবু পুলিশকর্তা পাশেই দাঁড়িয়েছিল আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্যাক্সিচালকও ছিল। রাস্তাটাও ফাঁকা ছিল না। মাঝেমধ্যেই শ্রমিকেরা দল বেঁধে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ডেলামারশে যদি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, ওরা কি সহ্য করবে? তার সঙ্গে একা ঘরে সে থাকতে পারবে না, কিন্তু এখানে কেন নয়? ডেলামারশে এখন শান্তভাবে ট্যাক্সিচালককে টাকা দিচ্ছে। আর ট্যাক্সিচালক এই অন্যায়ভাবে নেওয়া বেশি ভাড়া মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে পকেটস্থ করছে ; এমন কি সকৃতজ্ঞভাবে সে রবিনসনদের সঙ্গে আলোচনা করছে কি করে গাড়ি থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে। কার্ল দেখল তাকে এখন কেউ দেখছে না। যদি এই সময় সে পালিয়ে যায় ডেলামারশে কিছু নাও করতে পারে ; এই মুহূর্তে যদি বিবাদ এড়ানো যায় তো সে খুবই ভালো, যে সে খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে পালাতে চাইল। বাচ্চাগুলো ডেলামারশেকে ছুটে গিয়ে জানাল যে কার্ল পালাচ্ছে, কিন্তু ডেলামারশে হস্তক্ষেপ করার আগেই পুলিশকর্তা তার ব্যাটন বাড়িয়ে কার্লকে বলল : 'থাম!'

কার্লের হাতের উপর ব্যাটনের ধাক্কা মেরে আর একটা নোটবই খুলে সে জিজ্ঞাসা করল : 'তোমার নাম কি?' কার্ল এতক্ষণে তার দিকে ভালো করে তাকাল, বেশ শক্তপোক্ত লোকটা, কিন্তু তার চুলগুলো প্রায় সাদা।

'কার্ল রশম্যান', সে বলল।

'রশম্যান', পুলিশটি যথেষ্ট বিবেকবান মনে হলেও কার্লকে ভেংচি কাটল। কিন্তু এরকম করায় কার্ল তার প্রথম আমেরিকান পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার পর বুঝল সে তাকে খুব একটা বিশ্বাস করেনি। তার অবস্থা বেশ সঙীন হয়ে পড়ল কারণ এমন কি রবিনসন, যদিও সে নিজের যন্ত্রণায় নিজের কাতর, সে ইশারায় ডেলামারশেকে অনুরোধ করেছিল যাতে সে কার্লকে সাহায্য করে। কিন্তু ডেলামারশে জোর করে মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে কিছু করতে চায় না, এমনকি সে তার হাতদুটো তার ড্রেসিংগাউনের বড়ো বড়ো পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। একজন মহিলা যে দরজা থেকে বেরিয়ে এল তাকে সিঁড়িতে বসা ছেলেটি প্রথম থেকে কি ঘটেছে সেসব বর্ণনা দিচ্ছিল। বাচ্চাগুলো প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে কার্লকে ঘিরে ধরেছিল আর তারা হাঁ করে পুলিশটির দিকে তাকিয়েছিল।

'তোমার পরিচয়পত্র দেখাও', পুলিশটি বলল। এটা নিয়মমাফিক প্রশ্ন বটে ; কারণ যার গায়ে জ্যাকেট নেই তার কাছে কি পরিচয়পত্র থাকবে। কার্ল নীরব রইল। সে মনে মনে ঠিক করল সে পরের প্রশ্নটার ঠিকঠাক জবাব দেবে আর বলে দেবে যে তার কাছে পরিচয়পত্র নেই।

কিন্তু তার পরের প্রশ্ন ছিল : 'তাহলে তোমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই?' কার্লকে উত্তর দিতে হল : 'আমার সঙ্গে নেই।'

চারদিকে তাকিয়ে আর নোট বইকে আঙুল দিয়ে টক্কর দিতে দিতে পুলিশ বলল : 'এটা বাজে ব্যাপার। তোমার কি জীবিকা আছে?' সে সবশেষে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি লিফটবয় ছিলাম', কার্ল বলল।

www.BanglaBook.org

'তুমি লিফ্‌টবয় ছিলে, এখন আর নেই', সেক্ষেত্রে তুমি, তুমি কি খেয়ে বেঁচে আছ?'

'আমি অন্য কোনো কাজ খুঁজছি।'

'বুঝেছি, ওরা তোমাকে ছাঁটাই করেছে'।

'হ্যাঁ, একঘণ্টা আগে'।

'হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, কার্ল ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল। সে সেখানে পুরো কাহিনি বলতে পারল না। যদি তা সম্ভব হত তার মনে হল এটা খুবই নিরাশার ব্যাপার যে একটা আঘাত এড়াবার জন্য পুরনো আঘাতের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা জমায়েতের মধ্যে তাদেরকে পাওয়া যেত না যদি না দয়ালু ম্যানেজার আর দূর দৃষ্টিসম্পন্ন প্রধান পরিচারক কার্লকে অধিকার দিতেন।

'তোমাকে কি জ্যাকেট ছাড়াই ছাঁটাই করা হয়েছিল?' পুলিশ জিজ্ঞাসা করল। 'কেন? হ্যাঁ,' কার্ল বলল। সুতরাং আমেরিকার কর্তৃপক্ষ চোখে যা দেখছে সেটা নিয়েও তদন্ত করে। (কার্লের পাশপোর্ট করানোর সময় অফিসারদের অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার বাবা যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন।) কার্লের মনে হল দৌড়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে যায় ; যদি তাকে আরো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এবার পুলিশ তাকে এমন একটা প্রশ্ন করল যেটাকে সে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল। তার ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছিল যে তাকে জানাতে হবে যতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে তার আচরণ করার কথা ছিল সে তার চেয়ে কম করেছে।

'কোন্ হোটেলে তুমি কাজ করতে?'

কার্ল মাথা নিচু করে নিরুত্তর রইল ; ওটাই শেষ প্রশ্ন যেটার উত্তর দেবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। এটা স্পষ্ট যে এবার পুলিশ নিশ্চয় তাকে পাশ্চাত্য হোটেলে নিয়ে যাবে, তার বহু শত্রু সবাই ওখানে তদন্তের সময় হাজির থাকবে, ম্যানেজারের দ্বিধাজনিত বিশ্বাস ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। তিনি ভেবেছিলেন যে ছেলের পেনসন ব্রেনারের কাছে থাকার কথা সে এখন হাতছেঁড়া জামা গায়ে পুলিশ হেফাজতে। তার কাছে ম্যানেজারের দেওয়া কার্ডটাও নেই। প্রধান পরিচারক সবজান্তার মতো ঘাড় নাড়বেন। প্রধান কুলি ভাববে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ হাত এতক্ষণে শয়তানকে ধরে ফেলেছে।

পুলিশের কাছে এগিয়ে এসে ডেলামারশে বলল, 'ও পাশ্চাত্য হোটেলে কাজ করত।'

'না', কার্ল, চিৎকার করে পা ঠুকে বলল, 'এটা সত্যি নয়'। ডেলামারশে ঠোঁট চেপে এমনভাবে তাকে মজার দৃষ্টিতে দেখল মনে হল যে সমস্ত ঘটনাকে ইচ্ছেমত মোড় দিতে পারে। কার্লের অদ্ভুত ছটফটানিতে উত্তেজনা আরও বাড়ল ; আর সকলেই কার্লকে ভালোভাবে দেখবার জন্য ডেলামারশের পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

রবিনসন তার পুরো মাথা গাড়ির জানালার বাইরে বার করে দিল ; কয়েকবার চোখের পাতা পিটপিট করা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না। সিঁড়িতে বসা ছেলেটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। তার পাশের মহিলা তাকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে চুপ থাকতে বলল। উঠোনে কুলিরা প্রাতরাশ খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বড় বড় কালো কফির পাত্র নিয়ে হাজির হল আর কফির পাত্রের মধ্যে বড় বড় পাকানো রুটি ডোবাতে লাগল। অনেকে ফুটপাতের কিনারে বসে পড়ল আর ঢক্‌ঢক্ করে কফি পান করতে লাগল।

'তুমি ছেলেটাকে চেন?' পুলিশ ডেলামারশেকে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার মনের চেয়েও আমি ভালোভাবে জানি', ডেলামারশে বলল, 'একসময় ওকে আমি যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছি আর ও তার জন্য একটুও ধন্যবাদ জানায়নি। তোমরা ভালোভাবেই বুঝতে পারছ, যে ছোটখাটো বাগ্‌যুদ্ধ ঘটেছে তা থেকে সবই জলের মতো পরিষ্কার'।

'হ্যাঁ', পুলিশ বলল, 'ওকে দেখে একটা বদমাইশ বলেই মনে হচ্ছে।'

'ও ওরকমই', ডেলামারশে বলল, 'ওর ক্ষেত্রে এটাই শেষ কথা নয়, আরো খারাপ কিছু আছে।'

'তাই কি?' পুলিশ জানতে চাইল।

'ও', ডেলামারশে তার ড্রেসিংগাউন দোলাতে দোলাতে ; দুপকেটে হাত দিয়ে বিষয়টার জন্য নিজেকে তৈরি করতে লাগল আর বলে চলল : 'ও কিন্তু বেশ ভালো খোকা। একবার ও প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আমি ও আমার বন্ধু আমাদের গাড়িতে ওকে তুলে দিই ; ও তখন আমেরিকা সম্পর্কে প্রায় কিছু জানত না, সেই সবে য়ুরোপ থেকে ও এসেছে ; য়ুরোপে ওর থাকার মতো কোনো জায়গা ছিল না। ভালো, ওকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিলাম, আমাদের সঙ্গেই ও থাকতে শুরু করল। ওর কাছে আমরা এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সব বললাম আর ওর জন্য একটা কাজ খুঁজে দিতে চাইলাম। আর এসব করেছিলাম, ওকে বেশ ভালো মানুষ বলেই মনে হয়েছিল, একরাতে ও হঠাৎই কৌশলে পালিয়ে গেল, বলতে পারেন অদৃশ্য হয়ে গেল। এরকম একটা অবস্থায় ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা আপনাকে বলার যোগ্য নয়। কার্লের হাতা টেনে ডেলামারশে জিজ্ঞাসা করল : 'এসব সত্যি নয় কি?'

বাচ্চাগুলো এত কাছে চলে এসেছে যে ডেলামারশে প্রায় তাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। পুলিশ চিৎকার করে তাদের উদ্দেশে বলল : 'বাচ্চা, দূর হঠো'। ইতিমধ্যে কুলিরা যারা ভেবেছিল জিজ্ঞাসাবাদ যতটা মজার হবে তার চেয়ে বেশি মজার হচ্ছে, তারা এদিকে কান দিতে চাইল, আর তারা কার্লকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ; যাতে করে সে ইচ্ছা করলেই এক পাও সরে না যেতে পারে বা সে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে কুলিদের অনর্গল বকবকানি শুনতে থাকে। কুলিরা সম্ভবত ভাঙা ইংরেজী ও স্লাভনিক শব্দ মিশিয়ে এক অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিল।

www.BanglaBook.org

'এই তথ্য জানানোর জন্য ধন্যবাদ', পুলিশটি বলল আর ডেলামারশেকে অভিবাদন জানাল, 'যাই হোক্ না কেন ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব আর ওকে পাশ্চাত্য হোটেলের হাতে তুলে দেব।'

কিন্তু ডেলামারশে বলল : 'আপনি কি অনুগ্রহ করে ছেলেটিকে কিছুদিনের জন্য আমার হেফাজতে রাখতে দেবেন? ওর সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে। আমি কথা দিচ্ছি আমি ব্যক্তিগতভাবে ওকে হোটেলে পৌঁছে দেব।'

'আমি তা পারি না', পুলিশ বলল।

ডেলামারশে তার হাতে তার কার্ডটা দিয়ে বলল : 'এই যে আমার কার্ড, এটা রাখুন।'

পুলিশ তার কার্ডের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাল। কিন্তু বিনয়ী হাসি হেসে বলল : 'না, এটা করা যাবেনা।' এতক্ষণ পর্যন্ত কার্ল ভেবেছিল ডেলামারশে তার বিরোধী। কিন্তু এখন দেখল ডেলামারশের মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধান সম্ভব। যেভাবে ও পুলিশের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করছে সেটা তো বেশ সন্দেহজনক, কিন্তু ডেলামারশেকে পুলিশের চেয়ে অন্তত বেশি প্রভাবিত করা যাবে যাতে করে সে তাকে হোটেলে ফিরিয়ে না দেয়। আর যদি ডেলামারশে তাকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেটা পুলিশ প্রহরায় হোটেলে ফেরার চেয়ে ভালো। তবে সে এটাও দেখতে চায় না যে সে ডেলামারশের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক, তাহলে সব মাটি হয়ে যাবে। আর বেশ অস্বস্তির সঙ্গে সে পুলিশের হাতের দিকে চেয়ে রইল কারণ ঐ হাত যে কোনো সময় তাকে ধরে ফেলতে পারে।

অবশেষে পুলিশ বলল : 'আমি অবশ্যই খুঁজে বার করব কেন হোটেল কর্তৃপক্ষ ওকে ছাঁটাই করেছে'। ডেলামারশে তার আঙুলের ডগায় কার্ডটা মুচড়াতে লাগল আর একটা বিব্রত দৃষ্টিতে পুলিশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ট্যাক্সি থেকে যতটা সম্ভব মাথা বার করে, ট্যাক্সিচালকের কাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে রবিনসন চিৎকার করে উঠল : 'কিন্তু ওকে তো ছাঁটাই করা হয়নি। শুধু তাই নয়, ওখানে ওর ভালো চাকরি আছে। ও হলঘরের পরিচালক আর সেখানে ও যে কাউকে খুশি নিয়ে যেতে পারে। শুধু ও সাংঘাতিক ব্যস্ত, আর ওকে কিছু চাইলে সেটা পেতে অনেকসময় অপেক্ষা করতে হয়। প্রধান পরিচারক আর ম্যানেজারের সঙ্গে ওর বেশ সদ্ভাব আর সব ব্যাপারে আলোচনা হয়। ওর পদটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য। ওকে নিশ্চয় ছাঁটাই করা হয়নি। আমি জানিনা ও কেন একথা বলছে। ওকে কি করে ছাঁটাই করবে? আমি হোটেলে খুব আঘাত পেলাম। ওর উপর নির্দেশ ছিল ও যেন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। সেই সময় তো ও জ্যাকেট পরে ছিল না। তাই ও জ্যাকেট ছাড়াই বেরিয়ে এসেছে। ও যে জ্যাকেট নিতে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চাইনি।'

'দেখলেন এখন', ডেলামারশে যেন পুলিশকে তার বিচক্ষণতার অভাবের জন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুটা তিরস্কার করল : এই দুটো শব্দ রবিনসনের অস্পষ্ট বক্তব্যে অপ্রতিরোধ্য স্পষ্টতা এনে দিল।

'কিন্তু এটা কি সত্যি?' ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়া পুলিশটি জিজ্ঞেস করল, 'যদি এটা সত্যি হয় তাহলে ছেলেটা কেন বলল, ওকে ছাঁটাই করা হয়েছে?'

'আপনি ওকেই বলুন না', ডেলামারশে বলল। কার্ল পুলিশের দিকে তাকাল। বেচারার কাজটাই অপিরিচিত লোকেদের সুবিধার জন্য তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সে পুলিশের অসুবিধেটা অনুভব করল। সে মিথ্যা কথা বলতে না পেরে তার হাত দুটো শক্ত করে পেছনে মুঠো করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ির দরজায় একজন ওভারশিয়ারকে দেখা গেল। তিনি হাততালি বাজিয়ে জানালেন যে কুলিরা এবার নিজেদের কাজে যাক। তারা কফি ক্যানগুলো মাটিতে ঠুকতে লাগল, তারপর চুপচাপ অনিচ্ছায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পুলিশ বলল : 'এভাবে আমরা কখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারব না।' সে কার্লের হাত ধরল। কার্ল অনিচ্ছায় একটু ইতস্তত করল। কুলিরা যে রাস্তায় গিয়েছে সেখানে দরজার ফাঁক রয়েছে, সেই খোলা জায়গা সম্পর্কে সে সচেতন হল। সে মুখ ফিরিয়ে কয়েক লাফ দিয়ে পূর্ণগতিতে দৌড়তে লাগল। বাচ্চাগুলো চিৎকার করে উঠে হাত বাড়িয়ে তার পিছু পিছু কিছুটা দৌড়ে গেল। অনেক রাস্তা প্রায় ফাঁকা। তবুও পুলিশটা চেঁচাতে লাগল, 'ওকে থামাও, ওকে থামাও!' মাঝে মাঝে তার চিৎকার শুনে কার্ল যেন আরো জোরে দৌড়বার শক্তি পেল। তার দৌড়নোর অভ্যেস তো ছিলই। কার্লের ভাগ্য ভালো ছিল যে সে শ্রমিকদের বস্তির ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছিল। আর শ্রমিকরা কখনোই কর্তৃপক্ষকে পছন্দ করে না। মাঝরাস্তায় কিছুটা বাধা পেয়ে কার্ল থমকে গেল। সে দেখল মাঝে মাঝে পুলিশের 'ওকে থামাও' শুনে ঠিকা শ্রমিকরা ওকে দেখছে। আর সমতল রাস্তা দিয়ে ও যত দৌড়চ্ছে পুলিশ সোজাসুজি তার ব্যাটন তার দিকে তাক করে রয়েছে। কার্লের আর কোনো আশা রইল না যখন তারা পুলিশ প্রহরা আছে এরকম একটা মোড়ের কাছে পৌঁছল। পুলিশটি কানে তালা লাগার মতো জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে লাগল। কার্লের একমাত্র সুবিধে ছিল তার হালকা পোশাক। সে যেন উড়তে লাগল ; যেন নিচের ঢালু পিচ্ছিল রাস্তায় ডুবে যেতে লাগল। কিন্তু ঘুম হয়নি বলে সে বৃথাই অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠছিল যাতে তার কিছুটা সময় নষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া পুলিশের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তু ছিল। কিন্তু কার্লকে চিন্তা করতে হচ্ছিল, থামতে হচ্ছিল, সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। সে ভাবছিল যদিও এটা মারাত্মক যে সে সেই সময়টুকুর জন্য মোড়গুলো এড়িয়ে যাবে। কারণ মোড়গুলোতে কি আছে সে তো কিছু জানে না। হয়তো কোনো মোড়ের শেষেই খানা রয়েছে। সেজন্য যে রাস্তার অনেকটা পর্যন্ত সে দেখতে পাচ্ছিল, সে রাস্তা ধরে সে সোজা ছুটছিল কারণ খুব নিচে গিয়ে এটা শেষ হচ্ছিল। আর তার পরেই একটা সেতু যেন কুয়াশায় অস্পষ্ট আর বায়ুমণ্ডলের মাঝবরাবর আলোকিত। এক লহমায় প্রথম মোড়টা লাফ দিয়ে পার হতে

www.BanglaBook.org

গিয়ে সে দেখল একটা বাড়ির অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁসে একটা পুলিশ তার দিকে ওৎ পেতে রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। মোড় রাস্তা ধরা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। ঐ রাস্তা থেকে তখন কেই যেন ওর নাম ধরে ডাকল। সে ভাবল, তার ভুল হচ্ছে কারণ তার কান সবসময় ভোঁ ভোঁ করছে। সে আর দ্বিধাগ্রস্ত হল না, হঠাৎ মোড় নিল, তারপর পুলিশকে অবাক করে দিয়ে ডান কোণ দিয়ে মোড় নিয়ে সোজা একপায়ে মোড়রাস্তায় চলে গেল।

দু'পা ফেলেছে আর কি—সে ভুলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে কেউ তার নাম ধরে ডেকেছিল, কারণ দ্বিতীয় পুলিশও বাঁশি বাজাচ্ছিল। বেশ জোরে জোরে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। দূরে পথচারীরা তার আগে আগে জোরে পা ফেলছিল। এমন সময় এক দরজার পাশ থেকে কে যেন উড়ে এসে তাকে ধরে ফেলল আর তাকে অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে এক কণ্ঠস্বর বলল : 'একটুও নড়বে না'। ওতো ডেলামারশে—জোরে শ্বাস ফেলছে, মুখ লাল, ঘামে ভেজা চুল মাথায় লেপ্‌টে রয়েছে। তার পরনে জামা আর নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস আর বগলে ড্রেসিং গাউন। দরজার প্রধান ফটক নয়, বেশ লুকনো পাশের দরজা। ডেলামারশে ওটা বন্ধ করে তাতে তালা লাগিয়ে দিল।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাথা পেছনে হেলান দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে ডেলামারশে বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও'। কার্ল তার দু'হাতের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে, কি করবে ভেবে না পেয়ে তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল।

দরজার দিকে কান পেতে আঙুল বাড়িয়ে ডেলামারশে বলল : 'ওরা চলে যাচ্ছে'। দু'জন পুলিশ সত্যি এত দ্রুত দৌড়চ্ছিল তাদের পায়ের শব্দ শুনলে মনে হবে যেন পাথরের উপর ইস্পাত ঠোকার শব্দ হচ্ছে।

'তুমি খুব ভালো বেঁচে গিয়েছ', ডেলামারশে কার্লকে বলল। কার্ল তখনও হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল আর কোনো কথা বলতে পারছিল না। ডেলামারশে খুব সাবধানে তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, তার ভুতে অনেকবার হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে আদর করল।

বেশ যন্ত্রণার সঙ্গে উঠে পড়ে কার্ল বলল : 'আমি এখন ঠিক আছি।'

তার ড্রেসিং গাউন পরে নিয়ে ডেলামারশে বলল : 'তাহলে এখন যাওয়া যাক্'। সে কার্লকে ধাক্কা দিল। তখনো ক্লান্তিতে তার মাথা শোয়ানো। ডেলামারশে তাকে সজীব করার জন্য মাঝে মাঝে নাড়া দিতে লাগল।

'তুমি বলছ তুমি ক্লান্ত?' সে বলল, 'তুমি সারা রাস্তা ঘোড়ার মতো দৌড়েছ কিন্তু আমাকে এই সরুগলি আর উঠোনের ভেতর দিয়ে দ্বিগুণ জোরে দৌড়তে হয়েছে।' বেশ গর্বের সঙ্গে সে কার্লের পিঠে একটা চাপড় দিল, বলল, 'পুলিশের সঙ্গে মাঝে মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা ভালো।'

কার্ল বলল : 'যখন আমি দৌড়তে শুরু করেছিলাম তখন আমি সাংঘাতিক ক্লান্ত ছিলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খারাপ ছোটার জন্য কোনো অজুহাত দরকার হয় না', ডেলামারশে বলল, 'আমি না থাকলে এতক্ষণে তারা তোমাকে খামচে ধরে নিত'।

'আমিও তাই ভাবছি', কার্ল বলল, 'এর জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ'।

'নিঃসন্দেহে', ডেলামারশে জানাল।

নিচের তলার সরু একটা গলির দু'ধারে গাঢ় রঙের মসৃণ পাথরের পতাকা খোদাই করা পথ বেয়ে তারা চলতে শুরু করল। এখানে সেখানে ডাইনে বাঁয়ে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল নয়তো সরু পথ যেটা কোনো হলঘরে গিয়ে শেষ হচ্ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক লোকজন প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। কিন্তু খোলা সিঁড়িতে বাচ্চারা খেলা করছিল। সিঁড়িতে রেলিং-এর ধারে একটা ছোট মেয়ে এত জোরে কাঁদছিল যে তার মুখ চোখের জলে চক্‌চক্ করছিল। যখনই সে ডেলামারশেকে দেখতে পেল সে উপরের সিঁড়িতে উঠে গেল, হাঁফাতে হাঁফাতে তার মুখ হাঁ করা, যতক্ষণ না সে অনেকটা ওপরে উঠল সে নিশ্চিন্ত হল না যে কেউ তার পিছু নিচ্ছে না বা নিতে পারে।

'আমি ওকে একটু আগে নিচে নামিয়ে দিয়েছিলাম', হাসতে হাসতে ডেলামারশে বলল আর মেয়েটির দিকে ঘুষি দেখাল। মেয়েটি আরো জোরে চিৎকার করতে করতে উপরে উঠে গেল।

যে উঠোন দিয়ে তারা পার হচ্ছিল সেগুলো সবই ফাঁকা। মাঝে মাঝে দু'একজন কুলি দু'চাকার ঠেলাগাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল; একজন মহিলা ক্যাম্প থেকে তার বালতিতে জল ভরছিল; একজন পিওন শান্তভাবে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সাদা গোঁফওয়ালা একটা বুড়ো কাঁচের দরজার পাশে দু'পা মুড়ে পাইপ টানছিল; একটা রপ্তানি সংস্থার অফিসের সামনে বেতের ঝুড়ি খালি করা হচ্ছিল; অলস ঘোড়াগুলো নিশ্চিন্ত মনে ওদিক-এদিকে মাথা নাড়াচ্ছিল আর একটা আলখাল্লা পরা লোক সমস্ত ব্যাপারটা পরিদর্শন করছিল; খোলা জানালার পেছনে একজন অফিস ক্লার্ক, তার ডেস্কে বসেছিল। সে কার্ল ও ডেলামারশেকে চলে যেতে দেখে তাদের দিকে চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'এটা এত শান্ত জায়গাযে তুমি এরকম দ্যাখোনি', ডেলামারশে বলল, 'সন্ধ্যায় একটু চেঁচামেচি হয়। তারপর আদর্শ শান্ত জায়গা'। কার্ল মাথা নাড়ল, তার মনে হল সত্যিই জায়গাটা আশ্চর্য ধরনের শান্ত। 'আমি অন্য কোথাও থাকতে পারতাম না', ডেলামারশে বলল, 'কারণ ব্রুনেলডা কোনো চেঁচামেচি সহ্য করতে পারে না। তুমি ব্রুনেলডাকে চেন? ঠিক আছে, আমরা শিগগির তার সঙ্গে দেখা করছি। আমার কথাটা মনে রেখ, যতটা সম্ভব চুপচাপ থাকবে।'

যখন তারা সেই সিঁড়ির কাছে পৌঁছল যেখান থেকে ডেলামারশের ফ্ল্যাটে পৌঁছনো যায়, তারা দেখল ট্যাক্সিটা চলে গেছে আর সেই নাক-খুবলানো ছেলেটা কার্লের ফিরে আসা দেখে আশ্চর্য না হয়ে জানিয়ে দিল সে রবিনসনকে উপরে উঠিয়ে দিয়ে এসেছে। ডেলামারশে কেবল মাথা নাড়ল যেন ছেলেটা একজন চাকর বৈ কিছু

www.BanglaBook.org

নয়, আর সে তার কর্তব্য করেছে মাত্র। তারপর সে কার্লকে কাছে টেনে নিল। কার্ল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। তারপর সিঁড়িতে উঠতে উঠতে রোদঝলমলে রাস্তার দিকে তাকাল। 'ওখানে আমরা শিগগির পৌঁছে যাব', সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ডেলামারশে বারবার একথা বলছিল। কিন্তু তার দূরদর্শিতা যেন তাকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল কারণ তাদের সামনে সবসময় আর একটা সিঁড়ি তারপর আরেকটা সিঁড়ি, পথের কোনো পরিবর্তন নেই বললেই চলে। কার্ল একবার থামল—ক্লান্তিতে নয়, এত বড় বড় সিঁড়িতে পার হতে ওর অসহায় লাগছিল। 'ফ্ল্যাটটা বেশ উঁচুতে', ডেলামারশে জানাল, 'তবে এতে সুবিধেও আছে', আমাদের বেশি বেরোতে হয় না, আমরা সারাদিন ড্রেসিং গাউন পরে ঘোরাফেরা করি, এতে বেশ আরাম পাই। অবশ্য, এখনও পর্যন্ত কোনো অতিথি এখানে আসেনি।

কার্ল ভাবল, 'এদের কাছে কোন্ অতিথি বা আসবে?' অবশেষে একটা চাতালে তারা দেখল একটা বন্ধ দরজার বাইরে রবিনসন বসে আছে। অতএব তারা পৌঁচেছে। সিঁড়ি এখনো শেষ হয়নি। আধো অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না সিঁড়ি কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে।

'আমি এরকমটা হবে ভেবেছিলাম।' যেন কত যন্ত্রণা হচ্ছে এরকম একটু অস্পষ্ট কণ্ঠে রবিনসন বলল, 'ডেলামারশে ওকে ধরে এনেছে। রশম্যান, তুমি ডেলামারশেকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে?' রবিনসনের নিম্নাঙ্গে কেবলই অন্তর্বাস ; তার গায়ের খানিকটা অংশ পাশ্চাত্য হোটেলের কম্বলে ঢাকা। কার্ল কোনো কারণ খুঁজে পেল না কেন সে ফ্ল্যাটের ভেতরে না গিয়ে পথচারীদের হাস্যকর দর্শনীয় হয়ে এখানে বসে আছে।

'ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে?' ডেলামারশে জানতে চাইল। 'আমার মনে হয় না', রবিনসন বলল, 'কিন্তু আমি ভাবলাম তুমি আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করি।'

'আমরা অবশ্যই আগে দেখে নেব ও ঘুমিয়েছে কিনা', চাবি খোলার গর্তে চোখ রেখে ডেলামারশে বলল। অনেকক্ষণ ধরে সে উঁকি দিয়ে দেখতে দেখতে বারবার এদিক-ওদিক মাথা নাড়াল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না; পর্দা নামানো। ও কৌচে বসে রয়েছে, কিন্তু ঘুমোচ্ছে মনে হয়।'

ডেলামারশে যেন বিব্রত, তার কিছুটা উপদেশের প্রয়োজন, এই ভেবে কার্ল প্রশ্ন করল : 'উনি কি অসুস্থ?'

কিন্তু ডেলামারশে তীক্ষ্ণ বিরক্ত সুরে বলল, 'অসুস্থ?' কার্লের অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করার জন্য রবিনসন বলল, 'ও তো ব্রুনেলডাকে চেনে না।'

কয়েকটা দরজা দূরে দু'জন মহিলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল; তারা পোশাকের কোণায় হাত মুছতে মুছতে ডেলামারশে আর রবিনসনকে দেখছিল আর তাদের কথাই বলছিল। সুন্দর ঝকঝকে চুলের একটি কমবয়সী মেয়ে দরজা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দুই মহিলার হাতের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে ঝুলতে লাগল।

www.BanglaBook.org

তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্রুনেলডার কথা চিন্তা করে ডেলামারশে মৃদুস্বরে বলল : 'বিরক্তিকর মহিলা সব। খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে পুলিশকে সব জানাব আর ওদের তাড়াবার বন্দোবস্ত করব। ওদের দিকে তাকাবার দরকার নেই', সে কার্লের কাঁধ চাপড়ে বলল। কিন্তু ওদের দিকে তাকানোতে কোনো দোষ আছে বলে কার্লের মনে হল না ক'রণ ওকে তো ঐ বারান্দায় বসে থাকতে হবে কখন ব্রুনেলডা জাগবে। সে রাগে মাথা ঝাঁকাল; যেন সে জানাতে চাইল এ ব্যাপারে ডেলামারশের নিষেধ সে শুনতে চায় না। আর সেটা বোঝাবার জন্যই সে ঐ মহিলাদের দিকে তাকাল। তখনই রবিনসন তার হাতায় টান মেরে চেঁচিয়ে উঠল : 'রশম্যান, সাবধান!' ডেলামারশের ইতিমধ্যেই বিরক্তি ভাব চরমে উঠেছিল, আর তখনই মেয়েটি অট্টহাসিতে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল আর হাত-পা ঘুরিয়ে সেই মহিলাদের দিকে তেড়ে গেল; তারাও তাড়া খেয়ে এত তাড়াতাড়ি দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ল মনে হল তারা যেন ঝড়ে উড়ে গিয়েছে। 'এভাবেই আমি প্রায়ই বারান্দা খালি করি', পিছন থেকে পিছিয়ে ডেলামারশে মন্তব্য করল। তারপর তার মনে পড়ে গেল যে কার্ল তাকে অমান্য করেছে। তখন সে তাকে বলল, 'আমি তোমার কাছে অন্যরকম আচরণ আশা করি, নয়তো তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়ে যাবে।'

তারপর ঘরের ভেতর থেকে একটা ক্লান্ত মৃদুস্বর ভেসে এল : 'ডেলামারশে, এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ', অত্যন্ত নরমভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে ডেলামারশে জানাল, 'আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই'—উত্তর ভেসে এল। পেছনে দাঁড়ানো দু'জনের দিকে তাকিয়ে ডেলামারশে ধীরে ধীরে দরজা খুলল।

তারা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে ঢুকল। বারান্দার দরজায় পর্দা ঝুলছিল—ওখানে কোনো জানালা ছিল না—পর্দাটা পুরোটা ঝুলে থাকায় ঘরে আলো ঢুকতে পারেনি। তাছাড়া ঘরে এত আসবাবপত্র আর পোশাক-আশাক ঝুলছিল যে ঘরটাকে আরো অন্ধকার লাগছিল। ঘরের বাতাস ভারি ও ভ্যাপসা ; যে কেউ লুকিয়ে থাকা ময়লার গন্ধ পেতে পারত—বোধহয় ঘরের কোণে যেখানে মানুষের হাত যায় না সেখানেই আবর্জনা জমে ছিল। ঘরে ঢুকেই যে তিনটি জিনিস প্রথমেই কার্লের চোখে পড়ল তা হল তিনটে ট্রাঙ্ক—পরপর রাখা। ঘরের মধ্যে সোফায় শুয়েছিলেন সেই মহিলা যিনি বারান্দা থেকে তাদের দেখছিলেন। লাল গাউনটা খানিকটা নিচে ঝুলে পড়ে মেঝেতে উঁচু হয়ে রয়েছে ; হাঁটু পর্যন্ত তার পা দেখা যাচ্ছে ; তার পায়ে পুরু সাদা পশমের মোজা ; পায়ে কোনো জুতো ছিল না।

দেওয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আর অলসভাবে ডেলামারশের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন : 'কি গরম, ডেলামারশে।' ডেলামারশে তার হাত ধরে তাতে চুম্বন করল। কার্ল কেবল তার চিবুকের ভাঁজ দেখতে পেল যেখানে তার মাথা নাড়ার

www.BanglaBook.org

ভেতর সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছিল। ডেলামারশে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি পর্দা খুলে দেব?'

'না, না, তা নয়', হতাশায় চোখ বন্ধ করে তিনি বললেন, 'এতে আরো খারাপ লাগবে'।

কার্ল সোফার নিচের দিকটায় আরো এগিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে ভালোভাবে দেখতে চাইল। তার কষ্টের কথায় সে একটু অবাক হল কারণ ঘরের মধ্যে তেমন কোনো অস্বাভাবিক গরম ছিল না।

বেশ উদ্বেগের সঙ্গে ডেলামারশে বলল : 'অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে একটু আর'ম দেবার চেষ্টা করছি।' এই বলে সে তার গলার কাছের কয়েকটা বোতাম খুলে দিল আর গলা থেকে তার পোশাক নিচে টেনে দিল যাতে তার বুকের অনেকটা অংশ খোলা দেখা গেল, আর তার শেমিজের হলদে কিনারা স্পষ্ট দেখা গেল।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ করে কার্লের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল : 'ওটা কে? ও কেন আমার দিকে অমন কঠিনভাবে চেয়ে রয়েছে?' কার্লকে একপাশে ঠেলে দিয়ে ডেলামারশে বলল : 'সেই ছেলে যাকে আমি তোমার দেখাশোনার জন্য এনেছি।'

তিনি চিৎকার করে বললেন : 'কিন্তু আমার কাউকে দরকার নেই। কেন তুমি অচেনা লোককে বাড়িতে আন?'

'কিন্তু তুমি সবসময় বলছ তোমাকে দেখাশোনা করার লোক দরকার', মেঝেতে হাঁটু পেতে ডেলামারশে বলল কারণ তার কোটটা এত চওড়া ছিল যে ব্রুনেলডার পাশে বসার কোনো জায়গা ছিল না।

'আঃ, ডেলামারশে', তিনি বললে, 'তুমি আমাকে বোঝোনা, একদম বোঝোনা।'

তার মুখখানা হাতের মধ্যে এনে ডেলামারশে বলল : 'তাহলে ঠিক আছে, তোমাকে আমি বুঝি না। তাতে কিছু আসে যায়না। তুমি যদি চাও ও এক্ষুণি চলে যাবে।'

'ও এখন এখানে এসে পড়েছে ও এখানেই থাকবে', ভদ্রমহিলা বললেন। কার্ল যেহেতু খুব ক্লান্ত ছিল সে একথায় খুব কৃতজ্ঞ বোধ করল। হয়তো কথাগুলোর মধ্যে সত্যি সত্যি কোনো দয়ামায়া ছিলনা কিন্তু অতগুলে অন্তবিহীন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামার কথা অস্পষ্টভাবে হলেও কার্লের মনে হচ্ছিল। তাই সে রবিনসনের দিকে এগিয়ে গেল। রবিনসন এখন শান্তিতে, কম্বলের উপর ঘুমোচ্ছে। তারপর ডেলামারশের ক্রুদ্ধ ভঙ্গী দেখেও কার্ল বলল : 'এখানে কিছুদিন থাকতে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোইনি। আমাকে এত কিছু করতে হয়েছে যে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমি সাংঘাতিকভাবে ক্লান্ত। আমি বুঝতে পারছি না আমি কোথায় রয়েছি। আমি দু'এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিই। তারপর আপনি আমাকে আদেশ করলেই বাঁধাছাঁদা করে আমি সানন্দে চলে যাব।'

একটু বিদ্রুপের সুরে ভদ্রমহিলা বললেন : 'যতদিন ইচ্ছে তুমি এখানে থাকতে

www.BanglaBook.org

পার। এখানে ঘরের অভাব নেই, তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ'।

ডেলামারশে বলল : 'তাহলে তুমি যাও। তোমাকে আমাদের দরকার নেই।'

এবার সত্যি আন্তরিকভাবে ভদ্রমহিলা বললেন : 'না, ও এখানেই থাকুক'। যেন তাকে মান্য করার জন্যই ডেলামারশে কার্লকে বলল : 'ঠিক আছে, তাহলে তুমি যাও ; যেখানে খুশি সেখানে শুয়ে পড়।'

'ও পর্দার উপর শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ও যেন জুতো খুলে নেয় নয়তো জুতোর টানে পর্দা ছিঁড়ে যেতে পারে।'

জায়গাটা ডেলামারশে কার্লকে দেখাল। দরজা আর তিনটে ট্রাঙ্কের মাঝখানে বিভিন্ন ধরনের জানালার পর্দা ডাঁই করা ছিল। যদি সেগুলো ঠিকমত ভাঁজ করা থাকত, ভারিগুলো নিচে আর হালকাগুলো উপরে, আর পর্দার রড ও কাঠের রিংগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো ছিল যেগুলো বার করে এক জায়গায় রাখা থাকত, তা' দিয়ে মোটামুটি একটা সোফা বানিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু সেগুলো এত এলোমেলো! তবু তার উপর কার্ল শুয়ে পড়ল কারণ সে এত ক্লান্ত ছিল শোওয়ার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেবার ক্ষমতা তার ছিল না। তাছাড়া দাঁড়িয়ে থাকলে তার মালিক ও মালকিনের অনেক নাটক তাকে সহ্য করতে হত।

কার্ল বেশ ভালোই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তীব্র চিৎকার শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে চমকে দেখল ব্রুনেলডা সোফার উপর সোজা হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে ডেলামারশেকে জড়িয়ে ধরেছে আর ডেলামারশে তার সামনে হাঁটু পেতে বসে রয়েছে। দৃশ্যটা দেখে কার্ল একটু আহত হল। তারপর সে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য পর্দার মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুদিনের বেশি সে এই জায়গাটা সহ্য করতে পারবে না তা সে বুঝে গেল। তবু তার একটা ভালো ঘুমের দরকার ছিল যাতে করে তার বুদ্ধি খুলে যায় আর সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু ব্রুনেলডা কার্লের ক্লান্ত বড় বড় চোখ দেখে ফেলে ইতিমধ্যে চমকে উঠেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন : 'ডেলামারশে, আমি এই গরম সহ্য করতে পারছি না। আমি জ্বলে যাচ্ছি। আমি আমার সব জামাকাপড় খুলে ফেলব। আমাকে স্নান করতে হবে। ওদের দু'জনকে ঘর থেকে বার করে দাও—সেখানে, ছোট বারান্দায়, ব্যালকনিতো ওরা যেত আমার চোখের সামনে না থাকে! আমি নিজের বাড়িতে আছি, তবু একটুও শান্তি পাচ্ছি না। ডেলামারশে, আমি যদি কেবল তোমার সঙ্গে থাকতে পারতাম। হে ভগবান, ওরা এখনো এখানে রয়েছে। রবিসনকে দ্যাখ; নির্লজ্জের মতো অন্তর্বাস পড়ে রয়েছে। ঐ ছেলেটাকে দ্যাখ, একটা অচেনা ছেলে কিরকম রাক্ষুসে দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল, এখন আমাকে বোকা বানানোর জন্য মটকা মেরে শুয়ে রয়েছে। ওদেরকে তাড়াও। ডেলামারশে, ওরা আমার বুকের পাথর। এখন যদি আমি মরে যাই, ওরাই দায়ী থাকবে।'

ডেলামারশে রবিনসনের কাছে গিয়ে তার বুকের কাছে রাখা পা-টাতে এক লাথি

www.BanglaBook.org

মেরে বলল : 'বেরোও বলছি, এক্ষুনি বেরোও'। তারপর সে চিৎকার করে কার্লকে বলল: 'রশম্যান, ওঠো! ব্যালকনিতে যাও, দুজনেই! এখানে না ডাকার আগে যদি আস তাহলে এটাই তোমাদের সৎকারের জায়গা হবে! রবিনসন বেরোও'—এটা বলে সে রবিনসনকে আরো জোরে লাথি মারল। তারপর সে বলল : 'আর তুমি, রশম্যান, বেরোও, নয়তো তোমার সঙ্গেও এরকম করব'। এই বলে সে দু'বার তালি বাজাল।

সোফা থেকে ব্রুনেলডা চিৎকার করল : 'আর কতক্ষণ সময় নেবে তোমরা?'তার কিম্ভূত মোটা শরীরটাকে জায়গা করে দেবার জন্য সে তার পা দুটো আরো ফাঁক করে মেলে ধরেছে ; খুব চেষ্টা করে হাঁফাতে হাঁফাতে থেমে থেমে শ্বাস নিচ্ছে ; যদি সে একটু নিচু হয়ে তার মোজা একটু নামিয়ে দিত, অবশ্য তার পোশাক সে নিজে খুলে ফেলতে পারত না ; ডেলামারশেকে এটা করতে হত আর সে এটার জন্যই অপেক্ষা করে রয়েছে।

ক্লান্তিতে ঘুমে আচ্ছন্ন কার্ল পর্দার স্তূপ থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দায় চলে গেল ; একটুকরো পর্দা তার পায়ে জড়িয়ে ছিল ; সে উদাসীনভাবে সেটাও টানতে টানতে চলে গেল। আনমনা কার্ল ব্রুনেলডাকে বলল : 'শুভরাত্রি'। তারপর সে দ্রুত ডেলামারশেকে পাশ কাটাল। ডেলামারশে তখন ব্যালকনির পর্দা সরাতে ব্যস্ত। কার্ল সোজা ব্যালকনিতে চলে এল। তার পিছু পিছু এল রবিনসন। রবিনসনও তখন ঘুমে আচ্ছন্ন কারণ সে বিড়বিড় করে নিজেকে বলছিল : সব সময় আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার! ব্রুনেলডা না এলে আমিও ব্যালকনিতে যাবনা।' কিন্তু এটা ঘোষণা করেও সে সুড়সুড় করে ব্যালকনিতে এল যেখানে কার্ল একটা আরাম চেয়ারে শুয়ে পড়েছে। রবিনসন পাথরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যায় যখন কার্ল জেগে উঠল আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। উঁচু বাড়িগুলোর পেছনে রাস্তার উপর চাঁদ উঠেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো এলাকা সে চোখ মেলে দেখেনি; সে একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় শ্বাস নেয়নি ; ভাবেও নি সে কোথায় আছে। সে কতটা অবাধ্য হয়েছে, ম্যানেজারের নির্দেশ অমান্য করেছে, থেরেসের সতর্কবার্তায় কান দেয়নি। তার সমস্ত ভয় ; আর এখানে সে ডেলামারশের ব্যালকনিতে আধটা দিন শুধু ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল যেন ডেলামারশে, তার চরম শত্রু, এমন পর্দার ওপারে অনুপস্থিত। রবিনসন, গাধার মতো কুঁড়ে লোকটা মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর তার পা ধরে টানছে। মনে হয় সেই তাকে জাগিয়েছে। কারণ সে বলছিল : 'রশম্যান, তুমি কি করে ঘুমোচ্ছ? বয়স কম হলে মানুষ এত চিন্তামুক্ত থাকে? তুমি আর কতক্ষণ ঘুমোতে চাও? আমি তোমাকে হয়তো ঘুমাতে দিতাম, কিন্তু মেঝেতে পড়ে থাকতে আমার বিরক্ত লাগছে। দ্বিতীয়ত, আমার ভীষণ খিদে পাচ্ছে। ওঠো, একমিনিট ওঠো, তোমার চেয়ারের নিচে একটু খাবার লুকিয়ে রেখেছি। এটা করে নিতে চাই, তোমাকেও একটুখানি দেব'। আর কার্ল উঠে দাঁড়িয়ে রবিনসনের দিকে তাকাল। রবিনসন শুয়ে পেটের উপর ভর দিয়ে চেয়ারের নিচে ঢুকে পড়ল আর কার্ড সাজাবার একটা রূপোর

www.BanglaBook.org

থালা বের করে আনল। থাকার মধ্যে ছিল একটু কালো মাংসের পিঠে, কয়েকটা সরু সিগারেট, সার্ডিন মাছের টিন সেটা মোটামুটি ভরতি আর তা থেকে তেল গড়িয়ে পড়ছে, কয়েকটা থেঁতলানো মিষ্টি। তারপর দেখা গেল বড় একটা রুটির ডেলা আর একটা সুগন্ধিযুক্ত বোতল যেটাতে কোনো সুগন্ধি নয় অন্য কিছু রয়েছে বলে মনে হয়। যাই হোক্ না কেন, বোতলটা বেশ সন্তুষ্টির সঙ্গে সে দেখাল, জিভ দিয়ে ঠোঁটে চেটে নিল, তারপর কার্লের দিকে তাকাল।

সে সার্ডিনের তেলে চুমুকের পর চুমুক দিল আর মাঝে মাঝে ব্রুনেলডার ভুলে ফেলে যাওয়া রুমালটা যেটা বারান্দায় পড়ে ছিল সেটা দিয়ে মুখের তেল মুছছিল আর বকে যাচ্ছিল : 'দ্যাখো রশম্যান যদি তুমি অনাহারে না থাকতে চাও, তোমার এটাই করা উচিত। আমি বলছি, আমাকে তো ও একপ্রকার লাথি মেরেই বার করে দিয়েছে। আর যদি তোমার সঙ্গে সবসময় কুকুরের মতো আচরণ করা হয়, তুমি একটা সময় ভাববে তুমি নিশ্চয় একটা কুকুর। যাক্, রশম্যান, বাঁচা গেল, তুমি এলে, অন্তত একটা কথা বলার লোক পাওয়া গেল, রশম্যান। এ বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। ওরা আমাদের ঘেন্না করে। আর এসব ঐ ব্রুনেলডার জন্যই। অবশ্যই ও একজন চমৎকার মহিলা আমি বলছি।' তারপর সে কার্লকে একটু নিচু হতে ইঙ্গিত করল আর বলল, 'ওকে আমি একবার উলঙ্গ হতে দেখেছি। ওঃ।'—সেই স্মৃতির আনন্দে সে কার্লের পায়ের উপর চাপড়াতে লাগল। কার্ল চিৎকার করে বলল : 'রবিনসন, তুমি পাগল হয়ে গেছ!' বলে সে তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

রবিনসন কার্লকে বলল : 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ, রশম্যান'। সে তারপর গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো একটা ছোরা বার করে শক্ত মাংসের পিঠে কাটতে কাটতে বলল : 'তোমার এখনও অনেককিছু শেখার আছে। কিন্তু তুমি ঠিক জায়গায় শিখতে এসেছ। এসো, এখানে বস। তোমার কি খিদেটিদে পায়নি? তুমি কি কিছু পানীয় নেবে না? তার মানে তুমি কিছুই চাও না? তোমার কথা বলারও ইচ্ছে নেই। তবে যতক্ষণ কেউ আছে, আমার সঙ্গে ব্যালকনিতে কে আছে তা' নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমি মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে বেরোই। এটাতে ব্রুনেলডা বেশ মজা পায়। তার মাথায় একটাই চিন্তা—ঘুরঘুর করে যে তার খুব শীত করছে, নয়তো খুব গরম লাগছে, সে ঘুমোতে চায়, চুলে চিরুনি দিতে চায়, সে তার জামা ঢিলে করতে চায়, সে এটা পরতে চায়—আর তারপর সে আমাকে ব্যালকনিতে পাঠিয়ে দেয়। মাঝেমধ্যে অবশ্য সে যা বলে তাই করে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় সে আগের মতোই সোফাতে শুয়ে থাকে আর কখনো নড়াচড়া করে না। আগে আমি মাঝে মাঝে পর্দাটা তুলে একটু উঁকি দিতাম, কিন্তু একদিন দেখলাম, ডেলামারশে—আমি ভালো করেই জানি যে ওটা করতে চায়নি, সে করেছে কেবল ব্রুনেলডা বলেছে বলেই—কিন্তু একদিন ডেলামারশে আমার মুখে বেত দিয়ে মারতে লাগল—তুমি দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ? আর তখন থেকেই আমি আর উঁকি দিতে সাহস পাই না। সেজন্য আমি ব্যালকনিতে শুয়ে থাকি

www.BanglaBook.org

আর খাই। গতরাতের আগের দিন আমি একাই সারা সন্ধে এখানে শুয়েছিলাম, আমি তখনো সেই সুন্দর পোশাকটা পরেছিলাম যেটা আমি তোমার হোটেলে খুইয়ে এসেছি—শূয়োরের বাচ্চা, একটা লোকের দামী পোশাক ছিঁড়ে ফেলা। হ্যাঁ, আমি একাই শুয়েছিলাম আর রেলিং-এ ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল সব কিছুই বড্ড মনমরা। আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় ব্রুনেলডা তার লাল গাউন পরে বেরিয়ে এল—আমি তাকে লক্ষ্য করিনি—আর লাল গাউনটা পরলে ওকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। ও আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল : 'রবিনসন, তুমি কাঁদছ কেন?' তারপর সে তার স্কার্ট তুলে এনে তার কোণ দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিল। কে জানে এরপর সে কি করত যদি না ডেলামারশে তাকে ডাকত আর সে না ঘরে ফিরে যেত। আমি ভাবলাম এবার বোধহয় আমার পালা। তাই পর্দার বাইরে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভেতরে আসতে পারি কিনা। 'তুমি জান, ব্রুনেলডা কি বলল?' 'না,' সে বলল। আরো বলল, 'তুমি নিজেকেকি ভাব?'

কার্ল জিজ্ঞাসা করল : 'কিন্তু ওরা যদি তোমার সঙ্গে এরকম আচরণ করে তবে তুমি এখানে থাক কেন?'

'মাফ কর, রশম্যান, এরকম বোকা বোকা প্রশ্ন কোরনা', রবিনসন জানাল, 'তুমিও তো এখানে আছ, যদি তারা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তাছাড়া তোমার যতটা মনে হচ্ছে এরা আমার সঙ্গে ততটা খারাপ আচরণ করে না।'

'না', কার্ল বলল, 'আমি নিশ্চয় চলে যাব আর সেটা বোধহয় সম্ভব হলে আজ সন্ধ্যায়। আমি তোমার সঙ্গে এখানে থাকতে পারব না।'

'কিন্তু আজ রাতে কি করে তুমি এখান থেকে পালাবে?' রুটির নরম অংশটা কেটে নিয়ে সার্ডিন তেলের বাক্সে ডুবাতে ডুবাতে রবিনসন বলল, 'কি করে তুমি পালাবে যেখানে তুমি ঘরেই ঢুকতে পারছ না?'

'কেনই বা আমি ঘরে যেতে পারব না?'

রবিনসন বলল : 'আমাদেরকে যেতে অনুমতি দিলে তবে তো যেতে পারব।'—বলতে বলতে রবিনসন মুখ ভরতি তেলে ডোবানো রুটি খেতে লাগল, অন্য হাতের তেলোতে চুঁইয়ে পড়া তেল ধরে নিল যেন ঐ তেলে সে রুটি ডুবিয়ে খাবে বলে হাতের গর্ত অংশটাকে সংরক্ষণাগার করে তুলেছে। 'এখন ব্যাপারটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রথমে ওখানে একটা পাতলা পর্দা ছিল ; ওটার ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যেত, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় ছায়া দেখা যেত। কিন্তু ব্রুনেলডার এটা পছন্দ হল না। সেজন্য একদিন আমি ওর সন্ধ্যার পোশাক পর্দার উপর চাপিয়ে দিলাম আর পুরনো পর্দার বদলে ওটাই চাপিয়ে দিলাম। এখন তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর আমি একটা সময় সবসময় জিজ্ঞেস করতাম ভেতরে যাব কিনা। ওরা ওদের মতো করে হ্যাঁ বা না বলত ; আর এই সুযোগটা নিয়েই আমি প্রায়ই তাদের একথা জিজ্ঞাসা করতাম। ব্রুনেলডা এটা সহ্য করতে পারত না কারণ তার প্রায়ই মাথাব্যথা করত আর

www.BanglaBook.org

প্রায় সবসময় পায়ে গেঁটেবাত লেগে থাকত ; সেজন্য ঠিক করা হল আমি আর জিজ্ঞাসা করব না, তবে ঘণ্টা বাজালেই আমি ভেতরে যেতে পারতাম। এটা এত জোরে বাজে যে আমার ঘুম ভেঙে যায়—আমি একবার একটা বিড়াল নিয়ে এসেছিলাম যাতে ওটা আমাকে একটু আনন্দ দেয়। কিন্তু ঘণ্টার শব্দ শুনে ওটা এত ভয় পেয়ে গেল যে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল আর ফিরে এল না। আমার ভেতরে থাকবার অনুমতি নেই, কিন্তু আমাকে তো যেতে হয়। যখন অনেকক্ষণ ঘণ্টা বাজছে না তুমি দেখবে একটু পরেই ওটা ঠিক বাজবে।

'হ্যাঁ', কার্ল বলল, 'তোমার ক্ষেত্রে যা সত্যি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া এসব তাদের ক্ষেত্রেই ঘটে যারা এগুলো সহ্য করে নেয়।'

'কিন্তু', রবিনসন বলল, 'কেন তোমার ক্ষেত্রে এই নিয়ম ঘটবে না। অবশ্যই ঘটবে। ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত তোমাকেও এখানে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তাহলে অবশ্য তোমাকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে।'

'তুমি কেন এখানে আছ বলতে পার? শুধুমাত্র ডেলামারশে তোমার বন্ধু বলে বা বন্ধ ছিল বলে? এটাকে কি জীবন বলে? এর চেয়ে বাটারফোর্ডে গেলে পারতে। ওখানেই তো তোমরা যেতে চেয়েছিলে? কিংবা ক্যালিফোর্নিয়া যেখানে তোমার বন্ধুরা রয়েছে?'

'আসলে', রবিনসন বলল, 'কেউ বলতে পারেনা এটা হবেই'। আর কথা চালিয়ে যাবার আগে গলায় অনেকটা সুগন্ধি তরল ঢেলে বলল, 'তোমার সুস্বাস্থ্য পান করছি, রশম্যান'। তুমি যখন বিশ্রীভাবে আমাদের ফেলে চলে গেলে আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। দু'একদিন আমরা কোনো কাজ পেলাম না। তাছাড়া ডেলামারশে নিজে কোনো কাজ করতে চায়না। ও কিন্তু সহজেই কাজ পেতে পারে, কিন্তু ও সবসময় কাজের জন্য আমাকে এগিয়ে দেয় আর আমার ভাগ্য কখনো সুপ্রসন্ন হয় না। ও চারদিকে ঘুরে বেড়াত আর সন্ধ্যাবেলা সাকুল্যে একটা মহিলাদের ব্যাগ নিয়ে হাজির হত। এটা সত্যিই সুন্দর ছিল, মুক্তো দিয়ে গাঁথা। ও সেটা পরে ব্রুনেলডাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু ব্যাগটার ভেতরে কিছুই ছিল না। তারপর ও বলল আমরা তার চেয়ে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াব—এতে তুমি কিছু না কিছু পাবে। সুতরাং আমরা ভিক্ষে করতে বেরোলাম আর যাতে করে ভিক্ষে করার মধ্যে একটা সৌন্দর্য থাকে সেজন্য আমি গান গাইতে লাগলাম। আর এটা ডেলামারশের ভাগ্য বলতে হবে। দ্বিতীয় দরজায় সবে গান শুরু করেছি, বিশাল বাড়ির নিচের তলায়—রাঁধুনি আর চাকরবাকর সব গান শুনছিল। যখন বাড়ির মালিকিন, ব্রুনেলডা নিজেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। হয়তো তার আঁটোসাঁটো পোশাকের জন্যই সে সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠতে পারত না ; কিন্তু রশম্যান, তাকে কি সুন্দরী দেখাত! লাল চন্দ্রাতপের নিচে শ্বেতবসনা সুন্দরী! মনে হত ওকে গিলে খেয়ে নিই। মনে হত ওকে চুমুক দিয়ে পান করে ফেলি। হে ভগবান, ও কি মিষ্টি ছিল। কি আশ্চর্য নারী! এমন নারী পৃথিবীতে

www.BanglaBook.org

দুর্লভ। অবশ্য রাঁধুনি আর চাকর দু'জনেই তার দিকে ছুটে গেল আর তাকে ওপরে তুলে নিয়ে গেল। আমরা দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে এখানকার প্রথামত টুপি উঁচুতে তুলে ধরলাম। সে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল কারণ সে তখনো স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারছিল না, আর আমি জানি না কিভাবে এসব ঘটল। আমি এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে আমি কি করছি তা' আমি বুঝতেই পারছিলাম না। হাতের সামনে সে এমন অসামান্যা,এত প্রশস্ত অথচ ঋজু—বোধহয় তার বিশেষ পোশাকের জন্য আমি তোমাকে ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে দেখাব বইকি—আমি খুব হালকাভাবে তাকে একটু ছুঁতে চাইলাম। অবশ্য এক ধনী মহিলাকে একজন ভিখারী ছোঁবে এটা খুব বাজে ব্যাপার। কিন্তু তবুও আমি তাকে ছুঁয়ে দেখলাম। কে জানে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াত যদি না ডেলামারশে আমার কান টেনে দিত। আর এত জোরেকান টেনেছিল যে আমার দুটো হাত সাঁ করে আমার মুখের কাছে চলে এল।'

গল্পের মধ্যে ডুবে গিয়ে কার্ল বলল : 'আর করবারই বা কি আছে? সুতরাং এই হচ্ছে ব্রুনেলডা?'

'হ্যাঁ', রবিনসন বলল, 'এই ব্রুনেলডা'।

'তুমি তো একবারও বললে না যে উনি গান গাইতেন?' কার্ল জানতে চাইল।

রবিনসন মুখের মধ্যে একটা মিষ্টির গোলা নিয়ে জিভের উপর নড়াচড়া করছিল আর মুখের মধ্যে আটকে পড়া টুকরোগুলোকে আঙুল দিয়ে ভেতরে পুরতে পুরতে বলল : 'নিশ্চয়, সে গায়িকা তো বটেই, অসাধারণ গায়িকা। তবে তখন সেটা আমরা জানতাম না। তখন আমরা জানতাম সে একজন ধনী ও অসাধারণ মহিলা। সে তখন এমন আচরণ করছিল যেন কিছুই হয়নি কারণ আমি তো তাকে কেবল আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়েছিলাম। কিন্তু সে ডেলামারশের দিকেই তাকিয়ে রইল, আর ডেলামারশে তার দিকে সোজাসুজি—ডেলামারশে এভাবেই মানুষকে ছোঁয়। তারপর ব্রুনেলডা তাকে বলল : 'একটু ভেতরে এসো'। আর তার চন্দ্রাতপের দিকে লক্ষ্য করে বাড়ির ভেতর যেতে ইঙ্গিত করল আর ডেলামারশে তার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তারা দু'জন ভেতরে গেল আর চাকরেরা দরজা বন্ধ করে দিল। আমি যে বাইরে আছি সেকথা তারা ভুলেই গেল। আমি ভেবেছিলাম আমাকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে হবে না। আমি সিঁড়িতে বসে ডেলামারশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ডেলামারশের বদলে একজন চাকর আমার জন্য একবাটি স্যুপ নিয়ে এল। .

'ডেলামারশের তরফে অভিনন্দন'—আমি ভাবলাম। লোকটা আমার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আর আমি খেতে শুরু করলাম।

চাকরটি আমাকে ব্রুনেলডা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানাল। তাতে করে বুঝতে পারলাম যে আজকের ব্রুনেলডার বাড়িতে আসা আমাদের পক্ষে বেশি কাজে লাগবে। কারণ ব্রুনেলডার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—আর সে ধনী ও স্বাধীন। তার প্রাক্তন স্বামী, একজন কোকো উৎপাদক এখনো তাকে ভালোবাসে কিন্তু ও তার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক এই ফ্ল্যাটে আসেন, তার পোশাকের ধরন দেখলে মনে হয় যেন কোনো বিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। আর চাকরটা যতই টিপ্‌স নিক্‌না কেন তার কখনো ব্রুনেলডাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না যে সে দেখা করবে কিনা কারণ দু'একবার জিজ্ঞাসা করেছিল আর এতে ব্রুনেলডা হাতের সামনে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারত। একবার সে গরম জলের বোতল ছুঁড়ে মেরে চাকরটার সামনে দাঁত উড়িয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, রশম্যান, হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি!'

কার্ল জানতে চাইল, 'তুমি কি করে তার স্বামী সম্পর্কে জানতে পারলে?'

'তিনি তো প্রায়ই এখানে আসেন।'

'এখানে?' আবেগে কার্ল মেঝেতে হাত দিয়ে শব্দ করল।

'তুমি খুব অবাক হবে', রবিনসন বলে চলল, 'আমি নিজেও অবাক হয়েছিলাম যখন চাকরটা ওখানে দাঁড়িয়ে সবকথা বলছিল। ভাবো, যখনই ব্রুনেলডা ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, ওর স্বামী চাকরটাকে ওর ঘরে নিয়ে যেত আর সে ঘর থেকে তুচ্ছ টুকিটাকি নিয়ে তার পরিবর্তে দামি কিছু ব্রুনেলডার জন্য জমা রেখে যেত আর চাকরটাকে বলত সে যেন কোনোভাবেই না বলে কে তার জন্য এসব রেখে গেছে। কিন্তু একবার চাকরটা দিব্যি কেটে বলেছিল আর আমি সেটা বিশ্বাসও করেছিলাম যখন ভদরলোক একটা বহুমূল্য পোর্সেলিন রেখে যান আর ব্রুনেলডা কি করে কি জানি বুঝতে পেরে ওটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তার উপর দিয়ে মাড়িয়ে থুথু ফেলল আর ঘরের মধ্যে জিনিসেরও একই হাল করেছিল। চাকরটা এত বিরক্ত হল যে সে কিছু নিয়ে যেতেই চাইল না।

'কিন্তু ওর স্বামী ওর কি করেছে?' কার্ল জানতে চাইল।

'আমি ঠিক জানি না', রবিনসন বলল, 'মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় আর ভদ্রলোক নিজেও বোধহয় জানেন না। এটা নিয়ে প্রায়ই আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। রাস্তার ঐ কোণে প্রায়ই তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করা থাকত। আমি গিয়েই সাম্প্রতিক সংবাদ জানাতাম। যদি আমি না আসতাম তাহলে উনি আধঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর চলে যেতেন। এটা প্রথম প্রথম আমার ভালো উপরি ছিল কারণ তিনি খবরাখবরের জন্য ভদ্রলোকের মতোই টাকা দিতেন। কিন্তু ডেলামারশে জানতে পারার পর সব টাকা তাকেই দিয়ে দিতে হল। সেজন্য আমি এখন ওখানে আর যাই না।'

'কিন্তু ভদ্রলোক কেন আসেন?' কার্ল জানতে চাইল, 'কিসের জন্য?' যখন তিনি নিশ্চিত যে ব্রুনেলডা তাকে পছন্দ করে না?

'হ্যাঁ', দীর্ঘশ্বাস ফেলে রবিনসন সিগারেট ধরাল, তারপর ধোঁয়াটা হাত দিয়ে ওপরে উড়িয়ে দিতে দিতে বলল, তারপর সে তার মত পরিবর্তন করে বলল : 'এতে আমার কি আসে যায় বলো? আমি যেটুকু জানি ভদ্রলোক এই ব্যালকনিতে শুয়ে থাকার জন্য অনেক টাকা দেবেন।'

কার্ল উঠে দাঁড়াল। রেলিংএ ভর দিয়ে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। চাঁদ বেশ

www.BanglaBook.org

দৃশ্যমান, কিন্তু রাস্তার কোণায় কোণায় এখনও চাঁদের আলো পড়েনি। দিনের বেলায় রাস্তাটা একেবারে খালি ছিল। কিন্তু এখন রাস্তায় বিশেষ করে বাড়ির দরজায় দরজায় বেশ ভিড়। সবাই যেন ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে, পুরুষদের হাতাওয়ালা জামা আর মেয়েদের হালকা পোশাক—সবাই অন্ধকারের পেছনে হালকাভাবে দৃশ্যমান ; কারো মাথায় কোনো টুপি ছিল না। চারপাশের ব্যালকুনিগুলো ভরতি। বিদ্যুৎবাতির আলোয় পরিবারের সবাই বসেছিল—যদি ব্যালকনিটা বড় হয় তাহলে মাঝখানে ছোট টেবিল রাখা কিংবা আরামকেদারায় লাইন দিয়ে বা তাদের শোওয়ার ঘর থেকে মাথা বাড়িয়ে তারা বসেছিল। পা মেলে দিয়ে লোকগুলো বেশ আরামেই বসেছিল—কেউ রেলিং-এর বেড়ায় পা তুলে দিয়ে মেঝে পর্যন্ত আলম্বিত খবরের কাগজ পড়ছিল, কেউ তাস খেলছিল ; হয়তো কথা বলছিল না ; কিন্তু টেবিলের উপর দুমদাম শব্দ করছিল। মেয়েদের কোলের উপর সেলাই-এর জিনিসপত্র, তারা মাঝে মাঝে চারপাশ আর নিচে রাস্তার দিকে দু'একবার তাকাচ্ছিল মাত্র। একজন সুন্দরী কোমলস্বভাবা মহিলা ওপারে ব্যালকনিতে হাই তুলতে তুলতে উপরে তাকাল, তার মুখে নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস সেটা সে সারাই করতে ব্যস্ত ছিল। এমনকি ক্ষুদ্রতম ব্যালকনিতে বাচ্চাগুলো পরস্পরকে ধাওয়া করছিল আর তাদের বাবা-মাকে বিরক্ত করছিল। অনেক ঘরের ভেতর থেকে অর্কেস্ট্রা বা অন্য কোনো সংগীতের সুর ভেসে আসছিল। অবশ্য কেউ গান বা সুর শোনাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে কোনো বাবা ইঙ্গিত করতেই সে ঘরে গিয়ে নতুন কোনো রেকর্ড বাজাচ্ছিল। কোনো কোনো জানালায় এক দম্পতি স্থির দাঁড়িয়েছিল আবার একটা জানালায় কপোত-কপোতী বিপরীতমুখী, যুবকটি এক হাত দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে তার কোমরে মোচড় দিচ্ছিল।

'এখানকার কোনো প্রতিবেশীদের তুমি চেন?' কার্ল রবিনসনকে জিজ্ঞাসা করল। রবিনসন এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে আর তার শীত করছে বলে ব্রুনেলডার চাদর আর তার কম্বল দুটোই জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে।

'না, কাউকেই প্রায় জানিনা আর সেটাই আমার চরম দুর্ভাগ্য', রবিনসন বলল আর সে কার্লকে কাছে টেনে নিয়ে তার কানে কানে বলল, 'নয়তো এই মুহূর্তে আমার অভিযোগ করার কিছুই থাকত না। ব্রুনেলডা ডেলামারশের জন্য সব বিক্রি করে দিয়ে তার যা কিছু আছে সব দিয়ে শহরতলির একটা ফ্ল্যাটে চলে যেতে চায় যাতে তার সমস্ত সময়টা নির্বিঘ্নে ডেলামারশে দিতে পারে। তাছাড়া ডেলামারশেও তাই চায়।'

'ওর চাকর-বাকরদের সব ছাঁটাই করে দিয়েছে?' কার্ল জানতে চাইল।

'ওরকমই কিছু হবে', রবিনসন বলল, 'চাকরবাকরদের জন্য কি ব্যবস্থা তুমি এখানে দেখলে? এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা অবশ্য চাকর-বাকররা আশা করে না। ব্রুনেলডার পুরনো বাড়িতে ডেলামারশে একটা চাকরকে লাথি মারতে মারতে একেবারে দরজার বাইরে বের করে দিয়েছিল। অন্য চাকররা অবশ্য লোকটার পক্ষ নিয়ে দরজার পাশে সারিসারি দাঁড়িয়েছিল। তারপর ডেলামারশে বেরিয়ে গেল (আমি

www.BanglaBook.org

তো তখন চাকর ছিলাম না, আমি একজন পারিবারিক বন্ধু ছিলাম, কিন্তু আমি চাকরদের সঙ্গেই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।) ডেলামারশে তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা কি চাস্?' ইলিডর নামে এক বৃদ্ধ চাকর বলল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের তো কোনো কথা নেই। মালকিন আমাদের নিয়োগ করেছেন'। আমি বুঝতে পারছি যে তুমি লক্ষ্য করতে পারছ যে ওরা ব্রুনেলডাকে কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কিন্তু ব্রুনেলডা ওদের পাত্তাই দিল না বরং দৌড়ে ওপরে ডেলামারশের কাছে চলে গেল—তখনো তো ও এত মোটা ছিল না—আর গিয়েই চাকরদের সামনেই তাকে জড়িয়ে চুমু খেতে খেতে বলল, 'প্রিয়তম ডেলামারশে'। তারপর সে বলল, 'তুমি এসব গাধাগুলোকে এক্ষুনি তাড়াও'। 'গাধা' কথাটা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল আর তাদের মুখচোখের অভিব্যক্তি যদি তুমি দেখতে। তারপর ব্রুনেলডা ডেলামারশের হাতটা টেনে নিয়ে তার কোমরবন্ধনীতে রাখা টাকার থলিতে নিয়ে গেল ; ডেলামারশে সেখানে থেকে টাকা তুলে নিয়ে চাকরদের পাওনা মেটাতে লাগল ; ব্রুনেলডা তার খোলা কোমরবন্ধনীতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথাও বলল না। ডেলামারশে বারবার টাকার থলিতে হাত দিচ্ছিল কারণ সে টাকা না গুণেই চাকরদের পাওনা-গণ্ডা না বুঝে কেবল দিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সে বলল, 'তোরা বলছিলি না তোদের আমার সঙ্গে কোনো লেনদেন নেই, তাহলে ব্রুনেলডার নামেই বলছি, এক্ষুণি বেরিয়ে যা সব'। এভাবেই তারা বাতিল হয়ে গেল। পরে অবশ্য ছোটখাটো আইনি জটিলতা দেখা দিল। ডেলামারশে একবার কোর্টেও গিয়েছিল। তারপর কি হল সেসব আমি জানি না।' শুধু ওরা চলে যাওয়ামাত্র ডেলামারশে ব্রুনেলডাকে বলল, 'তোমার তাহলে আর কোনো চাকর-বাকর রইল না।' ব্রুনেলডা বলল, 'কেন রবিনসন তো রয়েছে'। তখন ডেলামারশে আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে বলল, 'বেশ ভালো, এবার থেকে তুমিই আমাদের চাকর রইলে।' আর তারপর ব্রুনেলডা আমার গালে টোকা মেরে দিল। যদি তোমার কখনো এরকম সুযোগ হয়, রশম্যান, তোমার গালেও এরকম টোকা দেবে। তোমার অবাক লাগবে কি দারুণ অনুভূতি হয়'।

সমস্ত ব্যাপারটা যোগ করে কার্ল বলল, 'তুমি তাহলে এখন ডেলামারশের চাকর বনে গেছ?'

'রবিনসন কার্লের স্বরে সহানুভূতি টের পেয়ে উত্তর দিল, 'আমি চাকর হতে পারি, তখন খুব কমজনেই তো জানত। তুমি দেখছ তো তুমি নিজেই জান না, অথচ তুমি কতক্ষণ এখানে এসেছ। তুমি তো গতরাতে দেখেছিলে আমি কিরকম সেজেগুজে হোটেলে গিয়েছিলাম। অত সুন্দর পোশাক! চাকররা কি অত সুন্দর পোশাক পরে? একটাই সমস্যা যে এই জায়গাটা আমি ঘন ঘন ছেড়ে যেতে পারিনা, আমাকে ওদের কাছে থাকতে হয়, ফ্ল্যাটে কোনো না কোনো কাজ থাকে। এত কাজ একটা লোকের পক্ষে সামলানো বেশ কঠিন। ঘরের মধ্যে কত জিনিস রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, যেগুলো বিক্রি হচ্ছে না—সেগুলোর তো যত্ন নিতে হবে। এগুলো কাউকে দিয়ে দিলে হত কিন্তু

www.BanglaBook.org

ব্রুনেলডা কাউকে কিছু দিতে চায় না। আর ভাবতো, এতসব জিনিস সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তোলা কি কঠিন!'

'রবিনসন, সব কিছু কি তুমি উপরে নিয়ে আস?' কার্ল জানতে চাইল।

'তাহলে অন্য কে আছে এখানে?' রবিনসন জানাল, 'আমাকে সাহায্য করার জন্য আর একজন ছিল। কিন্তু সে ভারি কুঁড়ে', আমাকে একাই সব সামলাতে হত। নিচে ভ্যানগাড়ির পাশে ব্রুনেলডা দাঁড়াত, ডেলামারশে ওপরে দাঁড়িয়ে কোথায় কি রাখা হবে ঠিক করত আর আমি ওপর-নিচ করতাম। দু'দিন ধরে এসব চলত, দীর্ঘ সময়, তাই নয় কি? তোমার তো কোনো ধারণাই নেই, ঘরের মধ্যে কত জিনিস রয়েছে—সব ট্রাঙ্কগুলোই ভরতি, আর ট্রাঙ্কের পেছনে সমস্ত জায়গাটা ছাদ পর্যন্ত ঠাসা। যদি এসব সরানোর জন্য ওরা দু'একটা লোক ভাড়া করত, তাহলে সমস্যা মিটে যেত কিন্তু ব্রুনেলডা এ ব্যাপারে আমাকে ছাড়া কাউকেই বিশ্বাস করে না। এটা একধরনের তোষামোদ ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু ঐ দু'দিনেই আমার শরীর ভেঙে পড়ত—আর শরীরটুকু ছাড়া আমার আছে বা কি? এখন একটু কাজ করতে গেলেই আমার শরীরের এখানে-ওখানে ব্যথা করে। হোটেলের ছেলেগুলোকে দেখেছে কিরকম সব—লাফানো জ্যাক—কারণ ওরা ওরকমই—আমার যদি শরীর ঠিক থাকত ওরা কি আমার চেয়ে ভালো থাকত? তবে ভেঙে পড়লেও আমি ব্রুনেলডা বা ডেলামারশেকে একটি কথাও বলব না। আমি যতদিন পারি কাজ করে যাব, আর যখন কাজ করতে পারব না ; এই বলে সে কার্লের হাতায় হাত মুছল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল : 'কার্ল, শুধু জামা পরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ, শীত করছে না?'

'চালিয়ে যাও, রবিনসন', কার্ল বলল, 'তুমি সবসময় বাড়িয়ে বল। আমি বিশ্বাস করিনা তুমি যতটা বলছ ততটা অসুস্থ। তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখতে, কিন্তু সারাক্ষণ ব্যালকনিতে শুয়ে থাকতে থাকতে তুমি যত্তসব মিথ্যে কল্পনা কর। মাঝে মাঝে তোমার বুকে ব্যথা করে বটে, সে তো সবার হয়, আমারও হয়। যদি তোমার মতো প্রত্যেকেই অঝোরে কাঁদে, তাহলে ব্যালকনিতে অঝোরে কান্নার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না।'

কম্বলের কোণ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রবিনসন বলল, 'আমি ভালোভাবেই জানি কারণ যে ছাত্রটা পাশের ঘরে থাকে আর বাড়ির মালকিনের জন্য রান্না করে তাকে আমি ডিশগুলো একটু আগে ফেরৎ দিতে গেলাম। সে বলল : 'রবিনসন, তুমি বেশ অসুস্থ, তাই না? আমি এসব লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই না, তাই আমি থালাগুলো নামিয়ে রেখে চলে আসতে চাইলাম। সে ঘোজা আমার কাছে এসে বলল, 'শোনো, নিজেকে অবহেলা কোরনা, তুমি বেশ অসুস্থ'।

'ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করতে পারি?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'সেটা তোমার ব্যাপার', সে বলে দিয়ে চলে গেল। বাকি যারা টেবিলে বসেছিল তারা সবাই জোরে হাসছিল, ওরা সব আমাদের শত্রু। তাই আমার চলে আসা ছাড়া উপায় ছিল না।'

www.BanglaBook.org

'সেজন্য যারা তোমাকে বোকা বানায়, তাদের তুমি বিশ্বাস কর ; যারা তোমার ভালো চায় তাদের তুমি বিশ্বাস কর না।'

রাগে রবিনসন আবার কাঁদতে শুরু করে বলল : 'কিন্তু আমি তো জানি আমার কেমন লাগছে।'

'তুমি জান না সত্যি তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে ; ডেলামারশের চাকর না হয়ে তোমার একটা ভালো কাজের প্রয়োজন। যতটা তুমি বলেছ, যতটা আমি নিজে দেখেছি, এটাকে কাজ করা বলা চলে না, এটা দাসত্ব। কেউ এটা সহ্য করতে পারে না, এই জায়গাটাতে আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু যেহেতু তুমি ডেলামারশের বন্ধু তুমি তাকে ছেড়ে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারছ না। ওটা বোকামি। যদি তোমার এই জঘন্য জীবনযাপন না দেখতে পায়, তার কাছে তোমার বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়।'

'তাহলে, রশম্যান, তুমি ভাবছ এখানকার কাজ ছেড়ে দিলেই আমার শরীর ভালো থাকবে।'

'নিশ্চয়', কার্ল বলল।

'নিশ্চয়?' রবিনসন আবার জানতে চাইল।

'তাহলে আমার সোজাসুজি রোগ সেরে যাবে', কার্লের দিকে তাকিয়ে রবিনসন বলল।

'কিভাবে?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল।

রবিনসন উত্তর দিল, 'কারণ তুমি তো এবার থেকে আমার কাজটা করতে পারবে।'

'কে তোমাকে একথা বলেছে?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল।

'হায়, এটা তো পুরনো পরিকল্পনা। এটা অনেকদিন ধরেই আলোচিত হয়েছে। ঠিকমত ঘর পরিষ্কার রাখতে পারিনি বলে ক্রনেলডা যেদিন আমাকে বকেছিল সেদিনই ব্যাপারটা শুরু হয়। অবশ্য আমি কথা দিই, সব ঠিকঠাক রাখব। কিন্তু সেটাও বেশ কঠিন। কারণ, আমার শরীরের এই হাল, আমি ঘরের ভেতর আনাচ-কানাচ থেকে নোংরা বার করতে পারিনা, ঘরের মাঝখানে নড়াচড়া করা কঠিন, জিনিসপত্র ও আসবাবপত্রের পেছনে যাওয়া আরো কঠিন। আর ঘর পরিষ্কার রাখতে হলে আসবাবপত্র সব সরাতে হবে, সেসব আমি নিজে করব কি করে? আবার এসব কাজ এত নিঃশব্দে করতে হবে যে ক্রনেলডা যেন জেগে না ওঠে। আর সে তো ঘর ছেড়ে একবারও বেরোয় না। সেজন্য আমি কথা দিয়েছিলাম সব কিছু পরিচ্ছন্ন রাখব, কিন্তু আসলে পেরে উঠিনি।' এসব ক্রনেলডার নজরে পড়তেই সে বলল, 'রবিনসন একা পারবে না, ওর একজন সহকারী প্রয়োজন।' আমি এসব সহ্য করতে পারছি না, ডেলামারশে'। সে বলল, 'ডেলামারশে, তুমি আমাকে ঘর-সংসার ঠিকঠাক চলছে না বলে তিরস্কার করছ। আমি কোনো চাপ নিতে পারছি না, তুমি তা ভালোভাবেই জান।

www.BanglaBook.org

আর রবিনসন একা সামলাতে পারছে না। প্রথম প্রথম ও তরতাজা ছিল আর সবকিছু লক্ষ্য রাখত, এখন ও সবসময় ক্লান্ত আর বেশিরভাগ সময় এককোণে চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু আমাদের ঘরে এত জিনিসপত্র—এগুলোর গোছগাছ দরকার। সেজন্য ডেলামারশে বিবেচনা করতে শুরু করল কিভাবে এটার সমাধান করা যায়। আর আমাদের উপর সবার নজর সেজন্য যাকে তাকে তো এখানে নেওয়া যায় না এমনকি সাময়িকভাবে পরীক্ষা করবার জন্যও নয়। কিন্তু আমি তোমার ভালো বন্ধু ছিলাম আর রেনেলের কাছে শুনেছিলাম হোটেলে কি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়, আমিই তোমার নাম প্রস্তাব করলাম। ডেলামারশে তক্ষুনি রাজি হল যদিও তুমি তার সঙ্গে এত বাজে আচরণ করেছ। অবশ্য আমি খুব খুশি হলাম যে আমি তোমার কোনো কাজে লাগতে পেরেছি। একাজটার জন্যই মনে হয় তুমি জন্মেছ। তুমি কমবয়সী, শক্তিমান আর তৎপর আর আমি কারো কোনো কাজে লাগি না। তবে এটাও ঠিক কাজটা এখনও তোমার হয়নি। ক্রনেলডা যদি তোমাকে অপছন্দ করে তবে কথা শেষ। সেজন্য তাকে খুশি করার চেষ্টা কর, বাকিটা আমি দেখছি'।

কার্ল জানতে চাইল, 'যদি আমি কাজটা নিয়ে নিই, তুমি কি করবে?' কার্ল নিজেকে বেশ মুক্ত মনে করল। রবিনসনের প্রথম সতর্কীকরণ শুনে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। সুতরাং, ডেলামারশে তাকে কেবল চাকর বানাতে চাইছে, অন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই, তা' থ'কলে রবিনসনের চোখের জলের সঙ্গে তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে যেত। আর ব্যাপারটা যদি এত সাদামাটা হয় তো আজ রাত্রেই কার্ল পালাবার চেষ্টা করবে। কাউকে তো কোনো কাজ করতে বাধ্য করা যায় না। প্রথমে সে ভেবেছিল সে যেহেতু হোটেল থেকে বিতাড়িত, সে হয়তো ভদ্রসমাজে কোনো কাজ পাবে না, তাকে উপোসে মরতে হবে। এখন মনে হচ্ছে, অন্য যে কোনো কাজ এ কাজটার চেয়ে ভালো হবে। একাজটার কথা শুনে তার গা গুলিয়ে উঠছে। কিন্তু সে এটা রবিনসনের কাছে স্পষ্ট করে বলবে না কারণ রবিনসনের মনে একটাই চিন্তা, যেভাবে হোক্ তার কাঁধের বোঝা কার্লের উপর চাপানো।

রেলিং-এর উপর কনুই ভর দিয়ে, বেশ নিশ্চিন্তভাবে হাত দুলিয়ে রবিনসন বলল, 'শুরুটা এভাবে হোক। আমি সবকিছু বলে দেব আর আমাদের জিনিসপত্র কোথায় কি আছে সব জানিয়ে দেব। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা আছে আর আমি নিশ্চিত তোমার হাতের লেখাও ভালো। সুতরাং, আমাদের জিনিসপত্রের নিখুঁত হিসেব রাখতে পারবে। ক্রনেলডা এরকম একটা কাউকে খুঁজছে। আগামীকাল যদি আবহাওয়া ভালো থাকে আমরা ক্রনেলডাকে ব্যালকনিতে আসতে বলব যাতে আমরা ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা মেজাজে আর তার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কাজ করতে পারব। রশম্যান, ক্রনেলডার কোনো ব্যাঘাত ঘটানো চলবে না। ওর কান খুব খাড়া ; যেহেতু ও গায়িা, ওর কান বেশি সংবেদনশীল। ধর, তুমি একটা ব্রান্ডির পিপে সরাবে, ওটা সাধারণত ট্রাঙ্কের পেছনে থাকে, এটাতে শব্দ হবেই কারণ অনেক ধরণের জিনিসপত্র মেঝেতে পড়ে

www.BanglaBook.org

রয়েছে। সেজন্য এটাকে তুমি সোজা গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। ব্রুনেলডা, বলতে কি, শান্তভাবে সোফায় শুয়ে শুয়ে মাছি ধরছে—মাছিগুলো ওকে বড্ড জ্বালায় যে। ভাব—তোমার কাজের দিকে ওর নজর রয়েছে আর তুমি পিপেটা গড়িয়ে নিয়ে চলেছ। সে তখনো সোফায় শান্তভাবে শুয়ে। কিন্তু হঠাৎ, যখন তুমি একেবারেই আশা করোনি—আর যখন তুমি সবচেয়ে কম শব্দ করছ, সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে, সোফার দু'হাত দিয়ে দুমদাম আওয়াজ করবে যাতে ধুলোর মধ্যে দিয়ে তুমি তাকে দেখতে না পাও। আমি কখনো দেখতে পাইনি কারণ তাকে তো সবসময় শুয়ে থাকতে দেখেছি, তারপর সে ভয়ংকরভাবে হুংকার দিতে থাকে, ঠিক পুরুষমানুষের মতো, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গর্জন চলতে থাকে প্রতিবেশীরা তাকে গাইতে বারণ করেছে, কিন্তু কেউতো আর হুংকার দিতে বারণ করেনি। তাকে হুংকার দিতেই হবে। যদিও এটা এখন কমই ঘটে, কারণ এখন ডেলামারশে ও আমি দু'জনেই এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে গেছি। এটা তারপক্ষেও খারাপ ছিল। একবার সে মূর্চ্ছা গেল—ডেলামারশে তখন বাইরে আর আমি পাশের বাড়ির সেই ছাত্রটিকে ডেকে নিয়ে এলাম সে একটা বড় বোতল থেকে কিছুটা তরল তার গায়ে ছিটিয়ে দিল। তাতে তার মঙ্গল হল ঠিকই, কিন্তু তরলটার দুর্গন্ধ সহ্য করা যাচ্ছিল না। সোফার কাছে গেলে তুমি এখনো গন্ধ পাবে। ছাত্রটি আমাদের শত্রু ঠিকই—আর সবার মতো—তুমিও এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে, ওদের সঙ্গে একেবারে মিশবে না।'

'কিন্তু আমি বলছি, রবিনসন', কার্ল মন্তব্য করল, 'এটা একটা বিশাল পরিকল্পনা। সত্যিই তুমি আমার জন্য ভালো একটা কাজ দেখেছ।'

'তুমি দুশ্চিন্তা কোরনা', রবিনসন চোখ বন্ধ করে বলল, আর এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল যেন তাতে কার্লের সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝরে পড়ে যায়, 'এই কাজটার কতগুলো সুবিধে আছে যেগুলো তুমি কোথাও পাবে না। তুমি ব্রুনেলডার মতো এক ভদ্রমহিলাকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করতে পারছ ; এ থেকে কতটা আনন্দ তুমি পেতে পারবে। এখানে অনেক টাকা আছে, তুমি ভালো বেতন পাবে। আমি তো কোনো মজুরি পাইনি ; যেহেতু আমি ডেলামারশের বন্ধু, যদিও আমি বাইরে গেলেই প্রত্যেকবার ব্রুনেলডা কিছু না কিছু আমার হাতে দিত। কিন্তু তোমাকে তো চাকরের বেতনই দেওয়া হবে। তুমি তো-তাই-ই। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আমি তোমার কাজটা আরো সহজ করে দেব। অবশ্য নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য আমি প্রথমে কিছুতে হাত লাগাব না, পরে আমি যখন সুস্থ হয়ে উঠব আমি তোমাকে সাহায্য করব। যাইহোক্ না কেন, ব্রুনেলডার সব কাজ আমি নিজে হাতে করব—ওর জন্য অপেক্ষা করা, ওর চুল বেঁধে দেওয়া, বলতে কি ওকে পোশাক পরতে সাহায্য করা—যে কাজটা মোটামুটি ডেলামারশে পারে না। তুমি ঘর পরিষ্কার রাখার কথা ভাববে, আমাদের প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেবে আর বাড়ির ভারি কাজগুলো করবে।'

'না, রবিনসন', কার্ল বলল, 'এসব কাজ আমাকে মোটেও টানছে না।' কার্লের

www.BanglaBook.org

মুখের কাছে মাথা নামিয়ে রবিনসন বলল : 'বোকামি কোরনা রশম্যান,—এই সুবর্ণ সুযোগ হারিও না। এত তাড়াতাড়ি তুমি কোথায় কাজ পাবে? কে তোমাকে চেনে? কোন্ ধরনের লোকেরা তোমাকে চেনে? আমরা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক অভিজ্ঞ ও প্রযুক্তিগত কাজে দক্ষ লোক সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছি। এটা সহজ তো নয়ই, বরং মারাত্মকভাবে কঠিন।

কার্ল মাথা নাড়ল, ভাবল রবিনসনও এত সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ভাবে কথা বলতে পারে। যদিও সব যুক্তিগুলো তার দিক থেকেই সত্য, কিন্তু সে এখানে থাকবে না। এতবড় শহরে তার জন্য নিশ্চয় কোনো জায়গা থাকবে। সারা রাত, সে জানত, সব হোটেলগুলোতে মজা হয়। অতিথিরা কাজ চায়। আর তার তো এসব কাজ কিছু কিছু জানা আছে। সে কোথাও না কোথাও বিনা বাধায় ঠিক ঢুকে পড়বে। রাস্তার ওপারে ছোট একটা রেঁস্তরা আছে, সেখান থেকে সংগীতের সুর ভেসে আসছে। প্রধান ফটক কেবলমাত্র একটা হলুদ পর্দায় ঢাকা। ওটা বাতাসের ধাক্কায় ফুলে ফুলে উঠে রাস্তায় চলে আসছিল। নয়তো রাস্তায় সবকিছু সুনসান আর শান্ত। বেশিরভাগ ব্যালকনিতে অন্ধকার ; কেবল অনেক দূরে-দূরে একটা-আধটা আলো মিট্‌মিট্ করছে। কিন্তু আলোর উপর চোখ রাখতে গেলেই দেখা যাচ্ছে আলোর পেছনের লোকেরা ঘরে ঢুকে পড়ছে। আর সবশেষে যে যাচ্ছে সে এক ঝলক রাস্তার দিকে তাকিয়ে সুইচ বন্ধ করে দিচ্ছে।

'রাত হয়েছে বেশ', কার্ল মনে মনে ভাবল, 'যদি আমি আর এখানে থাকি আমি ওদেরই কেউ হয়ে যাব। সে ব্যালকনির পর্দা টানার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। পর্দা আর কার্লের মাঝে দাঁড়িয়ে রবিনসন বলল, 'তুমি কি করছ?'

'আমি চলে যাচ্ছি', কার্ল বলল, 'আমাকে যেতে দাও'। 'কিন্তু তুমি ওর বিঘ্ন ঘটাতে পার না', রবিনসন চিৎকার করে বলল, 'তুমি কি ভাবছ, হ্যাঁ?' এই বলে সে তার হাত দিয়ে কার্লের গলা জড়িয়ে ধরে, তার উপর শরীরের সব ভার দিয়ে দিল। তারপর তার পা দিয়ে কার্লের পা জড়িয়ে দিল যাতে করে সে তাকে এক ধাক্কায় মেঝেতে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু লিফ্‌টবয়দের সঙ্গে থেকে কার্লও তো কিছুটা যুদ্ধ শিখেছে। সে তার মুঠো দিয়ে রবিনসনের চিবুকের কাছে নিয়ে গেল, তবে সব শক্তি প্রয়োগ করল না। সে চেষ্টা করল যাতে রবিনসনকে কোনো আঘাত না লাগে। রবিনসন তার হাঁটু দিয়ে দ্রুত ও সোজাসুজি তার পেটে আঘাত করল তারপর নিজের দুহাত দিয়ে চিবুক মুছতে লাগল। তারপর এখন জোরে চিৎকার করতে লাগল যে পাশের ব্যালকনি থেকে হাততালি দিয়ে একজন চিৎকার করতে লাগল : 'চুপ!' রবিনসনের বিচ্ছিরি মারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কার্ল কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। সে কেবল তার মাথাটা ঘোরাল, সে দেখল যে পর্দাটা এখনও ভারি হয়ে ঝুলছে আর ঘরের মধ্যে কেবল অন্ধকার। মনে হল যেন ঘরের মধ্যে কেউ নেই। যেন ডেলামারশে ব্রুনেলডাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে। সেজন্য, তার পথ পরিষ্কার। রবিনসন যেন কর্তব্যবিচ্ছিন্ন প্রহরী কুকুর।

www.BanglaBook.org

তারপর রাস্তার ওপারে কোণ থেকে বাদ্যবাজনার বিভিন্নরকম শব্দ ভেসে আসতে লাগল। জনতার মধ্যেকার ব্যক্তিগত চিৎকার সার্বজনীন গর্জনের রূপ ধারণ করল। কার্ল আবার মাথা ঘুরিয়ে দেখল যে সমস্ত ব্যালকনিগুলোতে জীবন ফিরে আসছে। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না তাই তাকে রেলিং-এর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হল। নিচে ফুটপাথে যুবকেরা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল ; তাদের হাত মেলে টুপি নাড়াচ্ছিল আর পরস্পরের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করছিল। রাস্তার মাঝখানটা তখনো ফাঁকা। কেউ কেউ লাঠির ডগায় হলুদ ধোঁওয়া ভরতি লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছিল। পদ অনুযায়ী বাজনদার আর বাঁশিওয়ালারা এমন মিছিল করে আলোয় আসছিল যে কার্ল চমকে গেল। ঠিক সেইসময় সে তার পেছনে শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল আর দেখল ডেলামারশে ভারি পর্দাটা তুলে ধরেছে আর ব্রুনেলডা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। তার পরনে লাল গাউন, কাঁধে লেস দিয়ে বোনা রুমাল বাঁধা, চুলে গাঢ় রং-এর হুড লাগানো—ওটা মনে হয় তাড়াতাড়ি পরা হয়েছে তাই ঠিকভাবে লাগানো হয়নি কারণ ঢিলে কোণগুলো এদিক ওদিক ঝুলে পড়েছে। তার হাতে একটা ছোট পাখা ধরা—যেটা সে ব্যবহারের জন্য খোলেনি—ওটা তার হাতে চেপে ধরা ছিল।

তাদের দু'জনকে জায়গা করে দেবার জন্য কার্ল রেলিং-এর দিকে একপাশে সরে এল। কেউ তাকে এখানে থাকার জন্য জোর করতে পারে না। যদিও ডেলামারশে চেষ্টাও করে ব্রুনেলডাকে বললে ব্রুনেলডা নিশ্চয় তাকে যেতে দেবেন। তাছাড়া উনি তো কার্লকে সহ্য করতে পারেন না। ওর চোখগুলো দেখলেই তার আতঙ্ক হয়। তবু সে দরজার দিকে এক পা বাড়াল। ব্রুনেলডা এটা লক্ষ্য করল আর জিজ্ঞাসা করল : 'কোথায় যাচ্ছ, বাছা?' ডেলামারশের তীব্র দৃষ্টি তাকে গিলতে লাগল। ব্রুনেলডা তাকে কাছে টেনে নিয়ে আর রেলিং-এর দিকে একটু ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল : 'তুমি কি নিচের মিছিল দেখবে না? তুমি জান মিছিলটা কিসের জন্য বেরিয়েছে?' কার্ল প্রশ্নটা তার পেছন থেকে শুনল। সে বেশ জোরালো কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা করল যাতে ব্রুনেলডার খপ্পর থেকে পালানো যায়। সে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে রাস্তার দিকে তাকাল যেন তার দুঃখের কারণ রাস্তায় রয়েছে।

কিছুক্ষণের জন্য ডেলামারশে ব্রুনেলডাকে দু'হাত আড়াআড়ি করে ধরেছিল। এবার সে দৌড়ে ঘরে গিয়ে অপেরাগ্লাস নিয়ে এল। ব্যান্ডদলের মিছিলের প্রধান অংশ এখন দেখা যাচ্ছে। একজন বিশাল চেহারার লোকের কাঁধে এক ভদ্রলোক বসেছিল যাকে এত উঁচু থেকেও ঠিকমত দেখা যাচ্ছিল না। তার মাথায় ছিল একটা ন্যাড়া মুকুট আর উপরে সে একটু উঁচু টুপি সবাইকে অভিবাদন জানানোর জন্য উপরে তুলেছিল। তার চারপাশে সকলের গায়েই বড় বড় কাঠের ঘোষণাপত্র ঝোলানো ছিল। অবশ্য ব্যালকনি থেকে সেগুলোকে সাদাই মনে হচ্ছিল। ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দুর লোকটি সম্পর্কে নিরাপত্তার বেষ্টনী তৈরি করা আর সেদিকে সকলেই ঝুঁকে

www.BanglaBook.org

পড়েছিল। কিন্তু যেহেতু ঘোষণাপত্রগুলো খুলে যাচ্ছিল আর সেগুলো সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। ঘোষণাপত্রের গোলাকার পরিস্থিতির বাইরে, হালকা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছিল না। সমস্ত রাস্তাটা, যদিও এর দৈর্ঘ্যের তুচ্ছতম অংশটি, ভদ্রলোকের সমর্থকে পূর্ণ ছিল। তারা ছন্দোময় হাততালি দিতে দিতে একটা ছোট কিন্তু দুর্বোধ্য নাম বারবার সুর করে বলছিল। ব্যক্তি সমর্থকেরা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আর তাদের হাতে বেশ ক্ষমতাশালী মোটরগাড়ির বাতি ছিল যেগুলো রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোকে আলোকিত করছিল। কার্ল এত উঁচু ব্যালকনিতে ছিল যে আলোর তীব্রতা অতটা অসহ্য লাগছিল না। কিন্তু যারা নিচের ব্যালকনিতে ছিল তাদের চোখে আলো পড়তেই তারা হাত দিয়ে চোখে চাপা দিচ্ছিল।

ব্রুনেলডা অনুরোধ করতেই ডেলামারশে পাশের ব্যালকনির লোকজনদের কাছে মিছিলের মানে জানতে চাইল। কার্লের বেশ কৌতূহল হল প্রতিবেশীরা ডেলামারশের প্রশ্নের আদৌ কোনো উত্তর দেয় কিনা, উত্তর দিলেই বা তারা কি বলে। সত্যিই তাই। উত্তর পেতে ডেলামারশেকে একই প্রশ্ন তিনবার করতে হল। সে রেলিং-এর উপর বেশ রেগেমেগে ঝুঁকে পড়ল আর প্রতিবেশীদের প্রতি রাগে ও উত্তেজনায় পা ঠুকতে লাগল কারণ কার্ল তার হাঁটু নড়ার শব্দ অনুভব করতে লাগল। অবশেষে কোনো একটা উত্তর পাওয়া গেল। ওপারের ব্যালকনির প্রত্যেক—ব্যালকনিটা ভরতিই ছিল—জোরে জোরে হেসে উঠল। এতে ডেলামারশে এত জোরে হুংকার দিয়ে উঠল যে যদি সে সময় রাস্তায় লোকে ঠাসা হয়ে থাকত তাদের কানে তালা ধরে যেত আর তারা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেত। যাই হোক্ না কেন, এর ফলে হাসিটা হঠাৎ থেমে গেল।

ডেলামারশে ব্রুনেলডার কাছে ধীরে ধীরে ফিরে এল আর বেশ শান্তভাবে বলল, 'আগামীকাল জেলা বিচারকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আর যাকে ওরা চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে চলেছে, ও একজন পদপ্রার্থী।' ব্রুনেলডার কাঁধে আদর করে সে বলল : 'ওঃ! পৃথিবীতে কি ঘটছে আমরা জানতেই পারছি না।'

প্রতিবেশীদের আচরণ মনে করে ব্রুনেলডা বলল, 'ডেলামারশে, এরকম চেষ্টা না করলে আমি বাইরে আসতে পারতাম না, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি আর এটা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারছি না।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে অস্থির ও অন্যমনস্কভাবে কার্লের জামার হাতার উপর হাত বোলাতে লাগল ; যতটা হালকাভাবে সম্ভব কার্ল তার হাতটা বারবার সরাতে লাগল। এটা তার পক্ষে সম্ভব হল কারণ ব্রুনেলডার মন ওদিকে ছিল না। তার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কার্ল তার কাঁধের উপর চাপ অনুভব করল। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সবকিছু ভুলে গেল। রাস্তার মিছিল তাকে ভীষণভাবে টানছিল। অঙ্গভঙ্গী করতে করতে যে দলটা প্রতিনিধির সামনে এগোচ্ছিল, তাদের কথাবার্তায় মনে হয় বেশ গুরুত্ব ছিল। এই কর্তৃত্বপ্রধান দলের একজন সদস্য হাত তুলে জনতা ও প্রতিনিধি সবার দিকেই কি একটা ইঙ্গিত করল। জনতা নীরব হয়ে গেল আর প্রতিনিধি অনেকবার সোজা হয়ে

www.BanglaBook.org

দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন আবার তার যাজকদের কাঁধের উপর পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এবার ছোট একটা বক্তব্য রাখছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার উঁচু টুপিটা বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাচ্ছিলেন। তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কারণ তার বক্তৃতার সময় সমস্ত মোটরবাতি তার উপরেই ফেলা ছিল। তিনি যেন উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রবিন্দুতে।

এবার যে কেউ বুঝতে পারবে কেন পুরো রাস্তার ঘটনাটার উপর লোকের এত প্রবল আগ্রহ। ব্যালকনিতে যেখানে তার সমর্থকরা ভিড় করেছিল, লোকেরা তার নামগান করছিল, রেলিং-এর বাইরে হাত বাড়িয়ে বেশ যান্ত্রিক শৃঙ্খলাতে তারা হাততালি দিচ্ছিল। উল্টোদিকের ব্যালকনিতে যেখানে আরো বেশি লোক ছিল, বিকট উল্লাস শোনা যাচ্ছিল, সেটা ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, এলোমেলো কারণ ওটাতে বিরোধী প্রতিনিধিদের দল চেঁচাচ্ছিল। বিরোধীরা একযোগে বিড়াল ডাকতে লাগল, এমন কি তারা মাইক বাজাতে শুরু করল। যত রাত বাড়ছিল, ব্যালকনিতে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক তত বাড়ছিল। বেশির ভাগ লোকের পরনে রাতের পোশাক, কেউ কেউ তার উপর ওভারকোট চাপিয়ে এনেছে, মেয়েরা গাঢ় রং-এর পোশাক পরেছিল। বাচ্চাগুলোর দিকে কারো নজর না থাকায় তারা বিপজ্জনক রেলিং বেয়ে উঠতে যাচ্ছিল আর তারা অন্ধকার ঘরে যেখানে ঘুমোচ্ছিল সেখান থেকে দলে দলে বাইরে আসতে লাগল। এখানে-ওখানে বিরোধীরা তাদের শত্রুদের উদ্দেশ্য করে এটা-ওটা ছুঁড়ছিল ; মাঝে মাঝে তাদের লক্ষ্য পূরণ হচ্ছিল, কিন্তু বেশির ভাগই রাস্তায় মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল। এতে অবশ্য রণহুংকার বাড়ছিল। যখন মিছিলের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু নেতার পক্ষে গোলমালটা অতিরিক্ত মনে হল, তখন বাজনদার ও বাঁশিওয়ালাদের এগিয়ে আসতে আদেশ দেওয়া হল—আর তাদের ড্রামের শব্দ, বাঁশির চড়া সুর যতটা জোরে সম্ভব বেজে উঠল আর তাতে অন্যান্য মানুষী কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। শব্দব্রহ্ম বাড়ির ওপরতলা পর্যন্ত ছুঁয়ে ফেলল। তারপর হঠাৎই—কেউ কিছু বুঝবার আগেই তারা থেমে গেল যাতে করে দলের ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনতা সামান্যতম নীরবতার সুযোগ নিয়ে তাদের দলের গান গাইতে লাগল—মোটরবাতির আলোয় দেখা, তাদের সকলেরই মুখ খোলা—যতক্ষণ না ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিরোধীরা দশগুন জোরে, জানালা দিয়েও চিৎকার করতে শুরু করল আর নিচের দল তাদের সাময়িক জয়ের পর সম্পূর্ণ নীরবতায় ডুবে গেল। উঁচু থেকে এর বেশি বোঝা কার্লের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ব্রুনেলডা মোড় নিয়ে,তারপর সাঁ করে কার্লের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার অপেরা গ্লাস দিয়ে যত পারে দেখছিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'কেমন লাগল, বাছা?' কার্ল কেবল মাথা নেড়ে এর উত্তর দিল। সে চোখের এক কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল রবিনসন শশব্যস্ত হয়ে ডেলামারশেকে কিসব বলে চলেছে, নিশ্চয় কার্লের উদ্দেশ্য জানাচ্ছে, কিন্তু ডেলামারশে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে হল না কারণ সে এক হাতে ব্রুনেলডাকে জড়িয়ে অন্য হাতে রবিনসনকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

'তুমি কি অপেরাগ্লাস দিয়ে দেখবে?' কার্লের বুকে টোকা মেরে ব্রুনেলডা তাকে কি বলছেন তা জানতে চাইল।

'আমি ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি', কার্ল বলল।

'চেষ্টা কর, আরো ভালো দেখতে পাবে'।

'আমার চোখ ভালো আছে', কার্ল উত্তর দিল, 'আমি সবকিছুই দেখতে পাই'। তিনি যখন অপেরাগ্লাসটাকে চোখের সামনে এনে তাকে বলছিলেন, 'এই যে।' তখন তার এটাকে দয়া না মনে হয়ে বিরক্তি লাগছিল। আর তার কথায় সুর ছিল ঠিকই কিন্তু শাসনও ছিল। এখন গ্লাসটা তার চোখের সামনে আনতেই সে আর কিছু দেখতে পেল না।

'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না', সে বলল। সে গ্লাস থেকে চোখ ফেরাতে চাইল কিন্তু ব্রুনেলডা জোর করে ধরে রাখলেন। আর কার্লের মাথাটা তার বুকে চেপে গেল। সে ওদিক-এদিক কোনোদিকেই নড়াচড়া করতে পারল না।

স্ক্রুটা ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'এবার দেখতে পাচ্ছ তো?'

'না, এখন আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা', কার্ল বলল আর বুঝল সে নিজে না চাইলেও সে কিন্তু রবিনসনকে মুক্তি দিয়ে ফেলেছে আর এখন ব্রুনেলডার অসহ্য পাগলামির বোঝা তার কাঁধের উপর পড়েছে।

'কখন তবে তুমি দেখতে পাবে শুনি?' তিনি বললেন আর স্ক্রুটা ঘোরালেন। কার্লের মুখের উপর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। 'এখন?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, না, না!' কার্ল চিৎকার করল যদিও সে এখন অস্পষ্টভাবে কয়েকটা জিনিসকে আলাদা আলাদা দেখতে পাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ব্রুনেলডা ডেলামারশেকে কি একটা বলবেন বলে চিন্তা করছিলেন। সেজন্য তিনি কার্লের মুখের উপর হালকাভাবে গ্লাসটা ধরেছিলেন। তারপর অবশ্য তিনি আর জোর করেন নি, গ্লাসদুটো উনি নিজের আনন্দের জন্যই ব্যবহার করছিলেন।

নিচের রেঁস্তরা থেকে একটা চাকর বেরিয়ে এল আর দরজা দিয়ে একবার বেরিয়ে আবার ঢুকে বেরিয়ে এসে নেতাদের অর্ডার নিল। সে গোড়ালির উপর ভর দিয়েছিল যাতে করে ভেতরটা ঠিকমত দেখতে পায়, যতজন কর্মীদের পারে তাদের করতে পারে। এই যে এক প্রস্থ পানীয় বিরতি এর পদপ্রার্থী কিন্তু কথা বলা থামায় নি। যে দৈত্যাকার লোকটি তাকে বইবার জন্য নিযুক্ত, প্রতিটি বাক্য বলার পর সে ঘুরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল যাতে নেতার সব কথা সবার কানে পৌঁছয়। পদপ্রার্থী ভদ্রলোক সবসময় যেন কেমন গুটিসুটি মেরে বসেছিলেন আর পেছন দিকে হাত আর অন্যদিকে উঁচু টুপিটা নাড়ছিলেন যাতে করে প্রতিটি শব্দের উপর যেন জোর দেওয়া হয়। কিন্তু মাঝেমাঝেই তার বক্তৃতা যেন তার কাছেই ভার মনে হচ্ছিল। তিনি দু'হাত মেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তো এখন বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন না, তিনি এখন সমগ্র জনতাকে সম্বোধন করছিলেন, তিনি সবচেয়ে উঁচু বাড়িগুলোর

www.BanglaBook.org

বাসিন্দাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন। তবুও এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সবচেয়ে নিচের তলার একটা লোকও তার কথায় কান দিচ্ছিল না। বস্তুত যদিও বা তারা শুনতে পাচ্ছিল, কেউ তা'রা তার কথা শুনতে চায়নি। কারণ প্রতিটি জানালায় আর প্রতিটি ব্যালকনিতে একজন উচ্চকণ্ঠী বক্তা ছিল। ইতিমধ্যে অনেক চাকর-বাকর মিলে একটা বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো আকারের টেবিলে কানায় কানায় ভরতি গ্লাস নিয়ে আসছিল। নেতারা এমনভাবে পানীয় বিতরণ করছিল যাতে করে রেঁস্তরার পাশে যেন একটা কুচকাওয়াজের মিছিল তৈরি হয়ে গেল। যদিও টেবিলে গেলাসগুলো আবার ভরতি হয়ে গেল, সেগুলো জনতার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পানশালার দু'জন কর্মী রিলে দৌড়ের মতো করে জনতার ভেতরে দু'দিক থেকে পানীয় যোগান দিয়ে যাচ্ছিল। পদপ্রার্থীকেও তা'র বক্তৃতা থামিয়ে শক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। তার বাহক তাকে ধীরে ধীরে পেছনে-সামনে কত তীব্র আলো ও জনতার থেকে একটু দূরে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল আর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সমর্থক তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল আর মন্তব্য করে যাচ্ছিল।

ব্রুনেলডা বললেন, 'ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, দেখতে দেখতে ও কোথায় আছে সেটা বোধহয় ভুলেই গেছে। তারপর তিনি কার্লকে অবাক করে দিয়ে তার মুখটা তার দু'হাত দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন যাতে করে তার দু'চোখ কার্লের উপর মেলে ধরতে পারেন। কিন্তু এক মিনিট মাত্র স্থায়ী হল কারণ কার্ল তার দু'হাত এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে দিল যাতে সে বিরক্ত এটা বোঝানো যায়। আর সে এটাও বোঝাতে চাইল যে তারা নিশ্চয় তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে আর সে সোজা নিচে যেতে চায় যেখান থেকে সবকিছু ভালো করে দেখা যায়। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রুনেলডার খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল আর বলল : 'অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দিন।'

রাস্তা থেকে চোখ না ফিরিয়ে, কেবল হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডেলামারশে বলল : 'তুমি এখানেই থাকবে।'

ডেলামারশের হাত সরিয়ে ব্রুনেলডা বললেন, 'ওকে একা থাকতে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর ব্রুনেলডা কার্লকে রেলিং-এর সঙ্গে চেপে ধরলেন যাতে তার হাত ফসকে কার্ল যদি বেরোতে চায় তাকে যেন অনেক লড়াই করতে হয়। আর যদি সে চেষ্টাও করে তাতে তার কি লাভ। ডেলামারশে তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে, রবিনসন তাকে পাশ কাটিয়ে সোজা তার ডান দিকে। এই মুহূর্তে সে বন্দী।

'ভাগ্য ভালো যে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি', ব্রুনেলডার যে হাত কার্লকে ধরে সেই হাতে পাক দিয়ে কার্লকে জড়িয়ে ধরে রবিনসন বলল।

'ছুঁড়ে দেবে?' ডেলামারশে বলল, 'এক পালানো চোরকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় না। ওকে পুলিশে দাও। আর চুপ করে না থাকলে আগামীকাল সকালে ওর এমনটাই জুটবে।'

www.BanglaBook.org

সেই মুহূর্ত থেকে নিচে কি ঘটছে এ নিয়ে কার্লের আর কোনো আগ্রহ রইল না। আর তা' করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ ব্রুনেলডা তাকে জোরে চেপে ধরেছিলেন আর সে কোনোভাবেই সোজা হতে পারছিল না। সে নিচু হয়ে হয়ে রেলিং-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে ছিল। নিজের কষ্টে সে এত যন্ত্রণা পাচ্ছিল যে সে অন্যমনস্কভাবে নিচের দিকে তাকাল। প্রায় জনাকুড়ি লোকের একটা মিছিল টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাসগুলো ধরে নিয়ে, মুখ ফিরিয়ে, আবার শক্তি অর্জন করেছেন এমন পদপ্রার্থীর দিকে লক্ষ্য রেখে দলের শ্লোগান দিতে লাগল, গেলাস খালি করল ; আর সশব্দে গেলাসগুলো টেবিলের উপর রাখল (অবশ্য সে শব্দ এত উঁচুতে পৌঁছল না।) যাতে করে পরবর্তী কোলাহলপূর্ণ আর অধৈর্য্য জনতা পানীয় পেতে পারে। দলীয় নেতাদের নির্দেশে পেতলের ব্যাণ্ডপার্টির লোকেরা যারা রেঁস্তরাতে বাজাচ্ছিল তারা বাইরে রাস্তায় এল। অন্ধকারে ঢাকা জনতার মাঝখানে তাদের উচ্চনাদের যন্ত্রগুলো চক্ চক্ করতে লাগল। কিন্তু কোলাহল-চিৎকারে তাদের সংগীত মূর্চ্ছনা ডুবে গেল। রাস্তাটা, বিশেষ করে রেঁস্তরার দিকের রাস্তাটা পুরো লোকজন ভরতি ছিল। পাহাড়ের ওপর দিকে যেদিক দিয়ে কাল কার্লের ট্যাক্সিটা সকালে পৌঁছেছিল, জনতা সেদিক দিয়েই নামছিল। তারা নিচু পুলের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছিল। আবার পাশাপাশি বাড়ির লোকজন এতে অংশগ্রহণ না করে পারেনি। ব্যালকনি আর জানালাগুলোতে কেবল মেয়েদের আর বাচ্চাদের ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। কারণ পুরুষেরা সব নিচে নেমে দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে সংগীত ও পানীয়ের প্রভাব স্পষ্ট ; সমাবেশ বেশ বড় সড় ; মূল আলোর দু'পাশে একজন নেতা ইশারা করতেই ব্যাণ্ড বাজানো বন্ধ হয়ে গেল আর জোরে বাঁশি বাজানো হল। সঙ্গে সঙ্গে পদপ্রার্থীর বাহক দ্রুত পেছন দিকে ফিরে সমর্থকদের তৈরি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

পদপ্রার্থী রেঁস্তরার দরজায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই বড় বাড়ির নিচে আরো প্রবল বেগে বক্তৃতা শুরু করলেন ; তার বক্তব্য এখন তাকে ঘিরে সারা সরু বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অবস্থা আগের মতো স্বস্তিদায়ক নয়। তার দৈত্যাকার বাহক এত ভিড়ের মধ্যে তাকে নিয়ে নড়াচড়া করতে পারছিল না। তার প্রধান সমর্থকরা যারা এতক্ষণ তার বক্তব্য যাতে বহুজনের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে তার চেষ্টা করেছেন, এখন তারা কষ্ট করেও আর তার কাছে পৌঁছতে পারছে না। কেবল কুড়িজন মতো সমর্থক কোনোমতে প্রার্থীর বাহকের কাছাকাছি পা রাখতে পেরেছেন। আর তার বাহক এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ইচ্ছামত একটি পাও ফেলতে পারছে না আর যেদিকে খুশি মুখ ফিরিয়ে নাটকীয়ভাবে এগোন বা পিছোন—এসব কোনো প্রশ্নই আসেনা। জনতা পরিকল্পনাহীনভাবে এগোচ্ছিল, পিছোচ্ছিল। প্রত্যেককেই তার পাশের জন ঠেলে দিচ্ছিল। কেউ যেন তার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল না। বিরোধীদল সম্ভবত নতুন নামের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। বাহন রেঁস্তরার দরজা থেকে একটু উঁচু জনতার মাঝখানে এদিক ওদিক দুলছিল ; মনে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে কোনো

www.BanglaBook.org

পায়নি। প্রার্থী তখনো বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছিলেন। তবে এটা স্পষ্ট নয় যে তিনি কোনো কথা বলছেন না সাহায্যের জন্য চিৎকার করছেন। কার্লের যদি ভুল না হয়, একজন বিরোধী প্রার্থী এসে দাঁড়ালেন কিংবা অনেকজন বিরোধী এখানে-ওখানে। যখন হঠাৎ আলো পড়ল, কিছুজনের চেহারা ফুটে উঠল ; মুষ্টিবদ্ধ হাত আর সাদা মুখে পদপ্রার্থী জনতার মাথার উপরে মুখ উঁচিয়ে জনতার হর্ষধ্বনির সঙ্গে বক্তৃতা দিয়েই চলেছেন।

তার সঙ্গীদের দমবন্ধ করা উত্তেজনায় কার্ল মুখ ফেরাল আর জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি হচ্ছে?'

'ছেলেটা কিরকম উত্তেজিত দেখেছে?' ব্রুনেলডা ডেলামারশেকে বললেন আর হাত দিয়ে কার্লের চিবুক তার দিকে টেনে নিলেন। কিন্তু কার্ল তো এটা চায় না। রাস্তার দৃশ্যাবলী তাকে এত টানছিল যে সে সজোরে ঝাঁকুনি দিল। ব্রুনেলডা তাকে যেতে দিয়ে যেন তার দায়িত্ব তার উপরই ছেড়ে দিলেন। 'অনেক দেখেছ', কার্লের আচরণে ক্ষুব্ধ ব্রুনেলডা বললেন, 'ঘরের মধ্যে যাও, বিছানা কর, রাতের সবকিছু তৈরি কর'। এই বলে উনি ঘরের দিকে ইশারা করলেন। গত কয়েকঘণ্টা ধরে কার্ল তো ওখানেই যেতে চেয়েছিল। তাই সে কোনো বাধা দিলনা। তারপর রাস্তা থেকে গেলাস ভাঙার শব্দ আসতে লাগল। কার্ল নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে রেলিং-এর উপর দিয়ে রাস্তার দিকে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করল। বিরোধীপক্ষ এক শক্তিশালী বিশাল দলকে সঙ্গে এনেছে; মূল সমর্থকের উপর মোটরবাতিগুলো বেশ উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত আর তাদের মিছিল বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ যাতে করে পূর্বকথিত প্রার্থীর বাহক এখন রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় ডুবে গেছে ; প্রায় অন্ধকার অবস্থায় তারা হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। প্রার্থী যে কোথায় আছে কেউ ঠাহর করতে পারছে না আর অন্ধকারের ঘোর আরো বেড়ে গেছে যখন পুলের দিক থেকে এগিয়ে আসা জনতার সমবেত চিৎকার বেড়ে চলেছে।

'তোমাকে কি করতে হবে আমি কি তা' বলিনি?' ব্রুনেলডা বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর, আমি ক্লান্ত' আর তার দুহাতে এমনভাবে মোচড় দিল যাতে তার বুক আরো আয়ত ও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ডেলামারশে তখনো তাকে জড়িয়েছিল। সে তাকে ব্যালকনির এক কোণে সরিয়ে নিল। বারান্দায় পড়ে থাকা খাবারের টুকরোগুলো সরিয়ে দিয়ে রবিনসন তাদের পিছু নিল।

এরকম একটা সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হাতছাড়া করা উচিত নয়। এখন নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় নয়। একবার নিচে নামতে পারলে পুরো ঘটনা দেখার অনেক সময় সে পাবে। উপরের চেয়ে ভালোভাবে। অস্পষ্ট লাল আলোর ভেতর দিয়ে সে দু'লাফে ঘর পার হল। কিন্তু ঘর তালাবদ্ধ। চাবি ওদের কাছে। চাবিটা পাওয়া এক্ষুনি দরকার। কিন্তু এই এলোমেলো জিনিসের মধ্যে চাবি খুঁজে পাওয়ার আশা খুব কম। তাছাড়া কার্লের হাতে সময় খুব কম। এতক্ষণে তার তো সিঁড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু চাবি না খুঁজে সে কেবল দৌড়চ্ছে। সব ড্রয়ারগুলো সে দেখল,

www.BanglaBook.org

টেবিলে ডাঁই করে রাখা সবকিছু খুঁজল—কত ডিশথালা, টেবিলকাপড়, আধখানা সেলাই-ফোঁড়াই। এবার মনে হল একটা আরামচেয়ারে স্তূপীকৃত পুরনো কাপড়ের মধ্যে ওটা লুকনো থাকতেও পারে। কিন্তু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তখন সে ধপ্ করে সোফার উপর বসে পড়ল। তারপর সে খোঁজা বন্ধ করে ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রুনেলডা বোধহয় তার কোমরবন্ধনীতে চাবিটা ঝুলিয়ে রেখেছে। সব খোঁজে বৃথা।

আর অন্ধের মত কার্ল দুটো ছুরি খুঁজে পেল আর তাই দিয়ে দরজার পাল্লায় বসিয়ে দিল—একটা উপরে, একটা নিচে, যাতে করে দুদিক মিলে অনেকটা জায়গা বার করা যায়। কিন্তু ছুরিতে বেশি চাপ দিতে ছুরির ব্লেডগুলো ভেঙে গেল। আর কিছু ভালো সে আশা করতে পারল না; কাঠের বাঁটগুলো সে আরো দৃঢ়ভাবে চেপে ধরল। সেগুলো সে হাত বাড়িয়ে যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে ঘোরাবার চেষ্টা করল। সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে দরজার দিকে তাকাল। ঐ দিকটা তার মনোযোগ বেশিক্ষণ টানতে পারল না। তার আনন্দ হল ভেবে তালাটা যেন ঢিলে হচ্ছে। কিন্তু ধীরে হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ জোরে তালাটা ভেঙে গেলে ওরা ব্যালকনি থেকে শুনতে পাবে। তাই সে তালার খুব কাছে মুখ রেখে ধীরে ধীরে ওটা ভাঙতে শুরু করল।

'দ্যাখ, ভেতরে কি হচ্ছে দ্যাখ', সে ডেলামারশের গলা শুনতে পেল। তারা তিনজনেই ঘরের ভেতর তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তাদের পেছনে পর্দা ইতিমধ্যে টেনে দেওয়া হয়েছে। কার্ল তাদের আশার শব্দ শুনতে পায়নি। তাদের দেখে সে ছুরিগুলো ফেলে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে কোনো ব্যাখ্যা বা অজুহাত দেবার সুযোগই পেলনা। কারণ দুরন্ত আক্রোশে ডেলামারশে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। তার ঢিলে গাউনে তাকে যেন বাতাসে ভেসে বেড়ানো এক দৈত্য বলে মনে হচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে কার্ল তার আক্রমণ এড়াতে পারল। সে হয়তো দরজা থেকে ছুরিগুলো টেনে বের করে আনতে পারত; কিন্তু সে এটা করল না। পরিবর্তে সে ঝুঁকে লাফিয়ে পড়ে ডেলামারশের চওড়া কলার ধরে ফেলে উপরের দিকে ঝাঁকুনি দিল; তারপর আরো উপরে ড্রেসিং গাউনটা ডেলামারশের পক্ষে বেশি বড় ছিল এখন ভাগ্যক্রমে সে ডেলামারশের মাথাটা ধরে ফেলল। ডেলামারশে ভাবি অবাক হল। প্রথমে তারা হাতের থাবা তুলে তারপর কয়েক সেকেণ্ড পর কার্লের পিঠে ঘুষি মারতে লাগল, তবে তাতে খুব একটা জোর ছিল না। কার্ল তার মুখ বাঁচাবার জন্য ডেলামারশের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কার্ল আঘাতগুলো সহ্য করল, যদিও সে যন্ত্রণায় কাঁপছিল। কিন্তু তার উগ্রতাও বাড়ছিল কারণ সে দেখছিল জয় তার খুব কাছেই। ডেলামারশের মাথার উপর তার হাত, তার দুচোখের কাছে তার বুড়ো আঙুল, সে তাকে ডাঁই করা প্রচুর আসবাবপত্রের মধ্যে ঠেলে দিল। ডেলামারশে যাতে জড়িয়ে পড়ে যায় তার জন্য সে তার জুতোর বুড়ো আঙুল দিয়ে ডেলামারশের ড্রেসিং গাউনের দড়িটা তার পায়ে জড়িয়ে দিল।

www.BanglaBook.org

কিন্তু যেহেতু তার সব শক্তি দিয়ে সে ডেলামারশের ক্রমবর্ধমান চাপ ব্যাহত করার চেষ্টা করছিল, সে ভুলেই গেল যে সে ওখানে একা ছিল না। ঠিক একথা তার মনে হতেই তার পা যেন ডেলামারশের পায়ের নিচে চলে গেল আর সেটা মুচড়ে দিল রবিনসন। রবিনসন তখনো মেঝেতে শুয়ে চিৎকার করছিল। কার্ল হাঁফাতে হাঁফাতে অল্প ক্লান্ত ডেলামারশেকে ছেড়ে দিল। ব্রুনেলডার পা কাঁপছিল, হাঁটু নুয়ে পড়ছিল, ঘরের মধ্যে বিশাল চেহারা নিয়ে চক্‌চকে চোখে সে সব কিছু দেখে যাচ্ছিল। তিনি এমনভাবে হাত মুঠো করে ঘুষি বানাচ্ছিলেন আর জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিলেন মনে হচ্ছিল পুরো লড়াইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। ডেলামারশে তার ড্রেসিং গাউনের কলার সরিয়ে দিতেই তার চোখ খুলে গেল। এবার সে যুদ্ধের জন্য তৈরি। অবশ্য এবার তো আর সুদ্ধ নয় ; এবার কেবল শাস্তি। সে কার্লের জামার সামনেটা টানল, তাকে মেঝে থেকে খানিকটা উপরে তুলল, তারপর ঘৃণাভরে কার্লকে একটা লোহার সিন্দুকে এমন আছাড় মারল যে কার্ল ভাবল তার পেছনে ও মাথায় যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল সেটা বুঝি ডেলামারশের হাতের মার। 'ব্যাটা বদমাইশ', তার কাঁপতে থাকা চোখের সামনে সে ডেলামারশের চিৎকার শুনতে পেল। যখন সে সিন্দুকের পাশে মূর্চ্ছা গেল তার কানে তখনো ডেলামারশের কটি কথা—'থাম্ ব্যাটা!'

যখন তার জ্ঞান ফিরল, চারপাশে গভীর অন্ধকার। মনে হচ্ছে রাত অনেক হয়েছে। পর্দার নিচে দিয়ে ব্যালকনি থেকে মৃদু চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তিনজন ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের নিয়মমাফিক আওয়াজ তার কানে এল। আগে তার চারপাশটা দেখে তারপর কার্ল তার নিজের কথা ভাবল। তারপর সে সতর্ক হয়ে উঠল, যদিও সে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সে ভাবেনি যে সে রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। এখন সে অনুভব করল যে তার মাথা ভারী, তার পুরো মুখ, তার গলা, জামার নিচে বুক—সব রক্তে ভেজা। সে কিরকম আছে এটা বোঝার জন্য তার একবার বাইরে বেরোন দরকার। কিন্তু মনে হয় ওরা তাকে খোঁড়া করে ফেলেছে। হয়তো সেক্ষেত্রে ডেলামারশে তাকে যেতে দিতে পারে, কিন্তু তারই বা আশা কি। আর তার তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আধখানা নাককাটা ছেলেটার মুখ তার মনে হল আর সে তার দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফেলল।

তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বাইরের দরজার দিকে মুখ ঘোরাল আর চারদিকে তাকিয়ে বেরোবার রাস্তা খুঁজতে লাগল। এখন সে তার এক পায়ের জুতো আর আঙুলের ডগায় অন্য পায়ের ছোঁয়া অনুভব করল। ওটা নিশ্চয় রবিনসন, নয়তো জুতো পরে ঘুমোবে কে? তারা রবিনসনকে এভাবেই আড়াআড়ি শুতে বলেছে যাতে কার্ল পালাতে না পারে। কিন্তু ওরা কি জানে না কার্লের কি হাল এখন? এই মুহূর্তে সে পালাতে চাইছে না, সে একটু আলো চায়। সে যদি দরজা দিয়ে বাইরে নাও যেতে পারে, সে যেন ব্যালকনিতে যেতে পারে।

সে দেখল খাবার টেবিলটা সন্ধ্যাবেলা যেখানে ছিল সেখানে আর নেই। সে খুব

www.BanglaBook.org

সন্তর্পণে সে দিকে এগোল। সে দেখল যে পুরো জায়গাটা খালি। কিন্তু সে দেখল ঘরের মাঝখানে ডাঁই করা জামাকাপড়, কম্বল, পর্দা, কুশন আর কার্পেট। সে প্রথমে ভেবেছিল স্তূপটা বোধহয় ছোটখাটো আর মেঝের উপর ফেলে রাখা হয়েছে যেমনটা সে গত সন্ধ্যায় দেখেছিল। কিন্তু সে এখন হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল বোধহয় একগাড়ি জিনিস ওখানে। দিনের বেলায় যেগুলো ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখা ছিল সেগুলো রাতের ব্যবহারের জন্য বার করে আনা হয়েছে। সে ডান দিকে হামাগুড়ি দিয়ে স্তূপটার পাশে গেল আর বেশ সতর্কভাবে লক্ষ্য করল। সে বুঝতে পারল, সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে বিছানার মতো তৈরি করা হয়েছে যেখানে ডেলামারশে ও ব্রুনেলডা ঘুমোচ্ছে।

সেজন্য সে এখন বুঝতে পারল সে কোথায়। তাই সে তাড়াতাড়ি ব্যালকনিতে যেতে চাইল। পর্দার বাইরে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী! সে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাইল। রাতের তাজা বাতাসে আর চাঁদের আলোয় আলোকিত ব্যালকনিতে সে অনেকবার হাঁটাহাঁটি করল। সে নিচের রাস্তার দিকে তাকাল। তখন চুপচাপ। রেঁস্তরা থেকে তখনো মৃদু সংগীত ভেসে আসছে। একটা লোক দরজার সামনে ময়লা সাফ করছে। কিছুক্ষণ আগে সেখানে এত গোলমাল হচ্ছিল যে একজন প্রার্থীর বলা একটি কথাও হাজার কথার মধ্যে বোঝা যাচ্ছিল না। সেখানে পতাকা ঝাঁটিয়ে ফেলার শব্দ ছাড়া কিছুই ছিল না।

পরের ব্যালকনিতে টেবিল টানার আওয়াজ পেতেই কার্ল বুঝল ওখানে বসে কেউ পড়ছে। হুঁচলো দাড়িওয়ালা এক যুবক তার দাড়ি পাকাতে পাকাতে পড়ছিল, তার ঠোঁটদুটিও দ্রুত নড়ছিল। বইয়ে ঠাসা টেবিল থেকে মুখ তুলে সে কার্লের দিকে তাকাল।। সে বারান্দার কিনারা থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে দুটো বইয়ের মাঝখানে রাখল। মনে হল ও আলোর বন্যায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

'শুভসন্ধ্যা', কার্ল বলল কারণ সে দেখল ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু তার ভুল হয়েছিল কারণ যুবকটি তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। সে আলো থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য চোখে হাত চাপা দিয়েছিল। তারপরও কিছু দেখতে না পেয়ে সে বিদ্যুৎবাতিটা উপরের দিকে তুলল যাতে একটুখানি আলো এপারের ব্যালকনিতে আসতে পারে।

বেশ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলে সংক্ষিপ্তভাবে সে বলল, 'শুভসন্ধ্যা। তুমি কি চাও?'

'আমি কি আপনার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি?' কার্ল জিজ্ঞেস করল।

পুরনো জায়গায় বাতিটা রেখে লোকটি বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়!'

এরকম একটা কথা কার্লকে আর এগোতে দিল না। কিন্তু লোকটার কাছাকাছি ব্যালকনির প্রান্ত থেকে কার্ল সরেও এল না। সে চুপচাপ লক্ষ্য করল লোকটা পড়ছে, পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে, এ বইতে, ও বইতে কিসব খুঁজছে, আবার বিদ্যুৎগতিতে সেটা খুঁজেও পাচ্ছে। একটা জটার পেন দিয়ে নোট লিখে নিচ্ছে ; খুব মনোযোগ দিয়ে তার কাগজের উপর মুখ নামিয়ে আনছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরকম একটা লোক কি করে ছাত্র হতে পারে? মনে হয় তাই। হয়তো ঠিক এরকম নয়—এখন থেকে অনেকদিন আগে কার্ল তার বাড়িতে বাবা-মায়ের দেওয়া টেবিলে বসে বাড়ির কাজ করছে—তার বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন বা কিংবা বই গুছোচ্ছেন বা তার পরিচিত এক সংস্থার কোনো কাজ সারছেন, আর তার মা সেলাই করছেন—এক হাতে সেলাইয়ের কাজ উঁচুতে ধরা অন্য হাতে সুতোটা। বাবার যাতে ব্যাঘাত না হয় কার্ল তাই খাতা আর লেখার জিনিসপত্রগুলো টেবিলের উপর রাখত আর পড়ার বইগুলো ডান দিক বা বাঁ দিকের চেয়ারের উপর। কি শান্তি ছিল সেখানে। বাড়িতে অতিথি খুব কমই আসত। কার্লের কি ভালো লাগত যখন সে খুব ছোটবেলাতেও দেখত কোনো সন্ধ্যায় তার মা বাইরের দরজায় চাবি খুলছেন। মা তো জানে না যে কত অদ্ভুত এক দরজার চাবি তাকে আজ ছুরি দিয়ে খুলতে হচ্ছে।

এত পড়াশোনা করেই বা তার কি হল? সে তো সব ভুলে গেছে। এখন যদি তাকে পড়তে দেওয়া হয়, তার পক্ষে তা চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন। একবার, তার মনে আছে, সে পুরো একমাস অসুস্থ হয়ে বাড়িতে ছিল, তাকে নতুন করে শুরু করার জন্য কঠিন চেষ্টা করতে হয়েছিল। আর আজ ঐ বাণিজ্যিক লেনদেনের ছোট বইটা ছাড়া সে দীর্ঘদিন কিছু পড়েনি।

'আমি বলছি কি ছোকরা?' এরকম সম্বোধনে কার্ল হতচকিত হয়ে গেল, 'তুমি কি অন্য কোথাও দাঁড়াতে পার না? তুমি আমার ভীষণ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ। এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ যে। ভোর দুটোর পর ব্যালকনিতে কেউ নিজের কাজ শান্তিতে করবে না? তুমি আমার কাছে কি আশা কর?'

'আপনি কি পড়ছেন?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল।

বইয়ের মধ্যে নতুন করে মনোযোগ দেবার সুযোগ পেয়ে লোকটি বলল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ'।

'তাহলে আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাব না', কার্ল বলল, 'আমি ঘরের ভেতরে যাচ্ছি। ঠিক আছে। শুভরাত্রি।'

লোকটা উত্তর দিল না। স্থির মনে হঠাৎই সে আবার পড়ায় মন দিল। সে যেন ব্যাঘাত ঘটানোর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য সাগ্রহে ডান হাতের উপর তার মাথাটা এলিয়ে দিল।

কিন্তু পর্দার কাছে পৌঁছনোমাত্রই কার্লের মনে এল কেন সে বাইরে এসেছিল। সে তো জানে না সে কতটা আহত। তার মাথাটা এত ভারি লাগছে কেন? সে হাত তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অন্ধকারে যতটা ভয় হচ্ছিল ততটা রক্তাক্ত সে নয়। পাগড়ির মতো কি একটা বাঁধন অবশ্য জড়ে রয়েছে। মনে হয় ব্রুনেলডার কোনো সেমিজ ছেঁড়া কারণ লেসের কুঁচিগুলো এদিক ওদিকে ছিঁড়ে ঝুলছে ; আর রবিনসন তাড়াহুড়ো করে এটা বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু এটা নিংড়াতে ভুলে গেছে। সেজন্য কার্ল

www.BanglaBook.org

যখন অজ্ঞান হয়েছিল এটা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল চুঁইয়ে পড়ে তার মুখ, তার জামা ও বুক ভিজিয়ে দিয়েছে আর এটা অনুভব করেই সে অত ভয় পেয়েছিল।

'তুমি কি এখনো ওখানে?' উঁকি মেরে লোকটা বলল।

'আমি এক্ষুনি সত্যিই চলে যাচ্ছি', কার্ল বলল, 'আমি এখানে একটা জিনিস দেখছিলাম। ঘরের ভেতরটা এত অন্ধকার।'

'কিন্তু তুমি কে?' খোলা বইয়ের উপর কলমটা রেখে দিয়ে আর রেলিং-এর ধারে এগিয়ে এসে লোকটা জানতে চাইল, 'তোমার নাম কি? ঐ লোকগুলোর কাছে তুমি এলে কি করে? তুমি কি এখানে অনেকদিন আছ? তুমি কি দেখতে চাইছ? বিদ্যুৎবাতিটা জ্বালাও, জ্বালাও না যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই।'

কার্ল তার কথামত কাজ করল। কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে ভেতর থেকে কেউ যাতে কিছু দেখতে না পায় তার জন্য সে পর্দাটাকে ভালো করে টেনে দিল, 'মাফ করবেন', কার্ল ফিসফিস করে বলল, 'আমি জোরে বলছি না বলে। যদি ওরা শুনতে পায়, আবার ঝামেলা হবে।'

'আবার?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে একটা ঝামেলা হয়েছে। আমার কাঁধের উপর মাংসপিণ্ড দলা পাকিয়ে রয়েছে।' তারপর সে আবার তার মাথার পেছনটা অনুভব করল।

'সমস্যাটা কি?' লোকটি জিজ্ঞেস করল। আর কার্ল যখন উত্তর করল না, সে আরো বলল, 'ঐ লোকগুলোর বিরুদ্ধে তোমার যা বলার আছে তা তুমি নিরাপদে বলতে পার। ওদের তিনজনকেই আমি ঘেন্না করি, বিশেষ করে ঐ মহিলাকে। তাছাড়' আমি ভাবছি এখনও ওরা তোমাকে আমার সম্পর্কে যা-তা বলেনি কেন। আমার নাম যোসেফ মেণ্ডেল আর আমি একজন ছাত্র।'

'হ্যাঁ', কার্ল বলল, 'ওরা আমাকে আপনার কথা বলেছে, কিন্তু খারাপ কিছু নয়। আপনি একবার ব্রুনেলডার চিকিৎসা করেছিলেন, তাই না?'

'ঠিকই বলেছ', ছাত্রটি হেসে বলল, 'সোফা থেকে এখনও কি ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়', কার্ল বলল।

'আমি এতে বেশ খুশি', চুলে বিলি কাটতে কাটতে ছেলেটি বলল, 'তোমার মাথা এরকম ফুলেছে কেন?'

'আমাদের ঝগড়া হয়েছিল', কার্ল খুব ভাবছিল, লোকটিকে কিভাবে জবাব দেবে। তারপর সে নিজেকে সংযত করল আর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমি আপনার বিঘ্ন ঘটাচ্ছি না তো?'

ছাত্রটি উত্তর করল, 'প্রথমত তুমি আগেই আমার পড়ার ক্ষতি করেছ, আর আমি এত ঘাবড়ে গেছি যে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হলে আমার এখন অনেক সময় লাগবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন থেকে তুমি ব্যালকনিতে হাঁটতে শুরু করেছ আমি একবিন্দু মন বসাতে পারিনি। তাছাড়া ভোর তিনটের পর আমি অবসর নিই। সুতরাং তুমি লুকোছাপা না করে সব কথা আমাকে বল। আমার বেশ আগ্রহ হচ্ছে।'

'এটা একটা সোজাসাপটা ব্যাপার', কার্ল জানাল, 'ডেলামারশে চায় আমি তার চাকর হয়ে থাকি। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি আজ রাতেই পালাতে চাই। ও আমাকে যেতে দিচ্ছিল না। দরজা তালাবন্ধ করে রেখেছিল, আমি ভাঙতে চেষ্টা করেছিলাম ; ঝামেলা মারপিট হল। আমার দুর্ভাগ্য আমি এখনও এখানে রয়েছি।'

'কেন, তুমি কি অন্য কাজ পেয়েছ?' ছাত্রটি জানতে চাইল।

'না', কার্ল বলল, 'এখান থেকে বেরোতে পারলে সেটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'কি?' ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করল, 'এটাতে কোনো ভাবনা নেই? সত্যি বলছ?' তারা দুজনেই চুপ করে রইল। ছাত্রটি অবশেষে জানতে চাইল, 'কেন তুমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাও না?'

কার্ল উত্তর দিল, 'ডেলামারশে লোকটা মন্দ। এর আগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি সারাদিন ওর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিলাম। তারপর ওর সঙ্গ ছেড়ে আমি বাঁচি। আজ আমি কি করে ওর চাকর হতে চাইব?'

'যদি সব চাকররা তাদের মালিক সম্পর্কে এত তিতিবিরক্ত হয় চলবে কি করে?' ছাত্রটি বলল, মনে হল সে হাসছে, 'দ্যাখ, দিনের বেলায় আমি সেলসম্যানের কাজ করি ; ভীষণ চাপের কাজ ; মান্টলির বড়ো দোকানে ; তবে পয়সা পাই টুকিটাকি কাজের লোকের মতো। এই মালিকটা বদমাইশ, কিন্তু তাতেও আমি শান্ত থাকি। আমার মাথায় রাগ চড়ে যায় যখন এটুকু মাইনে দেয়। এরকম একটা উদাহরণ তোমার জানা দরকার।'

'কি?' কার্ল বলল, 'সারাদিন সেলসম্যানের কাজ কর আর গোটা রাত্তির পড়?'

'হ্যাঁ', ছাত্রটি জানাল, 'এছাড়া আর কিছু করার নেই। আমি সম্ভাব্য সব কিছু চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটাই সেরা রাস্তা। কতবছর শুধু দিনরাত পড়েছি, ক্লাসে বসে পড়া শোনবার মতো একটা ভালো পোশাকও আমার ছিলনা। কিন্তু এসব আমি পেছনে ফেলে এসেছি।'

'কিন্তু তুমি ঘুমোও কখন?' ছাত্রটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কার্ল জানতে চাইল।

'ওঃ, ঘুম!' ছাত্রটি বলল, 'আমার পড়া শেষ হলে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। আমি কালো কফি খেতে খেতে রাত জেগে নিই। তারপর সে পেছনে ঘুরে টেবিলের নিচে থেকে একটা বড় বোতল বের করে আনল, একটা ছোট কাপে কালো কফি ভরল আর তাড়াতাড়ি করে ওটাকে এমন জায়গায় গলায় ঢেলে নিল যেন ওটা কোনো ওষুধ যার স্বাদ নেবার আগেই ওটাকে গিলে ফেলা দরকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুব সুন্দর জিনিস, কালো কফি', ছাত্রটি বলল, 'খারাপ লাগছে যে তুমি এত দূরে, তোমাকে দিতে পারছি না।'

'আমি কালো কফি পছন্দ করি না', কার্ল বলল।

'আমিও না', ছাত্রটি হেসে বলল, 'কিন্তু এটা ছাড়া আমার চলবে কি করে? কালো কফি না খেলে মান্টালি আমাকে নিত কি? আমি বলছি কিন্তু আমি যে ওখানে রয়েছি সে তা জানেও না যদি টেবিলের নিচে কালো কফি না রাখতাম আর মাঝে মাঝে না পান করতাম—তাহলে কি আমি দোকানে থাকতে পারতাম, আমি তোমাকে এটাই বোঝাতে চাইছি। তবে তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না জানি, তাও বলছি আমি কফি পান বন্ধ করে দিলে কাউন্টারের পাশে ঘুমে ঢলে পড়তাম। দুর্ভাগ্যবশত ওরা জানে বলে আমাকে 'কালো কফি' বলে ডাকে। এরকম বোকা বোকা তামাশা অবশ্য আমার কর্মজীবনের বেশ ক্ষতি করেছে।'

'আপনার পড়া কবে শেষ হবে?' কার্ল জানতে চাইল।

'আমি একটু ধীর গতিতে এগোচ্ছি', ছাত্রটি মাথা নামিয়ে বলল। সে রেলিং ছেড়ে দিয়ে আবার টেবিলের পাশে বসল, তার কনুই-এর ভর বইয়ের উপর আর আঙুল তার চুলের মধ্যে, 'আর দু'এক বছর লাগবে'।

'আমিও পড়তে চেয়েছিলাম', কার্ল বলল, যেন ছাত্রটির চেয়েও কোনো বেশি গোপন কথা বলার দাবি সে রাখে। তারপর সে চুপ করে গেল।

'সত্যি?' ছাত্রটি প্রশ্ন করল। এটা স্পষ্ট হল যে বইটা পড়ছে না, অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, 'তোমার খুশি হওয়া উচিত যে তুমি পড়া ছেড়ে দিয়েছে। আমি শুধু পড়া চালিয়ে যাবার জন্যই পড়ছি। আমি পড়াশোনাতে কোনো আনন্দ পাই না। আমার কি ভবিষ্যৎ আছে বল? আমেরিকা হাতুড়ে ডাক্তারে ভরে আছে।'

ছাত্রটি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে দেখে কার্ল তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, 'আমি ইঞ্জিনীয়ার হতে চেয়েছিলাম।'

'আর এখন তুমি ওদের চাকর হতে চলেছে', তার দিকে একবার তাকিয়ে ছাত্রটি বলল, 'এটাই তোমাকে বিরক্ত করেছে, সেটা হতে পারে।'

ভুলবোঝাবুঝি থেকেই এই উপসংহারটা উঠে এল। কিন্তু কার্ল ভাবল এবার একটা সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। সেজন্য সে জিজ্ঞাসা করল, 'সম্ভবত আমিও আপনাদের দোকানে একটা কাজ পেতে পারি?'

এই প্রশ্নটা ছেলেটাকে একেবারে বইছাড়া করে দিল। কিন্তু কার্ল যে দোকানে কাজ করতে পারে এটা তার মাথায় একটুও ঢুকেছে বলে তার মনে হল না। 'চেষ্টা কর', সে বলল, 'নয়তো চেষ্টা কোর না। মান্টালির দোকানে কাজ পাওয়াটা একটা বিরাট সাফল্য যেটা আমি অর্জন করতে পেরেছি। অবশ্য যদি আমাকে পড়া বা কাজ যেকোন

www.BanglaBook.org

একটা ছাড়তে হয় আমি অবশ্যই পড়া ছেড়ে দেব। ঐ কঠিন দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাবার সবরকম চেষ্টাই আমি করতে পারি।'

'সুতরাং মান্টলির দোকানে কাজ পাওয়া বেশ কঠিন', কথাটা কার্ল ছাত্রটিকে যত না বলল, নিজেকে তার চেয়ে বেশি বলল।

'কেন, তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা খুব সহজ?' ছাত্রটি বলল, 'মান্টলির দোকানে দরজা খোলার চাকর হওয়ার চাইতে এখানে তেলো বিচারালয়ের বিচারক হওয়া অনেক সহজ।'

কার্ল চুপ করে গেল। এই ছাত্রটি তার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তাছাড়া ও ডেলামারশেকে কোনো এক অজানা কারণে এত ঘৃণা করে অথচ তার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণাও নেই, সে কিনা ডেলামারশেকে ত্যাগ করার জন্য কার্লকে একটুও উৎসাহিত করল না। যদিও সে জানেনা যে পুলিশ কার্লকে কিরকম সতর্ক করে দিয়েছে আর পুলিশের হাত থেকে তার বাঁচার একটাই রাস্তা—ডেলামারশে।

'সন্ধ্যাবেলার মিছিলটা তুমি দেখেছিলে? কেউ যদি আসল ব্যাপারটা না জানে সে হয়তো ভাবতেও পারবে না যে ঐ প্রার্থী, লবস্টার ওর নাম, জিততে তো পারবে না, বিবেচনার যোগ্যও নয়।'

'আমি রাজনীতির কিছু বুঝি না', কার্ল বলল।

'এটা ভুল বলছ', ছাত্রটি বলল, 'কিন্তু তোমার মাথায় চোখ, কান রয়েছে, নেই কি? লোকটির নিশ্চয় বন্ধু ও বিরোধী দুই আছে ; সেটা তো তোমার চোখ এড়ায়নি। হ্যাঁ, আমার মত হচ্ছে লোকটার ফিরে আসার মতো কোনো আশাই নেই। আমি যেভাবেই হোক্ ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। এখানে একটা লোক ঐ প্রার্থীর বিশেষ পরিচিত। এমন নয় যে লোকটার ক্ষমতা নেই, ওর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক অতীত সব মিলিয়ে ওই যোগ্যতম বিচারকের পদপ্রার্থী। কিন্তু কেউ কল্পনাতেও আনছে না যে ও পদে আসবে। শুধুমাত্র কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালবে, আর কিছু হবে না, ব্যস'।

চুপচাপ তারা দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকাল। ছাত্রটি তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল আর দুটো ক্লান্ত চোখে চাপা দিল।

'তুমি কি ঘুমোবে না?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আবার আমার পড়া শুরু করব। আমার এখনও অনেক বাকি রয়েছে'। এরপর সে বইয়ের পৃষ্ঠা ওড়াল যেন সে দেখতে চাইল তার কতটা পড়া বাকি রয়েছে।

'ঠিক আছে, শুভরাত্রি', কার্ল মাথা নিচু করে জানাল।

টেবিলে আবার বসে ছাত্রটি বলল, 'আমাদের এখানে একবার এসো। অবশ্য যদি তোমার ইচ্ছে করে। আমাদের এখানে অনেক সঙ্গী পাবে তুমি। তোমার জন্য আমি সন্ধ্যে ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত সময় দিতে পারি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে আপনি আমাকে ডেলামারশের সঙ্গে থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়', বইয়ের উপর মাথা নামিয়ে ছাত্রটি বলল। এটা যেন সে বলছে না, অন্য কেউ বলল। এটা কার্লের কানে এমন বাজল যেন ওটা ছাত্রটির কণ্ঠস্বর নয় শূন্য থেকে ভেসে আসা কোনো কণ্ঠস্বর মাত্র। ধীরে ধীরে সে পর্দার কাছে গেল, ছাত্রটির দিকে আবার তাকাল। সে এক আলোর বৃত্তের মধ্যে স্থির ; আর তার চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে। তারপর সে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই সে তিনজন ঘুমন্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ পেল। সে দেওয়াল ধরে সোফা পর্যন্ত গেল। তারপর সোফাটা দেখতে পেয়ে সে শান্তভাবে নিজেকে সোফার উপর এমনভাবে মেলে দিল যেন এটা তার কত পরিচিত বিছানা। যেহেতু ছাত্রটি ডেলামারশে বা অদ্ভুত পরিবেশের কথা সব জানে। সবচেয়ে বড় কথা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, সে তাকে এখানে থাকতে উপদেশ দিচ্ছে, তার মনে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। হয়তো ছাত্রটির মতো তার কোনো উচ্চাশা নেই। বাড়িতে থাকলেও কার্ল এত কষ্ট করে তার উচ্চাশা পূরণের চেষ্টা করত না আর যদি সে বাড়িতে না পারে তাহলে এই অজানা দেশে পারবে কি করে! কিন্তু এমন একটা কাজ যদি পাওয়া যেত যার কোনো ভবিষ্যৎ আছে, আর সে কাজের সঠিক মূল্য পাওয়া যেত, তাহলে সে সাময়িকভাবে ডেলামারশের চাকরবৃত্তি নিত আর সেই নিরাপদ জায়গায় থেকে সে বেরোবার সুযোগ খুঁজত। এই রাস্তাতেই অনেক অফিসে, মাঝারি বা নিম্নমানের পদে চাকরি আছে ; আর এটা পুরোপুরি অসম্ভব নয় যে তাকে অফিসে কোনো ছোটখাটো কাজ দেওয়া যায় না, প্রয়োজনে যেমন-তেমন, সে অত খুঁতখুঁতে হবে না। সে তো কুলির কাজও নিতে পারে, যদি দরকার হয়। পরে ভবিষ্যতে সে কেরানি হিসেবে নিজের ডেস্কে বসবে, হালকা মনে খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে আকাশ দেখবে, ঠিক ঐ কেরানির মতো যাকে সে সকালে উঠোন দিয়ে যেতে দেখেছে। যখন সে চোখ বন্ধ করল, সে ভাবল এখনো তার বয়স কম আর সে যে কোনোদিন ডেলামারশেকে ছেড়ে যেতে পারে। এ বাড়িটা তো চিরকাল থাকবে না। এরকম একটা অফিসে চাকরি পেলে সে মন দিয়ে অফিসের কাজ করবে, যদি অবশ্য দরকার হয়। আর প্রথমে অফিস তো তার কাছে এরকম আশা করবেই কারণ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার জ্ঞান খুবই কম। সে ফার্মে চাকরি করবে, তারা যা কাজ দেবে সেটাই সে গ্রহণ করবে যদি সে কাজটা অন্য কেরানিরা তাদের পক্ষে কম যোগ্যতার কাজ বলে প্রত্যাখান করে। ভালো ভালো চিন্তা তার মাথার মধ্যে আসতে লাগল, মনে হল তার নিয়োগকর্তারা সোফার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

এরকম ভাবতে ভাবতে কার্ল ঘুমিয়ে পড়ল। আর হালকা তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটল যখন ব্রুনেলডার গভীর শ্বাস তার মুখের উপর পড়ল। ব্রুনেলডা বোধহয় খারাপ স্বপ্ন দেখছিলেন আর পাক খেয়ে বিছানায় ছটফট করছিলেন।

www.BanglaBook.org

৮

ওকলাহোমার 'নেচার থিয়েটার'

রাস্তার মোড়ে কার্ল দেখল একটা ঘোষণাপত্র ঝোলানো রয়েছে : ক্লেটন ঘোড়দৌড়ের মাঠে সকাল ছটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করবার জন্য ওকলাহোমা থিয়েটার কোম্পানি কিছু লোক চাইছে। ওকলাহোমার প্রখ্যাত কোম্পানি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। আজই। আর নয়! আজ সুযোগ হারালে আর সুযোগ পাবেন না! সবাইকে স্বাগত। যদি আপনি শিল্পী হতে চান, আমাদের কোম্পানিতে যোগদান করুন। আমাদের থিয়েটারে সকলের জন্য কাজ রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য! যদি আপনি সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক থাকেন, এখনই এখানে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি করুন, যাতে আপনি মাঝরাতের আগেই সুযোগ পেয়ে যান। রাত বারোটায় দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, আর খুলবে না। যারা আমাদের বিশ্বাস করবেন না তারা কষ্ট পাবেন! যারা বিশ্বাস করছেন, তারা ক্লেটনে আসুন।'

অনেক লোক নিশ্চয় ঘোষণাপত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু খুব একটা সুযোগ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। এত ঘোষণাপত্র চারদিকে যে কেউ আর ওগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আর এই ঘোষণাপত্র অন্যগুলোর চেয়ে আরো অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা মূল ব্যাপারটা এতে কোথাও নেই, এতে বেতনের কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য উল্লেখ করার মতো বেতন দিলে তবে তা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ থাকত ; আর ঘোষণাগুলোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যুক্তিটা নিশ্চয় ভুলে যায়নি। কেউ শিল্পী হতে চায়-না, তার কাজের জন্য বেতন চায়।

তবুও কার্ল ওটাতে একটা জায়গায় আকৃষ্ট হল। 'প্রত্যেককে স্বাগত'। প্রত্যেকে মানে তার মধ্যে কার্লও আছে। যা ঝড় তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে সেসব যে ভুলে গেছে। তার আর কোনোকিছুকেই তিরস্কার বলে মনে হচ্ছে না। এমন একটা চাকরির জন্য সে আবেদন করতে যাচ্ছে সেখানে তার লজ্জার কিছু নেই—তাছাড়া এটা তো একটা সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি। যেহেতু জনগণের জন্যই এই বিজ্ঞাপন তার আবেদন নিশ্চয় গৃহীত হবে। সে তো এর বেশি কিছু চায়না। সে ভদ্র জীবনযাপনের জন্য একটা কাজ শুরু করতে চায় আর এটাই তার সুবর্ণ সুযোগ। যদি ঐ ঘোষণাপত্রের অনেক কথাই অতিরঞ্জন বা মিথ্যা হয়, যদি ওকলাহোমার নামী থিয়েটার আসলে কোনো ভ্রাম্যমাণ সার্কাস কোম্পানীও হয়, ওরা তো লোক নিতে চাইছে, আর সেটাই আসল কথা। কার্ল

www.BanglaBook.org

আর পুরো ঘোষণাপত্র পড়ল না, শুধু দুটো শব্দের উপর তার নজর ছিল : 'প্রত্যেককেই স্বাগত'। প্রথমে সে ক্লেটনে পায়ে হেঁটে যেতে চাইল ; তার মানে তিনঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম, আর এতটা হেঁটে যাবার পর সেই সম্ভাবনা বেশি সে এত পরে পৌঁছে সে হয়তো দেখবে সমস্ত প্রাপ্য খালি পদগুলো পূরণ হয়ে গিয়েছে। ঘোষণাপত্রে একথাও লেখা নেই যে কতজনের জন্য স্থান সীমিত। কার্ল ভাবল হয় এটা ছেড়ে দেব নয়তো সে ট্রেনে যাবে। সে টাকা গুণে দেখল ; এতে তার আটদিন মতো চলবে। কিন্তু যদি ট্রেনে করে না যায় সে হাতের তালুতে মুদ্রাগুলো নাড়তে লাগল। একজন ভদ্রলোক যিনি তার দিকে চেয়েছিলেন তার কাঁধ চাপ্‌ড়ে বললেন : 'ক্লেটন পর্যন্ত তোম'র যাত্রা শুভ হোক্'। কার্ল চুপচাপ মাথা নেড়ে আবার টাকা গুণতে লাগল। কিন্তু শিগগির সে একটা সিদ্ধান্তে এল। ভাড়ার টাকাটা গুণে নিয়ে সে পাতাল ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। যখন সে ক্লেটনে ট্রেন থেকে নামল যে নানা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেল। অবশ্য আওয়াজটা বেশ গোলমেলে, বাজনাগুলোর মধ্যে ঐকতান নেই, সবাই যেন এ ওর ঘাড়ে চেপে পড়েছে. তবুও কার্লের দুশ্চিন্তা হল না। সে মনে মনে ঠিক ভাবল যে যতোটা বড় হবে ভেবেছিল কোম্পানিটা তার চেয়েও অনেক বড়। ওকলাহোমা থিয়েটার কোম্পানি একটা বিশাল ব্যাপার বটে। সে বুঝতেই পারল না কি করে এত বড় একটা কোম্পানি কেবল লোক নিয়োগের জন্য এত বড় সুব্যবস্থা নেয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রবেশপথের একটা দীর্ঘ নীচু প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছে। তার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবদূতের মতো সাদা পোশাক পরা, কাঁধের উপর মেলে দেওয়া পাখনা, তারা লম্বা ভেরী বাজাচ্ছে আর ভেরীগুলো সোনার মতো চক্‌চক্ করছে। তারা আসলে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে নেই। তারা আলাদা আলাদা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু বেদীগুলো তাদের ফুলের পাপড়ির মতো পোশাকে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আর যেহেতু চাতালগুলো এত উঁচু—কোনো কোনোটা ছ'ফুটেরও বেশি উঁচু। এইসব মেয়েদের বিশালাকায় লাগছে। কেবল তাদের মাথাগুলো শরীরের সঙ্গে ঠিক মানানসই মনে হচ্ছে না। তাদের খোলা চুল এত ছোট আর অদ্ভুতভাবে তাদের ডানার উপর আর মুখের চারপাশে ঝুলে রয়েছে। একঘেয়েমি এড়াবার জন্য বেদীগুলো বিভিন্ন আকারের। নিচেও কয়েকজন মেয়ে রয়েছে ঠিক জীবিত মানুষের মতোই। আর বাকিরা এত উঁচুতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এক বালক হালকা হাওয়া তাদের উড়িয়ে দেবে। সবাই কিন্তু বাঁশি বাজাচ্ছে।

শ্রোতা খুবই কম। এই বড় বড় চেহারার পাশে বেমানান গোটা দশেক ছেলে প্ল্যাটফরমের পাশে ঘোরাঘুরি করছে আর মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে। তারা পরস্পরের প্রতি, এটা বা ওটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ; কিন্তু ভেতরে ঢুকে কোনো কাজ করবার কোনো লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। একজন বয়স্ক লোককে দেখা গেল। সে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। সে তার স্ত্রীকে আর প্রামে করে একটা বাচ্চাকে এনেছে। ভদ্রমহিলা একহাতে প্রায় ধরে ধরে রয়েছে আর অন্য হাতে তার স্বামীর কাঁধে

www.BanglaBook.org

হাত দিয়ে ধরবার জায়গা তৈরি করছে। তারা দৃশ্যটার প্রশংসা করছিল কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হল তারা হতাশ হয়ে রয়েছে। তারাও কিছু কাজ করবে আশা করেছিল, কিন্তু ভেরীর শব্দে তাদের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কার্লেরও একই অবস্থা। যে লোকটা এখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গেল, কিছুক্ষণ বাঁশির আওয়াজ শুনল, তারপর জিজ্ঞাসা করল : 'এটা কি সেই জায়গা যেখানে ওকলাহোমা থিয়েটারের জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে?'

'আমিও এটাই ভেবেছি', লোকটি বলল, 'কিন্তু এখানে আমরা ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রয়েছি অথচ ভেরীর আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাইনি। কোনো ঘোষণাপত্র নেই, কোনো ঘোষক নেই, কেউ নেই যে তোমাকে কিছু বলবে।'

কার্ল বলল, 'হয়তো ওরা অপেক্ষা করছে আরো লোকজন আসবে। খুব কম লোক এখানে কিনা।'

'সম্ভবত', লোকটি বলল। তারপর তারা চুপ করে গেল। তাছাড়া বড় ভেরীগুলোর এত শব্দ, কিছু শোনাও যাচ্ছিল না। কিন্তু ভদ্রমহিলা তার স্বামীর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন, আবার কার্লকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি ঘোড়দৌড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারছ না যে কোথায় লোক নেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ', কার্ল বলল, 'কিন্তু তাহলে তো ঐ দেবদূতদের প্ল্যাটফরম পার হয়ে যেতে হবে।'

'সেটা কি খুব কঠিন কাজ?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করল। সে ভাবছিল যে কার্লের পক্ষে এটা খুব সহজ রাস্তা, কিন্তু সে তার স্বামীকে যেতে দিতে নারাজ ছিল।

'ঠিক আছে', কার্ল বলল, 'আমি যাব'।

'বেশ ভালো তুমি', ভদ্রমহিলা বলল আর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কার্লের হাত চেপে ধরল।

ছেলেরা সব দৌড়ে দেখতে এল কার্ল যে প্ল্যাফরমে উঠছে সেটা কাছ থেকে দেখার জন্য। মনে হল যে দেবদূতেরা সব ভেরীর আওয়াজ দু'গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রথম কাজে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। যাদের বেদীর পাশ দিয়ে কার্ল যাচ্ছিল তারা মুখ থেকে ভেরী খুলে দিয়ে তাকে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে দেখল। প্ল্যাটফরমের অন্যদিকে একটা লোক অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। সে নিশ্চয় লোকজন কি চায়—সেটা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কার্ল তার মুখোমুখি হতে যাবে এমন সময় সে শুনতে পেল উপর থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে।

'কার্ল',—একজন দেবদূত চিৎকার করল। কার্ল উপরের দিকে আনন্দে বিস্ময়ে হাসতে শুরু করল। ও তো ফ্যানি।

'ফ্যানি।' হাত নাড়িয়ে কার্ল বলল।

www.BanglaBook.org

'উপরে উঠে এসো'। ফ্যানি চিৎকার করে বলল, 'তুমি হয়তো আমার মতো করে আসতে পারবে না।' এই বলে সে তার ঝালরটা তুলে দিল যাতে করে বেদী আর তাতে উঠবার জন্য যে মই লাগানো রয়েছে সেটা দেখা গেল।

'ওখানে ওঠার অনুমতি আছে তো?' কার্ল জানতে চাইল।

'আমরা করমর্দন করব, তাতে বাধা দেবে কে?' ফ্যানি জোরে জোরে বলল। সে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তাদের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে আসছে কিনা। কিন্তু কার্ল দ্রুত মই বেয়ে উঠতে লাগল।

'এত তাড়াহুড়ো কোর না', ফ্যানি চিৎকার করল, 'বেদী আর আমরা দু'জনেই পড়ে যাব'। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। কার্ল নিরাপদেই ওপরে উঠে গেল। পরস্পরকে অভিনন্দন জানাবার পর ফ্যানি বলল : 'দ্যাখ, দ্যাখ, আমি কি কাজ পেয়েছি!'

'কি ভালো কাজ?' চারদিকে তাকিয়ে কার্ল বলল। অন্য মেয়েরা সবাই তাকে দেখে তামাশা করতে লাগল। 'তুমি বোধহয় সবচেয়ে উঁচুতে', কার্ল বলল আর সে হাত মেলে দিয়ে অন্যদের উচ্চতা মাপার চেষ্টা করল।

'আমি তোমাকে তখনই দেখেছি', ফ্যানি বলল, 'যখন তুমি ষ্টেশন থেকে বাইরে এলে, কিন্তু আমি তো সারিগুলোর পেছনে, দুর্ভাগ্যবশত আমাকে কেউ দেখতে পায় না; আর আমি চিৎকারও করতে পারতাম না। আমি খুব জোরে ভেরী বাজালাম। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলে না।'

'তোমরা সবাই বিচ্ছিরি বাজাও', কার্ল বলল, 'আমাকে একবার বাজাতে দাও।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়', ফ্যানি তার হাতে ভেরীটা দিয়ে বলল, 'কিন্তু শো নষ্ট কোর না তাহলে আমার চাকরি যাবে।'

কার্ল ভেরী বাজাতে শুরু করল। সে ভেবেছিল ওটা সাদামাটা যন্ত্র যা দিয়ে শব্দ হয় মাত্র। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল এটা বেশ সূক্ষ্ম যন্ত্র যা দিয়ে রুচিশীল সুর তোলা যায়। আর সব যন্ত্রগুলোই যদি এমন হয় তবে তাদের ঠিকমত ব্যবহার করা হচ্ছেনা। অন্যদের বাজানো অনুকরণ করে সে তার ফুসফুসের সমস্ত বাতাসের শক্তি দিয়ে বাজাতে শুরু করল। এমন সুর কোনো এক সরাইখানাতে শুনেছে বলে মনে হল। সে আজ তার এক পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে। শুধু তাই নয় সে বাজাবারও সুযোগ পেয়েছে। আর ভাবল বেশ সহজেই সে এখানে একটা কাজ পাবে। তার সুর শোনবার জন্য অনেক মেয়েরাই বাজানো বন্ধ করে দিল। যখন সে হঠাৎ করে থেমে গেল, অর্ধেকের বেশি ভেরী তখনো বাজছে। সার্বিক সুরের মধ্যে প্রবেশ করতে তার কিছুটা সময় লেগে গেল।

'কিন্তু তুমি তো শিল্পী', যখন কার্ল তাকে ভেরীটা ফেরৎ দিল ফ্যানি বলল, 'তোমাকে ভেরী বাদক হিসাবে নেওয়া হোক্'।

'ছেলেদেরও নেওয়া হয় বুঝি?' কার্ল জানতে চাইল।

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ', ফ্যানি বলল, 'আমরা দু'ঘণ্টা বাজাই। তারপর শয়তানবেশী ছেলেরা আমাদের ছাড় দেয়। তাদের অর্ধেকজন ভেরী বাজায়, অর্ধেকজন ব্যাণ্ড বাজায়। ওটা বেশ সুন্দর, কিন্তু মূল্যবান। তুমি কি মনে কর না আমাদের পোশাকগুলো বেশ দামী? আর এই ডানাগুলো?' সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল।

'তুমি কি মনে কর?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি এখানে একটা কাজ পেতে পারি?'

'নিশ্চয়', ফ্যানি বলল, 'এটা পৃথিবীর সেরা থিয়েটার দল। কি ভাগ্য দ্যাখ আমাদের দু'জনের আবার দেখা হল। আমরা কি ধরনের কাজ করছি তার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। এমনও হতে পারে আমরা দু'জনেই এখানে কাজ করছি। অথচ কারো সঙ্গে কারোর দেখাই হল না।'

'জায়গাটা কি সত্যিই এত বড়?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল। ফ্যানি আবার বলতে লাগল, 'এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় থিয়েটার। আমি এখনো সবকিছু নিজে দেখিনি, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এখানে অন্য মেয়েরা রয়েছে যারা ওকলাহোমাকে আগে দেখেছে। তারা বলে এর কোনো শেষ নেই।'

'কিন্তু এখানে তো বেশি লোকজন দেখছি না', নিচের ছেলেদের আর ছোট পরিবারটির দিকে তাকিয়ে কার্ল জানাল।

'সেটা ঠিকই', ফ্যানি বলল, 'কিন্তু ভেবে দ্যাখ আমরা প্রতিটি শহর থেকে লোক তুলে নিই' আমাদের নিয়োগ সব পথেই হয়। আর এরকম নিয়োগ চলতেই থাকে।'

'কেন? থিয়েটার কি এখনও শুরু হয়নি?' কার্ল জিজ্ঞেস করল।

'ও, হ্যাঁ', ফ্যানি বলল, 'এটা তো পুরনো থিয়েটার, কিন্তু এটা বাড়তেই আছে।'

'আমার অবাক লাগছে', কার্ল বলল, 'তাই এখানে আসার জন্য বেশি ভিড় তো নেই।'

'হ্যাঁ, ফ্যানি বলল, 'এটা অদ্ভুত'।

'সম্ভবত', কার্ল বলল, 'এই দেবদূত আর শয়তানেরা বোধহয় লোকজনকে ভয় পাইয়ে দেয়। তাদের ঠিক আকৃষ্ট করে না।'

'কি করে তোমার এটা মনে হল?' ফ্যানি বলল, 'কিন্তু তোমার কথা ঠিকও হতে পারে। আমাদের পরিচালককে বলবে, কাজে লাগতে পারে।'

'তিনি কোথায়?' কার্ল জানতে চাইল।

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে', ফ্যানি বলল, 'পরিচালকের প্ল্যাটফরমে'।

'এটাতেও আমার অবাক লাগছে', কার্ল বলল, 'লোক নিয়োগের জন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠ বেছে নেওয়া হয়েছে কেন?'

'ওঃ, ভিড় হতে পারে ভেবে আমরা বড় বড় জায়গা বেছে নিই। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জায়গা অনেক। সাধারণ দিনে প্রত্যেকটা স্ট্যাণ্ডে বাজি রাখা হয়, নিয়োগ করা বা স্বাক্ষর করার জন্য অফিস তৈরি হয়, দু'শ মতো অফিস এখানেই তৈরি করা হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু', কার্ল চেঁচিয়ে বলল, 'ওকলাহোমা থিয়েটারের এতটা অর্থবল রয়েছে যে এই বিপুল পরিমাণে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব?'

'আমাদের তাতে কি যায় আসে?' ফ্যানি বলল, 'কিন্তু তুমি এখনই চলে যাও। নয়তো তুমি অনেক কিছু দেখতে পাবে না। আর আমিও এবার ভেরী বাজাতে শুরু করব। এই সুযোগে তুমি একটা কাজ খুঁজে বার কর আর আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবো মনে রেখে, খবরটা জানার জন্য আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।'

ফ্যানি তার হাত চেপে ধরল; তাকে নেমে যাবার সময় সতর্ক থাকতে বলল; তারপর নিজের ঠোঁটে ভেরীটা চেপে ধরল। কিন্তু যতক্ষণ না কার্ল নিরাপদে নিচে নেমে এল ততক্ষণ সে বাজাতে শুরু করল না। কার্ল পোশাকটা মইয়ের উপর ঢেকে দিল, যেমনটা আগে ছিল। ফ্যানি ধন্যবাদ জানাল। কার্ল বিভিন্ন কোণ থেকে কি শুনেছে সেসব বিবেচনা করে লোকটির দিকে তাকাল যে তাকে ফ্যানির বেদীর সামনে উঠে যেতে দেখেছে আর তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখল।

'তুমি এখানে কাজ পেতে চাও?' লোকটি জানতে চাইল, 'আমি এই কোম্পানীর স্টাফ ম্যানেজার, তোমাকে স্বাগত জানাই। একটু ঝুঁকে সে তাকে সবিনয়ে অভিবাদন জানাল ; পা দিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করল ; কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়ল না আর তার ঘড়ির চেন নিয়ে খেলা করতে লাগল।

'ধন্যবাদ', কার্ল বলল, 'আমি আপনাদের কোম্পানির ঘোষণাপত্র পড়েছি আর আমি আপনাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এখানে হাজির হয়েছি।'

'ঠিক, একদম ঠিক,' লোকটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে মাথা নাড়ল, 'দুর্ভাগ্যবশত খুব কম জনই এসব সৌজন্য দেখায়? এখন কার্লের মনে হল সে বলতে পারে সম্ভবত নিয়োগকর্তা কোম্পানী আকর্ষণীয় কিছু দেখাতে পারছে না বলেই ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু সে একথা বলল না কারণ উনি তো প্রদর্শনীর নেতা নন, আর কাজে যোগদান না করেই তার স্বীকৃতি বা প্রস্তাব এগুলো জানিয়ে ফেলা ঠিক নয়। সেজন্য সে কেবল বলল : 'নিচে আর একজন লোকও এখানে আসতে চাইছে আর ওরাই আমাকে এগিয়ে দিয়েছে। আমি কি ওকে ডেকে আনতে পারি?'

'নিশ্চয়', লোকটি বলল, 'যত বেশি হয় ততই ভালো'। 'তার সঙ্গে তার স্ত্রী ও বাচ্চা ছেলে আছে, ওরাও কি আসতে পারে?'

'অবশ্যই', কার্লের সন্দেহ দেখে লোকটি হেসে ফেলল, 'আমরা সবাইকেই কাজে লাগাতে পারি।'

'আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি', কার্ল বলল। তারপর সে প্ল্যাটফরমের ধারে চলে এল। সে ঐ দম্পতিকে ইশারা করল আর বলল তারা যেন সবাই উপরে চলে আসে। সে লোকটিকে প্রামটা ওপরে তুলতে সাহায্য করল। তারপর তারা সবাই একসঙ্গে এগোতে লাগল। ছেলেগুলো, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, প্রথমে একটু সংশয় প্রকাশ করল। তারপর তারা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে উঠে এসে কার্ল ও সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দম্পতিকে অনুসরণ করল। ঠিক তখনই কজন নতুন যাত্রী ভূতল ষ্টেশন থেকে উঠে এল। তারা যখন প্ল্যাটফরম ও দেবদূতদের দেখল তারা অবাক হয়ে হাত উপরের দিকে তুলল। সত্যিই কাজ পাওয়ার প্রতিযোগিতা এবার জমে উঠেছে। কার্ল খুশি হল কারণ সে সবচেয়ে আগে আসতে পেরেছে। সেই দম্পতি তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল যে তাদেরকে নেবার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে সত্যিই কোনো চাহিদা আছে কিনা। কার্ল তাদেরকে বলল সে ঠিকঠিক জানেওনা। তবে সে এটা বুঝতে পেরেছে যে প্রত্যেককে কোনো না কোনো কাজে নেওয়া হবে। এতে দম্পতিরা বেশ সন্তুষ্ট এটা কার্ল বুঝল। স্টাফ ম্যানেজার তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি বেশ সন্তুষ্ট যে এত যাত্রী তাদের কাছে আসছে। সে তার হাত ঘষে, প্রত্যেককে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল আর সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রথমে কার্ল, পরে সেই দম্পতি, তারপর অন্যরা। যখন তারা সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ল—ছেলেরা প্রথমে ঠেলাঠেলি করল, তাদেরকে সাজিয়ে নিতে স্টাফ-ম্যানেজারের একটু সময় লাগল। ভেরী বাদ্য এখন নীরব। 'আমি ওকলাহোমা থিয়েটারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা বেশ তাড়াতাড়ি এসেছেন (যদিও তখন মাঝদুপুর)। এখনও খুব একটা ভিড় হয়নি, যাতে করে আপনাদের নিয়োগের নিয়মমাফিক কাজগুলো তাড়াতাড়ি করে সম্পন্ন করা যায়। আপনাদের সকলের নিশ্চয় পরিচয়পত্র রয়েছে।'

ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে স্টাফ ম্যানেজারের সামনে মেলে ধরল। স্বামীটি স্ত্রীকে কনুই দিয়ে ঠেলে দিল যে প্রামের কম্বলের তলা থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ বার করল। কিন্তু কার্লের তো কিছুই নেই। সেটা কি তার নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? সে ভালোভাবেই জানত এইসব নিয়মকানুন এড়াবার জন্য একটু মনের জোর দরকার। সম্ভবত সে সফল হবেই। স্টাফ-ম্যানেজার জনতার সারির দিকে দৃষ্টিপাত করেই বুঝল সকলেরই কাগজ আছে আর যদিও কার্লের তোলা হাতে কোনো কাগজ ছিল না, সে নিশ্চিত ছিল যে তার ক্ষেত্রেও সব ঠিক আছে।

'বেশ ভালো', বালকদের দিকে নিশ্চিন্তভাবে হাত নাড়িয়ে স্টাফ-ম্যানেজার বলল। সে এবার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে চাইল, 'এবার কর্মনিয়োগ দপ্তর কাগজপত্র পরীক্ষা করবে। তবে আমরা এটাও দেখতে চাই আপনারা এ পর্যন্ত কি কি বৃত্তি নিয়েছিলেন, যাতে করে আপনাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনাদেরকে সঠিক পদে নিয়োগ করতে পারি।'

'কিন্তু এটা তো থিয়েটার', কার্ল দ্বিধান্বিতভাবে ভাবছিল, কিন্তু সব কথা সে মন দিয়ে শুনছিল।

'আমারও সেই মত', স্টাফ ম্যানেজার বলে চলল, 'বই বাঁধাইকারীদের বুঝে অফিস তৈরি করেছি। ওখানে নিয়োগকর্তারা বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন পদে নিয়োগ করবেন। সুতরাং আপনারা আপনাদের জীবিকা বলুন। একটা পরিবার তার স্বামীর

www.BanglaBook.org

নিয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। তারপর আমি আপনার অফিসে নিয়ে যাব। সেখানে প্রথমে আপনাদের কাগজপত্র, তারপর আপনাদের যোগ্যতাবলী দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষিত হবে—ছোটমতো একটা পরীক্ষা আর কি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারপর আপনারা স্বাক্ষর করবেন আর পরবর্তী কাজের নির্দেশ পেয়ে যাবেন। প্রথম অফিসটা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য, লেখাটা পড়েই বুঝতে পারছেন বোধহয়। এখানে কোনো ইঞ্জিনীয়ার আছেন কি?'

কার্ল এগিয়ে এল। সে ভাবল যেহেতু তার কোনো কাগজপত্র নেই, যতটা দ্রুততার সঙ্গে তার কাজগুলো সারা হয়ে যায় ততই মঙ্গল। অবশ্য তার এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কারণ সে তো একটা সময় ইঞ্জিনীয়ার হতে চেয়েছিল। কিন্তু ছেলেরা যখন দেখল, কার্ল এগিয়ে গিয়ে কথা বলছে, তারা ঈর্ষাকাতর হয়ে হাত তুলে দিল। স্টাফ ম্যানেজার সোজা হয়ে দাঁড়াল আর ছেলেদেরকে বলল : 'আপনারা কি ইঞ্জিনীয়ার?' তাদের হাত প্রথমে দুলতে দুলতে, তারপর নিচে নেমে এল, কিন্তু কার্ল তার সিদ্ধান্তে অনড় রইল। স্টাফ ম্যানেজার, তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল, তার পোশাক-আশাক বেশ ছেঁড়া আর ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার বয়স হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সে আর কিছু বলল না কারণ সে কার্লের কাছে কৃতজ্ঞ যে সে দরখাস্তগুলো সঙ্গে এনেছে। সে কার্লকে সোজাসুজি অফিসে যেতে নির্দেশ দিল। কার্ল স্টাফ ম্যানেজার বা অন্যান্যদের পেরিয়ে গেল।

ইঞ্জিনীয়ারদের দপ্তরে দু'জন ভদ্রলোক একটা ত্রিভুজাকার কাউন্টারের দু'ধারে বসে দুটো বড় তালিকার তুলনা করছিলেন। একজন পড়ছিলেন, অন্যজন নামের পাশে দাগ দিচ্ছিলেন। যখন কার্ল সেখানে দাঁড়াল আর তাদের সম্ভাষণ জানাল, তারা তালিকাটা তক্ষুনি এক পাশে সরিয়ে রাখলেন, তারপর দুটো বই বার করে সেগুলো মেলে ধরলেন। তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই কেরানী, তিনি বললেন : 'আপনার পরিচয়পত্র?'

'আমি দুঃখিত ওগুলো আমার সঙ্গে আনা হয়নি', কার্ল জানাল।

'তার সঙ্গে ওগুলো নেই'—কেরানী অন্য ভদ্রলোককে জানাতেই তিনি ওটা লিখে নিলেন।

'আপনি ইঞ্জিনীয়ার?' তাতে অন্য লোকটি, সম্ভবত যিনি দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি এখনও পুরোপুরি ইঞ্জিনীয়ার হইনি। কিন্তু...'

'যথেষ্ট হয়েছে', ভদ্রলোক আরো তাড়াতাড়ি বললেন, 'সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের লোক নন। একটু লেখাগুলো পড়ে দেখবেন।' কার্ল দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। ভদ্রলোক বোধহয় সেটা লক্ষ্য করলেন, বললেন, 'দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই'। আমরা সবাইকেই নিতে পারি।' এরপর তিনি তার একজন সহায়ককে ডাকলেন যে দুটো বেড়ার মধ্যেকার জায়গাটাতে অলসভাবে পায়চারি করছিল : 'এই ভদ্রলোককে প্রযুক্তিবিদদের কক্ষে নিয়ে যাও।'

www.BanglaBook.org

সহায়ক ছেলেটি অফিসারের বক্তব্যের মাঝখানেই কার্লের হাত ধরল। তারা দু'পাশে অনেক বুথ দেখতে পেল। একটাতে সে ছেলেদের একজনকে দেখতে পেল যে বেশ কৃতজ্ঞভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করছিল। কার্লকে এখন সেখানে নিয়ে যাওয়া হল সেটা ঠিক প্রথম দেখা অফিসঘরটার মতোই। তফাত এই যে তাকে এখন তারা ইন্টারমিডিয়েট পড়া ছাত্রদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে যেহেতু তারা শুনেছে, সে একটা ইন্টারমিডিয়েট ইস্কুলে পড়েছে। কিন্তু যখন কার্ল স্বীকার করল যে সে য়ুরোপীয় ইস্কুলে পড়েছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা তাকে নিতে অস্বীকার করল, আর তাকে য়ুরোপীয় ইন্টারমিডিয়েট ইস্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বুথে পাঠিয়ে দিল। এটা অবশ্য সব বুথগুলোর একেবারে ধারে। অন্যগুলোর চেয়ে শুধু ছোট নয়, জরাজীর্ণও বটে। সহায়কটি রেগে লাল হয়ে গেল কার্লের জন্যই বারেবারে তাকে এখানে-ওখানে প্রত্যাখ্যাত হতে হচ্ছে, আবার তাকে অন্য জায়গায় নিতে যেতে হচ্ছে। সে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ না দিয়েই সোজা ভেতরে চলে গেল। এটাই বোধহয় কার্লের শেষ সুযোগ। যখন কার্ল এই অফিসের প্রধানকে দেখল সে চমকে গেল। তার সঙ্গে তার য়ুরোপের এক ইস্কুলশিক্ষক যিনি বোধহয় বাড়িতে এখনও পড়াচ্ছেন তার এত মিল। অবশ্য সাদৃশ্যগুলো নির্দিষ্ট কয়েকটা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ দেখা গেল। কিন্তু ভদ্রলোকের বিস্তৃত নাকের উপর চশমা, পুরস্কার পাওয়ার মতো সুন্দর দাড়ি, ঈষৎ গোলাকার পেছন দিক আর একটু জোরে কথা বলা—এসব কার্লকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ করে লাগল। সৌভাগ্যবশত, তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কারণ অন্য জায়গার চেয়ে এখানকার পদ্ধতি বেশি সরল। একটা নোট অবশ্য লেখা হল যে তার কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধান বললেন এটা একটা দুর্বোধ্য রকমের অবহেলার ব্যাপার। কিন্তু উপরতলার কেরানী ভদ্রলোক ঐ নোটটা পড়লেন এবং তার উপরওয়ালার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলেন। যখন আগের ভদ্রলোক নতুন করে প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তিনি ঘোষণা করলেন যে কার্লের কাজটা হয়ে গেছে। অফিসপ্রধান হাঁ করে কেরানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কেরানী নিশ্চিত করে বললেন : 'নিগ্রো', আর কথাটা খাতায় টুকে নিলেন। স্পষ্টতই কেরানী মনে করেছিলেন একজন য়ুরোপীয় ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র এতটা ছোট কাজ নেবে এটা অবিশ্বাস্য। কার্লের দিক থেকে অবশ্য এটার প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না। সে কেরানীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য তার দিকে এগোল। কিন্তু একটু দেরী হল কারণ তারা তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করল। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তার নিজের নাম মুখে আনতে তার লজ্জা করছিল আর সেটা খাতায় লেখা হোক সেটাও সে চাইছিল না। এখানে কাজটা পেয়ে গেলে, সেটা যত ছোট কাজই হোক্, সে যদি সন্তোষজনক কাজ দিতে পারে, তারা নিশ্চয় তার নাম জেনে যেতে পারে। কিন্তু এখন নয়। সেজন্য এই মুহূর্তে কোনো নাম তার মুখে এল না। তার অনেক অনেক দিন আগের ডাক নামটা বলল : 'নিগ্রো'।

'নিগ্রো?' ঘাড় ঘুরিয়ে রাগে প্রধান বলে উঠলেন। মনে হল কার্ল এতক্ষণে

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাস্যতার চরমে উঠে এসেছে। এমনকি কেরানী ভদ্রলোকও কার্লকে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর বলল, 'নিগ্রো' আর তার নামটা খাতায় লিখে নিল।

'হ্যাঁ, নিগ্রো', কেরানী শান্তভাবে উত্তর দিলেন আর এমনভাবে হাত নাড়লেন তাতে মনে হল তিনি চাইছেন তার উপরওয়ালা এবার তার কাজ চালিয়ে যান। আর অফিসপ্রধান নিজেকে সংযত রেখেই বললেন : 'আপনাকে নিযুক্ত করা হল ঠিকই, কারণ....'। কিন্তু তিনি আর কথা চালিয়ে যেতে পারলেন না। তার বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে পারলেন না। সেজন্য তিনি বসে পড়ে বললেন : 'ওর নাম 'নিগ্রো' হতে পারেনা।'

কেরানী ভ্রু কোঁচকালেন, নিজে উঠে দাঁড়ালেন আর বললেন : 'তাহলে ওকলাহোমা থিয়েটারে আপনি কাজ পেলেন এবং আমাদের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করবেন।'

আর একজন সহায়ককে ডাকা হল। সে কার্লকে আম্পায়ারের প্ল্যাটফরমে নিয়ে গেল।

সিঁড়ির নিচে কার্ল গ্রামটা দেখতে পেল আর সেই মুহূর্তে বাচ্চাটার বাবা-মাও নেমে এল। তার মায়ের হাতে বাচ্চাটা ধরা।

'তোমাকে ওরা নিয়েছে তো?' লোকটি জিজ্ঞাসা করল। তাকে আগের চেয়ে বেশ প্রাণবন্ত লাগছিল। তার স্ত্রী মাথা উঁচিয়ে কার্লের দিকে তাকিয়ে হাসল। যখন কার্ল বলল যে তাকে এইমাত্র নেওয়া হয়েছে, আর এবার তার পরিচয়পর্ব শুরু হবে, লোকটি বলল : 'তাহলে, অভিনন্দন। আমাদেরও নিয়েছে। এটা ভালোই মনে হচ্ছে যদিও তুমি এক্ষুনি সব কাজের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারছ না। এরকম তো সব জায়গাতেই আছে।'

তারা পরস্পরকে বিদায় জানাল আর কার্ল প্ল্যাটফরমে উঠে এল। তার একটু সময় লাগল কারণ উপরের অল্প জায়গাটা ভিড়ে ঠাসা, আর সে অনুনয়-বিনয় করে নাছোড়বান্দা হতে চায় না। সে একটু থামল। তারপর বহুদূরের বনভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। তার খুব ইচ্ছে ছিল একবার ঘোড়দৌড় দেখে। আমেরিকাতে আসার পর সে সুযোগ হয়নি। য়ুরোপে একবার ছোটবেলায় সে মাঠে গিয়েছিল। কিন্তু তার যতদূর মনে পড়ে তার মা তাকে ভিড় থেকে টেনে নিয়েছিল কারণ তারা তাকে জায়গা দিতে চায়নি বা ওপাশ দিয়ে যেতে দিতেও চায়নি। সেজন্য তার আর ঘোড়দৌড় দেখা হয়নি। তার পেছনে একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি শুরু হল। সে ফিরে তাকাল। বোর্ডের উপর জয়ীদের নাম ফুটে উঠেছে সে দেখল। সেখানে আরো লক্ষ্য করল : 'ব্যবসায়ী কাল্লা, আর স্ত্রী ও সন্তান।' সুতরাং যারা কাজ পেল তাদের নাম এখান থেকেই অন্য অফিসে চলে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই অনেক ভদ্রলোক হাতে পেনসিল ও নোটবুক নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। তাদেরকে যেতে দেবার জন্য কার্ল রেলিং-এর ধারে গুটিসুটি মেরে রইল। তারপর তারা উপরে উঠে গেলেন। এখন কার্লের মাথার উপর ফাঁকা। প্ল্যাটফরমের একদিকে কাঠের রেলিং—মনে হচ্ছে কোনো

www.BanglaBook.org

চূড়ার নিচেকার ছাদ—একজন ভদ্রলোক রেলিং বরাবর হাত মেলে দিয়ে বসে রয়েছেন আর একটা চওড়া সাদা রেশমের উত্তরীয় আড়াআড়িভাবে তার বুকের উপর ঝুলে রয়েছে : 'ওকলাহোমা থিয়েটারের দশম নিয়োগকর্তা।' টেবিলে একটা টেলিফোন রাখা ছিল ; নিশ্চয় ঘোড়দৌড়ের সময় ব্যবহার করার জন্য ; কিন্তু এখন নিয়োগপ্রার্থীদের ব্যাপারে সমস্ত তথ্য যাতে তিনি সহজে পেয়ে যান তার জন্যই। কিন্তু তিনি কার্লকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। বরং তার পাশে আড়াআড়ি পা রেখে হাতের উপর চিবুক রাখা ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন : 'নিগ্রো, একজন য়ুরোপীয় ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র?' যেন তার আর কার্লকে কিছু বলার নেই, কার্ল মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল। তিনি সিঁড়ির দিকে তাকালেন কেউ উপরে আসছে কিনা। যখন কেউ এল না—তিনি কার্ল ও অন্য এক ভদ্রলোকের কথোপকথনে কান দিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন আর রেলিং-এ টোকা দিতে থাকলেন। ওই সুন্দর ক্ষমতাশালী আর নরম আঙুলগুলো কার্লকে বারেবারে টানতে লাগল যদিও সে অন্য ভদ্রলোকের কথা মন দিয়ে শুনছিল।

'তোমাকে কাজ থেকে তাড়ানো হয়েছে?' ঐ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল প্রশ্নটা অন্যান্য প্রশ্নের মতোই সহজ আর সোজাসাপটা। আর কার্লের উত্তর প্রত্যুত্তরের চিন্তাও তিনি করছিলেন না। কিন্তু প্রশ্ন করার সময় তিনি চোখ পাকালেন বা ঝুঁকে পড়ে দেখতে চাইলেন কার্লের উপর প্রশ্নগুলোর প্রভাব কেমন। আবার কখনো উত্তর শোনার পর তার মাথাটা তার বুকের কাছে নেমে এল। আবার কোনো কোনো প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করলেন ; হয়তো সেসব কেউ বুঝবে না কিন্তু সন্দেহ তো হবেই। অনেক সময় কার্লের মনে হল নিজের দেওয়া উত্তরটা নিজেই ফিরিয়ে নেয়, আর বিকল্প যোগ্য উত্তর দেয়, কিন্তু সে সবসময় নিজেকে বিরত করল, কারণ এরকম এটা-ওটা নয় করলে তার সম্পর্কে ভদ্রলোকের খারাপ ধারণা হতে পারে। তাছাড়া সে তো বুঝতেও পারছিল না তার উত্তর ভদ্রলোককে কতটা সন্তুষ্ট করতে পেরেছে।

এই যে প্রশ্ন যে তাকে কাজ থেকে তাড়ানো হয়েছে কিনা, সে বলল 'হ্যাঁ'।

'কোথায় শেষ তুমি কাজ করেছিলে?' এর পরের প্রশ্ন। কার্ল যখন উত্তর দিতে যাচ্ছিল ভদ্রলোক তার অনামিকা তুলে আবার বললেন—'শেষ?'

যেহেতু কার্ল প্রশ্নটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল, সে অনিচ্ছায় মাথা নাড়ল যাতে করে তিনি অন্যরকম মন্তব্য করতে পারেন, সে উত্তর দিল : 'একটা অফিসে'।

এটা তো সত্যি। কিন্তু ভদ্রলোক যদি অফিস সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে চান, তাকে মিথ্যে বলতে হবে। যাইহোক্ তার আর দরকার হল না, কারণ ভদ্রলোক এর পরের প্রশ্নটা খুব সহজ ও সম্পূর্ণ সত্য ছিল : 'তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট ছিলে?'

প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই কার্ল অবাক হয়ে বলল : 'না'। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখল যে পরিচালক মৃদু হাসলেন। তার বিস্ময় ভাবের প্রকাশ নিয়ে সে একটু অনুতাপ প্রকাশ করল। কিন্তু না বলার আবেগ সে দমন করতে পারল না কারণ

www.BanglaBook.org

সারাদিন ধরে তার একটাই ইচ্ছা ছিল বাইরের কোনো শ্রমিক এসে তাকে এই প্রশ্নটা করবে। আবার 'না' বলেও বিপদ হল ; যদি ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করেন কেন তার আগের কাজটা পছন্দ হয়নি। কিন্তু তার বদলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'কোন্ ধরনের কাজের যোগ্য হিসাবে নিজেকে মনে কর?' হতে পারে প্রশ্নটা একটা ফাঁদ কারণ তাকে অভিনেতা হিসাবে নেবে বলে আবার এরকম প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন? সেজন্য সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল আর বাধা দেবার জন্যই বলল : 'আমি শহরে ঘোষণাপত্রটা পড়লাম। যেহেতু এতে বলা ছিল আপনারা প্রত্যেককেই নিচ্ছেন, তাই চলে এলাম।'

'আমরা জানি', ভদ্রলোক যে উত্তরের প্রতীক্ষায় তা জানিয়ে দিলেন।

'আমাকে অভিনেতা হিসাবে নেওয়া হয়েছে', কার্ল দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল। সে দেখাতে চাইল যে সে বিপন্ন ও সংশয়ে পড়েছে।

'হবে হয়তো', ভদ্রলোক একথা বলেই চুপ করে গেলেন।

'না', কার্ল বলল আর তার কাজ পাওয়ার একটা সম্ভাবনা শেষ হতে চলল, 'আমি জানি না আমি অভিনেতার কাজ করতে পারব কিনা। কিন্তু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আর এখানকার সমস্ত নির্দেশ মেনে চলব।'

ভদ্রলোক পরিচালকের দিকে তাকালেন, দু'জনেই মাথা নাড়লেন। মনে হল কার্ল ঠিকই উত্তর দিয়েছে। সুতরাং তার মনে সাহস এল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এটা ছিল : 'তুমি আসলে কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলে?'

প্রশ্নটা আরো ভালো করে ব্যাখ্যা করার জন্য ভদ্রলোক সঠিক আলোচনার উপর জোর দিলেন। তিনি বললেন : 'য়ুরোপে, আমি বলছি কি', একই সঙ্গে তার চিবুক থেকে হাত সরিয়ে আর হাতটা একটু দূরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বোঝাতে চাইল য়ুরোপ কত দূরে আর সেখানে তৈরি পরিকল্পনাগুলো এখানে কত অর্থহীন।

কার্ল বলল : 'আমি ইঞ্জিনীয়ার হতে চেয়েছিলাম'। মনে হল যেন উত্তরটা গলায় আটকে যাচ্ছে। এসব তো অর্থহীন। সে আমেরিকাতে কিসব কাজ করেছে, তার পুরনো দিবাস্বপ্ন সে ইঞ্জিনীয়ার হবে—সে কি য়ুরোপেও ইঞ্জিনীয়ার হতে পারত? কিন্তু তার তো অন্য কোনো উত্তর জানা ছিল না, তাই সে এই উত্তরটা দিল।

কিন্তু ভদ্রলোক সেটাকেই গুরুত্ব দিলেন। সবকিছুকে গুরুত্বপূর্ণভাবে নেওয়াটাই তার স্বভাব। 'হ্যাঁ, তুমি তো এক লাফে ইঞ্জিনীয়ার হতে পার না', তিনি বললেন, 'তবে এখনকার মতো কোনো প্রযুক্তির কাজে তুমি লেগে যেতে পার।'

'নিশ্চয়', কার্ল বলল। সে সন্তুষ্ট। সত্যি সত্যি যে কাজটা নিয়ে নিল। হয়তো তাকে অভিনেতা থেকে ছোটখাটো প্রযুক্তির কাজে নেমে যেতে হবে। কিন্তু তার মনে হল প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজই তার পক্ষে বেশি মানানসই। তাছাড়া সে মনে মনে বলল, এটা তো এমন কাজ নয় যাতে সারাজীবন তাকে লেগে থাকতে হবে।'

www.BanglaBook.org

'তুমি কি ভারি কাজ করতে পারবে?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়', কার্ল বলল।

তাতে করে ভদ্রলোক কার্লকে কাছে ডাকলেনও তার হাত ছুঁয়ে দিলেন।

'ও বেশ শক্তিমান ছেলে', পরিচালকের দিকে কার্লকে ঠেলে দিয়ে তিনি জানালেন। পরিচালক মৃদু হাসলেন। তার অলস উপবেশন থেকে নড়াচড়া না করে কার্লের দিকে হাত বাড়ালেন আর বললেন : 'তাহলে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। ওকলাহোমাতে আমরা আবার সবকিছু দেখে নেব। দেখো, তুমি আমাদের নিয়োগদপ্তরের মুখ রেখো।'

কার্ল মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল ; অন্য ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ করল, কিন্তু মনে হল যেন তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, এরকম ভংগীতে প্ল্যাটফরমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকাল।

কার্ল সিঁড়ির নিচে নেমে দেখল ঘোষণাপত্রে লেখা রয়েছে : 'নিগ্রো, প্রযুক্তিকর্মী'।

সবকিছুর যেহেতু নিয়মমাফিক ভাবে হচ্ছিল, কার্ল ভাবল তার যে আসল নাম বোর্ডে লিপিবদ্ধ নয়তা নিয়ে সে আদৌ চিন্তিত নয়। সংস্থাটি অদ্ভুতভাবে নিখুঁত কারণ সিঁড়ির নিচে কার্ল দেখল একজন অপেক্ষারত সহায়ত সে হাতে একটা ব্যাণ্ড বাঁধছিল। যখন কার্ল হাত তুলে দেখতে চাইল ব্যাণ্ডে কি লেখা রয়েছে। সেখানে সত্যিই লেখা রয়েছে, 'প্রযুক্তিকর্মী'।

কিন্তু যা হবার তাই হবে। সে আগে সমস্ত কথা ফ্যানিকে জানাতে চাইল যে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু তার বেশ মন খারাপ হয়ে গেল যখন সে শুনল যে দেবদূত আর শয়তানের দল পরবর্তী শহরে ভ্রাম্যমাণ নিয়োগদলের সঙ্গে রওনা দিয়ে দিয়েছে ; দল যাতে পরের দিন সেখানে পৌঁছতে পারে তাই তারা আগেই রওনা দিয়ে দিয়েছে 'কি খারাপ লাগছে।' কার্ল বলল, এই নতুন কাজে এসে তার প্রথম হতাশা, 'দেবদূতদের মধ্যে আমার একজন বন্ধু ছিল'।

সহায়কটি বলল, 'তুমি তার সঙ্গে ওকলাহোমাতে দেখা করবে। এখন এস। তুমিই সবার শেষে।'

সহায়ক কার্লকে প্ল্যাটফরমের সেই রাস্তা ধরে নিয়ে যেতে লাগল যেখানে দেবদূতরা ভেরী বাজাচ্ছিল; কেবলমাত্র বেদীগুলো ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। তবে কার্লের ধারণা, যদি ভেরী বাজানো বন্ধ হয় তবে অনেক লোক কাজে উৎসাহী হবে—এটা ভুল কারণ প্ল্যাটফরমে কোনো পূর্ণবয়স্ক লোক ছিল না, কেবল কয়েকটা বাচ্চা ছেলে কোনো দেবদূতের ডানা থেকে পড়ে যাওয়া লম্বা পাখা নিয়ে খেলা করছিল। একজন বালক এটা উপরে ধরেছিল, অন্য বালকেরা এক হাতে মাথা নামাচ্ছিল, অন্যহাতে ডানাটাকে ধরার চেষ্টা করছিল।

কার্ল বাচ্চাগুলোকে দেখল, কিন্তু সহায়ক তাদের দিকে না তাকিয়েই বলল : 'এস, তাড়াতাড়ি এস। তোমার বড্ড বেশি সময় লেগেছে। ওরা বোধহয় তোমার সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না।'

www.BanglaBook.org

'আমি জানিনা', কার্ল অবাক হয়ে বলল, কিন্তু সে ওটা বিশ্বাস করল না। কত সংশয়জড়িত পরিস্থিতিতে কেউ না কেউ সমস্যার কথা অন্য লোককে জানিয়ে দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। কিন্তু গ্র্যাণ্ড স্ট্যান্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ দিকের কথা চিন্তা করে সহায়কের কথাটা কার্ল ভুলেই গেল। তার গ্রাণ্ড স্ট্যাণ্ডের দিকেই এগোচ্ছিল। ওখানে একটা লম্বাচওড়া বেঞ্চিতে সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া ছিল। সব আবেদনকারী রেসকোর্সের দিকে পেছন ফিরে স্ট্যাণ্ডের নিচের ঐ বেঞ্চিতে বসেছিল। তাদের সবাইকে খাবার দেওয়া হচ্ছিল। তারা সকলেই সুখী ও উত্তেজিত ছিল। ঠিক কার্লের মতো। কার্ল সবার শেষে এসে বেঞ্চিতে শান্তভাবে বসল। অনেকগুলো ছেলে চশমা তুলে বসেছিল। আর একজন পরিচালককে 'কেরানীদের পিতা' বলে মজা করছিল। কেউ একজন বলছিল এখান থেকে পরিচালককে দেখা যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি আম্পায়ারের প্ল্যাটফরমে বসা দুই ভদ্রলোককে খানিকটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তারা গেলাস তুলে তাদেরকে লক্ষ্য করছিল। কার্লও তার সামনে রাখা গেলাসটাকে তুলে ধরল। কিন্তু এত জোরে সবাই চেঁচাচ্ছিল যে তারা পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল। আম্পায়ারের প্ল্যাটফরমের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছিল না। দেখার কোনো ইচ্ছেও তাদের ছিল না। পরিচালক এক কোণে চুপটি করে বসেছিলেন, অন্য ভদ্রলোক তার পাশে হাতের উপর চিবুক রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হতাশ হয়ে সবাই আবার বসে পড়ল। এখানে-ওখানে কেউ কেউ প্ল্যাটফরমের দিকে উঁকি দিতে লাগল। তারপর আবার তারা খাবারের প্রাচুর্যে ডুবে গেল। বড় বড় পাখি- কার্ল জীবনে দেখেনি— বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—তাতে ঝলসানো মাংসে কাঁটা চামচ গাঁথা ছিল। সহায়করা গেলাসগুলোতে পানীয় ভরে দিচ্ছিল—তুমি হয়তো লক্ষ্য করনি—তুমি তোমার প্লেট নিয়ে ব্যস্ত আর তোমার গ্লাসে রঙীন পানীয়, স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যারা এসব কথাবার্তা পছন্দ করছে না তারা ওকলাহোমা থিয়েটারের বিভিন্ন অংশ টেবিলের উপর ডাঁই করা—সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে কিংবা এক হাত থেকে অন্য হাতে ফেরি করে করে দিচ্ছে। কিন্তু খুব কম লোকই এসব দৃশ্যাবলী নিয়ে ভাবছে। একটি, কেবল সারির শেষেরটি কার্লের কাছে পৌঁছল। তবে ঐ ছবিটা অন্য ছবিগুলোর মতো অতটা আকর্ষণীয় নয়। ছবিতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির উপবেশনের জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা আছে। প্রথমে দেখলে এটাকে স্টেজ বাক্স না ভেবে সত্যিকারের স্টেজ বলে মনে হচ্ছে। আসলে ছবিটার ভেতরের কাজটা বেশ বিস্তৃত মেলে ধরা। মূল কাজটা বেশ সূক্ষ্মভাবে সোনার তৈরি। এর সরু স্তম্ভগুলোর উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য যেন মনে হয় সুন্দর কাঁচি দিয়ে কাটা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের নক্শা মূর্তি পরপর সাজানো। একজন রাষ্ট্রপতির বেশ টিকলো নাক, বাঁকানো ঠোঁট আর খোলাকার চোখ—নিম্নমুখী, আনত। বাক্সর উপর সমস্ত দিক থেকে আলোর রশ্মি আপতিত। ছাদ, মাটি সব কিছুই আলোয় আলোময়। সাদা কিন্তু নরম প্রেক্ষাপটের অংশ, দামাস্কীয় লাল পর্দা, পরিবর্তনশীল

www.BanglaBook.org

ভাঁজে ভাঁজে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত, আর সুতো দিয়ে বাঁধা। মনে হচ্ছিল গোধূলি আলোয় আলোকিত কোনো গুহা। বাক্সের উপর যেন কোনো মানুষ ছিল না—এত রাজকীয়! কার্ল হয়তো তার খাবার দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল। কিন্তু সে প্লেটের পাশে ছবিটা রেখে সেদিকেই তাকিয়ে রইল। আরও একটা ছবি তার বেশ ভালো লেগেছিল, কিন্তু সে উঠে গিয়ে ওটা তুলে নিতে চায়নি কারণ স্তূপের উপর হাত রেখে একজন চাকর ওখানেই বসেছিল। কারণ এভাবেই ছবিগুলোর পরম্পরা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সেজন্য সে গলা বাড়িয়ে টেবিলটা দেখতে চাইল যে আর কোনো ছবি তার কাছাকাছি আসছে কিনা। এমন সময় প্লেটে মনোযোগ দিয়ে বসে থাকা একজনের মুখ তার চোখে পড়ে গেল। মুখটা সে তখনই চিনে ফেলল,—'গিয়াকোমো'। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল আর তার কাছে গিয়ে চিৎকার করল—'গিয়াকোমো।'

গিয়াকোমো, লজ্জা পেয়ে তার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সারি সারি বেঞ্চির মাঝখানের সরু রাস্তার ভেতর দিয়ে তার দিকে মুখ ফেরাল। হাত দিয়ে মুখ মুছল, তারপর কার্লকে দেখে তার আনন্দ প্রকাশ করল। সে কার্লকে তার পাশে ডাকল নয়তো সে তার জায়গা বদলে তার কাছে চলে আসতে চাইল। তাদের যে অনেক কথা জমে রয়েছে। তাদের তো কাছাকাছি থাকা দরকার। কার্ল অন্যদের অসুবিধা করতে চাইল না। সে বলল তখনকার মতো সে যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকুক। খাবার শেষ হয়ে যাবে একটু পরেই, তারপর তারা কাছাকাছি চলে যাবে। কিন্তু কার্ল কয়েক মুহূর্ত শুধু গিয়াকোমোকে দেখতে লাগল। অতীতের কত স্মৃতি। ম্যানেজারের কি হয়েছে? থেরেস কি করছ? গিয়াকোমোকে দেখে মনে হচ্ছে ও বদলায়নি।—ম্যানেজার যে বলেছিলেন ছ'মাসের মধ্যে সে বড়সড় আমেরিকান হয়ে যাবে সে ভবিষ্যদ্বানী তো মেলেনি। সে সেরকমই রোগা পাতলা, তার গাল দুটি শুকনো ফাঁপা কেবল মুখভরতি মাংস খেলে তা ফুলে উঠছে। সে মাংস থেকে হাড় ছাড়িয়ে তা' প্লেটে রাখছে। কার্ল তার হাতের ব্যাণ্ড দেখে বুঝল তাকে অভিনেতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়নি, তাকে লিফ্‌টবয় হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। সত্যি ওকলাহোমা থিয়েটারে সবাই-এর জায়গা রয়েছে। কিন্তু গিয়াকোমোকে দেখতে গিয়ে কার্ল নিজের জায়গা থেকে অনেকটা সরে গিয়েছে। যখন সে পেছনে ফিরবে ঠিক করেছে, সেইসময় স্টেজে পরিচালক পৌঁছলেন, এক লাফে উপরের একটা বেঞ্চিতে উঠে গেলেন, হাততালি দিলেন, সবাই উঠে দাঁড়ালে ছোট একটা বক্তব্য রাখলেন। যারা বসেছিল তারা খাবার ছেড়ে উঠতে চাইছিল না। অন্যরা কনুই দিয়ে গুঁতো দিতে তারা উঠে দাঁড়াল। কার্ল ইতিমধ্যে চুপিসাড়ে তার জায়গাটাতে ফিরে গেছে। স্টেজে পরিচালক বলে চললেন : 'আমি আশা রাখছি যে আপনারা আমাদের অভ্যর্থনা ও আমাদের দেওয়া ডিনারে খুশি হয়েছেন। নিয়োগদপ্তরের রসুইখানা সত্যিই ভালো। আমরা এবার টেবিল পরিষ্কার করব, কারণ ওকলাহোমার ট্রেন পাঁচমিনিটের মধ্যেই ছেড়ে যাচ্ছে। এটা দীর্ঘ পথ যাত্রা। আমি জানি

www.BanglaBook.org

আপনাদের ভালোমন্দের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনাদের পথযাত্রার পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওর কথামতো আপনারা চলবেন।'

স্টাফ পরিচালকের পাশে একজন রোগা বেঁটে লোক বেঞ্চির উপর উঠে এলেন। তাড়াতাড়ি করে অভিবাদ জানিয়ে ভয়ে ভয়ে হাত নাড়িয়ে তিনি সবাইকে কিভাবে একজায়গায় সমবেত হতে হবে তা ইশারা করে জানালেন আর ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাকে কেউ পাত্তা দিল না। পরে যে ভদ্রলোক ডিনারের শুরুতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এখন একটি টেবিলে হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। কার্লের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল কারণ বলা হয়েছিল, ট্রেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছে। স্টাফ পরিচালকের অমনোযোগ দেখেও তার ভালো লাগল না। তিনিএখন ভ্রমণ পরিচালককে নির্দেশ দিতে ব্যস্ত। রাজকীয়ভাবে তিনি বক্তৃতা দিয়েই চলেছেন ; প্রতিটি খাবারের থালার কথা পর্যন্ত বলছেন ; ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য করছেন ; বারবার ঘোষণা করছেন : 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আমাদের হৃদয়ের পথে চলেছি।' যে ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছিলেন, তিনি ছাড়া সবাই হাসছিল। কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্যে কোনো মজা ছিল না, ওটাই সত্যি ছিল।

এই বক্তৃতার ফল অত্যন্ত খারাপ হল কেননা ষ্টেশনের যাবার রাস্তাটা দৌড়তে হল। যদিও তাতে কোনো কষ্ট ছিল না--যেটা কার্ল বলল—কারো কাছে কোনো মানপত্র ছিল না। একমাত্র লাগেজ বলতে সেই গ্রামটা যেটা তাদের বাহিনীর আগে আগে শিশুটির বাবা ঠেলে নিয়ে চলেছে, সেটা মাঝে মাঝে দুলছে, উঠছে, নামছে। মনে হচ্ছে, ওটাকে কেউ শক্ত হাতে ধরে নেই। কত নিরাশ্রয়, অসম্মানিত চরিত্ররা এখানে জড়ো হয়েছে, অথচ তাদেরকে কত আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। তাদের কথা এত ভাবা হচ্ছে। আর ভ্রমণ পরিচালক তাদের যেন চোখের মণি করে রেখেছেন। কখনো তিনি গ্রাম ঠেলছেন, কখনো দু'হাত তুলে বাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ; পিছিয়ে পড়া কাউকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছেন ; কখনো তাদের পাশাপাশি হাঁটছেন ; মাঝখানে যারা ধীরে দৌড়চ্ছে তাদের দিকে চোখ রাখছেন আর হাত দুলিয়ে ইশারা করে বলছেন কিভাবে আরো জোরে দৌড়নো যায়।

যখন তারা স্টেশনে পৌঁছল ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। স্টেশনে নবাগতদের ডেকে ডেকে বিস্ময়ের সুরে বলছে : 'সবাই এরা ওকলাহোম থিয়েটারের লোক।' কার্ল ভাবতেই পারেনি এত লোক থিয়েটারটা চেনে ; অবশ্য সে তো কখনো থিয়েটারে কাজ করেনি। একটা পুরনো কামরা তাদের জন্যই সংরক্ষিত। প্রহরীর চেয়ে ভ্রমণ পরিচালক তাদেরকে বসাবার জন্য বেশি খাটাখাটুনি করলেন। প্রত্যেকটা কামরা দেখে নিয়ে তারপর তিনি নিজের বসার ব্যবস্থা করলেন। কার্ল জানালার ধারে বসার জায়গা পেয়ে গেল। গিয়াকোমো তার পাশেই। তারপর তারা দু'জনে বসল—খুব কাছাকাছি তাদের যাত্রা আনন্দময় হয়ে উঠল। আমেরিকাতে তারা কখনো এত সুখে

www.BanglaBook.org

বেড়ায়নি। যখন ট্রেনটা স্টেশন থেকে বেরোতে শুরু করল তারা জানালা দিয়ে উল্টোদিকের লোকদের, যারা পরস্পরকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিচ্ছিল আর হাসছিল, তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

দু'দিন দু'রাত তারা চলতে লাগল। এখন, কেবল এখন কার্ল বুঝতে পারল আমেরিকা কত বড় দেশ। অক্লান্তভাবে সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। গিয়াকোমো তার পাশে বসার জন্য বেশ ছট্‌ফট্‌ করছিল যতক্ষণ না কামরার অন্যান্যরা তাস খেলতে জায়গা চাইছিল। তবু তার ছটফটানিতে ক্লান্ত হয়ে তাকে জানালার ধারে একটা আসন ছেড়ে দিল। কার্ল তাদের ধন্যবাদ জানাল—গিয়াকোমোর ইংরাজী তেমন কেউ বুঝতে পারছিল না। তবু যেমন হয় আর কি! পথ চলতে চলতে সবাই বন্ধু হয়ে গেল। কখনো কখনো বন্ধুত্বটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। যেমন যখনই তারা ঝুঁকে পড়ে নিচে পড়ে-যাওয়া তাস তুলতে আসছিল, তারা কার্ল বা গিয়াকোমোর পায়ে বেশ জোরে ধাক্কা দিচ্ছিল। কার্ল দু-একবার লাথি মারতে চেয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময় সে চুপচাপ সহ্য করে নিচ্ছিল। কামরার ভেতরে যা ঘটছিল—কামরাটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরতি যদিও জানালা খোলা ছিল—সবকিছুই বাইরের বিস্তৃত প্রকৃতির পাশে তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল।

প্রথম দিন তারা উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। নীল পাথরের টুকরোগুলো রেললাইন পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। জানালার বাইরে রাজহাঁসের মতো গলা বাড়ালেও পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল না। সংকীর্ণ, বিষন্ন, আঁকাবাঁকা উপত্যকা সামনে বিস্তৃত। কেউ হয়তো আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল কোন্‌ পথ তারা হারিয়ে ফেলে এসেছে। বিস্তৃত পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে ; পাদদেশ পর্যন্ত পাহাড়ের ঢেউ বয়ে চলেছে ; তাদের পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ, তাদের নিচে পুলের নিচ দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। আর পাহাড়ের নিচেকার ফেনিল জলের ঢেউয়ের কাছে গেলেই তারা ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG